। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ।

গৌড়ীয় পত্রিকা

৩৭শ বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৯১ | ১ম সংখ্যা



শ্রীবেদান্ত সমিতির উপাস্য

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয়-বিগ্রহ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ, বি. টি., কাব্য-ব্যাকরণতী

পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

(ত্রিদণ্ডিস্বামী) শ্রীভক্তিবেদান্ত আচার্য্য (মহারাজ)-কর্ত্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ



নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

সপ্তত্রিংশ-বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৪৯৮ বিষ্ণু হইতে ৪৯৯ গোবিন্দ,
বঙ্গাব্দ ১৩৯১ ফাল্গুন হইতে ১৩৯২ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৮৫ মার্চ্চ হইতে ১৯৮৬ ফেব্রুয়ারী।]

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক—
পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য্য—
ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

সম্পাদক—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (পশ্চিমবঙ্গ)।

সপ্তত্রিংশবর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

বিষয়-সূচী

বিষয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
ইতিকথার ঝুলি থেকে	৫।১৭৫, ৬।২০৫
কর্ম্মতত্ত্ব	৭।২৫২
কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব—শ্রীমৎ (পত্র)	৭।২৫৫
কেশবজী গৌড়ীয় মঠে প্রবেশোৎসব—শ্রী (নিমন্ত্রণ-পত্র)	২।৭৪
কেশবজী গৌড়ীয় মঠে শুভপ্রবেশ-মহোৎসব—শ্রী (সাময়িকী)	৪।১৪১
কেশবজী গৌড়ীয় মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী মহোৎসব—শ্রী (সাময়িকী)	৮।২৯১
ক্ষর ও অক্ষর-তত্ত্ব	১।১৫
গীতার বাণী	৪।১২৯, ৫।১৬৩, ৬।১৯৯, ৭।২৩৭, ৮।২৭৯, ৯।৩১৩, ১০।৩৫২, ১১।৩৮৫, ১২।৪১৯
গুরুদেব—শ্রী	২।৬৩
গুরুপাদপদ্মের বিরহ তিথিবাসরে কুসুমাঞ্জলি—শ্রী	১২।৪৪৪
গুরুপূজা-মহোৎসব—শ্রী	১২।৪৩৭
গৃহস্থের কৃত্য	১।৩০
গৌর-বিরুদাবলী—শ্রীশ্রী	২।৪১, ৩।৭৭, ৪।১১৩, ৫।১৪৯, ৬।১৮৫, ৭।২২১, ৮।২৫৭, ৯।২৯৩, ১০।৩৩৩, ১১।৩৬৯, ১২।৪০৭
গৌরাঙ্গ-স্তবাষ্টকম্—শ্রীশ্রী	১।১
গৌড়ীয়ের সপ্তত্রিংশ-বর্ষ	১।৩৪
চৈতন্যশিক্ষামৃত	১।৯, ২।৫০, ৩।৮৮, ৪।১২১, ৫।১৫৭, ৬।১৯৪, ৭।২৩০, ৮।২৬৬ ৯।৩০২, ১০।৩৪৩, ১১।৩৮০, ১২।৪১৫
জগন্নাথ-প্রার্থনা	১০।৩৫৮
জগন্নাথদেবের ভক্তপ্রীতি—শ্রীশ্রী	৬।২০১, ৮।২৮১
জগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব (সাময়িকী)—শ্রীশ্রী	৫।১৮০
জগন্নাথ-স্তুতি—শ্রীশ্রী	৫।১৬৯

বিষয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
জগন্নাথদেবের রথযাত্রা—শ্রীশ্রী (নিমন্ত্রণ-পত্র)	৪।১৪৫
ঝাঁরিখণ্ডে মহাপ্রভু	১।২৮
ঝাঁসীতে হরিকথা-প্রচার	৮।২৮৮
ঝুলনযাত্রা ও শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে সাদর আহ্বান—শ্রী	৭।২৫৪
ঝুলনযাত্রা ও শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে মেঘালয় মঠে উৎসব	৯।৩৩০
দীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী -পরলোকে	১০।৩৬৮
দেবর্ষি নারদের আত্মকাহিনী	৬।২১১
দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ সন্দর্শনে—শ্রী	৯।৩২০
ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ	২।৫৯
ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়	১।২৪
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব শ্রী (সাময়িকী)	৩।১১০
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব—শ্রী (পত্র)	১২।৪৪৫
নামাপরাধ	৪।১৩০
পত্রোত্তর (শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল-প্রেরিত)	৩।১০৭, ৫।১৭৭, ৭।২৪৬, ৯।৩২৬, ১০।৩৫৯, ১২।৪৩১
পরতত্ত্ব-বিচার	১।২২
পরলোকে শ্রীপাদ দীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী	১০।৩৬৮
প্রকৃত বুদ্ধিমান্	২।৭০
প্রচার-প্রসঙ্গ	১২।৪৩৩
প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা—শ্রীল	১।৩, ২।৪৬, ৩।৮২, ৪।১১৭, ৫।১৫৩, ৬।১৯০, ৭।২২৫, ৮।২৬২, ৯।২৯৭, ১০।৩৩৭, ১১।৩৭৪, ১২।৪১১
বন্ধু কে ?	৫।১৭৩
বর্ষারম্ভে বিজ্ঞপ্তি	৩।৯৯
ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রী (নিমন্ত্রণ-পত্র)	১১।৪০৬
ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও উর্জ্জব্রত-পালন—শ্রী	১১।৪০১
ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও উর্জ্জব্রত—শ্রী (সাময়িকী)	১২।৪৩৮
ভগবান্ কি শত্রুভাবে লভ্য ?	৪।১৩৪

বিষয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের বিরহ-বাসরে পুষ্পাঞ্জলি—শ্রীমৎ	১১।৩৯০
ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ—শ্রীমৎ	১২।৪৩৫
ভবঘুরের আত্মকাহিনী	৭।২৪৫
মিথ্যা ব্যবহার	৬।২০৯
যত মত, তত পথ "ঠিক কি" ?	৬।২১৫, ৮।২৮৫
রথে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দর্শন	৫।১৬৯
শরণাগতি ও সেবাধিকার	৩।৯৫
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (বিজ্ঞাপন)	২।৭৩
শ্রীমদ্ভভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামীর ব্যাসপূজা-বাসরে প্রসূনাঞ্জলি	২।৫৬
শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব	১০।৩৬৩, ১১।৩৯৭
সাধুসঙ্গে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা (বিজ্ঞাপন)	৫।১৮২
সাধুসঙ্গে দক্ষিণ-ভারত দর্শন (বিজ্ঞাপন)	৬।২১৯
সিদ্ধ	৩।১০২
সিদ্ধান্তী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব—শ্রীমৎ	১০।৩৬৩, ১১।৩৯৭
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব	৯।৩২১, ১১।৩৯২, ১২।৪২৬
স্বাধীনতা	২।৬৮
Cordial invitation on the occassion of Lord Shri Krishna's Birth Anniversary and Jhulan Jatra Tura	৪।১৪৭
Statement about Shri Goudiya-Patrika	১।৪০



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩৭শ বর্ষ | ৩০ গোবিন্দ, কারণোদশায়ী, ৪৯৮ গৌরাব্দ
২৩ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩৯১ ; ইং ৭।৩।১৯৮৫ | ১ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-স্তবাষ্টকম্

[শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য-প্রমাণখণ্ডে দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে
শ্রীনাগরাজ-কৃতম্]

(শ্রীনাগরাজ কৃতাঞ্জলি-সহকারে সর্ব্বজগৎকারণ সচ্চিদানন্দময় শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে গদ্‌গদ্‌স্বরে স্তব করিতে লাগিলেন,—)

শ্রীঅনন্ত উবাচ—

ত্বমাদিদেবো জগদেককারণং,
স্বরাট্ দয়ালুঃ পুরুষঃ সনাতনঃ।
অগ্নেস্ফুর্লিঙ্গ ইব তে মহাত্মনো,
ভবন্তি জীবাঃ সুর-মানবাদয়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রীঅনন্তদেব বলিলেন,—হে দেব! তুমিই সকলের আদি, জগতের একমাত্র কারণ, স্বরাট্, দয়াময় সনাতন পুরুষ; অগ্নি হইতে যেরূপ স্ফুলিঙ্গ-সকলের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ মহাত্মা তোমা হতে দেব-মানবাদি জীবগণ জন্ম গ্রহণ করিতেছে ॥ ১ ॥

অনন্তমন্তং প্রকৃতিঃ সনাতনী,
সূতে ন সর্ব্বজ্ঞ যদীক্ষণং বিনা।
তস্মাদ্ভবন্তং ভবদুঃখনাশনং,
ব্রজামি সত্যং শরণং সনাতনম্ ॥ ২ ॥

হে সর্ব্বজ্ঞ! সনাতনী প্রকৃতি যেহেতু তোমার ইচ্ছা ভিন্ন শেষ-সংজ্ঞক অনন্তকে (অর্থাৎ আমাকে) প্রসব করিতে পারে না, সেইহেতু ভবদুঃখ-বিনাশন সত্যসনাতন-স্বরূপ আপনার শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ২ ॥

ত্যক্ত্বা পরাত্মন্ ভবতঃ পদাম্বুজ-
সেবাং মহানন্দকরীং শুভপ্রদাম্।
জ্ঞানায় যে বৈ সততং পরিশ্রমং,
কুর্ব্বন্তি তেষাং শ্রম এব কেবলম্ ॥ ৩ ॥

হে পরমাত্মন্! যাঁহারা অতিশয় আনন্দ ও মঙ্গলজনক আপনার পাদপদ্ম-সেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞানলাভের জন্য নিরন্তর পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের পরিশ্রমই-সার হয় অর্থাৎ তাঁহাদের কোন শ্রেয়োলাভ হয় না ॥ ৩ ॥

বিহায় দাস্যং শতপত্রলোচন,
ত্বদ্যৈক্যমিচ্ছন্তি যমাদিসাধনৈঃ।
ন তে পৃথিব্যাংপরিপক্কবুদ্ধয়ো,
যস্মাদ্ভবদ্দাস্য-সুখেন বঞ্চিতাঃ ॥ ৪ ॥

হে পদ্মপলাশনয়ন! যাহারা আপনার দাসত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক যমাদি সাধনানুষ্ঠানের দ্বারা আপনার সহিত একত্বলাভের কামনা করে, বস্তুতঃ তাহারা পৃথিবীতে বুদ্ধিমান্ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, কারণ ঐরূপ কর্ম্ম-দ্বারা উহারা আপনার দাসত্ব-সুখ হইতে বঞ্চিত হয় ॥ ৪ ॥

বিধেহি দাস্যং ময়ি দীনবন্ধো,
ন কিঞ্চিদিচ্ছামি ভবৎপদাম্বুজাৎ।
ত্বৎপাদপদ্মাসব-তৃপ্তমানসৈর্ন-
কিং সুলভ্যং ক্ষিতিপাবনে ক্ষিতৌ ॥ ৫ ॥

অতএব হে দীনবন্ধো! আপনি আমাকে দাসত্বই প্রদান করুন—আপনার পাদপদ্মে অন্য কিছুই প্রার্থনা করি না। কারণ, যাহাদের চিত্ত আপনার পাদপদ্মসেবায় পরিতৃপ্ত হয়, হে ক্ষিতিপাবন, তাঁহাদের এ পৃথিবীতে দুর্লভ কিছুই নাই ॥ ৫ ॥

বয়ং ধন্যতমা লোকে জ্ঞানিভ্যোঽপি সুরোত্তম।
যস্মাত্তু ঈদৃশং রূপং পশ্যামঃ প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ৬ ॥

হে সুরশ্রেষ্ঠ! অদ্য আমি জ্ঞানিগণ হইতেও ধন্যতম, যেহেতু প্রকৃতির অতীত আপনার ঈদৃশ রূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছি ॥ ৬ ॥

নমস্তুভ্যং ভগবতে সচ্চিদানন্দমূর্ত্তয়ে।
ভক্তলভ্যপদাব্জায় তপ্তজাম্বুনদত্বিষে ॥ ৭ ॥

হে ভগবন্! আপনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, আপনার কান্তি তপ্তসুবর্ণের ন্যায় রম্য ও উজ্জ্বল, আপনার পাদপদ্ম একমাত্র ভক্তগণেরই লভ্য, আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ৭ ॥

পুনস্ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি শ্রীগৌরাঙ্গ দয়ানিধে।
যেন রূপেণ দেবেশ বৃন্দারণ্যে বিরাজতে ॥ ৮ ॥

হে দয়াময় গৌরাঙ্গ! যে-রূপে আপনি বৃন্দাবনে বিরাজ করেন, আপনার সেই রূপ আমি পুনরায় দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৮ ॥

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব-দিবস

স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা

[প্রথম অধিবেশন]

"যং ব্রহ্মা-বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥"

"নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥"

যে-বস্তু আমাদের বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হন না, তদ্-বিষয়ে জ্ঞানলাভ, তাঁর সান্নিধ্য-প্রাপ্তি ও তাঁর সেবায় নিযুক্ত হওয়া এস্থান হতে কখনও সম্ভবপর হয় না। আমাদের যাবতীয় (ঐহিক) শক্তি তৎকার্য্যে (তৎপ্রাপ্তিচেষ্টায়) নিযুক্ত করলেও আমরা সফল-মনোরথ হব না। কারণ, আমরা সীমা-বিশিষ্ট ক্ষুদ্রজীব, অমঙ্গল ছাড়া মঙ্গলের পথ অনুসন্ধান করতে পারি না। মঙ্গলের কথা নিজে নিজে আলোচনা করতে গেলেও সেই অধোক্ষজ বস্তুর কথা অক্ষজজ্ঞানগম্য হয় না। তাছাড়া আমরা রোগ-শোকাদির দ্বারা প্রপীড়িত, পরাপেক্ষাযুক্ত। ইহজগতে অন্য কেহ নেই, যিনি আমাদের এ বিপদ্ হতে উদ্ধার করতে পারেন; একমাত্র শ্রীহরির পরমপ্রিয় নিজজন ব্যতীত মঙ্গলের পরামর্শ আর কেহ দিতে পারেন না।

এক সময় শ্রীদাস গোস্বামী প্রভু বলেছেন,—যাঁর প্রসিদ্ধ কৃপার দ্বারা নামের শ্রেষ্ঠতা, মন্ত্র, শচীনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পাদপদ্ম, শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রেষ্ঠপুরী শ্রীমথুরামণ্ডল, শ্রীবৃন্দারণ্য, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন, কৃষ্ণক্রীড়া-স্থলী শ্রীরাধাকুণ্ড এবং শ্রীরাধিকা-মাধবের অনুগ্রহ পেয়েছি, সেই শ্রীগুরু-পাদপদ্মে নমস্কার করি।

যেহেতু আমি দেখছি, "যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণাঃ"—সুর ও অসুরগণ যে দেবতার সন্ধান পান না, যোগিগণ ধ্যানাবস্থিত চিত্তে যাঁকে দর্শন করেন, বেদসকল সামগানে যাঁর অভ্যর্থনা করেন, ব্রহ্মা-বরুণ-ইন্দ্র-রুদ্র-মরুতাদি দিব্য স্তবে যাঁর স্তুতি করেন, ক্ষুদ্র জীব আমার পক্ষে কি তাঁর অনুসন্ধান সম্ভব? কিন্তু শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপায় তাঁর প্রাপ্তি সম্ভাবনা হয়েছে। যে জিনিষটির কোন সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়, তাঁর সম্বন্ধে নাম, মন্ত্র প্রভৃতি এতগুলি ব্যাপার যাঁর কৃপায় পাচ্ছি, তাঁর উপাস্য কি? তাতে আমরা জানি—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

শ্রীচৈতন্যদেব যে-বিষয়ের মীমাংসা করেছেন, তার বিরোধী বিচার জগতে থাকতে পারে না। জগতের অন্যান্য মতবাদ নানা বিবদমান চিন্তা-শ্রোতের মধ্যে আবদ্ধ। চেতনের ভাব উন্মেষিত হলে যে-বিষয় উদ্ভাসিত হয়, তা আমরা শ্রীচৈতন্যের কৃপায় পেয়েছি।

শ্রীচৈতন্যদেব কোন্ কথা ভাগবত হতে সংগ্রহ করেছেন ? "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়"। "আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরমং—শাস্ত্রে যত রকম নিয়োগ আছে, সকল ব্যাপারের একমাত্র শেষ কথা—ভগবানের আরাধনা। ভগবান্ পূর্ণবস্তু। যেকাল পর্য্যন্ত আমরা অপূর্ণের দিকে আকৃষ্ট থাকি, যেকাল পর্য্যন্ত আত্মম্ভরিতা, অহঙ্কার—'কর্ত্তাহহং' অভিমান প্রবল থাকে, ততদিন পূর্ণের দিকে অভিযান করতে পারি না। আমরা ভ্রান্ত হয়ে নানারূপ কল্পনা করি এবং তত্তদ্রূপে আকৃষ্ট হওয়ায় অপূর্ণতারই ফল লভ্য হয়। সুতরাং এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্য-দেবকে নির্ভর করাই একমাত্র উপায়। তিনি কোন লৌকিক বাদ-প্রতিবাদ করেন নি, পরমার্থ ব্যতীত অন্য কথায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, জীবের পরম মঙ্গলের কথা ব্যতীত অন্য কথা বলেন নি। তিনি বলেন—"আনের হৃদয় মন মোর বৃন্দাবন," তিনি বলেন—সকল আরাধনার এক-মাত্র আরাধ্য বিষয় ব্রজেন্দ্রনন্দন। তা মথুরেশ-দ্বারকেশ বিচারে মাত্র আবদ্ধ নয়। তিনি ব্রজবাসীর উপাস্য—যাঁরা ব্রজে যেতে পেরেছেন, তাঁদেরই উপাস্য। তাঁদের সেবা 'নেতি নেতি' বিচারে—স্বানুভবানন্দ বিচারে প্রতিষ্ঠিত নয়। কুরূপে প্রতিষ্ঠিত কোন অনিত্য বিচারই গ্রহণীয় নহে। ব্রজেন্দ্রনন্দনই একমাত্র আরাধ্য। যিনি সকল অবতারা-বলীর মূল আশ্রয় অর্থাৎ বাসুদেব সঙ্কর্ষণাদি, চতুর্ব্যূহ, কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি পুরুষাবতার এবং মৎস্যকূর্ম্মাদি বৈভবাবতারসমূহ যাঁর অংশ-কলা, ইঁহাদের সকলের ভগবত্তা যাঁ হতে, সেই অখিল রসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র আরাধ্য বস্তু। বৃন্দাবনে তাঁর লীলার পরম চমৎকারিতা ও পূর্ণতা প্রকাশ হয়েছে। যাঁরা সাধারণ কাব্যামোদী বা দর্শনামোদী,

তাঁদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেষ্টায় আবদ্ধ না থেকে বৃন্দাবনে গোপীনাথের ক্রীড়াগুলি আমাদের আলোচ্য হোক। অগ্রজ বলদেব, শ্রীদামাদি সখাগণের সেবা-বিচার যাঁর প্রতি বিহিত, রক্তক-পত্রক-চিত্রকাদির সেবাগ্রহাতিশয্য যাঁর জন্য, গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু-যামনসৈকত-কদম্ব প্রভৃতিরও সেব্য যিনি সেই নন্দনন্দনের ক্রীড়াগুলিই আমাদের একমাত্র আলোচ্য-বিষয় হোক।

"যৎকিঞ্চিৎ-তৃণ-গুল্ম-কীকটমুখং গোষ্ঠে সমস্তং হি তৎ
সর্ব্বানন্দময়ং মুকুন্দদয়িতং লীলানুকূলং পরম্।
শাস্ত্রৈরেব মুহুর্মুহুঃ প্রকটিতং নিষ্টঙ্কিতং যাচ্ঞয়া
ব্রহ্মাদেরপি সংস্পৃহেণ তদিদং সর্ব্ব ময়া বন্দ্যতে॥"

কৃষ্ণের লীলার অনুকূল মুকুন্দদয়িত বস্তুসকল আমাদের পরমপূজ্য হোক, প্রাকৃত তৃণ-গুল্ম-বিচারের হেয়ত্ব আমাদিগকে গ্রাস না করুক, বহির্জগতের বস্তুদর্শনের দ্রষ্টৃাহসাবে তাহাদের ভোগকর্ত্তা আমি,—এই প্রকার যে-সকল চেষ্টা আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ গ্রাস করেছে, অহঙ্কার-বিমূঢ় করে যে দুর্দ্দৈবে আবদ্ধ রেখেছে, তা হতে পরিত্রাণ নিজ চেষ্টায় হয় না। কারণ "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।"

ভগবান্ ও মায়া স্বতন্ত্র। ভগবান্ বাস্তব সত্য। মায়া নশ্বর-ধর্ম্মী। মায়ারচিত জগতের নশ্বর ধর্ম্ম বদ্ধজীবকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়।

"কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিৎ নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥"

লৌকিক দর্শনে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন-দ্বারা জ্ঞান সংগ্রহ করে সেই সংগৃহীত জ্ঞানের উপর যে প্রত্যক্ষানুমান ও শব্দের বিচার করি, সে সবই আমাদের অমঙ্গলের হেতু। কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম বজায় রেখে যে-বেদানুশীলন, তা অপরা বিদ্যার অন্তর্গত।

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরাপরা চেতি॥"

পরা ব্যতীত যে বিদ্যা তা ভোগ্য বিদ্যা—অপরা বিদ্যা। তাতে বিমূঢ় হয়ে যে অমঙ্গল বরণ করি, তা থেকে পরিত্রাণের উপায় থাকে না। বিরিঞ্চি-লোক পর্য্যন্ত অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে। বিপশ্চিৎ অর্থাৎ পণ্ডিতগণ জানেন যে এটা নশ্বর। বর্ত্তমান দৃশ্য জগতের

শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম-বৃষ্টি—প্রথম-ধারা

ভ্রম-জনিত অসম্পূর্ণ ও পরস্পর বিবদমান সিদ্ধান্তসকল যে কৃষ্ণ-ভক্তিতে পর্য্যবসান প্রাপ্ত হয়, সেই ভক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈন্যকে প্রণাম করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত-নামক গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলাম।

বস্তুনির্দ্দেশ—ঈশ্বর, চিৎ ও জড়

জগতে তিনটি পদার্থ লক্ষিত হয়। পদার্থ তিনটির নাম ঈশ্বর, চেতন ও জড় (১)। যে-সকল বস্তুর ইচ্ছাশক্তি নাই, তাহারা জড়। মৃত্তিকা, প্রস্তর, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, গৃহ, বন, শস্য, বস্ত্র, শরীর প্রভৃতি সমস্ত ইচ্ছাহীন বস্তুকে আমরা জড় বলি। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইহারা চেতন। ইহাদের বিচারশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি আছে। মনুষ্যের যেরূপ বিচারশক্তি আছে, সেরূপ কোন চেতন পদার্থের নাই। তজ্জন্যই মনুষ্যকে সমস্ত চেতন ও অচেতন পদার্থের রাজা বলিয়া কেহ কেহ উক্তি করিয়া থাকেন (২)। ঈশ্বর সমস্ত চেতন ও অচেতন পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার জড়-শরীর না থাকায়, আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তিনি পূর্ণস্বরূপ ও শুদ্ধ চেতন পদার্থ। তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, পাতা ও নিয়ন্তা (৩)। তিনি ইচ্ছা করিলে আমাদের মঙ্গল হয়। তিনি ইচ্ছা করিলে আমাদের সর্ব্বনাশ হয়। তিনি ভগবৎস্বরূপে নিয়ত বৈকুণ্ঠধামে রাজ্য করিতেছেন। তিনি সমস্ত রাজার রাজা। তাঁহার ইচ্ছায় সমস্ত জগতের কার্য্য চলিতেছে।

---

(১) সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নমন্যো নিরান্নাহপি বলে ভূয়ান্॥
(ভাঃ ১০।১১ ৬)

(২) সৃষ্টা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা বৃক্ষান্ সরীসৃপ-পশূন্ খগ দন্দশূকান্।
তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায়, ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ॥
(ভাঃ ১১ ৯.২৮)

(৩) স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য, যৎ স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ।
দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন, সংজীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র॥
(ভাঃ ১১ ৩.৩৫)

ঈশ্বরের আকার জড় নহে

জড় পদার্থের যেরূপ একটী স্থূল আকার থাকে, ঈশ্বরের সেরূপ আকার নাই। এই জন্যই আমরা তাঁহাকে ইন্দ্রিয়-দ্বারা লক্ষ্য করিতে পারি না। এই জন্যই বেদে নিরাকার বলিয়া তাঁহার উক্তি হইয়াছে।

ভগবানের চিন্ময় স্বরূপ

সকল পদার্থের একটী একটী স্বরূপ আছে। অতএব ঈশ্বরেরও একটি স্বরূপ আছে (১)। জড়বস্তুমাত্রেরই স্বরূপ জড়ময়। চেতন-পদার্থের স্বরূপ চেতনময়। আমরা চেতনপদার্থ বটে, কিন্তু আমরা জড়-শরীরবিশিষ্ট। অতএব আমাদের চেতনময় স্বরূপটী জড়ময় স্বরূপের মধ্যে গুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ঈশ্বর বিশুদ্ধ চেতনময়। অতএব তাঁহার চেতনময় স্বরূপ ব্যতীত আর অন্য স্বরূপ নাই। সেই চেতনময় স্বরূপটী তাঁহার আকার। সেই আকার আমরা কেবল আমাদের শুদ্ধ চেতন-ময় চক্ষে অর্থাৎ ভক্তিচক্ষে (২) দেখিতে পাই। জড়চক্ষে দেখিতে পাই না।

নাস্তিক-স্বভাব

কতকগুলি দুর্ভাগা লোক ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের জ্ঞানময় চক্ষু মুদ্রিত আছে। জড়চক্ষে ঈশ্বরের আকার দেখিতে না পাইয়া মনে করেন যে, ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। জন্মান্ধ লোকেরা যেরূপ সূর্য্যের আলোককে উপলব্ধি করে না, তদ্রূপ নাস্তিকেরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতে অক্ষম হইয়া উঠে (৩)। স্বভাততঃ মনুষ্যমাত্রই ঈশ্বরকে

---

(১) অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি, পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥
(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩১)

(২) প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন, সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥
(ব্রহ্মসংহিতা ৫ ৩৮)

(৩) প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥
অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥ (গীতা ১৬।৭-৮)

বিশ্বাস করেন। কেবল যে-সমস্ত লোক বাল্যকাল হইতে অসৎসঙ্গে কুতর্ক শিক্ষা করেন, তাঁহারা ক্রমশঃ কুসংস্কার-পরবশ হইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন না; তাহাতে তাঁহাদের ক্ষতি বই আর ঈশ্বরের ক্ষতি কি হইতে পারে?

চিদ্ধাম বা বৈকুণ্ঠ ভক্তিলভ্য—
জড় জগৎ দুঃখময়

বৈকুণ্ঠধাম বলিতে কোন একটী জড়ময় স্থানকে মনে করা উচিত নয়। মাদ্রাজ, বোম্বাই, কাশ্মীর, কলিকাতা, লণ্ডন, পেরিস প্রভৃতি স্থান সকল জড়ময়। তথায় যাইতে হইলে আমরা অনেক জড়ময় ভূমি বা দেশ অতিক্রম করিয়া যাই। জাহাজে বা রেলরোডে যাইতে হইলেও অনেক সময় লাগে। জড়শরীরের পদচালন করিয়া যাইতে হয়। কিন্তু বৈকুণ্ঠ সেরূপস্থানীয় প্রদেশ নয়। সমস্ত জড়জগতের অতীত একটী অবস্থান-বিশেষ। তাহা চিন্ময়, নিত্য ও নির্দ্দোষ (১)। তাহা চক্ষের দ্বারা দেখা যায় না, বা মনের দ্বারা চিন্তা করা যায় না। সেই অচিন্ত্য-ধামে পরমেশ্বর বিরাজমান আছেন। তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারিলে আমরাও তথায় যাইয়া নিত্যকাল পরমেশ্বরের সেবা করিব। এখানে আমরা যাহাকে সুখ বলি, তাহা নিত্য নয়, অল্পক্ষণ থাকিয়া লুপ্ত হয়। এখানে সমস্তই দুঃখময়। জন্মপ্রাপ্তি অনেক কষ্ট ও দুঃখের বিষয়। জন্ম হইলে আহারাদির দ্বারা শরীর পুষ্ট হইতে থাকে, তাহাতে আহারাদির অভাব ক্লেশজনক। পীড়া সর্ব্বদাই আছে। শীত, উষ্ণ ইত্যাদি নানাবিধ কষ্ট। ঐ সমস্ত কষ্ট নিবৃত্তি করিতে গেলে অনেক শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়। গৃহ-

(১) শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্
নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি নহি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে॥ (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৫৬

নির্ম্মাণাদি না করিলে থাকা যায় না। বিবাহ করিয়া সন্তানাদি উৎপত্তি করিতে হয়। ক্রমশঃ বৃদ্ধ হইলে আর কিছুই ভালবোধ হয় না। ইহার মধ্যে অন্যান্য লোকের সহিত বাদ-বিসংবাদ ইত্যাদি কার্য্যে অনেক যন্ত্রণা হইয়া থাকে। সংক্ষেপতঃ, সংসারের অমিশ্র সুখ বলিয়া পদার্থ নাই। দুঃখ ও অভাবসকলের ক্ষণিক নিবৃত্তিকে লোকে সুখ বলিয়া মনে করে। এরূপ সংসারে বর্ত্তমান থাকা আমাদের পক্ষে কষ্টকর। পরমেশ্বরের বৈকুণ্ঠধাম পাইলে আর অনিত্য সুখ-দুঃখ কিছুই থাকিবে না, অজস্র নিত্যানন্দ লাভ করিতে পারিব। অতএব পরমেশ্বরের তুষ্টিসাধন করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

প্রথম বয়সেই জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরভজন অত্যাবশ্যক

যে-সময়ে মানবের জ্ঞানোদয় হয়, সেই সময় হইতেই পরমেশ্বরের তুষ্টি সাধনের প্রবৃত্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ (১)। আপাততঃ আমরা সংসারের সুখভোগ করি, পরে বৃদ্ধাবস্থায় ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন করিব, এরূপ মনে করিলে কিছুই হইবে না। সময় অতি দুর্লভ। যে-দিন হইতে কর্ত্তব্য-জ্ঞান হয়, সেই দিন হইতে তাহা সাধন করিতে যত্ন পাওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ মানবজীবন অত্যন্ত দুর্লভ ও অস্থির (২)। কোন্ দিন মৃত্যু হইবে, তাহা বলা যায় না। বালককালে পরমেশ্বরের সাধন হইতে পারে না, এরূপ মনে করা অনুচিত। আমরা ইতিহাসে দেখিতেছি যে, ধ্রুব ও প্রহ্লাদ অত্যন্ত শৈশব অবস্থায় পরমেশ্বরের প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। যদি কোন মানব কোন কার্য্য করিতে সময় হইয়া থাকেন, তবে মানবমাত্রেই যত্ন করিলে সেই কার্য্য সাধন করিতে পারিবেন, ইহাতে সন্দেহ কি? বিশেষতঃ যাহা প্রথম বয়স হইতে অভ্যাস করা যায়, তাহা ক্রমশঃ স্বভাবস্বরূপ হইয়া পড়ে।

---

(১) কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥
ততো যতেত কুশলঃ ক্ষেমায় ভয়মাশ্রিতঃ।
শরীরং পৌরুষং যাবন্ন বিপদ্যেত পুষ্কলম্ ॥ (ভাঃ ৭।৬।১-৫)

(২) লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে, মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥
(ভাঃ ১১।৯।২৯)

ভজনপ্রয়াসের চারিটি কারণ

পরমেশ্বরের তুষ্টি (১) সাধন করিবার জন্য অবস্থাভেদে মানবগণ যে যত্ন করেন, তাহার চারিটি কারণ দেখা যায়,—ভয়, আশা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও রাগ। নরকভয়, অর্থাভাব, পীড়া ও মৃত্যুকে ভয় করিয়া পরমেশ্বরকে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহারা ভয়-দ্বারা উত্তেজিত হইয়া ঈশ্বর আরাধনা করেন। যাঁহারা সংসারে উন্নতি লাভ করতঃ বিষয়সুখ-প্রার্থনাপূর্ব্বক হরি-ভজন করেন, তাঁহারা আশাদ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর-সাধন করেন, বলিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বরসাধনে এতই পবিত্র সুখ আছে যে, প্রথমে ভয় বা আশাক্রমে তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া অবশেষে অনেকেই ভয় ও আশাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধভজনে অনুরক্ত হন। যাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা-সহকারে তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহারা কর্ত্তব্যবুদ্ধি-দ্বারা চালিত হইয়া তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। যাঁহারা ভয়, আশা বা কর্ত্তব্য-বুদ্ধিদ্বারা চালিত না হইয়াও স্বভাবতঃ ঈশ্বরসাধনে প্রীতিলাভ করেন, তাঁহারা রাগদ্বারা তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। কোন একটি বিষয় দেখিবামাত্র চিত্ত তাঁহার প্রতি যে-প্রবৃত্তিক্রমে বিচারের পূর্ব্বে ধাবিত হয়, তাহার নাম রাগ। পরমেশ্বরকে চিন্তা করিবামাত্র সেই প্রবৃত্তি যাঁহার চিত্তে উদিত হয়, তিনি রাগক্রমে ঈশ্বর-ভজন করিয়া থাকেন।

রাগ-ভজনই শুদ্ধ, তাহার স্বরূপ ও পরিচয়

ভয়, আশা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা যে-সকল উপাসক ঈশ্বরভজনে প্রবৃত্ত হন, তাহাদের ভজন তত বিশুদ্ধ নয় (২)। রাগমার্গে যাঁহারা ঈশ্বর-ভজনে প্রবৃত্ত, তাঁহারাই যথার্থ সাধক। জীব ও ঈশ্বরের একটী নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। রাগের উদয় হইলেই, সেই সম্বন্ধের পরিচয়

---

(১) তুষ্টে চ তত্র কিমলভ্যমনন্ত আদ্যে, কিং তৈর্গুণব্যতিকরাদিহ যে স্বসিদ্ধাঃ।
ধর্ম্মাদয়ঃ কিমগুণেন চ কাঙ্ক্ষিতেন, সারং জুষাং চরণয়োরুপগায়তাং নঃ॥
ধর্ম্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ, ঈক্ষা ত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্ত্তা।
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং, স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ॥
(ভাঃ ৭।৬।২৫-২৬)

(২) গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥ (ভাঃ ৭।১।৩০)

পাওয়া যায়। সেই সম্বন্ধ নিত্য বটে, কিন্তু জড়বদ্ধ জীবের পক্ষে তাহা গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সুবিধা পাইলেই তাহা প্রকাশিত হয়। দেশলাই ঘষিলে অথবা চক্‌মকি ঝাড়িলে যেরূপ অগ্নির প্রকাশ হয়, তদ্রূপ সাধন-ক্রমে ঐ সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ভয়, আশা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধিক্রমে ভজন করিতে করিতে অনেকের পক্ষেই সেই সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ধ্রুব প্রথমে রাজ্যপ্রাপ্তির আশায় হরিভজন করেন, কিন্তু সাধনক্রমে তাঁহার হৃদয়ে সেই পবিত্র সম্বন্ধজনিত রাগের উদয় হওয়ায় তিনি আর সাংসারিক সুখ-জনক বর গ্রহণ করিলেন না।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যমূলে বৈধ ভজন

ভয় ও আশা নিতান্ত হেয়। সাধকের যখন বুদ্ধি ভাল হয়, তখন তিনি ভয় ও আশা পরিত্যাগ করেন এবং কর্ত্তব্য-বুদ্ধিই তখন তাঁহার একমাত্র আশ্রয় হয়। পরমেশ্বরের প্রতি রাগের যে-পর্য্যন্ত উদয় না হয়, সে-পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য-বুদ্ধিকে সাধক পরিত্যাগ করেন না। কর্ত্তব্য-বুদ্ধি হইতে বিধির সম্মান ও অবিধির পরিত্যাগ—এই দুইটী বিচার উদ্ভূত হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাপুরুষেরা পরমেশ্বর-সাধন করিবার যে-সকল পদ্ধতি বিচার-দ্বারা সংস্থাপিত করিয়া শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাদেরই নাম বিধি (১)।

কর্ত্তব্য-বুদ্ধির শাসন হইতেই শাস্ত্রের শাসন ও বিধির আদর হইয়া উঠে।

চেতনবৃত্তির ক্রমবিকাশ-ক্রমে ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ভজন

দেশবিদেশ ও দ্বীপদ্বীপান্তর-নিবাসী মানববৃন্দের ইতিহাস ও বৃত্ত অন্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, ঈশ্বরবিশ্বাস মানব-জাতির একটী সাধারণ ধর্ম্ম। অসভ্য বন্য-জাতিগণ পশুদিগের ন্যায়

---

(১) এই ত সাধন ভক্তি দুই ত প্রকার। এক বৈধীভক্তি রাগানুগা-ভক্তি আর
রাগহীনজন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়। বৈধী ভক্তি বলি' তা'রে সর্ব্বশাস্ত্র গায়॥
দাস, সখা, পিত্রাদি, প্রেয়সীর গণ। রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন॥
(চৈঃ, চঃ, মধ্য ২২।১০৫-১০৬-১৫৭)

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে, নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ, সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্॥ (ভাঃ ২। ৫।৩৮

পশুমাংস সেবন-দ্বারা কালাতিপাত করেন, তথাপি সূর্য্য ও চন্দ্র, বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত সকল, তথা বড় বড় নদ-নদী এবং প্রকাণ্ড তরুসকলকে দণ্ডবৎপ্রণাম করতঃ তাহাদিগকে দাতা ও নিয়ন্তা বলিয়া পূজা করে। ইহার কারণ কি? জীব নিতান্ত বদ্ধ হইলেও যে-পর্য্যন্ত তাহার চেতন আচ্ছাদিত হয় নাই, সে-পর্য্যন্ত তাহাতে চেতন-ধর্ম্মের পরিচয়স্বরূপ কিয়ৎপরিমাণ ঈশ্বর-বিশ্বাস অবশ্যই প্রকাশিত হইবে। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ক্ষর ও অক্ষর-তত্ত্ব *

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি নামিনে॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

যং ব্রহ্মা-বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতস্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্ব্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত তদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো,
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদপদ্ম বন্দনানন্তর বক্তা বলিতে থাকেন,—

"সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীযঃ
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাজ্‌জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥

---

* ঊর্জ্জব্রতকালে (ইং ২৪।১০।১৯৩৫), শ্রীরাধাকুণ্ড-তটে জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাধিক্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজের শ্রুতি-ব্যাখ্যার মর্ম্ম।

—প্রকাশক

দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্ত্তা ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ॥
ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধ্যানাদ্যোজনাত্তত্ত্বভাবাদ্ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ॥"

দুইটী বস্তু—একটী ক্ষর, অপরটী অক্ষর; একটী ব্যক্ত, অপরটী অব্যক্ত। ভগবান্ এই প্রকৃতি ও জীবাত্মক বিশ্বকে পোষণ করিতেছেন। ইহারা ওতঃ-প্রোতভাবে সংযুক্ত। ভগবানই পরমেশ, জীব ও প্রকৃতি অনীশ, ঈশাধীন। শ্রীভগবান্ ও জীব অজবস্তু, মায়াও অজা। শ্রীভগবান্ ও সর্ব্বার্থদ্রষ্টা, জীব অজ্ঞ। জীবাত্মা ভোক্তার অভিমানেই বদ্ধ হয়। এই তিন পদার্থের জ্ঞান হইলে সমস্ত সংসৃতিবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। হর-ভগবান্ ক্ষরাত্মা প্রকৃতি ও জীবের ঈশ্বর। তাঁর অভিধ্যান যোজন ও তত্ত্বভাবে বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি হয়। নামকীর্ত্তন দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানে মায়া হইতে বিমুক্তি ঘটে। শ্রীমদ্ভাগবত-প্রকটের পূর্ব্বে শ্রীব্যাসদেব কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সমাধিযোগে ঈশ্বর, জীব ও মায়া এই—তিন তত্ত্ব দেখিতে পাইয়াছিলেন। আরও জানিলেন, ভগবানে ভক্তিযোগ-দ্বারা বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে ভগবানের জ্ঞান লাভ করিয়া মায়ার পাশ, অহংতা-মমতা-হেতু পঞ্চবিধ ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। জন্ম, মৃত্যু, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভি-নিবেশ প্রভৃতি হইতে মুক্তি ঘটে। অবিদ্যা—মায়ার আবরণী ও বিক্ষে-পাত্মিকা শক্তিদ্বয়। অস্মিতা—দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত। রাগ—আসক্তি, দ্বেষ—ত্যাগেচ্ছা। অভিনিবেশ—কুটীনাটী, ইতরাগ্রহ। 'ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।' সকল সংশয় ছিন্ন হইবে, কর্ম্মক্ষয় হইবে, বীজ প্রারব্ধাদির নাশ হইবে॥ ভক্তিযোগ ব্যতীত অন্য সমস্ত চেষ্টার কেবল বৃথা সময় নাশ।

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম্মবন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।
কর্ম্মাণি নির্দ্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

ব্রহ্মা গোবিন্দস্তবে দেবরাজ ইন্দ্র ও ক্ষুদ্রতম ইন্দ্রগোপ প্রভৃতি কীট পর্য্যন্ত কর্ম্মফলে বাধ্যত্ব-নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তিমান ব্যক্তিগণের কর্ম্মফলের নাশ হয়, বলিয়াছেন। কর্ম্মফলের ধ্বংসের সহিত জন্মমৃত্যুর নাশও অবশ্যম্ভাবী। স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের নাশ হইলে মুক্তিপদ ভাগবতপদ লাভ হইবে।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চিতামেতি ততঃ পরং হি মাম্।
অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং পদং যথাহং বিবুধা ফলাত্যয়ে॥

শ্রীশিবজী বলিয়াছেন,—বর্ণাশ্রমাচাররূপ স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ পুরুষ শতজন্মে ব্রহ্মার পদ পান, তদপেক্ষা অধিক পুণ্যাচরণ-দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভক্তগণকে সেইরূপ উৎক্রান্তিচক্রে আরোহণ করিতে হয় না। তাঁহার প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হন। আমি ও অন্য আধিকারিক দেবগণ আমাদের নির্দ্দিষ্ট কালের অবসানে সেই বৈষ্ণবপদ পাইব। পদ্মপুরাণ বলেন,- ভারতে জন্ম লইয়া কবে বিষ্ণুভজনে কৃতার্থ হইব। তৃতীয় পদ লাভে সমস্ত কামনা পূরণ হইবে। কামনা-দ্বারা ভোগাভিলাষগুলি 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেবি' ঘৃতসংযোগে অগ্নির ন্যায় বাড়িয়াই চলে। কদাপি নিরস্ত হয় না। কিন্তু বৈষ্ণবপদলাভে সমস্ত কামনার নিবৃত্তি হয়।

ধ্রুবসমীপে ভগবান্ উপস্থিত হইয়া বর লইতে বলিলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন,—

"স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্র গুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥"

আমি কাচ খুঁজিতে গিয়া চিন্তামণি পাইয়াছি। আর আমার কাচের কি দরকার? আমি রাজ্যপদ পাইবার আশায় তপস্যা করিতেছিলাম, কিন্তু দেবগণ ও শ্রেষ্ঠ মুনিগণের কাছে আপনার যে পাদপদ্ম লুকাইয়া রাখেন, আজ আমার নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। আমি আর কোন বর চাই না। আপনার পাদপদ্মই আমার একমাত্র আশ্রয় হউক।

প্রহ্লাদ বলিলেন,—'ভৃত্যের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতে আপনি বর প্রার্থনা করিতে বলিতেছেন। কিন্তু—

'যস্তু আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্।'

যদি আপনি বর দিবেন, তবে এই বর দিন যেন আমার হৃদয়ে কোন প্রকার কামনা না জাগে।

"ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপাকুণ্ঠস্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্দ্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্যঃ॥"

হরিগতচিত্ত ব্রহ্মাদিও যে কৃষ্ণের অন্বেষণ করেন, ত্রিভুবন পাইবার লোভ সত্ত্বেও যিনি সেই কৃষ্ণের পাদপদ্ম হইতে একলব বা নিমিষার্দ্ধকালও বিচলিত না হইয়া অকুণ্ঠস্মৃতি থাকেন, তিনিই বৈষ্ণব-প্রধান। ভাগবত-দেহ লাভ করিলেই পূর্ণাভিলাষ হইবে।

"জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাত্তৃতীয়ং দেহভেদে বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ॥
এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥"

পরমেশ্বরের তত্ত্বই জানিতে হইবে। ইহা ছাড়া আর জ্ঞাতব্য কিছুই নাই। তাঁর তত্ত্ব অবগত হইলে স্থূলদেহপাশ এবং লিঙ্গদেহ বা মমতাপাশ ছিন্ন হয়। পাশ থাকার ক্লেশ না থাকিলে জন্মমৃত্যুরূপ পুনরাবৃত্তি থাকে না। ভগবানের অনুশীলন করিতে জীব শুদ্ধসত্ত্বময়ী ভাগবতী তনু লাভ করিয়া সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী ভগবানকে প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহার সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়। ইহাই জ্ঞেয়। তিনি জীবহৃদয়ে বাস করিতেছেন বলিয়া আত্মসংস্থ, নিত্য।

'ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম।' শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণব্রহ্ম।

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥"

জীবের জড় উপাধির নাশ হইলে জীব অষ্টগুণিত স্ব-স্বরূপে ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। তাঁহার ক্লেশকর্ম্মবিপাকাদির নাশ হওয়ায় অতি স্বচ্ছশরীর লাভ করেন। তখন তাঁহার শোক বা আকাঙ্ক্ষা কিছুই থাকে না। ক্রমশঃ ব্রহ্মভাবে স্থির হইয়া আমার নির্গুণা ভক্তি লাভ করেন।

আত্মতত্ত্ব জানিলে পরমাত্মার সেবায় আত্মনিয়োগ হইবে। সকল প্রাণীতে ভগবানের শক্তি-দর্শন হইবে। ভগবানকে জানিলে আর কিছুই জানিবার থাকে না। তাঁহার জ্ঞান বাদ দিয়া অন্য সমস্ত জানিলেও আমরা অজ্ঞই থাকি। ভোক্তা জীব, ভোগ্য প্রকৃতি ও নিয়ন্তা পরমেশ্বর; এইগুলি পূর্ণব্রহ্মের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধে আবদ্ধ। এইরূপে জীব ব্রহ্মদর্শন করিলে বিষ্ণুপাদপদ্ম লাভ হয়। কৃষ্ণের সেবায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াই যুক্তি। 'মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।'

"বঙ্গের্যথা যোনিগতস্য মূর্ত্তির্ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ।
স ভূয় এবেন্ধনযোনিগৃহ্যাশ্চদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেন দেহে॥
স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবং চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ॥"

তৎপরে পরমাত্মা দেহে কিরূপে আছেন? অগ্নি উৎপত্তিস্থানেই আছেন, কিন্তু দেখিতে পাই না। অনেকে মনে করেন অগ্নি নাই, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। অরণির মধ্যে সূক্ষ্মাকারে অগ্নি আছেন। ঘর্ষণদ্বারা

(ইন্ধনযোনিগৃহ্য) মন্থনদ্বারা প্রকাশিত হয়েন। প্রণব উচ্চারণে, ভগবন্নামে অনুশীলনে তাঁহাকে পাওয়া যায়। অধরারণি—অধর। ওষ্ঠস্পন্দন-দ্বারাই লাভ হয়।　'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥'

পরীক্ষিতের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীশুকদেব বলিলেন,—মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য নামকীর্ত্তন-দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়। দেহ একটী কাষ্ঠ অধরারণি, প্রণব উত্তরারণি। সর্ব্বাঙ্গদ্বারা, ধ্যানরূপ মন্থনদ্বারা সেই গূঢ় পুরুষের দর্শন হইবে। ধ্যান প্রথমে হয় না। যাহা দেখি নাই, তাহাকে ধ্যান করিতে পারি না। সুতরাং শ্রবণ আবশ্যক। সদ্‌গুরুর নিকট ভগবৎকথা শ্রবণদ্বারা ক্রমে ধ্যানাদি লাভ হইবে। অভ্যাসদ্বারা অতীব গুহ্যতম প্রদেশে অবস্থিত ভগবানকে দেখা যাইবে। তিনি পঞ্চকোষের অন্তরতম প্রদেশে থাকেন। তাঁহার প্রকৃত অনুশীলন হইলে তদীয় কৃপাদ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিব।

"তিলেষু তৈলং দধনীব সর্পিরাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নি।
এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি ॥
সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পি রিবার্পিতম্।
আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পরম্ ॥"

জগতে তিলে তৈল ব্যাপকভাবে আছে। দধির প্রত্যেক অবয়বে ঘৃত ব্যাপ্ত, কাহারও ইন্দ্রিয়দ্বারা লব্ধব্য নহে। 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ।' ভগবদ্বিভূতি জানা অতীব কঠিন। তিনি কৃপা না করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। কৃপার যোগ্যতা অর্জ্জন না করিলেও কৃপা হয় না। অরণির মধ্যে অগ্নির ন্যায় ব্রহ্মবস্তু সর্ব্বত্রই আছেন। মন্থনকার্য্য, ওঁ-কার জপদ্বারা লাভ করা যায়। দুগ্ধে ঘৃতের ন্যায় তিনি সর্ব্বাবয়বেই অবস্থিত। সর্ব্বত্র তাঁহার যাইবার যোগ্যতা আছে। আলোক একস্থানে থাকিয়া যেমন সমস্ত গৃহ আলোকিত করে, তদ্রূপ আত্মবস্তুও একস্থানে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বব্যাপী। ভজন-ক্লেশদ্বারাই সেই আত্মবস্তুর দর্শন পাওয়া যায়।

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ॥

রাবণাদি তপস্যা করিলেও তাহাদের ভোগবুদ্ধি থাকায় ভগবানের কৃপা পায় নাই, উপনিষদের চরম ও পরম কথাই ভগবৎপ্রাপ্তি, তদীয় সেবায় সুপ্রতিষ্ঠা।।

ঝারিখণ্ডে মহাপ্রভু

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য সরল-সুস্নিগ্ধ আর্য্য
প্রভু সনে চলিছে বৃন্দাবন।
সদা সে রন্ধন করি যতনে পাত্রেতে ভরি'
প্রভু স্থানে করে নিবেদন॥
প্রসিদ্ধ পথটি ছাড়ি কটক ডাহিনে রাখি'
প্রবেশিল ঝারিখণ্ডে তাঁরা।
সেই নির্জ্জনের বনে প্রভু 'কৃষ্ণ'-নাম গানে
মত্ত হ'য়ে হ'ল নিজ হারা॥
মহাপ্রভুরে হেরি' হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ি'
নমস্করি' দাঁড়াইল দূরে।
বনের শূকরগণ হেরি' প্রভুর বদন
প্রভুপাশে আসে ঘুরে ফিরে॥
একদিন ব্যাঘ্র পথে ছিল শুয়ে ভালমতে
গাত্রে তার স্পর্শে প্রভুপদ।
প্রভু কহে, "ওহে ব্যাঘ্র, 'কৃষ্ণ' কহ হয়ে নম্র
পিও কৃষ্ণপ্রেম-রূপ মদ॥"
ব্যাঘ্র তবে ইহা শুনি' 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' করি' ধ্বনি
আনন্দেতে নৃত্য আরম্ভিল।
প্রভু অন্যদিন বনে রত যবে নদীস্নানে
(মত্ত) হস্তীযূথ তথায় আইল॥
প্রভু 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি' গাত্রে দিলে জল ফেলি'
বিন্দুকণা স্পর্শে গাত্র যার।
কেহ প্রেমে নাচে গায় কেহ ভূমে পড়ি' হায়
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ, কহে বার-বার॥
শুনি প্রভুর কণ্ঠখানি উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন ধ্বনি
তথা এল যত মৃগীগণ।

প্রভু কহে, "পশু তোরা　　প্রেমেতে হইলি হারা
সার্থক যে তোদের জীবন॥
হেনকালে দশ-বার　　ব্যাঘ্র আসি হয়ে জড়ো
মৃগীসহ চলে　　প্রভু-সাথ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' প্রভু যবে　　কহিল ভাবে তবে
ব্যাঘ্র মৃগী কহে 'কৃষ্ণ' বাত॥
নাচে কাঁদে ব্যাঘ্রগণ　　সাথে লয়ে মৃগীগণ
অন্যান্যে করে আলিঙ্গন।
কেহ কি দেখেছে কোথা　　ভুলি' হিংসার কথা
ব্যাঘ্র চুম্বে মৃগীর বদন॥
মহাপ্রভু কৌতুকেতে　　হাসিয়া সেখান হ'তে
সবা ছাড়ি' সম্মুখেতে ধায়।
ময়ূরাদি পক্ষীগণ　　শুনি উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন
'কৃষ্ণ' বলি গড়াগড়ি যায়॥
অন্য ত দূরের কথা　　প্রফুল্লিত বৃক্ষলতা
প্রেমে মত্ত জঙ্গম-স্থাবর।
যেন ঝারিখণ্ড-বন　　হৈল মধু বৃন্দাবন
খাদকে না খায় খাদ্য তার॥
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য　　সবারে করিল ধন্য
ঝারিখণ্ডে বিতরিয়া নাম।
'বলভদ্র'-ভাগ্যকথা　　কি আর কহিব হেথা
দেখিল যে নামের প্রভাব॥
তারই জীবনে দাম　　মুখে যার 'কৃষ্ণ' নাম
কৃষ্ণভাবে সদাই বিভোর।
তাই এই দীন দাস　　করে শুধু এই আশ
'নামে মত্ত হউক মন মোর॥

— শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী

— — —

পরতত্ত্ব-বিচার

পরতত্ত্ব এক

কোন শব্দের উল্লেখ করিলে যদি তাহার কিছু অর্থ প্রকাশ হয় তাহা হইলে ঐ শব্দ 'পদ'-বাচ্য। পদের লক্ষিত বস্তু 'পদার্থ'। 'পদার্থ' যুক্তির অন্তর্গত; কিন্তু "যতো" বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ—এই শ্রুতি-বচনানুসারে আমরা জানিতে পারি ভগবদ্-বিষয়টী যুক্তির অতীত। তাই ভগবান্ 'পদার্থ'-পদ-বাচ্য নহেন—তত্ত্ব-পদ-বাচ্য। ভগবান্ পদার্থ হইতে ভিন্ন, কিন্তু পদার্থ ভগবান্ হইতে ভিন্ন থাকিয়া কখনও অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে না। ভগবৎকৃপালোকে এই বিষয়টী অনুভবের বিষয় হয়, ইহা যুক্তির অন্তর্গত নহে। এইজন্যই শুদ্ধভক্তির আচার্য্যপ্রবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তত্ত্ব-সূত্রের প্রথমসূত্রে বলিয়াছেন, "এক পরো নান্যঃ" এবং শ্রুতি বলিতেছেন,—"একমেবাদ্বিতীয়ম্"। বস্তুতঃ পরমেশ্বর একমাত্র তত্ত্ব। পরতত্ত্বপদে অন্য কোন পদার্থ উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে না।

পরতত্ত্ব গুণাতীত

পরতত্ত্ব পরমেশ্বর গুণাতীত। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত-ভেদে গুণ দুই প্রকার। পদার্থ চিৎ ও অচিদ্ভেদে দ্বিবিধ। অচিৎ পদার্থ সম্বন্ধে যে-সকল গুণ সংশ্লিষ্ট তাহা প্রাকৃত গুণ আর চিৎপদার্থ-সম্বন্ধে যে-সকল গুণ, তাহা অপ্রাকৃত। পরতত্ত্ব ঐ উভয়বিধ গুণের অতীত।

গুণাতীত হইয়াও পরতত্ত্ব সর্ব্বশক্তিমান্

উপরিউক্ত বিষয়টী আলোচনার ফলে মুক্তি নিশ্চলা। ইহজগতে আমরা যাহা লক্ষ্য করি তাহাতে দেখিতে পাই, সম্বন্ধ স্বজাতীয়তার অপেক্ষা করে। তেজ ও তিমিরের ন্যায় বিপরীতধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থের সম্বন্ধ কখনও চিন্তার বিষয় হয় না। তাহা হইলে গুণাতীত-তত্ত্বের সহিত গুণময় পদার্থের সম্বন্ধই বা কি প্রকারে হয়? সহায়রহিত অদ্বিতীয় একমাত্র পরতত্ত্বের পক্ষে বিশ্বসৃষ্ট্যাদি বিবিধ কার্য্যই বা কি প্রকারে সম্ভবপর হয়? এই স্থানে যুক্তিকে স্তব্ধিভূত করিয়া পরতত্ত্ববিদ্ মহাজন বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর গুণাতীত হইয়াও সর্ব্বশক্তিমান্,—"অগুণোঽপি সর্ব্বশক্তিরমেয়ত্বাৎ" ইহার অনুকূলে শ্রুতিবাক্য—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ"।

উক্ত সিদ্ধান্তে যদি যুক্তিবিরোধপ্রযুক্ত সংশয় হয়, তাহা নিবারণার্থ পরমেশ্বরকে "অপ্রমেয়" বলা হইতেছে। দুই জগতে যাহা লক্ষিত হইয়াছে তাহাই যে পরতত্ত্বের প্রমাণ ও উপমার স্থল হইবে, তাহাতেই বা প্রমাণ কি?

পরতত্ত্ব স্বতঃপ্রত্যক্ষ

গৌতম 'প্রত্যক্ষ' সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে, *ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সন্নিকর্ষে যে-জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ।* সন্নিকর্ষ শব্দের অর্থ সাক্ষাৎকার। ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎকারকেই যদি প্রত্যক্ষ বলা যায়, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যস্বরূপ আত্মার যে-সাক্ষাৎকার তাহাকে 'প্রত্যক্ষ' বলিতে আপত্তি কি? ইন্দ্রিয় কিছু জ্ঞানের আধার নহে; তাহাকে জ্ঞানের দ্বারা বলা যাইতে পারে মাত্র। অতএব দ্বারস্থ পদার্থ যদি প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলে অন্তঃপুরস্থ পদার্থকে প্রত্যক্ষ বলাতে দোষ কি হয়? বরং উহাকেই নিশ্চয়রূপে 'প্রত্যক্ষ' বলা যাইতে পারে। আত্মাবস্থান সিদ্ধ করিতে বিচারকের কোন ইন্দ্রিয়প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। কারণ, তাহা স্বতঃপ্রত্যক্ষ, তদ্রূপ ভক্তিবৃত্তির দ্বারা জগদীশ্বর উপলব্ধ হন; ঐ উপলব্ধি স্বতঃপ্রত্যক্ষ। অতএব ইহাতে লিঙ্গদর্শনরূপ অনুমানের প্রয়োজন নাই।

অন্তর্য্যামী ও ভগবান্

দৃষ্টান্তানুরূপ যুক্তির দ্বারা ভগবত্তত্ত্বের বিচার করিতে হইবে না। গুণাতীত তত্ত্বের শক্তিমত্তা যদিও অলৌকিক তথাপি তাহা স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা গৃহীত ও স্থিরীকৃত হইয়াছে। অতএব পরমেশ্বর গুণাতীত হইয়াও অপ্রমেয়ত্ব প্রযুক্ত সর্ব্বশক্তিমান্।

শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—

ভগবান্ সর্ব্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ।
দৃশ্যৈর্বুদ্ধ্যাদিভির্দ্রষ্টা লক্ষণৈরনুমাপকৈঃ॥ (ভাঃ ২।৩।১)

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ 'পরমাত্ম-সন্দর্ভে' ঐ শ্লোকটীকে ভগবৎ-তাৎপর্য্যোপলব্ধির ষড়্-নিদর্শনের অন্যতম উৎপত্তি-শ্লোক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তিনি এই শ্লোকের যে-ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম লিপিবদ্ধ হইতেছে। অন্যের কিরূপে শ্রীভগবানে আস্তিক্যবুদ্ধি হইতে পারে, তদুত্তরে ঐ শ্লোক উক্ত হইয়াছে। নিজ চিত্তদ্বারা প্রথমে দৃশ্য

জড়বুদ্ধ্যাদিদ্বারা দ্রষ্টা জীবই লক্ষিত হন। তাহা দ্বিবিধ বলিয়া প্রদর্শন করিতেছেন। দৃশ্য জড়বুদ্ধ্যাদির দর্শন স্বপ্রকাশ-দ্রষ্টা ভিন্ন সম্ভবপর নহে, অতএব লক্ষণ বলিতে স্বপ্রকাশ দ্রষ্টৃনির্দ্দেশক বুঝিতে হইবে। আর বুদ্ধ্যাদি কর্ত্তৃপ্রযোজ্য করণ, অতএব ব্যাপ্তিদ্বারা ইহার অনুমাপক। অনন্তর সর্ব্বভূত, সেই সকল দ্রষ্টাতে প্রবিষ্ট স্বাংশরূপ অন্তর্য্যামীদ্বারা ভগবানও লক্ষিত হইতেছেন। প্রথমে সকল দ্রষ্টাদ্বারা অন্তর্য্যামী লক্ষিত, পরে তাঁহাদ্বারা ভগবানও লক্ষিত। ইহাও আবার পূর্ব্বের ন্যায় দ্বিবিধ। কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের অসতন্ত্রতাদর্শন-হেতু এবং কর্ম্মের জড়ত্বহেতু জীবগণের সেই সেই প্রবৃত্তি অন্তঃস্থ প্রয়োজক-বিশেষ বিনা ঘটিতে পারে না; সুতরাং অন্তর্য্যামী লক্ষিত হইতেছেন। ভাল্লবের শ্রুতিতে উক্ত 'এষ হি অনেনাত্মনা চক্ষুষা দর্শয়তি' ইত্যাদি তাহার প্রমাণ। অতঃপর স্বতঃপূর্ণতার অভাবে অনিশ্বরতা সিদ্ধ হয় বলিয়া অন্তর্য্যামিত্বরূপ ঈশ্বরতা স্বীকার করিতে গেলে অংশভূত অন্তর্য্যামিরূপে অংশী পূর্ণ ভগবানকে স্বীকার করিতে হয়। তাই গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ"। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও ইহার আবৃত্তি দেখা যায়,—"স্বশাক্তলেশাবৃত-ভূতসর্গঃ। সুতরাং জীব অস্বাতন্ত্র্যপ্রযুক্ত প্রয়োজক-কর্ত্তৃপ্রেরিত ব্যাপার বলিয়া দ্বিবিধ ব্যাপ্তি-দ্বারা অন্তর্য্যামী সিদ্ধ হইলে, তদ্দ্বারা ভগবানও সিদ্ধ হইলেন; বস্তুতঃ তুচ্ছবৈভব জীবান্তর্য্যামিরূপ যে ঈশ্বরতা, তাহা ভগবানের নিজ অংশিতত্ত্বের আশ্রিতা।

ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়

অমল প্রমাণ ও অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের "লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহু-সম্ভবান্তে" শ্লোকের 'তূর্ণং' বাক্যটি শিরোধার্য্য করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার জন্য অনতিবিলম্বে সাধন-সমর-ক্ষেত্রে যে মুহূর্ত্তে অবতরণ করিতে হইবে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই আবার আচার্য্যপাদ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর 'উপদেশামৃত' ভাণ্ডার হ তে "উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ" শ্লোকের 'ধৈর্য্য' বাক্যটী ভিক্ষা করিয়া লইয়া কণ্ঠহার করিতে হইবে। এই ধৈর্য্য বাক্যের উপদেশ—অভীষ্টলাভে বিলম্ব দেখিয়াও ধৈর্য্যাবলম্বন। 'ধৈর্য্য' কণ্ঠহার

না হইলে 'তূর্ণং' বাক্যের অনুসরণে আমরা অচিরে শ্রেয়োনুসন্ধানে ব্রতী হইয়াও ধৈর্য্যহীনতাবশতঃ তদ্বিষয়ে বিফলতা লাভ করিব। ধৈর্য্যহীন হইয়া 'তূর্ণং'-এর অনুসরণে সাধন-সমর-ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াও কৃত-কার্য্যতালাভে বিলম্বদর্শনে যদি আমরা পৃষ্ঠভঙ্গ দেই তাহা হইলে সুদুস্তরা মায়ার জয় আমাদের সম্ভবপর হইবে না; সুতরাং আমরা মায়া-পরাজিত হইয়া সংসার-চক্রে নিষ্পেষিত হইব—আমাদের ভাগ্যে মেওয়া ফলিবে না অর্থাৎ আমরা সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিব না।

'তূর্ণং' বাক্যটির মধ্যে আমাদের অনেকগুলি চিন্তনীয় ব্যাপার অনুস্যূত রহিয়াছে। প্রথমতঃ আমাদের এই সুদুর্ল্লভ নরতনু ক্ষণভঙ্গুর। ইহার নিঃশ্বাসের বিশ্বাস আদৌ নাই, মরণ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া ভীতপ্রদ, তাহাও আবার অনির্দ্দিষ্টকালে সংঘটিত হইবে বলিয়া আরও ভয়ঙ্কর। এখনই এই মুহূর্ত্তেই—আর একটী বর্ণও উচ্চারিত হইবার পূর্ব্বেই জীবনের অবসান হইতে পারে এই অনিবার্য্য মৃত্যু যদি একটা নির্দ্দিষ্টকালে হইত অর্থাৎ দশ, বিশ বা পঞ্চাশ বৎসর বাঁচিয়া থাকিবার পর নির্দ্দিষ্টকালে অথবা অনির্দ্দিষ্টকালে মৃত্যু অনিবার্য্য এরূপও হইত, তাহা হইলেও একটা ভরসার কথা থাকিত। কেন না, সুচেষ্টা-দ্বারা ঐ নির্দ্দিষ্ট দশ বিশ বৎসরেই জীব যাহা কিছু প্রকৃত কর্ত্তব্য শেষ করিয়া রাখিতে পারিত। 'তূর্ণং' বাক্যের অনুসরণের জন্য তাহাকে অত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত না। অথবা ঐ দশ, বিশ বৎসরে যাহা কিছু সংসার-ভোগ-পিপাসা সব নিবৃত্তি করতঃ তৎপর 'তূর্ণং' বাক্যের অনুসরণ করা যাইত। কিন্তু হায়! অনির্দ্দিষ্ট-কালে মৃত্যু অনিবার্য্য সংঘটীত হইবে, বলিয়া সে' সব সুবিধা (?) আর জীবকে ভগবান্ দেন নাই এবং সেইজন্যই 'তূর্ণং' বিশেষ বিশেষভাবে লক্ষিতব্য, সেইজই আবশ্যকতাযুক্ত 'তূর্ণং' বিশেষণের অনুসরণে এই মুহূর্ত্তেই শ্রেয়োঽনুসন্ধানে ব্রতী হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাকে উপেক্ষা করিলে কালে অনিবার্য্য মৃত্যুর কবলে পতিত হইতে হইবে—মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদন আর মোটেই হইবে না।

শ্রীভগবান্ আমাদের চিরমঙ্গলময় পিতা। তাই তাঁহার অকৃতজ্ঞ সন্তানগণকে তিনি দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়াই আমাদিগকে তাঁহারই দেওয়া সুদুর্ল্লভ এই নরতনুটী স্বীয় শ্রীচরণসেবাপ্রাপ্তির পূর্ণযোগ্য করিয়াও তাহা এইরূপ ক্ষণভঙ্গুর করিয়াছেন, যেন ঐ 'তূর্ণং' বাক্যের অনুসরণ

করিয়া অতি সত্বর তাঁহার পাদ্মপদ্মে আমরা পৌঁছিতে পারি। তাঁহার চরণসেবা-প্রাপ্তির পূর্ণযোগ্য এই সুদুর্ল্লভ নরতনুটী যদি চিরস্থায়ী, অক্ষয় ও অব্যয় হইত তাহা হইলে মানব আর ভগবানের সর্ব্বসুখাকর অশোক-অভয় পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিত না—নিত্য পিত্রালয়ে নিত্য সুখের অনুসন্ধানপর হইত না—জড়ে মাতিয়া জড়সুখকেই পরসুখ বলিয়া বিমোহিত থাকিত। শ্রীভগবান্ নরগণের "তূর্ণং" কেন, বিলম্বে শ্রেয়োহনুসন্ধিৎসু হইব এই দুর্ব্বুদ্ধি নাশ করিবার জন্যই দুর্ল্লভ নরতনুটীর ভঙ্গুরত্বকেও আবার নির্দ্দিষ্টকালে ব্যবস্থা করেন নাই। অতএব মানবকুল 'তূর্ণং' বাক্যের অনুসরণ করেন, ইহাই ভগবানের একান্ত অভিপ্রায়। শ্রীভগবান্ মানবের প্রতি দয়ার আধিক্যবশতঃই তাহাদের জীবন-রবি অনির্দ্দিষ্টকালে অস্তমিত করিবার আদেশ বলবৎ রাখিয়াছেন।

বিষয়হলাহলকামী মানবকুলকে অহৈতুক করুণায় ভগবান্ তাঁহার নিত্য সুখাকর শ্রীচরণামৃত পান করাইবার জন্য এই সুদূর ব্যবস্থা করিয়াছেন। মানব বিষ চাহিলেও তাহাকে অমৃত দেন, ইহাই ভগবানের করুণাপরিপাটোর অদ্ভুত নিদর্শন। নরকুল কুবিষয়রসে মত্ত হইয়া সুখ পাইবে মনে করতঃ যখনই "ধনং দেহি, জনং দেহি, দ্বিষো জহি, মনোরমাং ভার্য্যাং দেহি" ইত্যাদি অসদাব্দার সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পাদপদ্মে উপস্থিত করে, শুদ্ধসত্ত্ব ভগবান্ তখন তাঁহার অকৃতজ্ঞ মূর্খ সন্তানগণের নির্ব্বুদ্ধিতায় ব্যথিত হইয়া তদীয় শব্দরূপী অবতার শ্রীমদ্ভাগবতের ঐ 'তূর্ণং' বাক্যের দ্বারা তাহাদের নরজীবনের ক্ষণভঙ্গুরত্ব স্মরণ করাইয়া এবং ঐ জড়সুখের অল্পকালস্থায়িত্ব স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাদিগকে নিজ চরণামৃত-সেবনসুখে অচিরাতে মত্ত হইতে প্রলুব্ধ করেন। রাজাধিরাজের নিকট হইতে সামান্য কলামূলা মাগিয়া লওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য কি? অন্যাভিলাষীও তাঁহার সেবা করিলে কৃপানিলয় ভগবান্ সেই অর্ব্বাচীনকে তাহার প্রার্থিত ইতর-বস্তু দিয়া বঞ্চিত রাখেন না। এতদ্বিষয়ে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেহ কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥
কৃষ্ণ কহে, আমায় ভজে মাগে বিষয়সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে এত বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ সেই মূর্খে বিষয় কেন দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥

সতাং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং নৈবার্থদো যৎপুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥

—কৃষ্ণ প্রার্থিত হইলেই মনুষ্যদিগের প্রার্থনা পূরণ করেন সত্য, কিন্তু যে-অর্থ হইতে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনার উদয় হয়, সেই জাগতিক কোনও অনর্থ-অর্থ দেন না। অন্যকামী হইয়া যাহারা কেবল তাঁহার পাদপল্লব পাইবার ইচ্ছা না করিয়াও তাঁহার ভজন করে, তাহাদিগকে তিনি স্বয়ংই অন্য কামনার শান্তিকারী সেই নিজ-পাদপল্লব দিয়া থাকেন।

সুতরাং কৃপাবশতঃ তাঁহার পতিত সন্তানগণকে ঐ "লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং" শ্লোক হইতে 'তূর্ণং' ও 'অনিত্য' বাক্যদ্বয় দান করিয়া তাহাদের হৃদয়ে জাগাইয়া দেন এক গভীর গবেষণা। 'অনিত্য' শব্দটি শুনিয়া জীবনের ক্ষণভঙ্গুরত্ব উপলব্ধিবশতঃ নরগণ ভীত হয় এবং 'তূর্ণং' শব্দটি "অনির্দ্দিষ্টকালে মৃত্যু হইবেই, অতএব এই মুহূর্ত্ত হইতে হরিভজন আরম্ভ করা আবশ্যক" এই বিষয়টির জ্ঞাপক, ইহা জানিয়া নরগণ অতীব ব্যতিব্যস্ত হয়। তখন সেই ভবভয়াতীত মানবকুলের হৃদয়-তন্ত্রীতে ধ্বনিত হয়—তবে আমি কে? কেনই বা মরিব? জন্মিলামই বা কেন? কেনই বা মৃত্যু হইতে ভীত হইতেছি? আমাকে কেনই বা এই জন্মমরণের কবলে পতিত হইয়াছে? এই ভীতিজনক জন্মমরণের ব্যাধি ও বদন হইতে আমার রক্ষাকর্ত্তাই বা কে? কেনই বা আমার এই প্রশ্নসমূহের উত্তরপ্রদানমুখে আমাকে শ্রেয়োলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া দিবে।

এইরূপ ভবভীত নরগণকে অহৈতুকী দয়ার সাগর সাধুগণ উপদেশ-প্রদানমুখে ভাগবতী ভাষায় বলেন,—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসা পুরুষ উত্তম-শ্রেয়ঃ অবগত হইবার জন্য সদ্‌গুরুকে আশ্রয় করিবেন। তৎপরে (সদ্‌গুরু কে? তদুত্তরে বলেন) যিনি শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্রসিদ্ধান্তে সুনিপুণ, পরব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ যিনি অধোক্ষজ-অনুভূতি লাভ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য যিনি প্রাকৃত কোনও ক্ষোভের বশীভূত নহেন, তিনিই সদ্‌গুরু।

"তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃউত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥"

এইরূপ সদ্‌গুরুদেবের নিকটে কিরূপ বৃত্তি লইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর-শ্রবণমুখে পরমশ্রেয়ঃ লাভ করিতে হয় তদবগতির জন্য আমাদের "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন" শ্লোক আলোচ্য। শ্রৌতপথে শ্রেয়োলাভ করিতে

বহুবিধ উপদেশ জিজ্ঞাসু জীবের পালনীয়। তন্মধ্যে আমরা শ্রীরূপপাদের নিম্নলিখিত শ্লোকটী বিশেষভাবে অনুসরণীয় বলিয়া জানি।

উৎসাহান্নিশ্চয়াৎ ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥

—ভক্তিসম্বন্ধীয় বিষয়ের আদরের সহিত অনুশীলন—উৎসাহ, নিশ্চয়—দৃঢ়বিশ্বাস, ধৈর্য্য—অভীষ্টলাভে বিলম্ব দেখিয়াও সাধনাঙ্গে শৈথিল্য না করা। ভক্তিপোষক কর্ম্ম বিধি ও নিষেধভেদে দ্বিবিধ। ভক্ত্যঙ্গপালন এবং কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভোগবর্জ্জন। অধর্ম্ম, স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রৈণভাব যোষিৎসঙ্গ, যোষিৎসঙ্গিসঙ্গ এবং অভক্ত অর্থাৎ মায়াবাদী, নিরীশ্বর ও ধর্ম্মধ্বজীর সঙ্গ-ত্যাগ। সদ্বৃত্তি—সাধুগণ যে-সদাচার অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং যে-বৃত্তির দ্বারা জীবননির্ব্বাহ করিয়াছেন। এই ছয় প্রকার অনুষ্ঠানে ভক্তি পুষ্ট হয়।

ধৈর্য্য ও উৎসাহভরে যাহারা এই সমস্ত শ্রেয়ঃপদ অনুষ্ঠান-দ্বারা রাতারাতি বড় মানুষ হইবার দুরাশায় ধৈর্য্যের অনাদর করে তাহাদের বঞ্চিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যিনি বস্তুতঃ শ্রেয়স্কামী তাঁহার ধৈর্য্যের অভাব থাকিলে চলিবে কেন? সুতরাং প্রকৃত শ্রেয়স্কামী আপ্রাণচেষ্টায় ধৈর্য্য-গিরির সৃষ্টি করে। শ্রেয়স্কামীর প্রবল উৎকণ্ঠায় নিমেষকালও কাম্যবস্তুর অপ্রাপ্তিতে যুগসম প্রতীত হয়, অথচ ধৈর্য্য তাহাকে এমন করিয়া তোলে যে, সে শতসহস্র অশনিপাত অম্লানবদনে সহ্য করিতে অনন্তকাল প্রতীক্ষায় থাকিতে পারে, তথাপি কাম্যবস্তুর প্রাপ্ত্যাশাত্যাগ তাহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। সুতরাং এবম্বিধ মর্ম্মান্তিক যাতনা সহ্য করিয়াও সুদীর্ঘ-কাল সে ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক জীবনধারণ করে কেবল তাহার উৎকণ্ঠার উদ্দিষ্ট বস্তুপ্রাপ্তির জন্য। অবশ্য এইরূপ উৎকণ্ঠার আতিশয্যে মৃগ্যবস্তু-লাভের কালহ্রাস অনিবার্য্য।

মহাপ্রভু সাতপ্রহরিয়াভাবে ভক্তগণকে যখন কৃপাশীর্ব্বাদ দানের দ্বারা অনুগৃহীত করিতেছিলেন, তখন বৈষ্ণবগণের প্রিয় এবং সুকণ্ঠকীর্ত্তনীয়া শ্রীমুকুন্দকে মহাপ্রভু ভক্তগণের অনুরোধ সত্ত্বেও কিছুতেই কৃপা না করিয়া মুকুন্দের কৃপাপ্রাপ্তিকাল কোটিবর্ষ পরে বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। ধৈর্য্য-শীল ভক্তবর মুকুন্দ মহাপ্রভুর এইরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু কোটিবর্ষান্তেও তাঁহাকে কৃপা করিবেন,

এই আনন্দ তাঁহাকে আপ্লুত করিয়া দিল। কোটিজন্ম পরে কৃপালাভের আশ্বাসও তাঁহার ধৈর্য্যের অনটন উপস্থিত করিতে পারিল না। এই মহাধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক আনন্দনর্ত্তনে মুকুন্দের সকল অসুবিধা নিমেষার্দ্ধে অপগত হইল। মুকুন্দের আনন্দনর্ত্তন-সংবাদশ্রবণে মহাপ্রভু প্রীত হইলেন। মুকুন্দ ভুবনপাবনের কৃপা-প্লাবনে আসিয়া গেল—ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের ফল ফলিল।

চাতকিনী সুদীর্ঘকাল বারিদের কৃপাবর্ষণ হইতে বঞ্চিত থাকিয়াও 'ধৈর্য্য' ধারণ করিতে ত্রুটী করে না। ধৈর্য্যকে আশ্রয় করিয়া তাহার প্রভুর কৃপাব্যতিরেকে চাতকিনীর যদি জীবনান্তও হয়, অথবা যদি প্রভু তাহাকে অশনিপাতনাদির দ্বারা নিপীড়িত করেন তথাপি সে কখনও নিধির অধীন হইবে না। চাতকিনীর এই ধৈর্য্যধারণফলে বা অধ্যবসায়ের গুণেই একদিন বারিদ কৃপাবর্ষণের দ্বারা তাহার সকল যাতনা জুড়াইয়া দেন। "ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়" বাক্যের ইহাই উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

চিকিৎসক আমার দৈহিক দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য আমাকে কিছু কিছু দুগ্ধ পান করিবার উপদেশ প্রদান করিলেন। আমি একদিন কিছু দুগ্ধ পান করিয়াই পরখ্ করিতে লাগিলাম, আমার শরীর কতটা সবল হইয়াছে। এইরূপে দুই তিন দিনেও যখন পরীক্ষায় সবলতার নিদর্শন পরিলক্ষিত হইল না, আমি তখন এককালীন অপরিমিত দুগ্ধপান-দ্বারা সবলতা-লাভের আশায় অতিরিক্ত দুগ্ধ পান করিয়া সর্ব্বরোগের মূল উদরাময়-রোগগ্রস্থ হইলাম। শরীর সবল ত' হইলই না, অধিকন্তু উদরাময়-রোগের সঙ্গী আরও কতকগুলি উৎকট রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়িলাম। ধৈর্য্য ধরিতে পারিলাম না, তাই ব্যাধিও সারিল না। দুঃখে—অতি দুঃখে ভাগ্যধিকারে রত হইলাম।

কৃপা-প্রতীক্ষাই ধৈর্য্য ধরা। যিনি ধৈর্য্য না ধরিয়া—প্রতীক্ষায় না থাকিয়া, অভিলষিত বস্তুলাভের জন্য অধৈর্য্য হইয়া "লম্প-ঝম্প" ভাব প্রদর্শর করেন, তাঁহার অভিলষিত বস্তুর পরিবর্ত্তে লভ্য হয়—অদৃষ্ট ফের। বহুবিঘ্নময় স্বল্পকালের জন্য আমাদের জীবন হইলেও ব্যতিব্যস্ত হইলে চলিবে না, ধীরে—অতি ধীরে কৃপাপ্রতীক্ষায় ধৈর্য্যসহকারে গন্তব্য পথে পদক্ষেপ করিতে হইবে। যখনই চঞ্চলতাবশতঃ তদ্বিপরীতভাব আসিবে, তৎক্ষণাৎই "পপাত ধরণীতলে" দশা-প্রাপ্তি অনিবার্য্য। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বহু-

বিঘ্নসংযুক্ত অল্পদিনের এই অনিত্য জীবনটী লইয়াও যেন অনন্তকাল ধৈর্য্য ধারণের জন্য প্রস্তুত থাকেন। বস্তুতঃ ইহাই প্রকৃত কৃপাকামীর পরিপক্ক-জ্ঞানপ্রসূত অবিচলিত ধারণা। তিনি জানেন, ব্যতিব্যস্ত হইলে—চঞ্চল হইলে কৃপাবঞ্চিত হইব—আশা মিটিবে না—প্রার্থিত ফল ফলিবে না এবং ধৈর্য্যধারণ করিলে আমার কৃপাপ্রাপ্তি-আশাপূরণ অবশ্যম্ভাবী—ধৈর্য্য ও অধ্যাবসায়ের ফল ফলিবেই ফলিবে।

গৃহস্থের কৃত্য

কর্ম্মচক্রে নিষ্পেষিত নরগণের অশেষবিধ বিপদাপন্ন জীবনকে ক্রমশঃ নিয়মিত করুণান্তর তাহাদিগকে নিত্যমঙ্গলবর্ত্ম প্রদর্শন করাইবার জন্য সাত্বতশাস্ত্রসমূহে চতুরাশ্রমের কথা মানবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পূর্ব্ব মহাজনগণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। চতুরাশ্রম—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমের ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্য। তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ তত্তৎশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা এস্থলে গৃহীর কর্ত্তব্য ও লক্ষণ সম্বন্ধে কিঞ্চিদালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

আশ্রমের বিভাগানুযায়ী মানবের পৃথক্ পৃথক্ কৃত্য নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও প্রত্যেক আশ্রমীরই গুর্ব্বানুগত্যে শ্রীহরিভক্তি আচরণীয়া। শুধু চতুরাশ্রমী কেন, নিখিল প্রাণিবৃন্দেরই; তাহারা যাঁহার কৃপায় বাঁচিয়া থাকে, যাঁহার কৃপায় আহার্য্যপ্রাপ্ত হয়, এক কথায় যিনি তাঁহাদের সর্ব্বেসর্ব্বা, তাঁহার পাদপদ্মে অচলাভক্তিবিশিষ্ট হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৮।৪৩) ভগবদ্বাক্যে আমরা দেখিতে পাই,—

ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ শৌচং সন্তোষো ভূতসৌহৃদম্।
গৃহস্থস্যাপ্যৃতৌ গন্তুঃ সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্ ॥

[ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ ও সকল প্রাণীর সহিত সৌহৃদ্য—এই সমস্ত ধর্ম্মও ঋতুরক্ষাকারী গৃহস্থাশ্রমীর কর্ত্তব্য। কিন্তু আমার (শ্রীভগবানের) উপাসনা সকল প্রাণীরই কর্ত্তব্য।]

অবশ্য এস্থলে আমাদের সন্দেহ হইতে পারে যে, শাস্ত্রবিধি-অনুযায়ী বিবাহিতার স্ত্রী-ঋতু রক্ষাকরণ, যজ্ঞে সুরাপান, যজ্ঞীয় আমিষ-ভক্ষণ প্রভৃতিও ত হরিভক্তির সম্পূর্ণ প্রতিকূল, সুতরাং চতুরাশ্রমীর যদি হরিভজনই মূল ও অবশ্য কৃত্য নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা হইলে শাস্ত্রে

কেন ঐসমস্ত প্রতিকূল বিষয়ের উপদেশ করিয়াছেন? এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীমদ্ভাগবতই (২১।৫।১১) অন্যত্র প্রদান করিয়াছেন,—

লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবানিত্যা হি জন্তোর্ণ হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ-সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥

—জগতে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষভক্ষণ ও সুরাপান প্রভৃতি সকল প্রাণীরই নিত্য অর্থাৎ তত্তদ্বিষয়ে প্রাণিদিগের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি আছে। শাস্ত্রের যে বিধি দেখা যায় তাহার অকরণে প্রত্যবায় নাই। তবে তত্তদ্বিষয়ে বিবাহ, যজ্ঞ ও সুরাগ্রহাদির যে-ব্যবস্থা হইয়াছে অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গ, যজ্ঞীয় আমিষের ভক্ষণ এবং যজ্ঞে সুরাপান প্রভৃতির যে-নিয়ম করা হইয়াছে, ঐসকল নিয়মও ভোগপর জীবের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি করিবার জন্যই নির্দ্ধারিত জানিতে হইবে।

চতুরাশ্রমের অন্যতম গার্হস্থ্যাশ্রমবিধি প্রতিপালন এবং কামাসক্ত বিষয়ান্ধ গৃহমেধীর গৃহান্ধকূপে স্থিতি এক পর্য্যায়ভুক্ত নহে। যথার্থ গৃহস্থাশ্রম-সম্বন্ধে সাত্বত-সংহিতা প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন,—

অধনা অপি তে ধন্যাঃ সাধবো গৃহমেধিনঃ।
যদ্‌গৃহা হ্রদবর্য্যাম্বু-তৃণভূমীশ্বরাবরাঃ॥ (ভাঃ ৪।২২।১০)

শ্রীপৃথু মহারাজ সনৎকুমারাদি ভগবদ্ভক্ত ঋষিবৃন্দকে বলিয়াছেন,—যাঁহাদিগের গৃহে আপনাদের ন্যায় পূজ্যতম সাধুগণের সেবাযোগ্য জল, তৃণ, ভূমি, গৃহস্বামী ও ভৃত্যাদি সেবাসম্ভার বর্ত্তমান থাকে তাঁহারই প্রকৃত গৃহস্থাশ্রমী ও নির্ধন হইলেও তাঁহারাই প্রকৃত ধনী। যিনি প্রকৃত গার্হস্থ্যাশ্রমী তিনি কখনই গৃহে আসক্তিযুক্ত হন না। তাঁহারা ভগবন্নির্দ্দিষ্ট নিয়মে গৃহে অবস্থান করেন। তাঁহারা ভাগবতের (১১।১৭।৫৩-৫৪) এইরূপ শিক্ষা গ্রহণ করেন,—

পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ।
অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা॥
ইত্থং পরিমৃণন্মুক্তো গৃহেষ্বতিথিবদ্বসন্।
ন গৃহৈরনুবধ্যেত নির্ম্মমো নিরহঙ্কৃতঃ॥

—পুত্র, স্ত্রী, আত্মীয়গণের সহিত সঙ্গম পান্থশালাস্থিত ব্যক্তিগণের সঙ্গমতুল্য। যেমন নিদ্রাকালে দৃষ্ট স্বপ্ন নিদ্রাবসানে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ মমতাস্পদীভূত পুত্র-দারাদিও প্রতিদেহের বিনাশপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহারাও স্বপ্নের ন্যায় নশ্বর। এইরূপ বিবেচনা করিয়া অনাসক্তভাবে

অতিথির ন্যায় গৃহে বাস করিলে মমতা ও অহঙ্কারশূন্য ব্যক্তি গৃহে আবদ্ধ হন না।

প্রকৃত গৃহস্থাশ্রমী সর্ব্বাশ্রমীর প্রতিই শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইবেন। পরন্তু গৃহস্থাশ্রমের উপর অন্যান্য আশ্রমের অস্তিত্ব নির্ভর করে বলিয়া তত্তদ্ আশ্রমবাসীদিগকে কদাচিৎ যেন উপেক্ষার চক্ষে না দেখেন। প্রকৃত গৃহস্থাশ্রমী অতিথি-সেবায় সর্ব্বদা রত থাকিবেন। অবশ্য গৃহস্থাশ্রমী প্রত্যেকেই যে ধনশালী হইবেন এবং সেই ধনাদির দ্বারাই অতিথিসেবা, অন্যান্য সৎকার্য্য বা গৃহস্থাশ্রমীর কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিবেন, তাহা না হইলে অর্থাৎ অর্থাদিবিহীন দরিদ্র হইলে তাহা করিবেন না, এরূপ নহে। "যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট" বাক্যের অনুসরণে প্রকৃত গৃহস্থাশ্রমী নিজের অবস্থায় তৃপ্ত থাকিবে। আমার অধিক ধন হউক এবং আমি তদ্দ্বারা শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবসেবা করি এরূপ বুদ্ধি সেবাবুদ্ধি নহে, উহা কপটভোগ-বুদ্ধিরই পরিচায়ক। কৃষ্ণ আমাকে তাঁহার ও তদীয় গণের সেবার জন্য যাহা দিয়াছেন তদ্দ্বারাই আমি কৃষ্ণের ও তদীয়গণের সেবা যথার্থভাবে অকপটচিত্তে করিব—ইহাই প্রকৃত গৃহস্থের অন্তর্নিহিত ধারণা। তদধিক কামনা—ভোগৈষণা। শাস্ত্র বলেন,—

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্‌চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন ॥

অর্থাৎ অতিথিসেবার জন্য সদ্‌গৃহস্থের গৃহে অন্ততঃ পক্ষে তৃণ, ভূমি, উদক ও সুমিষ্ট বাক্যের অভাব হয় না। অথচ এই চারিটী বস্তুর দ্বারাই সদ্‌গৃহস্থ যথাযোগ্য অতিথিসেবায় সমর্থ হন। সুতরাং অর্থহীনতা অতিথি-সেবা বা হরিসেবা বা হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবার ব্যাঘাত উৎপাদনে অসমর্থ।

যে-ব্যক্তি গৃহে আসক্তচিত্ত, পুত্র ধনৈষণাদিতে আতুর এবং স্ত্রৈণ ও আলস্যপরায়ণ, সেই মূঢ়জনই দেহে, গেহে আমি-আমার বুদ্ধি করতঃ গৃহমেধী-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। গৃহমেধী সতত চিন্তা করে,—

অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা বালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ ॥
এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।
অতৃপ্তস্তানমুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ ॥

হায়! আমার বৃদ্ধ মাতাপিতা, শিশু-সন্তানবিশিষ্টা ভার্য্যা এবং সন্তানগুলি আমা বিনা অনাথ ও দুঃখিত হইয়া দীনভাবে কিরূপেই বা জীবনধারণ করিবে, এই প্রকার গৃহাভিলাষে আক্ষিপ্তচিত্ত অসন্তুষ্ট ও মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি পুত্রকন্যাদিকে সর্ব্বদা ধ্যান করে এবং মৃত্যুর পর 'অন্ধ' নামক অতি তামসী-যোনিতে প্রবেশ করে।

প্রকৃত গৃহস্থাশ্রমী—এই গৃহ আমার, আমি ইহা পরিচালনা করিব ইত্যাদি অসদ্বুদ্ধিবিশিষ্ট না হইয়া ইহা কৃষ্ণের সংসার, কৃষ্ণের ইচ্ছা হয় তিনি ইহা রক্ষা করিবেন, অথবা নষ্ট করিবেন তাহাতে আমার ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই নাই, এইরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে অনুষ্ঠান করিবেন। নিজেকে কৃষ্ণের সংসারের ভৃত্যমাত্র মনে করিয়া কৃষ্ণের সংসার-পালনের জন্য সংসার নির্ব্বাহ করিবেন। প্রকৃত গৃহস্থাশ্রমী ভক্তিযোগের অবিরুদ্ধ সমস্ত বিষয়ই স্বীকার করিবেন। "শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল। বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥" এই মহাবাক্যের অনুসরণ করিয়া হরিসেবানুকূল বস্তুকে প্রাপঞ্চিক বা বিষয়-বুদ্ধি করিবেন না। এইরূপে সমস্ত ভার ভগবচ্চরণে অর্পিত হইলে ভগবানও তাঁহার প্রতিজ্ঞানুযায়ী সেই প্রকৃত গৃহস্থের প্রতি তাঁহার,—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

—এই গীতোক্ত কর্ত্তব্য সম্পাদনে বিরত থাকিবেন না।

গৃহমেধী ও গৃহস্থাশ্রমীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, ভগবৎপাদপদ্মে নির্ভরকারী গৃহস্থাশ্রমী ভগবৎপ্রসাদে সমস্ত বিষয় যথাযোগ্য ভোগ করিয়াও পরিশেষে নিত্যানন্দলাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। আর গৃহমেধিগণ "কর্ত্তাহম্" বিচারে মমত্ববুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া গৃহে বাস করতঃ ক্রমশঃ অনন্ত নিরয়পথের যাত্রী হয় এবং ভোগময় কর্ম্মক্ষেত্রেই তাহাদের পুনঃ পুনঃ শোচনীয়ভাবে গতাগতি করিতে হয়। প্রকৃত গৃহস্থাশ্রমী ভগবন্নিষ্ঠাসহকারে গৃহে অবস্থান করতঃ বিষয়সমূহদ্বারা ভগবদ্ভক্তের পরিচর্য্যা করিয়া "গৃহেতে গোলোক ভায়" বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করেন। তাঁহাদের গৃহপরিচালনার বুদ্ধি এইরূপ,—

আমার বলিতে আর কিছু নাই।
তুমিই আমার মাত্র পিতা, বন্ধু, ভাই॥

বন্ধু দারা-সুত-সুতা তব দাসী-দাস।
সেই ত সম্বন্ধে সবে আমার প্রয়াস॥
নশ্বর-জন-গৃহদ্বার তোমার বলিয়া।
রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া॥
তোমার কার্য্যের তরে উপার্জ্জিব ধন।
তোমার সংসারব্যয় করিব বহন॥
ভাল-মন্দ নাহি জানি সেবামাত্র করি।
তোমার সংসারে আমি বিষয়-প্রহরী॥
তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয়-চালনা।
শ্রবণ দর্শন ঘ্রাণ ভোজন-বাসনা॥
নিজসুখ লাগি কিছু নাহি করি আর।
ভকতিবিনোদ বলে তব সুখসার॥

গৃহস্থাশ্রমীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রসমূহ বহুবিধ ব্যবস্থা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এস্থলে তাহা হইতে মাত্র কয়েকটী বাক্যোদ্ধারপূর্ব্বক সংক্ষেপে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিলাম।

শ্রীগৌড়ীয়ের সপ্তত্রিংশ-বর্ষ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা সপ্তত্রিংশৎ বর্ষে শুভ-প্রবেশ করিলেন। বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীপত্রিকা বৈশিষ্ট্যপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। শ্রীগুরু-বর্গের আশীর্ব্বাদ-লাভাশায় তাঁহাদের মঙ্গল নিরাজনই তাঁহাদের বিশেষ সেবা বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং তদ্দ্বারাই সর্ব্বার্থসিদ্ধি, ইহা সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যেই প্রমাণিত। তাঁহাদের অপ্রাকৃত শিক্ষা-সম্বলিত বাণীই জীব-কল্যাণদায়িনী ও প্রাকৃত-শোক-মোহ ভয়াপহা। তাঁহাদের শুভেচ্ছা সম্বল করিয়া তদানুগত্যেই শ্রীপত্রিকা তাঁহার নববর্ষের পদযাত্রার শুভারম্ভ করিবেন।

বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি, এবৎসর শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য জীবনী ও অপ্রাকৃত শিক্ষা তাঁহার শুভাবির্ভাব-তিথিতে প্রকাশিত হইয়াছেন। "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি"—শুভকাজে বাধা প্রচুর। বহুকাল পরে বিলম্বেও ইহা প্রকাশিত হওয়ায় নিজদের সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছি। শ্রীগুরুবর্গের অহৈতুকী করুণা ও অকুণ্ঠ স্নেহাশীষ

ধারা তদনুকম্পিত জনগণের উপর স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বর্ষিত হইয়া থাকে। ভজনবিমুখ শ্রীগুরুতত্ত্বে অনভিজ্ঞ মাদৃশ জীবাধমের ইহা উপলব্ধির বিষয় না হওয়ায় অনেক সময়ে আমরা তাঁহাদের নিষ্কপট কৃপা অনুভব করিতে পারি না। সাধন-ভজনক্ষেত্রে শ্রীগুরুকৃপাই বিশেষ পাথেয় ও সম্বল।

বর্ত্তমান বর্ষের অক্ষয়-তৃতীয়া-তিথিতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-দিবসে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত "শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি" গ্রন্থরত্ন প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীনামাশ্রিত শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পক্ষে এই গ্রন্থ পরম আদরের বস্তু। ইহাতে সম্বন্ধ, অবিধেয়, প্রয়োজনতত্ত্ব বর্ণনমুখে শুদ্ধনাম, নামাভাস ও নামাপরাধের বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহারা ষোলনাম-বত্রিশাক্ষর-মহামন্ত্রকে কেবল জপ্য বিবেচনাপূর্ব্বক উচ্চকীর্ত্তন হইতে বিরত থাকেন, শাস্ত্র ও গৌড়ীয়-গোস্বামীবর্গের বিচারানুসারে তাহারা নামাপরাধী। নামাপরাধ-বর্জ্জন-বিষয়ে এইরূপ বিস্তৃত আলোচনা অন্য গ্রন্থাদিতে কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। এই গ্রন্থ সাধন-ভজন-পথাশ্রয়িগণের পক্ষে কণ্ঠমণি-স্বরূপ। শ্রীনামাশ্রয়ী ভজনানন্দী ব্যক্তিগণ ইহা আলোচনা ও অনুশীলন করিলে বিশেষভাবে লাভবান হইতে পারিবেন।

শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি গ্রন্থের ৭২ পৃষ্ঠার পাদটীকায় শ্রীল ঠাকুর স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ই সাধু-সম্প্রদায়। সাধু-পরম্পরা মন্ত্র, তত্ত্ব, সাধ্য-সাধনশিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। মায়াবাদি-অসৎসম্প্রদায় হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সাধু-সম্প্রদায় হইতে গুরু-বরণ করা উচিত। সাধু-সম্প্রদায়ের আদি-আচার্য্যনির্দ্দিষ্ট শিক্ষাকে বিশেষ সম্মান করিবে। শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বমুনি, শ্রীনিম্বাদিত্য ও শ্রীবিষ্ণুস্বামী—ইহাঁরা নিজ নিজ সাধু-সম্প্রদায়ের আদি আচার্য্য। মধ্বমুনি আমাদের আদি-(আচার্য্য)" শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুগতাভিমানী বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক কোন প্রাকৃত-সহজিয়ার আনুগত্যকারী মিশন "মধ্বমুনি আমাদের আদি (আচার্য্য)" অংশটুকু উক্ত গ্রন্থ প্রকাশকালে সযত্নে পরিহার পূর্ব্বক সৎসম্প্রদায়ের প্রতি চরম অবমাননা প্রদর্শন করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা সুধী পাঠকবর্গকে

"শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-আম্নায় "সম্বন্ধে শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভৃতির তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের প্রবন্ধ-নিবন্ধাদি আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

বর্ত্তমান ৪৯৮ শ্রীচৈতন্যাব্দের অন্তে ৪৯৯ শ্রীগৌরাব্দের প্রারম্ভ হইতে নবদ্বীপ-মায়াপুর, তথা ভারতের বিভিন্ন মঠ, মিশন, কমিটি, সভা-কর্ত্তৃক"শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পঞ্চশততম আবির্ভাব-উৎসবের শুভ উদ্বোধন" অনুষ্ঠিত হইতেছে। দিল্লীস্থ "শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পঞ্চশতী সমিতি"র সহযোগে কলিকাতার 'All India Sri Chaitanya Mahaprabhu Fith Centenary Celebrations Committee"ও অন্ধ্রপ্রদেশাদিতে উক্ত আবির্ভাব-উৎসব পালন করিতেছেন। কার্য্যসূচীসহ মুদ্রিত নিমন্ত্রণ-পত্রের শিরোনামা দেখিয়া উক্ত উৎসবের শুভ-উদ্বোধন শ্রীগৌরজন্মোৎসবের পূর্ব্বদিনেই অনুষ্ঠিত হইবে, অথবা আগামী শ্রীগৌরাব্দ পর্য্যন্ত উহা চলিতে থাকিবে, তাহা সঠিক বুঝিতে পারা যায় না। কোন উৎসবাদিতে সঙ্কল্পগ্রহণ ও অধিবাস সাধারণতঃ পূর্ব্বদিবসে এক দিনের জন্যই অনুষ্ঠিত হয়, এ ক্ষেত্রে কি একবৎসরকাল যাবৎ উহা অনুষ্ঠিত হইবে? আমাদের বিচারে উক্ত আবির্ভাব বাসরে শিরোনামা "শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের পঞ্চশততম শুভাবির্ভাব উপলক্ষে অধিবাস" হওয়া উচিত। আরও বক্তব্য, সাধু-মহাপুরুষ-গণের আবির্ভাব-তিরোভাবে 'বার্ষিক' শব্দ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু শ্রীভগবানের আবির্ভাবের নিত্যত্ব স্বীকৃত। প্রতিবৎসরই, প্রতিমাস, প্রতিদিন, প্রতিক্ষণে শ্রীভগবানের নিত্যাবির্ভাব। শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতির আবির্ভাব-শতবার্ষিকী বা ঐরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট সময় পালিত হইয়াছে কি? শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব ব্যাপারে পূর্ব্বে মহাজনগণ-কর্ত্তৃক কোন শতবার্ষিকী পালন ও উদ্‌যাপন করা হইয়াছিল কি-না? যদি পূর্ব্বে ঐরূপ শতবার্ষিকী পালিত হইয়া থাকে, তবে বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" নীতি অনুসরণ করা সমীচীন ও যুক্তিসিদ্ধ।

"রেজিষ্টার্ড গৌড়ীয় মিশন" জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের ব্যবস্থাপিত ও অনুসৃত জ্যোতীষ-গণনার বিচার গ্রহণ না করিয়া "বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা"র অনুসরণপূর্ব্বক গুরুবর্গের ঋণ

পরিশোধে (?) কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। 'সারস্বত মঠও' স্মার্ত্তাচারের বহু-মাননপূর্ব্বক কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবিচারের প্রশ্রয় দিতেছেন। তাঁহারা দৃক্‌সিদ্ধ ও দৃক্‌গণিতৈক্যবিচার গ্রহণ করেন নাই। "শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা" ও "শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা" প্রভৃতি শ্রীল প্রভুপাদের বিচার-ধারায় প্রকাশিত হইতেছেন। গৌড়ীয় মঠের অন্যান্য গোষ্ঠী শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের জ্যোতীষ-গণনাকেই অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে সর্ব্বতোভাবে শ্রীল প্রভুপাদের বিচারাবলম্বনেই শ্রীচৈতন্যপঞ্জিকা সঙ্কলিত হইতেছেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর জানাইয়া ছেন —"শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় 'শ্রীচৈতন্যাব্দ প্রবর্ত্তন কার্য্যের মূল-মহাপুরুষ। 'শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা' প্রভৃতি প্রকাশের তিনিই সুপ্রধান সহায় ও একমাত্র উৎসাহদাতা ছিলেন।" তাঁহার লিখিত "শ্রীচৈতন্যাব্দ"প্রবন্ধে * তিনি পি, এম্, বাক্‌চী পঞ্জিকারই 'শ্রীগৌরাব্দ'

---

* ভারতবর্ষে ন্যূনাধিক ২৫।৩০ প্রকার অব্দের প্রচলন আছে। শ্বেত-বরাহকল্পাতীতাব্দা, মহা যুগাতীতাব্দা, কলিগতাব্দা বা কল্যব্দ, যুধিষ্ঠিরাব্দ; শকাবনীপতেরতীতাব্দ সম্বৎ বা বিক্রমাব্দ, বঙ্গাব্দ, বীররাজাব্দ বা ত্রিপুরাব্দ প্রভৃতি বর্ষ-গণনা প্রবর্ত্তিত আছে। পাশ্চাত্য-প্রথা-অনুসারে অব্দের গণনা প্রবর্ত্তমান অপূর্ণবর্ষকে পূর্ণবর্ষ বলিয়া গ্রহণ করিতে গিয়া ঋণক্রমে একটী বর্ষ অধিক ধরিয়া লওয়া হয়, কিন্তু এরূপ প্রথা ভারতীয় অব্দ-গণনা-প্রণালীতে স্থান পায় নাই। যাঁহারা খৃষ্টীয়-পন্থা অবলম্বনে বর্ষপূর্ণ না হইতেই এক বর্ষ হইয়াছে মনে করিয়া লন, তাঁহারাই ভ্রমক্রমে একটী অধিক বর্ষের প্রক্ষেপ করেন মাত্র। যেরূপ দশটা বাজিয়া দুই সেকেণ্ড অতীত হইলে ১১টা বাজিল মনে করা অসঙ্গত, তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট মুহূর্ত্তেই অর্থাৎ ১৪০৭ শকে ২৩শে ফাল্গুন তারিখে বা ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যাব্দ ১ বৎসর হইয়াছে, মনে করা ভ্রমসঙ্কুল। ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ফাল্গুন পূর্ণিমা অতীত হইলেই শ্রীচৈতন্যাব্দের এক বর্ষ অতীত হইয়াছে বলা সুসঙ্গত। তজ্জন্য প্রকটগম্যাব্দ সংখ্যাকে "প্রকটগতাব্দ" বলিয়া ভ্রম করা গণিত-শাস্ত্রসিদ্ধ নহে।

দুঃখের বিষয়! বর্ত্তমানকালে কেহ কেহ 'প্রকটগম্যাব্দকে' "শ্রীচৈতন্যাব্দ' বলিয়া চালাইবার উৎকট বাসনা পোষণ করেন। তাহা

শুদ্ধভাবে লিখিত হইতেছে ও এবিষয়ে অন্যান্য পঞ্জিকাকারগণ উদাসীন বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার প্রাথমিক জীবনে কলিকাতা 'ভক্তিভবনে' "সারস্বত চতুষ্পাঠী" স্থাপনপূর্ব্বক 'জ্যোতির্ব্বিদ' ও 'বৃহস্পতি'-নামক দুইখানি মাসিক পত্রিকা ও 'ভক্তিভবন-পঞ্জিকা' প্রবর্ত্তন ও সম্পাদন করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রবীণ অধ্যাপকের সহিত 'বর্ষপ্রবেশ' প্রসঙ্গে অয়নাংশ-বিষয়ক বিচারে তাঁহাকে পরাস্ত করেন। পি, এম, বাক্চী ও স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জী মহাশয়ও শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের গণিত-জ্যোতিষ-শাস্ত্রের ছাত্র ছিলেন। স্যার

তাঁহাদের সনাতন-প্রথা ত্যাগ করিবার উদ্যম হইতে প্রসূত। খ্রীষ্টীয় পন্থার অনুগমনে যাঁহারা আর্য্যপথ ত্যাগ করেন অথবা ভ্রমক্রমে বলপূর্ব্বক একটী অব্দ অধিক ঋণ করিয়া প্রকটগতাব্দের সহিত সম্মেলন প্রয়াস করেন, তাঁহাদের সহিত কোন সত্যপ্রিয় সজ্জনব্যক্তি একমত হইতে পারেন না। সময় সময় এসকল কথা অনেকবার আলোচনা হইয়াছে, তৎসত্ত্বেও অসত্য আশ্রয় করিয়া বিদেশীয় রুচি গ্রহণপূর্ব্বক গম্যাব্দকে গতাব্দ বলিয়া অন্যায়রূপে গৃহীত হইতেছে। যাহারা গম্যাব্দ প্রচলনের পক্ষপাতী তাঁহারা কোনদিন হয়ত এক শতাব্দ ঋণ করিয়া গতাব্দে সাঙ্কর্য্য বিধান করিবেন।

"গম্যাব্দকে কেহ যেন দ্বাদশ দ্বারা গুণ করিয়া গৌর-মাস নিরূপণে ভ্রান্ত না হন। অথবা ৩৬৫।১৫।৩১।৩১।২৪ দিয়া গুণ করিয়া গৌর-সাবন সংখ্যা নির্ণয় না করিয়া ফেলেন। এরূপ সরল বিষয়েও জগতে মতদ্বৈধ উৎপন্ন হয়, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। ভ্রান্ত পঞ্জিকাকার-গণ এবং গৌরভক্তগণ সকলেই 'প্রকটগতাব্দ' শুদ্ধভাবে ব্যবহার করিয়া জগতে সত্য স্থাপন করুন। নতুবা সামান্য ভ্রমে পতিত হইলে তাঁহাদিগের গণিত-শাস্ত্রে দক্ষতা প্রশ্নের বিষয় হইবে। নব্য গৌরভক্ত দলে খৃষ্টীয় পন্থার অনুসরণ আদরের হইতে পারে, কিন্তু উহা কখনই সমীচীন নহে। আমরা আশা করি প্রত্যেক সুধী গৌরভক্ত গম্যাব্দকে গতাব্দ মনে করিবেন না। * * * *

"পি, এম্, বাকচীর পঞ্জিকায় শুদ্ধভাবে শ্রীচৈতন্যাব্দ লিপিবদ্ধ হইতেছে। এক্ষণে অপরাপর পঞ্জীর গণনা শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

—সজ্জনতোষণী, ১৮শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ লিখিত প্রবন্ধ

আশুতোষ তাঁহার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ্যার চেয়ারখানি সংরক্ষণ করিয়াছিলেন।

আমরা সুধী পাঠকবৃন্দকে শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত শ্রীচৈতন্যাব্দ, কাল-সংজ্ঞায় নাম, বৈষ্ণব-স্মৃতি, পঞ্চোপাসনা, বৈষ্ণব ও ইতর স্মৃতি, সগুণোপাসনা, স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব, বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ-ব্যবস্থা, সাত্বত ও অসাত্বত, ভোগবাদ ও ভক্তি, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মৃতি-প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিতে অনুরোধ জানাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত উপদেশ ও শিক্ষা আচরণপূর্ব্বক প্রচারই তাঁহার যথার্থ সেবা ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। গৌড়ীয়-গুরুবর্গ শ্রীগৌরসুন্দরের জীবকল্যাণকর শিক্ষা বাস্তবে রূপায়িত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা শ্রবণ করিতে গিয়া কেহ কেহ তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন; কেহ তাঁহার শিক্ষা-প্রণালীকে মনোধর্ম্মের বিরুদ্ধ ও ক্লেশকর জানিয়া গ্রহণের অযোগ্য মনে করেন; অপর কেহ কেহ তাঁহার উপদেশ-নির্দ্দেশাবলী নিখিল মঙ্গলের আকর-স্বরূপ জানিয়া অবনত-মস্তকে গ্রহণপূর্ব্বক জীবন ধন্য করেন। আমরা সর্ব্বপ্রকার পাঠক-শ্রোতৃমণ্ডলীকে শ্রীচৈতন্যশিক্ষা-প্রণালীর তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত আলোচনা-পূর্ব্বক তাহা বিশেষভাবে অনুধাবন করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মনোঽভীষ্ট শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বতো-ভাবে পূরণ করিয়াছেন। ভক্তি-সদাচার প্রবর্ত্তন, শ্রীধাম-মহিমা প্রকাশ, শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্র স্থাপন ও ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন ও প্রকাশপূর্ব্বক তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশ-নির্দ্দেশ একনিষ্ঠভাবে পালন করেন। উপরিউক্ত চারিটী নির্দ্দেশনামা পরস্পরের পরিপূরক হইলেও আমরা তন্মধ্যে ভক্তিশাস্ত্র প্রচারকেই প্রাধান্য দিতে মনস্থ করিয়াছি। কারণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব গৌড়ীয় গোস্বামী-গুরুবর্গের উপদেশাদির মধ্যেই বেদ-বেদান্ত, গীতা-ভাগবতাদির নিগূঢ় তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত নিহিত আছে। তাহা সহজ ও সরলভাষায় প্রকাশপূর্ব্বক আপামর জনগণের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়াই আমরা সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। বিশেষ আনন্দের বিষয়, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কর্ত্তৃক শ্রীশিক্ষাষ্টক, শ্রীমনঃশিক্ষা, শ্রীউপদেশামৃত, শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ প্রভৃতি হিন্দী-সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। এবিষয়ে সুধী সমাজের অকুণ্ঠ সাহায্য সহানুভূতি ও সহযোগিতা কামনা করিয়া আমাদের বক্তব্য সমাপ্ত করিতেছি।

— — —

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER

"SHRI GOUDIYA-PATRIKA"

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.

Periodicity of its Publication—Last day of every Bengali month ie. once in month.

3. Printer's Name—Tridandi-Swami Bhakti Vedanta Acharyya Mabaraj

Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.

Address—Shri Devananda Goudiya Math. Tegharipara, P.O.—Nabadwip (Nadia). W. B.

4. Publisher's Name— Do

Nationality— Do

Address— Do

5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Trivikram Maharaj.

Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.

Address— Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P.O.—Nabadwip (Nadia), W. B.

6. Name and address of individuals who won the newspapers and partners or share holders holding more than one percent of the total capital.— Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj, President-Acharyya, on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, *Swami Bhakti Vedanta Acharyya* hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd./-Swami B, V. Acharyya

Dated— 28.2.85 *Signature of Publisher.*

। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম।

৩৭শ বর্ষ | ৮ মধুসূদন, ক্ষীরোদশায়ী, ৪৯৯ গৌরাব্দ
৩০ চৈত্র, শনিবার, ১৩৯১ ; ইং ১৩।৪।১৯৮৫ | ২য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগৌর-বিরুদাবলী

[শ্রীল-রঘুনন্দন-গোস্বামিবিরচিত]

॥ শ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ ॥

দেবৈস্তথা শ্রুতিগণৈর্মহিমা ন যস্য
প্রজ্ঞায়তে প্রভবতা ভবতাপি কুৎস্নঃ।
দুর্ব্বাদ্যলীমসমতির্মনুজঃ কথং স্যাৎ
শ্রীগৌরচন্দ্র ভবতঃ স্তবনেঽস্য শক্তঃ ?॥১॥

হে শ্রীগৌরচন্দ্র ! আপনার মহিমা দেবগণ ও শ্রুতিসকলের অনধিগম্য ; আপনি নিজেও (সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও মহিমার অনন্তর প্রযুক্ত) সম্যক্-

রূপে উহা অবগত নহেন। তবে বিষয়-কথা ও বিষয়-চিন্তায় যাহার বাক্য মন কলুষিত হইয়াছে, সেই মনুষ্য কিরূপে আপনার স্তবকরণে সমর্থ হইবে ? ॥১॥

তথাপি জগদীশ্বর স্তবনমাচরাম্যেষ যদ্
যথামতি কৃপাবশঃ শ্রুতিপথং সকৃত্তন্নয়।
অচক্ষু রশুভস্বরো নদতি কোঽপি যচ্চাতকঃ
শৃণোতি নহি কিং নু তৎকরুণবুদ্ধিরম্ভোধরঃ ? ॥২॥

হে জগদীশ্বর! আমি অধমমতি মনুষ্য, তথাপি দুঃসাহস করিয়া যে আপনার স্তব করিতেছি, তাহা কৃপাপূর্ব্বক একবার শ্রবণ করুন। বিকৃত-চক্ষু-কর্কশকণ্ঠ চাতকের অশুভ স্বর কি সকরুণ জলধর শ্রবণ করে না ? ॥২॥

সত্য পরমসুখ শুদ্ধ সমুজ্জ্বল, নিত্য রুচিরতর বিশ্বগ পুঙ্গল,
সর্ব্ববিবুধবরবুদ্ধিসুদুর্গম, সর্ব্বহৃদয়গতনির্ম্মলবিভ্রম,
বিপ্রজননমতিলব্ধসমুদ্ভব, বপ্রহৃদয়ধৃতবৃদ্ধিমদুদ্ধব,
নির্জ্জরবিরচিতদিব্যমহস্তব, দুর্জ্জরকলিমলশম্পবৃহদ্দব,
দুষ্টচরিতনরদুর্ল্লভদর্শন, সুষ্ঠু হৃদয়জনদত্ত বিমর্শন,
নর্ম্মবিহৃতিপরিতর্পিতসত্তম, শর্ম্মকরণ মম চিত্তভুবিভ্রম, দেব ॥৩॥

হে গৌরহরে! আপনি আমার চিত্তভূমিতে বিহার করুন। আপনি সচ্চিদানন্দ, শুদ্ধোজ্জ্বলকান্তিযুক্ত ; নিত্য, মনোহরতনু, বিশ্বগ (সর্ব্বব্যাপী) ও পুঙ্গল (পরমসুন্দর)। সমস্ত (ব্রহ্মাদি দেবতা) পণ্ডিতবর্গের বুদ্ধির অতীত আপনার মহিমা। হে সর্ব্বহৃদ্গত—সর্ব্বান্তর্য্যামিন্! হে নির্ম্মল-বিভ্রম—নির্ম্মলা বিভ্রমা অর্থাৎ লক্ষ্মী যাঁর। বিপ্রকুলতিলক অদ্বৈতাচার্য্যের মানস পূর্ণ করিতে আপনার অবতার। হে বিস্তীর্ণবক্ষ, হে উৎসবময়, দেবগণ আপনার দিব্য কীর্ত্তি গান করিতে মনোহর স্তব উচ্চারণ করেন। দুর্জ্জয় কলিকল্মষ তৃণের পক্ষে আপনি দাবানল। দুশ্চরিত্রজন আপনাকে দেখিতে পায় না। আপনি গদাধরাদির সহিত নিত্য নম্র ব্যবহার করেন। সহৃদয়বর্গ আপনাকে হৃদয় মধ্যে মনোহর লীলাময়রূপে সন্দর্শন করেন। আপনি নম্রজনগণকে অন্তর্য্যামীরূপে ভক্তিযোগ প্রকাশক বিচার-শক্তি দান করেন। আপনিই যথার্থ মঙ্গলদাতা। আমার হৃদয়ে ক্রীড়া করুন ॥৩॥

সেবকচাতকসুদা কলিদবথুপ্রশান্তিকৃচ্ছীতা।
নামোৎকীর্ত্তনবৃষ্টিস্তব জীয়াচ্ছ্রীশচীসুতাম্ভোদ ॥৪॥

হে শচীসুতমেঘ! আপনার নাম সঙ্কীর্ত্তনরূপ বৃষ্টি জয়যুক্ত হউক। উহা সেবক চাতকের জীবনপ্রদ, কলিদাবানলের নির্ব্বাপক ও পরমশান্তি শৈত্যবিধায়ক ॥৪॥

ভজনাবর্ত্তন সদানানর্ত্তন
জগতীরক্ষক কলিভীতক্ষক, ধীর ॥৫॥

হে গৌর! ভজনেই যাঁহারা সদা বর্ত্তমান, অথবা ভজনই যাঁহাদের জীবনোপায়, সেই শ্রীবাসাদির গৃহে আপনি প্রেমাবিষ্টভাবে নৃত্য করেন। আপনি চতুর্দ্দশলোক রক্ষা করেন। হে কালভয়বারণ, আপনিই ভজন-বিষয়িনী বুদ্ধিদান করেন ॥৫॥

স্ফুটৎকনককেতকীকমলকেশরাঙ্গদ্যুতৌ
শরচ্ছশধরচ্ছটামদবিড়ম্বিরম্যাননে।
স্ফুরৎসুরতরঙ্গিনীতটবিহারশীলে প্রভো
মমাস্তু রতিরুত্তমা ভবতি গৌরচন্দ্রানিশম্ ॥৬॥

হে গৌরচন্দ্র! আপনার অঙ্গকান্তি, প্রস্ফুটিত স্বর্ণকেতকীর ও কমল কেশরের অপেক্ষাও স্নিগ্ধোজ্জ্বলপীতবর্ণ আপনার মুখের মনোরম শোভা দর্শনে শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে; আপনার জগজ্জন চিত্তাকর্ষক গঙ্গাতটবিহার অনির্ব্বচনীয়; আপনাতে আমার অনন্যরতি সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকুক—ইহাই প্রার্থনা ॥৬॥

উদ্যদ্বিদ্যুদ্দ্যুতিকৃতজনসুখ, নব্যস্তব্যদ্বিজপতিবরমুখ,
ফুল্লচ্চিল্লিপ্রসিতযুবতিকুল, দৃষ্টিস্পৃষ্টিস্থগিতহৃদয়বল,
তপ্তত্রপ্তপ্রবলভুজগভুজ, হস্তব্যস্তস্ফুটতরসরসিজ,
বিভ্রৎশুভ্রস্রজমুরসি সুভগ, নিত্যপ্রত্যগ্রবিশদপটযুগ,
বক্তব্যক্তস্মিতবরশতদল, বদ্ধস্পর্দ্ধিপ্রমস্থণপদতল,
শুদ্ধস্বর্ণপ্রতিমকতনুবর, পুষ্পাৎ পুষ্পস্রগধিকরুচিধর, ধীর ॥৭॥

হে ধীর! অতিশয় দীপ্তিশীল-বিদ্যুৎপুঞ্জতুল্য আপনার কান্তি সন্দর্শনে, ভক্তবৃন্দ পরম তৃপ্ত হয়েন; অভিনব হরিগুণময় স্তব আপনার দ্বারা প্রকাশিত; হে চন্দ্রবিনিন্দিতযুথশোভাবিশিষ্ট! আপনার ভ্রূভঙ্গে তরুণী-

বৃন্দের দৃষ্টি, মন অপহৃত ও আবদ্ধ হয়; আপনার বাহু শোভা দর্শনে কালীয়নাগ লজ্জা ও সন্তাপ পায়। ভবদীয় করযুগলের শোভা, প্রফুল্ল-কমলকে পরাজয় করিয়াছে। আপনার কণ্ঠে শ্বেত পুষ্পমালা থাকিয়া কৌমার্য্য বিস্তার করিতেছে। নিত্য নূতন শ্বেত পট্টবস্ত্র আপনার পরিধেয় ও উত্তরীয়। মন্দহাস্যে আস্যের শোভা, অসংখ্য সরোজশ্রেণীকে পরাস্ত করে। হে সুস্নিগ্ধপদ! হে শুদ্ধবর্ণরুচি তনু, বিকশিত পুষ্পমালার সৌকুমার্য্যহারী আপনার সুষমা ধীর সৌম্যরূপ-রাশি কবে নয়নগোচর করিব? ॥৭॥

শ্রীবাসাঙ্গনমধ্যতুগ্ধজলধৌ সদ্‌ভক্তমীনাকুলে
ভ্রাম্যন্ কীর্ত্তনসৎসুধাং প্রকটয়ন্ সংসাররোগাপহম্।
শুদ্ধস্বর্ণতনুচ্ছটাসমুদয়ৈর্ব্বিদ্যোতয়ন্ দিক্‌তটীঃ
শ্রীগৌরাভিধমন্দরঃ প্রণয়তাং মন্নেত্রচিত্তোৎসবম্ ॥৮॥

শ্রীবাস পণ্ডিতের অঙ্গন ক্ষীরসমুদ্র, ভক্তবৃন্দ মীনশ্রেণী। বিশুদ্ধ স্বর্ণ-কান্তিধারা-দ্বারা দিগন্ত প্রোদ্ভাসি নৃত্যশীল শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ভ্রাম্যমান্ মন্দর ভূধর; সংসার-রোগহর হরিসঙ্কীর্ত্তন অতুল্য সুধা (প্রকৃত অমৃত)। হে কলিপাবন! আমার চিত্তমনকে উক্ত অমৃতদানে সরস করুন (সঞ্জীবিত রাখুন) ॥৮॥

বিস্ফারমাধুর্য্য, দুষ্পারতাধুর্য্য,
সুভ্রাতষাড়্‌গুণ্য, বিখ্যাতসাদ্‌গুণ্য, ধীর ॥৯॥

হে ধীর! আপনার মাধুর্য্য সুপ্রচুর, সংসার-সমুদ্র দুষ্পার হইলেও যে-ব্যক্তি আপনার শরণাপন্ন, তাঁর ভারবাহক হইয়া তাঁহাকে পার করিয়া অপ্রাকৃত সুখ দান করেন। ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌গুণ, ভক্তি ও বিলাস আপনাতে দেদীপ্যমান। পতিতপাবনত্বাদিগুণে আপনি বিখ্যাত, আপনার জয় হউক ॥৯॥

আবির্ভূতা ধরণিবলয়ে শ্রীনবদ্বীপমেরোঃ
কুন্দশ্রেণীপরিভবিরুচিঃ শীতলা তাপহন্ত্রী।
গানাদ্ধ্যানাৎ সকলকলুষস্তোমহর্ত্রী ত্রিলোকীং
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুবর ভবৎকীর্ত্তিগঙ্গা পুনাতি ॥১০॥

হে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ! আপনার কীর্ত্তিগঙ্গা ত্রিলোক পবিত্র করিতেছে। ঐ গঙ্গা, নবদ্বীপমেরুপর্ব্বত হইতে প্রবাহিত হইয়া ধরণীতলে

বিস্তৃত হইয়াছে ; কুন্দশ্রেণী অপেক্ষা উহা নির্ম্মল ; তাপ (ত্রিতাপ) নাশ পরম শীতল এবং অবগাহন অপেক্ষা করে না। গান, ধ্যান বা শ্রবণমাত্রেই সমস্ত পাপ ও অপরাধরাশি বিনষ্ট করে ॥১০॥

অদভ্রসুন্দর স্বচিত্তকন্দর, প্রবিষ্টকিঙ্কর, প্রকৃষ্টশঙ্কর
স্বভক্তবন্দন প্রবৃত্তচন্দন, প্রশস্তচঞ্চল, ভ্রমদ্ দৃগঞ্চল,
প্রজল্পখণ্ডিত প্রগল্‌ভপণ্ডিত, স্থবিষ্ঠদম্ভক, স্বভক্তিলম্ভক, দেব ॥১১॥

হে বিবিধলীলাবিলাসিন্, হে অনুপমসুন্দর! আপনি স্মরণকারী স্বভক্তের হৃদয়-কন্দরে প্রবিষ্ট হইয়া পরম মঙ্গল-বিধান করেন। ভক্তগণ আপনাকে বন্দনা করেন। আপনার চরিত্র চন্দনের ন্যায় তাপোপশমক ও সর্ব্বজনপ্রিয়। চঞ্চল বিশাল লোচনপ্রান্ত-দ্বারা স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বকে প্রেমপূর্ণ করিয়া ভক্তি ব্যাখ্যায়, প্রতিভাশালী গর্ব্বিত পণ্ডিত মণ্ডলীর স্থূল অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া স্বভক্তি প্রাপকরূপে জয়যুক্ত হইতেছেন ॥১১॥

পাপানি প্রতিগৃহ্য মাধব-জগন্নাথাখ্যয়োর্বিপ্রয়ো-
স্তাভ্যাং কারুণিকঃ সুদুর্ল্লভতরাং যঃ প্রেমভক্তিং দদৌ।
পুণ্যস্যৈব সমর্পণেন সুজনে কুত্রাপি সন্তুষ্যতা
লোকেনাপ্যমরেণ গৌর ভবত-স্তস্যোপমা সম্ভবেৎ ॥১২॥

হে গৌর! আপনার করুণার তুলনা জগতে কোথাও কোনকালে পাইনা, পাইবও না। লোকে দেবগণের সহিত অন্যের উপমা দেয়, তাহা ত আপনাতে সম্ভবে না। কারণ, দেবতারা সুকর্ম্মপরায়ণ লোকদিগকে পুণ্য দেন [দুষ্কর্ম্মকারীকে নহে] ; কেবল পুণ্য দেন, মুক্তি বা ভক্তি নহে, কিন্তু হে করুণাসিন্ধো পতিতপাবন! আপনি অতিশয় পাপীতাপী দুষ্কৃতি নিরতলোক সকলকেও সুদুর্ল্লভ প্রেমভক্তি সদাই দান করেন। জগন্নাথ ও মাধব (জগাই মাধাই) নামক ব্রাহ্মণ-দ্বয় মহাপাপী হইলেও তাহাদের সমস্ত পাপ গ্রহণপূর্ব্বক সুদুর্ল্লভতর প্রেমভক্তি-দ্বারা কৃতার্থ করিয়াছেন, সুজনকে কিপ্রকার দয়া করেন, তাহা আর কি বলিব? আপনার শরণাগত সেবকের কি লভ্য তাহা প্রকাশ করা যায় কি? তাই বলি আপনার তুলনা আপনিই ॥১২॥

কলিভীখণ্ডক, ধরণীমণ্ডক,
জননীকিঙ্কর, গৃহিণীশঙ্কর, ধীর ॥১৩॥

হে পণ্ডিতপ্রবর! হে কলিভীতি নাশক! হে ধরণীর ভূষণ! হে শচীপ্রিয়কারিন্! হে প্রেয়সী বাঞ্ছাপূরক! আপনার জয় হউক ॥১৩॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৮ পৃষ্ঠার পর)

ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোক 'ধর্ম্ম প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং" আমাদের আলোচ্য হোক্। ভাগবতেই সকল শাস্ত্রের আলোচনা হয়েছে—ভাগবত ব্যতীত অন্য শাস্ত্রের অধ্যয়ন প্রয়োজন নেই, ভাগবতেই সব আছে, তাতেই সব পাব। "শুশ্রূষুভিঃ" বলে একটি বিষয় বলেছেন; শুশ্রূষু অর্থাৎ সেবাধর্ম্মযুক্ত ব্যক্তি। "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া,"—ঘোড়ার সেবা করলে 'সহিস,' কুকুরের সেবা করলে 'ভাঙ্গী,' লোহার কাজ করলে 'লোহার' বা 'কামার', স্বর্ণের কাজ করলে স্বর্ণকার হব, আর ভগবানের কাজ করলে 'ভক্ত' হওয়া যাবে। জগতে যে-সকল কথা নিয়ে মনুষ্যজাতি ব্যস্ত, সেই সমস্ত পরিচ্ছন্ন পদার্থ গ্রহণাভিলাষী হয়ে 'ভাগবত'কে পণ্যজ্ঞান না করে ভাগবত হয়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু 'ভাগবত' হয়ে গেছি—ভাগবত পড়ে ফেলেছি মনে করলে সর্ব্বনাশ। অনন্তকোটি জীবনেও ভাগবত পড়া হয় না। এটা পুতুল খেলা নয়—অভিনয় মাত্র নয়। ভগবৎসান্নিধ্য—বাস্তব সত্যের সান্নিধ্য লাভ করতে হবে—তাঁর সেবায় নিযুক্ত হতে হবে। আমি ভোক্তা, দ্রষ্টা, শ্রবণকারী, আস্বাদনকারী, চিন্তাকারী প্রভৃতি দুর্বুদ্ধি হলে সীমাবিশিষ্ট পদার্থের আলোচনা হয়ে যায়; ভক্তির দ্বারাই ভগবান্ লভ্য হন। মায়ারচিত ব্যাপারকে ভক্তি বলে কর্ম্মাধিকার, জ্ঞানাধিকার, কর্ম্মজ্ঞানমিশ্র যোগাধিকার বা অন্যাভিলাষিতায় বাস করলে অমঙ্গলের হাত থেকে পরিত্রাণ হয় না। যতক্ষণ বুঝে নেবো মনে করি, ততক্ষণ ভাগবতের কাছে যেতে পারি না। বৈয়াকরণ লিঙ্গবিচারোত্থ

অনুস্বার-বিসর্গপড়া ভাষাজ্ঞান—শব্দ-শব্দীতে ভেদবুদ্ধি নিয়ে ভাগবত পড়া হবে না। যাঁরা ২৪ ঘন্টা ভগবৎসেবা করছেন, তাঁদের কাছে গিয়ে ভাগবত পড়তে হবে—"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।" তাঁদের কাছে জানতে হবে ভাগবত কি জিনিষ, কোন্ কোন্ অক্ষরাত্মক হয়ে কোন্ কোন্ শাস্ত্রে ভাগবতের বিচার আছে; কোন্গুলি ভাগবতের কথা নয়, তাও বুঝা যাবে।

এই ভাগবত কাহার প্রিয়, কি বস্তু, ইহাতে কিরূপ জ্ঞান প্রদত্ত হয়, জ্ঞানবিরাগভক্তিযুক্ত, নৈষ্কর্ম্ম্য বিচার ইহাতে আছে কি না এবং ভক্তিসহকারে শ্রবণ-পঠন-বিচারণ-ফলে বিশেষ মুক্তি লাভ হয় কি না প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের শেষেই এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয়,—

"শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥

অভক্তি-দ্বারা বিমুক্তি বা বিশেষ মুক্তি হবে না। সেইজন্য 'ভক্ত্যা' অর্থাৎ ভক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক—এই কথা বলেছেন। কৃষ্ণ, "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" একথা যে অর্জ্জুনকেই বলেছেন, তার পরে আর সেটার কোন মূল্য থাকবে না, তা নয়। সেবাবৃত্তি সহকারে শ্রবণ করতে হবে। "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ"। সেবোন্মুখ জিহ্বায় অর্থাৎ ভক্তিমানের জিহ্বায় ও ওষ্ঠে স্বয়ং প্রকাশিত হবেন। স্বয়ংরূপ স্বয়ং প্রকাশ বস্তু এমন নন, যে অন্য কাহারও দ্বারা পরিচিত হবেন।

বেদান্তভাষ্যকার বলেছেন,—"অনন্তকল্যাণগুণৈকবারিধির্বিভুশ্চিদানন্দ-ঘনো ভজৎপ্রিয়ঃ।"

উহা রজঃসত্ত্বাদি গুণের কথা নয়। গুণাতীত, 'নির্গুণ' শব্দে যাঁকে বলেছে। তাহা এই গুণকে থামিয়ে দেওয়া নয়—অসদ্গুণ নিরাসমাত্র নয়। হরির ক্রিয়াকে কালক্ষোভ্য ক্রিয়ার অন্তর্গত মনে করলে 'অধোক্ষজ' বলা হচ্ছে না। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বিচারের অতীত অধোক্ষজের কথা। 'হরি' শব্দে মসূরের ডাল, সিংহ, চোর ইত্যাদি কোষোক্ত-শব্দ লক্ষ্য করলে হবে না। 'নির্গুণ হরি' বললে সিংহকে

বুঝতে হবে না,—হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ। নৃসিংহ, মৎস্যাদিকে 'হরি' বলাই সঙ্গত। তাঁদিগকে 'হরি' বললে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের মল দূর হয়।

"প্রেমা পুমর্থো মহান্"

পুরুষের অর্থ—'প্রেমা'। মায়িকজগতের চিন্তাস্রোত বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা নিয়ে যাঁরা ব্যস্ত অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞানপন্থী সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ বিচারমাত্র পরমপুরুষার্থ নহে। পরমপুরুষার্থ—বাস্তব, তাহা নশ্বর অবাস্তব ছায়াবাজী নয়। জড়জগতের দাম্পত্য-প্রেম, বাৎসল্য-প্রেম ইত্যাদি চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ থাকা 'প্রেম' শব্দের লক্ষীভূত বস্তু নয়, অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি ভগবদ্‌বস্তুর প্রীতি আকর্ষণ করাই 'প্রেম'।

"তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।"

ভাগবত শ্রবণ করে নিজে পাঠ করতে হবে। অমুকে পাঠ করবে, আমি শুনে কিছু পুণ্য সঞ্চয় করবো, তা নয়। স্মরণাগ্রহে পরিপাক করতে হবে, অবিস্মৃতির বিচার করা দরকার। শুধু বিচার নয়, তৎসহকারে ভক্তি লাভ হলে বিমুক্তি হবে। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি বিমুক্তি নয়।

"মুক্তির্যঃ প্রস্তরত্বায় শাস্ত্রমুচে মহামুনিঃ।
গোতমং তং বিজানীথ যথাবিথ তথৈব সঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত অমল প্রমাণ। ইহাতে মলযুক্ত কথা প্রবেশ করে পুরাণ হয়েছে তা নয়। ইহা বিষ্ণুভক্তের প্রিয়, জগতে অন্য কোন বস্তু তাঁদের প্রিয় নয়; বিষ্ণুপাদপদ্মই একমাত্র প্রিয়। নিত্যত্বের যাঁরা ভিক্ষুক, চেতনের পূর্ণত্বের বিচারকারী যাঁরা তাঁরা বৈষ্ণব। তাঁরা শ্রীমদ্ভাগবতকে একমাত্র প্রমাণ বলে অবলম্বন করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের আনুগত্যে বেদশাস্ত্র আলোচনা করতে হবে। ঈশ-কেন-কঠাদি শ্রুতিসকল ব্রাহ্মণ-সংহিতাদি, শিক্ষাকল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিষাদি বেদাঙ্গ আলোচনা করা যাবে—যদি ভগবান্ স্মরণপথে আসেন, নচেৎ অপরা বিদ্যা হয়ে যাবে।

"যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে"

সকল মনুষ্যজাতির চিন্তাস্রোতের জ্ঞান-দ্বারা ভাগবত বিদিত হন না। তাহাতে অমল জ্ঞানের কথা আছে। অন্য পুঁথিতে সেরূপ "পরং জ্ঞানের" কথা নেই, যাতে নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ আবিষ্কৃত হয়েছে। "বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেৎ" যারা দেখেছেন, তাদের নৈষ্কর্ম্ম্য হচ্ছে না। জ্ঞানবিরাগভক্তি

সাহিতই নৈষ্কর্ম্ম্য। ভগবানের সেবা ব্যতীত কিছু করব না। ভক্তিতে যদি নির্ব্বিশেষরাহিত্য এসে যায় তাহলে চিৎসাহিত্য হল না। অজ্ঞ-ব্যক্তি যে ভক্তি করেন, তার কথা ভাগবতে বলেন নি। সর্ব্বাপেক্ষা সুচতুর ব্যক্তির যে সেব্যের উপলব্ধি, তাহাই ভক্তি। অমুক ব্যক্তি বড় ভক্ত, কিন্তু জড়বিলাসী—এরূপ কথা, সোনার পাথর-বাটীর মত। জড়বিলাসযুক্ত ভাগবত পাঠ হলে তদ্বিনিময়ে বিদ্যাসুন্দর পাঠ করাই ভাল।

মূর্খের ভাগবত পাঠ ও দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট ,জড়বিলাসীর ভাগবত পাঠ সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। এ প্রসঙ্গে "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি" শ্লোকটি আলোচ্য। এক এক গ্রাস খাদ্য গ্রহণ করলে যেমন তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি অনুপাতে হ'তে থাকে, সেইরূপ ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য একত্রে উদিত হয়। যিনি কৃষ্ণে আসক্ত, তিনি কৃষ্ণেতর পদার্থে বিরাগযুক্ত, কিন্তু কোন জিনিষ প্রাপঞ্চিক বিচারে ছেড়ে দেন না। যেকাল পর্য্যন্ত না জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত ভক্তি উদিত হবে, ততদিন কর্ম্মাগ্রহিতা যাবে না। ভগবদিতর বস্তুর সেবাকে 'ভক্তি' বলে না। দেশভক্তি, অধ্যাপক ভক্তি, খণ্ডপদার্থের প্রতি ভক্তি—অন্য রকম কথা। ভজনীয় বস্তুর প্রতি ভক্তি হওয়া চাই, যাতে নিত্যত্ব আছে, আনন্দ আছে, খণ্ডিত নয়। যে পরিমাণে ভক্তি হবে, সেই পরিমাণে জ্ঞান-বৈরাগ্য স্বতঃই উদিত হবে।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রার্থী কপটতাযুক্ত। শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্ব্বর্গাভিলাষীর পাঠ্য নহে। তাহা পঞ্চমবর্গের সৌন্দর্য্যদর্শনে লোলুপ ব্যক্তির পাঠ্য। আমরা ভাগবতালোচনায় অবকাশ দিচ্ছি কোথায়? ভক্তির দ্বারা তার আলোচনা হবে। নচেৎ ভোগীর অনুভূতিতে আমাদের বিপন্ন করবে। উপসংহারে বলতে চাই—শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় করলে সেই বস্তুর অনুসন্ধান পাওয়া যায়, ব্রহ্মা-বরুণেন্দ্রাদিও যে-বস্তুর অন্ত পান না। আর তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, দ্বাদশরসে তাঁর সেবা হয়ে থাকে। তাঁর অবতারগণ পূর্ণরসের সেব্য নন। যিনি তাঁর সেবা করেন, তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৫ পৃষ্ঠার পর)

নাস্তিকতা ও তাহার ত্রিবিধ প্রকার

সভ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তিনি যখন নানাবিধ বিদ্যার আলোচনা করেন, তখনই কুতর্কদ্বারা ঐ বিশ্বাসকে কিয়ৎ পরিমাণে আচ্ছাদন করতঃ হয় নাস্তিকতা, নয় অভেদবাদের অন্তর্গত নির্ব্বাণবাদকে মনে স্থান প্রদান করেন। ঐ সকল কদর্য্য-বিশ্বাস কেবল অপ্রাপ্ত-বল চেতনের অস্বাস্থ্যলক্ষণ, ইহাই বুঝিতে হইবে। নিতান্ত অসভ্য ব্যবস্থা ও সুন্দর ঈশ্বর-বিশ্বাসোপযোগী অবস্থার মধ্যে মানবজীবনের তিনটী অবান্তর অবস্থা লক্ষিত হয় (১)। সেই তিন অবস্থাতেই নাস্তিক্যবাদ, জড়বাদ সন্দেহবাদ ও নির্ব্বাণবাদ-রূপ পীড়াসকল জীবের উন্নতির প্রতি-বন্ধকরূপে কোন কোন ব্যক্তিকে কদর্য্যাবস্থায় নীত করে। সেই সেই অবস্থায় সকল লোকেই যে উক্ত রোগদ্বারা আক্রান্ত হইবে, এমত নয়। যাহারা ঐ সকল রোগ-দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহারা সেই সেই অবস্থায় আবদ্ধ হইয়া উচ্চজীবনের অধিকার লাভ করে না। অসভ্য বন্যজাতি-গণ সভ্যতা, নীতি ও বিদ্যানৈপুণ্যবলে অতি শীঘ্রই বর্ণাশ্রমরূপ ধর্ম্মকে অবলম্বন করতঃ ঈশভক্তিসাধনোপযোগী ভক্তজীবন লাভ করিয়া

---

(১) কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥
তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে পূর্ব্বজায় সা।
ততো ভৃগ্বাদয়োঽগৃহ্ণন্ সপ্ত ব্রহ্মমহর্ষয়ঃ॥
তেভ্যঃ পিতৃভাস্তৎপুত্রা দেবদানবগুহ্যকাঃ।
মনুষ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ সবিদ্যাধরচারণাঃ॥
কিংদেবাঃ কিন্নরা নাগা রক্ষঃকিংপুরুষাদয়ঃ।
বহ্ব্যস্তেষাং প্রকৃতয়ো রজঃসত্ত্বতমোভুবঃ॥
যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা।
যথাপ্রকৃতি সর্ব্বেষাং চিত্রা বাচঃ স্রবন্তি হি॥
এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্।
পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে॥ (ভাঃ ১১।১৪।৩-৮)

থাকেন। ইহাই মানবজাতির নৈসর্গিক উন্নতিক্রম। প্রতিবন্ধকরূপ রোগ উপস্থিত হইলে জীবনের অনৈসর্গিক অবস্থা হইয়া পড়ে।

মানবগণের পরস্পরের দেহ ও মনের বিভিন্নতা

মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে অবস্থিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অবলম্বন করিয়াছে। মানবের মুখ্যপ্রকৃতি সর্ব্বত্রই এক। গৌণপ্রকৃতি পৃথক্ পৃথক্। মানবের মুখ্যপ্রকৃতি এক হইলেও জগতে এমত দুইটী মানব পাওয়া যাইবে না যে, সমস্ত গৌণপ্রকৃতি তদুভয়ের সম্পূর্ণরূপে এক হইবে। এক গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াও যখন দুইটি ভ্রাতা আকৃতি-প্রকৃতিতে পরস্পর ভিন্ন হয়, কখনই সর্ব্বপ্রকারে এক হয় না, তখন ভিন্ন ভিন্ন দেশে জন্ম গ্রহণ করতঃ মানবসকল কিরূপে ঐক্য লাভ করিবে? ভিন্ন ভিন্ন দেশের জল, বায়ু, পর্ব্বত, বনাদির সন্নিবেশ, খাদ্য-দ্রব্যাদি ও পরিচ্ছদোপযোগী দ্রব্যসকল ভিন্ন ভিন্ন। তদ্দ্বারা তত্তদ্দেশজাত মানবগণের আকৃতি, বর্ণ, ব্যবহার, পরিচ্ছদ ও আহারও নিসর্গবশতঃ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া উঠে। মনের ভাবও তদ্রূপ দেশবিদেশে পৃথক্ হয়। তদন্তর্গত ঈশ্বরভাব মুখ্যাংশে হইলেও গৌণাংশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়। এতন্নিবন্ধন দেশবিদেশে যে-কালে অসভ্য অবস্থা, বৈজ্ঞানিক অবস্থা, নৈতিক অবস্থা ও ভক্তাবস্থা লাভ হয়, তখন ক্রমশঃ ভাষা-ভেদ, পরিচ্ছদ-ভেদ, ভোজ্য-ভেদ, মনোভাব-ভেদক্রমে ঈশ্বরভজনপ্রণালী ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে এরূপ গৌণভেদসমূহ-দ্বারা কোন ক্ষতি নাই। মুখ্য-ভজনবিষয়ে ঐক্য থাকিলেই ফলাফলে কোন দোষ হয় না। অতএব শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিশেষ আজ্ঞা এই যে, বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানের ভজন কর, কিন্তু অন্যান্য অধিকারীর ভজনপ্রণালীর নিন্দা করিবেন না। (১)

বিভিন্ন ধর্ম্মের পঞ্চবিধ ভেদ

উপরি উক্ত কারণবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মানবগণের প্রচারিত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার ভেদ লক্ষিত হয়। যথা ;—

---

(১) অন্যদেব অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিবে। (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১১৬)
শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রে অনিন্দামন্যত্র চাপি হি। (ভাঃ ১১।৩.২৬)

১। আচার্য্যভেদ।
২। উপাসকের মনোবৃত্তি ও ভজন-অনুভাবভেদ।
৩। উপাসনার প্রণালীভেদ।
৪। উপাস্যতত্ত্বের সম্বন্ধে ভাব ও ক্রিয়াভেদ।
৫। ভাষাভেদানুসারে নাম ও বাক্যাদিভেদ।

আচার্য্যভেদ

আচার্য্যভেদক্রমে কোন দেশে ঋষিগণ, কোন দেশে মহম্মদাদি প্রচারকগণ, কোন কোন দেশে যীশু প্রভৃতি ধর্ম্মাত্মগণ এবং দেশ-বিদেশে অনেক বিদ্বজ্জনের বিশেষ বিশেষ সম্মান লক্ষিত হয়। সেই সেই আচার্য্যসকলের যথাযোগ্য সম্মান করাই সেই সেই দেশের নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু নিজ দেশের আচার্য্য যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বদেশের আচার্য্যের শিক্ষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, নিষ্ঠা লাভের জন্য এরূপ বিশ্বাস করিলেও, অন্যান্য দেশে সেইরূপ বিবাদজনক প্রতিষ্ঠা প্রচার করা উচিত নয়। তাহাতে কিছুমাত্র জগতের মঙ্গল হয় না।

চিন্তা ও অনুভূতিভেদে বিভিন্ন ভজন-প্রণালী

উপাসকের মনোবৃত্তি ও ভজন-অনুভাব-ভেদক্রমে কোন দেশে আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া ন্যাস, প্রাণায়াম প্রভৃতি প্রক্রিয়া-সহকারে ভজন হইয়া থাকে, কোথাও বা মুক্তকচ্ছ হইয়া স্বীয় ভজনের মুখ্য মন্দিরাভিমুখে দণ্ডায়মান ও পতিত হইয়া দিবারাত্র মধ্যে পঞ্চবার উপাসনা হয়, কোথাও বা হাঁটু গাড়িয়া করযোড়পূর্ব্বক নিজের দৈন্য প্রকাশ ও প্রভুর যশোগান-পূর্ব্বক ভজনমন্দিরে বা গৃহে ভজন হইয়া থাকে। ইহাতে ভজনকালে বিশেষ বিশেষ পরিচ্ছদ, আহার, ব্যবহার, শুদ্ধতা, অশুদ্ধতা প্রভৃতি নানাপ্রকার স্থানীয় বিচার লক্ষিত হয়।

ক্রিয়া ও ভাবভেদে অর্চ্চন-ভেদ

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের উপাসনা দেখিলেই উপাসনাপ্রণালীভেদ লক্ষিত হইবে।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে উপাস্য তত্ত্বসম্বন্ধে ভাব ও ক্রিয়াভেদ লক্ষিত হয়। কেহ কেহ চিত্তে ভক্তিপরিপ্লুত হইয়া আত্মায়, মনে ও জগতে পরমেশ্বরের প্রতিচ্ছবিরূপ শ্রীমূর্ত্তি সংস্থাপন করেন। তাহাতে

তাদাত্ম্যবোধে অর্চ্চন সম্পন্ন করেন। কোন কোন ধর্ম্মে অধিকতর তর্ক-প্রিয়তানিবন্ধন মনে মনেই একটী ঈশ্বরভাব গঠিত করিয়া তাহাতেই উপাসনা করেন। প্রতিমূর্ত্তির স্বীকার নাই। কিন্তু বস্তুতঃ সকলই প্রতিমূর্ত্তি (১)

ভাষাভেদে ঈশ্বরের বিভিন্ন সংজ্ঞা

ভাষাভেদানুসারে কেহ কেহ কোন কোন বিশেষ বিশেষ নাম বলিয়া পরমেশ্বরকে অভিহিত করেন। ধর্ম্মেরও ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া থাকেন। ভজনকালীন বাক্যসকলও ভিন্ন ভিন্ন হয়।

অন্যান্য গৌণ ভজন-প্রণালীতে অনিন্দা ও অনসূয়া

এই পঞ্চপ্রকার ভেদক্রমে জগতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসমূহ পরস্পর অত্যন্ত পৃথক্ হইয়া পড়ে। পৃথক্ হইবে, ইহা নৈসর্গিক। কিন্তু উক্ত পার্থক্য বশতঃ পরস্পর বিবাদ করিবে, ইহা নিতান্ত অন্যায় ও ক্ষতিজনক। অপরের ভজন-সময়ে তাহার ভজন-মন্দিরে উপস্থিত হইলে এই ভাবে থাকা উচিত যে, আমার উপাস্য পরমতত্ত্বের কোন ভিন্নপ্রকার উপাসনা হইতেছে। আমার পৃথক্ অভ্যাসবশতঃ আমি এই প্রণালীতে সম্যক্ প্রবিষ্ট হইতে পারি না; কিন্তু এতদ্দৃষ্টে আমার নিজপ্রণালীতে অধিকতর ভাবোদয় হইতেছে। পরমতত্ত্ব এক বই দুই নন। এ-স্থলে যে লিঙ্গ দেখিতেছি, তাহাতে আমার দণ্ডবন্নতি এবং আমি এই ভিন্ন লিঙ্গধারী আমার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি আমার উপাদেয়-স্বরূপে আমার প্রেম সমৃদ্ধ করুন (২)

নিন্দা বা অসূয়া পরিত্যাজ্য

যাঁহারা এরূপ ব্যবহার না করিয়া ভিন্নপ্রণালীর প্রতি দ্বেষ, হিংসা, অসূয়া বা নিন্দা করেন, তাঁহারা নিতান্ত অসার ও হতবুদ্ধি। নিজের

---

(১) অর্চ্চায়াং স্থণ্ডিলেঽগ্নৌ বা সূর্য্যে বাপ্সু হৃদি দ্বিজে।

*　　*　　*　　*

পূজাং তৈঃ কল্পয়েৎ সম্যক্ সঙ্কল্পঃ কর্ম্মপাবনীম্ ॥

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।

মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥ (ভাঃ ১১।২৭.৯-১২)

(২) শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদে পরমাত্মনি।

তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ ॥ (শ্রীহনুমদ্বাক্যম্)

চরম প্রয়োজনকে তত ভালবাসেন না, যত বৃথা বিবাদকে আদর করেন।

অসদ্ধর্ম্মপ্রালী নিরসন আবশ্যক

ইহার মধ্যে কেবল একটী বিষয় বিবেচনীয়। ভজনপ্রণালী-ভেদের নিন্দা করা অসারতা বটে, কিন্তু যদি কোন প্রকৃত দোষ দেখা যায়, তাহাকে কদাচ আদর করা যাইবে না (১); বরং তাহার সদুপায়ে উচ্ছিত্তির বিশেষ যত্ন করিলে জীবের মঙ্গল হইবে। এজন্যই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু, বৌদ্ধ, জৈন ও নির্ব্বিশেষ-বাদীদিগের সহিত বিচার করিয়া তাহাদিগকে সৎপথে আনয়ন করিয়াছিলেন। প্রভুর চরিত্র সমস্ত প্রভুভক্তের সর্ব্বত্র আদর্শস্বরূপ হওয়াই উচিত।

অপধর্ম্মের বিবিধ প্রকার

যে-ধর্ম্মে নাস্তিক্যবাদ, সন্দেহবাদ, জড়বাদ, অনাত্মবাদ, স্বভাববাদ ও নির্ব্বিশেষবাদরূপ অনর্থসকল আছে, ভক্তগণ সে ধর্ম্মকে ধর্ম্ম-জ্ঞান করিবেন না। সে ধর্ম্মকে বিধর্ম্ম, ছল-ধর্ম্ম, ধর্ম্মাভাস বা অধর্ম্ম বলিয়া জানিবেন। তাহাদের উপাসকগণের অবস্থা শোচনীয় জানিবেন। জীবকে যতদূর পারেন, ঐ সকল অনর্থ হইতে রক্ষা করিতে যত্ন করিবেন।

ঈশ্বরপ্রীতিই নিত্যধর্ম্ম

বিমল প্রেমই (২) জীবের নিত্যধর্ম্ম। প্রাগুক্ত পঞ্চপ্রকার ভেদ লক্ষিত হইলেও, বিমলপ্রেম যে-ধর্ম্মের উদ্দিষ্ট তত্ত্ব, সেই ধর্ম্মই যথার্থ ধর্ম্ম। বাহ্যভেদ লইয়া বিতর্ক করা অনুচিত। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য যদি বিমল হয়, তবে সমস্তই সল্লক্ষণযুক্ত। নাস্তিক্যবাদ, সন্দেহবাদ, বহুঈশ্বরবাদ,

---

(১) বিধর্ম্মঃ পরধর্ম্মশ্চ আভাস উপমা চ্ছলঃ।
অধর্ম্মশাখাঃ পঞ্চেমা ধর্ম্মজ্ঞোঽধর্ম্মবত্ত্যজেৎ॥
ধর্ম্মবাধো বিধর্ম্মঃ স্যাৎ পরধর্ম্মোঽন্যচোদিতঃ।
উপধর্ম্মস্তু পাষণ্ডো দম্ভো বা শব্দভিচ্ছলঃ॥
যস্ত্বিচ্ছয়া কৃতঃ পুংভিরাভাসো হ্যাশ্রমাত পৃথক্।
স্বভাববিহিতো ধর্ম্ম কস্য নেষ্টঃ প্রশান্তয়ে॥ (ভাং৭।১৫।১২-১৪)

(২) ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বকসেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥ (ভাঃ ১।২।৮

জড়বাদ, অনাত্মবাদ অর্থাৎ কর্ম্মবাদ, স্বভাববাদ ও নির্ব্বিশেষবাদ স্বভাবতঃ প্রেমবিরুদ্ধ। ইহা গ্রন্থের অন্যান্য স্থানে প্রদর্শিত হইবে।

কৃষ্ণপ্রেম ও তাহার ধর্ম্ম

কৃষ্ণপ্রেমই (১) বিমলপ্রেম। প্রেমের ধর্ম্মই এই যে, উহা কোন একটী তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং কোন একটী তত্ত্বকে বিষয় বলিয়া বরণ করে। বিষয় ও আশ্রয় ব্যতীত প্রেমের পরিচয় থাকে না। জীবহৃদয়ই প্রেমের আশ্রয়। একমাত্র কৃষ্ণই প্রেমের বিষয়। পূর্ণ বিমলপ্রেম উদিত হইলেই উপাস্য বস্তুর ব্রহ্মত্ব, ঈশ্বরত্ব ও নারায়ণত্ব শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। এই গ্রন্থসমুদয় পাঠ করিয়া যত প্রেমের আলোচনা করিবেন, ততই ইহার প্রতীতি জন্মিবে।

কৃষ্ণনাম শুনিবামাত্র যিনি নাম লইয়া বিবাদ আরম্ভ করেন, তিনি যথার্থ তত্ত্ব হইতে বঞ্চিত হন। নামের বিবাদ নিরর্থক। নাম যে বিষয়কে উদ্দেশ করে, তাহাই জীবের প্রাপ্য।

ভাগবতেই নিত্য সত্য ধর্ম্ম কথিত

সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে যে কৃষ্ণচরিতামৃত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বিদ্বদ্বর শ্রীব্যাসদেবের সাক্ষাৎ সমাধিলব্ধ তত্ত্ব। শ্রীনারদের উপদেশ-ক্রমে ব্যাসদেব যখন ভক্তিরূপ সহজ সমাধি অবলম্বন করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ দর্শন করিয়া সেই পরমপুরুষ কৃষ্ণে যাহাতে জীবের শোক, মোহ ও ভয়নাশিনী অর্থাৎ উপাধিরহিতা ভক্তি অর্থাৎ প্রেম উদিত হয়, সেইরূপ তাঁহার চরিতামৃত বর্ণন করিলেন।

---

(১) ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্‌প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা॥ (ভাং ১।৭।৪-৭)

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

অষ্টোত্তরশতশ্রীচিদ্‌বিলাস জগদ্‌গুরু

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশবগোস্বামীর

৮৭তম বর্ষপূর্ত্তি স্মরণোৎসবে

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে

প্রার্থনা-পুষ্পাঞ্জলি

জয় জয় শ্রীগোবিন্দ কৃষ্ণ-তৃতীয়া।
মোর প্রভু আবির্ভূত যাহা আলম্বিয়া॥
জয় জয় গুরুদেব শ্রীকেশব গোস্বামী।
আজি এ' তিথিতে মোরা তব পদে নমি।
ধূপ-দ্বীপ গন্ধপুষ্প-মাল্য চন্দনে।
শ্রীমঠে তোমার পদ পূজে ভক্তগণে॥
জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নদীয়া নগরী।
জনম লভিলা যথা প্রভু গৌরহরি॥
বৈষ্ণব জগতে তুমি আচার্য্যকেশরী।
তোমার মহিমা প্রভো রটে জগভরি'॥
জয় জয় প্রভুপাদের পথ রচয়িতা।
জয় জয় বেদান্ত সমিতি-প্রতিষ্ঠাতা॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত-দাতা।
জয় জয় প্রভু ত্রিভুবন-পরিত্রাতা॥
প্রভুপাদ-পদ তব প্রাণের সম্পদ।
তোমার আশ্রিত মোরা, তব অনুগত॥
জীব-হিতে বিলাইলে প্রেমামৃত সার।
ঘুচাইলে অনেকের প্রজ্ঞান-অন্ধকার॥
অপসম্প্রদায়ের কুসিদ্ধান্ত খণ্ডনে।
তোমার প্রতিভা হেরি' বিস্মিত বুধগণে॥

শ্রীপ্রভুপাদের তুমি মহা-অনুরাগী।
বহু দুঃখ সহিয়াছ সদা তাঁর লাগি॥
লোভ-লজ্জা দঃখ-মোহ দিয়া বিসর্জ্জন।
নির্ভিক-কণ্ঠে কৃষ্ণ-কথা কহিলে কীর্ত্তন॥
শ্রীল প্রভুপাদের তিরোধানের পরে।
তাঁর অনুশাসন তুমি ধরি' নিজ শিরে ;—
প্রচারিলে অতিমর্ত্ত্য ভজন-প্রণালী।
মুগ্ধ হৈল তাহে বিশ্ব-বৈষ্ণবমণ্ডলী॥
তব মহা-পাণ্ডিত্য ও সেবা-নিষ্ঠা দেখি'।
প্রভুপাদ প্রদানিলা 'কৃতিরত্ন' খ্যাতি॥
তোমার শিক্ষাতে যাহা আছে প্রেমামৃত।
অশান্তি-অনল তা'তে হবে নির্ব্বাপিত॥
নির্বিঘ্নে ভকতে যা'তে করয়ে সাধন।
শ্রীধামে গড়িলে তাই সেবা নিকেতন॥
কত পাপী-তাপীগণে উদ্ধার করিলে।
কিন্তু কর্ম্মী-জ্ঞানীদেরে প্রেম নাহি দিলে॥
'অভিমান'-আভরণ যেবা পড়ে হায়!
সেই ভাগ্যহীন কভু ভক্তি নাহি পায়॥
তোমার আচার আর প্রচারের ধারা।
জম্বুদ্বীপ-মাঝে আনে জীবনের সাড়া॥
তোমার পদ-নখাগ্র-কিরণ-দর্শনে।
পাষণ্ডও নত হয় তোমার চরণে॥
তোমার ভাষণে আনে ভকতি-প্লাবন।
যেবা শুনে সেই লহে তোমার শরণ॥
শ্রীজগন্নাথের কাছে নাচিতে নাচিতে।
অষ্টসাত্ত্বিক ভাবাবেশে সমাধি লভিতে॥
'বৈষ্ণব-বিজয়' আদি গ্রন্থের ভিতরে।
ভক্তি-সিদ্ধান্ত সার জানাইলে সবারে॥

আমি অতি অর্ব্বাচীন,—মূঢ় হীনমতি।
তব গুণ বর্ণিবার নাহিক শকতি ॥

তোমার কৃপায় যাহা জাগে মোর মনে।
নিবেদিনু আজি তাহা লেখনি-মাধ্যমে ॥

আজি ব্যাস-পূজা-দিনে দেবানন্দ মঠে।
খোল-করতাল বাজে তোমার সমীপে ॥

কেহ শঙ্খ ফুকে, কেহ ঝাঁঝর বাজায়।
কেহ স্তুতি গাহে, কেহ চামর ঢুলায় ॥

নাহিক যোগ্যতা মোর ও'পদ পূজনে।
কি দিয়া পূজিব তাই ভাবি মনে মনে ॥

ভক্তির কণামাত্র নাহি মোর হৃদে।
(তাই) ভক্তিভরে পুষ্পাঞ্জলি নারি প্রদানিতে ॥

অশ্রুজলে পাদ্য-অর্ঘ করি' নিবেদন।
তোমার চরণে সঁপি মোর প্রাণ-মন ॥

তোমার স্নেহের দান শ্রীবামন গোস্বামী।
তাঁর অনুচর হ'য়ে থাকি যেন আমি ॥

তাঁর আনুগত্যে রহি' নমি' ও-চরণে।
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাচি ভক্তি-প্রেমধনে ॥

জন্মে জন্মে হই যেন তব দাসের দাস।
হেন কৃপা কর প্রভু অভিন্ন শ্রীব্যাস ॥

শ্রীব্যাসপূজা-বাসর
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ (নবদ্বীপ)
তাং ২৫শে মাঘ, ১৩৯১ সাল।

শ্রীগুরু-কৃপাপ্রার্থী—
শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল
গ্রাম—বড় বহরকুলি (বর্দ্ধমান)।

ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষ ধর্ম্মক্ষেত্র বা কর্ম্মক্ষেত্র নামে অভিহিত। এই স্থান ভগবৎ-কর্ম্ম-অনুষ্ঠানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া শাস্ত্রে নানাপ্রকার উক্তি আছে,—

কর্ম্মভূমিরিয়ং বিপ্র স্বর্গাদপি সুদুর্ল্লভা।
যত্র বিষ্ণুং সমভ্যর্চ্চ্য মর্ত্ত্যাঃ স্যুঃ সুরবন্দিতাঃ॥
শক্রাদ্যাস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে স্বপুণ্যক্ষয়ভীরবঃ।
অন্যান্যামিতি জল্পন্তি অনিশঞ্চ দ্বিজোত্তম॥
ভূয় এব গমিষ্যামঃ কর্ম্মভূমিং কদা বয়ং।
কদা তত্র করিষ্যামঃ পূজাং শ্রীকমলাপতেঃ॥
অতিধন্যা ইমে লোকা অস্মত্তোঽপি মহাশয়াঃ।
দুর্ল্লভে ভারতে বর্ষে পূজয়ন্তি হরিং প্রভুম্॥
অহো ভারতবর্ষস্য কঃ শক্তো গুণভাষণে।
যত্রারাধ্য হরিং পূর্ব্বং বয়ং দেবত্বমাগতাঃ॥
অত্র জন্ম সমাসাদ্য যেন নারাধিতো হরিঃ।
তত্তুল্যো মূঢ়ঃ সংসারে কোঽপি দৃষ্টঃ শ্রুতো ন চ॥

(পদ্মপুরাণ ক্রিয়াযোগসার ১০ম অঃ)

অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
যতো হি কর্ম্মভূরেষা ততোঽন্যাঃ ভোগভূময়ঃ॥
অত্র জন্মসহস্রাণাং সহস্রৈরপি সত্তম।
কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ॥
গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি, ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে, ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষঃ সুরত্বাৎ॥
কর্ম্মাণ্যসঙ্কল্পিত তৎফলানি, সংন্যস্য বিষ্ণৌ পরমাত্মভূতে।
অবাপ্য তাং কর্ম্মমহীমনন্তে, তস্মিল্লয়ং যে ত্বমলাঃ প্রযান্তি॥
জানীম নৈতৎ ক্ব বয়ং বিলীনে, স্বর্গপ্রদে কর্ম্মণি দেহবন্ধম্।
প্রাপ্স্যাম ধন্যাঃ খলু তে মনুষ্যা, যে ভারতে নেন্দ্রিয় বিপ্র হীনাঃ॥

(বিষ্ণুপুরাণ ২।৩।২২-২৬)

যত্র ভারতবর্ষঞ্চ সর্ব্বেষামীপ্সিতং বরং।
কর্ম্মক্ষেত্রং সতাং সদ্ভিঃ প্রশস্যং পুণ্যদং পরম্॥
আবির্ভাবোঽত্র কৃষ্ণস্য যত্র বৃন্দাবনং বনম্।
অন্যস্থানে সুখং জ নিষ্ফলং চ গতাগতম্॥

ভারতে চ ক্ষণং জন্ম সার্থকং শুভকর্ম্মজম্।
অনেক জন্ম পুণ্যেন সাধুনাং জন্ম ভারতে॥
কৃষ্ণানুগ্রহতো বিদ্বান্ লব্ধ্বা চ জন্ম ভারতে।
ন ভজেৎ কৃষ্ণপাদাব্জং তদত্যন্তবিড়ম্বনম্॥
অসার্থকং তস্য জন্ম বৃথা তদ্গর্ভযাতনা।
নিষ্ফলং তচ্ছরীরঞ্চ নশ্বরং ব্যর্থজীবনম্॥
জীবন্মৃতো হি পাপী স চণ্ডালাদধমোঽশুচিঃ।
ভুঙ্‌ক্তে নিতামভক্ষ্যাঞ্চাপ্যনিবেদ্যং হরেরহো॥ (নারদপঞ্চরাত্র)

পদ্মপুরাণে জৈমিনীর প্রতি শ্রীব্যাসদেবের উক্তি,—

হে বিপ্র! এই ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি, ইহাতে জন্ম স্বর্গাপেক্ষা সুদুর্ল্লভ! এখানে ভগবান্ বিষ্ণুকে সম্যক্‌রূপে অর্চ্চন করিয়া মর্ত্ত্য জীব দেববন্দিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রাদি দেবগণ নিজ নিজ পুণ্যক্ষয়ে ভীত হইয়া পরস্পর কথোপকথন করিয়া থাকেন যে, আমরা পুনরায় কবে কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে গমন করিব। কবে আবার তথায় শ্রীকমলাপতির পূজা করিব। এই ভারতবাসী লোকসকল আমাদের অপেক্ষা অতি মহাশয় ব্যক্তি, যাঁহারা দুর্ল্লভ ভারতবর্ষে প্রভু হরিকে পূজা করিয়া থাকেন। অহো ভারতবর্ষের গুণ-কীর্ত্তনে কে সমর্থ? আমরা তথায় জন্মগ্রহণপূর্ব্বক হরিকে আরাধনা করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানে জন্ম প্রাপ্ত হইয়া যে হরির আরাধনা না করে, তাহার তুল্য মূঢ় কোন ব্যক্তি দেখা যায় না বা শোনা যায় না।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে মৈত্রেয় ঋষির নিকট পরাশরের উক্তি,—

হে মহামুনে! জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠ। যেহেতু ইহা কর্ম্মভূমি, তদ্ভিন্ন অন্য স্থানগুলি ভোগভূমি। জীবগণ সহস্র সহস্র জন্মের পর পুণ্যবলে কদাচিৎ এইখানে মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া থাকেন। দেবগণ এইরূপে গান করিয়া থাকেন,—"যাঁহারা স্বর্গ ও মোক্ষাস্পদের পথস্বরূপ ভারতভূমিতে জন্ম-গ্রহণ করেন, তাঁহারা আমাদের অপেক্ষাও অধিক ধন্য। সেই নিষ্পাপ ব্যক্তি-গণ এই কর্ম্মভূমিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্ব নিষ্কাম কর্ম্ম ভগবান্ বিষ্ণুতে অর্পণপুর্ব্বক তাঁহার নিকট গমন করিয়া থাকেন। আমাদের এই স্বর্গপ্রদ কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া গেলে কোথায় জন্মগ্রহণ করিব জানিনা! সেই সকল মনুষ্যই ধন্য, যাঁহারা নিতান্ত ইন্দ্রিয় বিহীন না হইয়া ভারতে জন্মলাভ করিয়াছেন।"

নারদ পঞ্চরাত্রেও এইরূপ বর্ণিত আছে,—

সকলের বাঞ্ছিত বর-স্বরূপ সাধুগণের প্রশংসনীয় কর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ। যেখানে বৃন্দাবন-নামক বনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ভারবর্ষ ছাড়া অন্যস্থানে সুখের জন্মও নিষ্ফল এবং বৃথা সংসারে জন্ম-মৃত্যু-রূপ যাতায়াত লাভ ঘটে। বহু জন্মের পুণ্যফলে সাধুব্যক্তিগণের ভারতে জন্ম হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহে ভারতে জন্মলাভ করিয়া যদি কৃষ্ণপাদপদ্মে ভজন না করা হয়, তবে তাহা অত্যন্ত বিরক্তিকর বিষয়, তাহার জন্ম অসার্থক। তাহার গর্ভযাতনা বৃথাই ভোগ হয়। তাহার শরীর ধারণ নিষ্ফল এবং তাহার জীবন নশ্বর ও ব্যর্থ। সেই পাপী জীবন্মৃত, চণ্ডাল হইতেও অধম ও অশুচি; আর সে নিত্য শ্রীহরির অনিবেদিত অভক্ষ্য বস্তু ভক্ষণ করে।

সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ষবর্ণন প্রসঙ্গে এইরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়,—

অস্মিন্নেব বর্ষে পুরুষৈর্লব্ধজন্মভিঃ শুক্ললোহিতকৃষ্ণবর্ণেন স্বারব্ধেন কর্ম্মণা দিব্যমানুষনারকগতয়োবহ্ব্য আত্মন আনুপূর্ব্ব্যেণ সর্ব্বা হ্যেব সর্ব্বেষাং বিধীয়ন্তে যথাবর্ণবিধানমপবর্গশ্চাপি ভবতি। (ভাঃ ৫।১৯।১৮)

এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া জীবগণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোবহুল স্ব-স্ব-কৃত কর্ম্মফলে দৈবী, মানুষী ও নারকী গতি লাভ করে। যেহেতু এই ভারতবর্ষে সকলের সর্ব্বপ্রকার গতি স্ব-স্ব-কর্ম্মানুসারেই হইয়া থাকে এবং স্ব-স্ব-বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্ম বিষ্ণুতে সমর্পিত হইলে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ঘটে।

এতদেব হি দেবা গায়ন্তি,—

অহো বতৈষাং কিমকারী শোভনং
প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।
যৈর্জ্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে
মুকুন্দসেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ॥ (ভাঃ ৫।১৯।২০)

দেবতাগণ এইরূপ গান করিয়া থাকেন,—অহো এই ভারতবর্ষে জাত মানবগণ কি মহাপুণ্যজনক তপস্যাই না করিয়াছেন, অথবা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি কোন সাধন ব্যতিরেকেই ইঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। যেহেতু এই ভারতভূমিতে যে-মনুষ্যজন্ম লাভের নিমিত্ত আমরা বাসনা

করি, ইঁহারা সেই ভারতাঙ্গনে মুকুন্দসেবোপযোগী মানব-যোনিতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন।

কিং দুষ্করৈর্নঃ ক্রতুভিস্তপোব্রতৈঃ
দানাদিভির্বা দ্যুজয়েন ফল্গুনা।
ন যত্র নারায়ণপাদপঙ্কজ-
স্মৃতিঃ প্রমুষ্টাতিশয়েন্দ্রিয়োৎসবাৎ॥
কল্পায়ুষাং স্থানজয়াৎ পুনর্ভবাৎ
ক্ষণায়ুষাং ভারতভূজয়োঃ বরঃ।
ক্ষণেন মর্ত্তেন কৃতং মনস্বিনঃ
সন্ন্যস্য সংযান্ত্যভয়ং পদং হরেঃ॥
ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥
প্রাপ্তা নৃজাতিস্ত্বিহ যে চ জন্তবো
জ্ঞানক্রিয়াদ্রব্যকলাপসম্ভৃতাম্।
ন চেদ্ যতেরন্নপুনর্ভবায় তে
ভূয়ো বনৌকা ইব যান্তি বন্ধনম্॥ (ভাঃ ৫।১৯।২১-২৪)

আমরা দুষ্কর যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত ও দানাদির ফলে যে তুচ্ছ স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছে, উহাতে আর কি ফললাভ হইল? এস্থানে শ্রীনারায়ণের পাদ-পদ্ম স্মৃতি আদৌ সম্ভব হয় না, বরং অতিশয় ইন্দ্রিয়-সুখভোগ হেতু ভগবৎস্মৃতি একেবারে লোপ হয়। দ্বিপরার্দ্ধ-কাল আয়ুষ্মান হইয়া ব্রহ্ম-লোক লাভ অপেক্ষা অল্পায়ু হইয়া ভারতভূমিতে জন্মলাভ শ্রেষ্ঠ; কেন না সেই ব্রহ্মলোক হইতে পুনরাবর্ত্তন হয় অর্থাৎ পুনর্জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মর্ত্ত্যবাসিগণের দেহ ক্ষণভঙ্গুর এবং পরমায়ু অল্প হইলেও মনস্বি-মানবগণ সেই অল্পকাল মধ্যেই তাহাদের কৃত কর্ম্মসমূহ ভগবান্ হরিতে সমর্পণ-পূর্ব্বক হরির অভয়পদ প্রাপ্ত হন। তথা হইতে আর পুনরাবর্ত্তন ঘটে না। অতএব, যে-স্থানে ভগবৎকথারূপ সুধাসরিৎ প্রবাহিত হয় না, যে-স্থানে সেই বৈষ্ণবী নদীতটাশ্রিত ভক্ত-ভাগবতগণের অধিষ্ঠান নাই, যে স্থানে নৃত্যগীতবাদ্যাদি মহোৎসব সহকারে যজ্ঞেশ্বর হরির সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞানুষ্ঠান

হয় না, সেই স্থান ব্রহ্মলোক হইলেও তথায় আশ্রয় করা উচিত নহে। এই ভারতবর্ষে চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্ আদি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং ক্ষিত্যাদি দ্রব্যপরিপূর্ণ ভগবদ্-ভজনোপযোগী মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়াও যে-সকল প্রাণী বন্ধনমুক্ত হইয়া ভক্তি-যোগাশ্রয়ে যত্নবান না হয়, তাহারা বনচর বিহঙ্গের ন্যায় পুনরায় বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্যাধকর্ত্তৃক পাশবদ্ধ পক্ষিসকল কোন প্রকারে পাশমুক্ত হইলেও অনবধানতা দোষে প্রমত্ত হইয়া বিচরণ করিতে করিতে পুনরায় বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ভারতভূমিতে ভগবদ্ভক্তিলক্ষণরূপ মোক্ষপ্রাপক মনুষ্যযোনি লাভ করিয়াও নিজ নিজ কর্ম্মদোষে পুনর্ব্বার বন্ধদশা প্রাপ্ত হয়।

বাহ্যদর্শনে ভারতবর্ষকে পৃথিবীর অন্যান্য অংশের তুল্য দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ ইহার বৈশিষ্ট্য নিত্য বিরাজমান। কর্ম্মভূমি ও ভগবদ্ভজনানুকূল এই ভারতক্ষেত্রে জন্মলাভ করিয়া ভগবদুপাসনাই জীবের প্রধান কর্ত্তব্য।

—বৈষ্ণবাচার্য্যবর **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ**

শ্রীগুরুদেব

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন সমস্ত জগতের চক্ষু যিনি দিব্যজ্ঞানরূপ অঞ্জন-শলাকা-দ্বারা মুক্ত করিয়া বস্তুর যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করাইয়া থাকেন, সেই পরম দয়াল পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবকে সর্ব্বাগ্রে নমস্কার করি।

যিনি দিব্যজ্ঞান-দ্বারা জগতের ভুল দর্শন ও অসৎপথ হইতে নির্ভুল দর্শনে বা সৎপথে উত্তোলন করাইয়া দেন, আমরা তাঁহাকে গুরুদেব বলিয়া থাকি। ভগবান্ সম্বন্ধে কিছু জানিবার পূর্ব্বে একজন সৎগুরুর আশ্রয় লইতে হয়। সেই সৎগুরুর আশ্রয় লইবার পূর্ব্বে গুরুদেবকে সর্ব্বান্তঃকরণে নির্ব্বিচারে স্বীকার করা চাই। পূর্ব্বে তাঁহাকে গুরু বলিয়া যদি স্বীকার করিতে না পারি, তাহা হইলে তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত হিতোপদেশে আমাদের বিশ্বাস জন্মিবে না। গুরুদেব ভিন্ন অন্য কেহ ভগবানকে জানাইতে পারেন না। আমরা যাহা প্রত্যক্ষ

করিতে পারি না, অনুমানের দ্বারা বুঝিতে পারি না—গুরুদেবই সেই অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের সন্ধান দিতে পারেন। যাহা সাধারণ-জ্ঞানে পাওয়া যায় না, তাহা গুরুকৃপায় অনায়াসে লাভ করা যায়। সাধারণ জ্ঞানের জন্যই গুরুর গুরুত্ব নয়; অসাধারণ অতীন্দ্রিয় জ্ঞান—বিজ্ঞান-সমন্বিত জ্ঞানের জন্যই গুরুর গুরুত্ব। তিনিই আমাদের অপ্রাকৃত দৃষ্টিশক্তি প্রদান করিয়া তত্ত্ববস্তু-লাভের সহায়তা করেন। এমন যে গুরু—তাঁহার সংবাদ তাঁহারই নিকট পাওয়া যায়।

আমরা যেমন আমাদের শিশু-অবস্থায় মাতার নিকট পিতার যাবতীয় পরিচয় পাইয়া থাকি, সেইরূপ একমাত্র গুরুদেব ভিন্ন অন্য কেহ স্বীয় ও ভগবানের পরিচয় দিতে পারেন না। তাই ভজনের প্রারম্ভে সৎগুরুর শ্রীচরণাশ্রয় করিতে হয়, নতুবা ভজন হয় না।

মহাজন গাহিয়াছেন,—

"আশ্রয় লইয়া ভজে, তাঁ'রে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ॥"

গুরুদেবই আমাদের একমাত্র আশ্রয়-স্বরূপ। শ্রীভগবানের সহিত আমাদের কি-সম্বন্ধ রহিয়াছে ও কি-উপায়ে তাঁহাকে পাওয়া যায়—একমাত্র গুরুদেবই তাহা কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়া দেন ও সেই পথের নির্দ্দেশ দেন। ভগবানকে জানিবার কথা দূরে থাকুক, মর্ত্ত্যজগতে আমরা আমাদের জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যে-কোন নূতন নূতন কর্ম্মে নিযুক্ত হইনা কেন—সেই সেই কর্ম্মের অভিজ্ঞ এক একজন গুরুর সাহায্য বা নির্দ্দেশ ব্যতীত এক পদও অগ্রসর হইতে পারি না। সুতরাং আমরা জন্মকাল হইতে কেবল সংসাররূপ অন্ধকূপের মধ্যে অবস্থান করিয়া ক্রমেই সদ্‌গুরুকৃপা-জ্ঞানালোকে তাহা হইতে উদ্ধার পাইয়া থাকি। আমরা অন্ধকারে যতই হাত বাড়াইয়া বস্তুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই না কেন, তাহা কখনই লাভ করিতে সক্ষম হই না। সেই অন্ধকারে যদি কোনপ্রকারে ভাগ্যক্রমে আলোকের আগমন হয়, তাহা হইলেই সেই বস্তু দর্শন করিতে পারি। সেইরূপ গুরুদেবই আমাদের ন্যায় দুর্দ্দৈবগ্রস্থ জীবের মধ্যে জ্ঞানালোক প্রজ্জ্বলিত করিলে, আমরা বাস্তব বস্তুর দর্শনলাভে সক্ষম হই। জগতের সমস্ত ভুল দর্শন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া তত্ত্ববস্তু লাভ করিবার বাসনা থাকিলে দিব্য-

জ্ঞান-প্রদাতা ভগবন্নিষ্ঠ গুরুর চরণ আশ্রয় করিতে হইবে—ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ (মুণ্ডক ১।২।১২)

[সেই ভগবদ্‌বস্তুর বিজ্ঞান (প্রেমভক্তির সহিত জ্ঞান) লাভ করিবার জন্য তিনি সমিধ্ হস্তে বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ সদ্‌গুরুর সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন।]

সর্ব্ববেদান্তসার শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ (ভাঃ ১১।৩।২১)

[যিনি 'শব্দব্রহ্মে' অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্র-সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, 'পরব্রহ্মে' নিষ্ণাত অর্থাৎ যিনি অধোক্ষজ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য যিনি প্রাকৃত কোন ক্ষোভের বশীভূত নহেন, তিনিই সদ্‌গুরু। কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তমশ্রেয়ঃ অবগত হইবার জন্য সদ্‌গুরুকে আশ্রয় করিবেন।]

কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর গয়াক্ষেত্রে শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের নিকট উপস্থিত হইয়া গুরুকরণ-লীলায় জানাইয়াছেন,—

সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে॥
'কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পান।
আমারে করাও তুমি'—এই চাহি দান॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।৫৪-৫৫)

গুরুদেব সাধারণ জীবের মতন রক্ত-মাংসের থলি নহেন। তিনি কোন্ স্থানে, কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কি আহার করেন, কি করেন—এসমস্ত আমাদের চিন্তার বিষয় নয়। বরং ইহাতে অধঃপতিত হইবার সম্ভাবনাই অধিক। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥"

সুতরাং যিনি সর্ব্বসময়ে শ্রীগুরুদেবের নাম, গুণ, শিক্ষা, ক্রিয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে কীর্ত্তনই জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন, তিনিই শ্রীগুরুর সাক্ষাৎ-স্বরূপ জানিতে পারেন এবং কেবল তিনিই ভগবৎকৃপার অধিকারী হন। গুরু করিবার অভিনয় করিলেই গুরুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। গুরুর কৃপাবলেই গুরুদেবকে জানিতে পারা যায় এবং তাহার অন্তর মধ্যে গুরু-স্বরূপ উপলব্ধি হয়। নিজ-চেষ্টায় গুরুদেবকে বুঝিয়া লইব—ইহা সম্পূর্ণই অসম্ভব। তাঁহার আদেশ-নির্দ্দেশ সর্ব্বতোভাবে নিজ-জীবনে প্রতিপালন করিতে ব্রতী হওয়া আবশ্যক। গুরুকৃপাসমূহ তখনই উপলব্ধির বিষয় হয়। "চক্ষুদ্বারা দর্শন না করিয়া কর্ণের দ্বারা দর্শন করিতে হইবে এবং তাহাই প্রকৃত দর্শন"—ইহা তখনই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। যিনি একনিষ্ঠ হইয়া গুরুকৃপাসমূহ কর্ণের দ্বারা দর্শন করেন, তিনি কখনই পথভ্রষ্ট হয় না। তিনি অতিসত্বর গুরুকৃপা লাভ করিয়া ভগবৎ-সাক্ষাৎকারে সমর্থ হন। অর্থাৎ **গুরুকৃপা-লাভই—ভগবৎকৃপা-লাভ**। শ্রীগুরুদেব যে আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহ, সেকথা আমরা বুঝিতে পারি না। প্রিয়তমত্ব-হেতু গুরুদেবের সহিত ভগবানের অভেদত্ব সর্ব্বত্রই কীর্ত্তিত হইয়াছে। মহাজন-বাণীতে পাই,—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

"নিখিলশাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণও যাঁহাকে সেইরূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন, তথাপি যিনি—প্রভু ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ, সেই ভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।"

ভগবানের সহিত শ্রীগুরুদেবের এইরূপ সম্বন্ধ যেদিন আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব, সেইদিনই তাঁহার কৃপা যে সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় বর্ত্তমান আছে, তাহা ভালরূপে অনুভবের বিষয় হইবে। শ্রীগুরুকৃপাই ভগবানের কৃপা, তাহাছাড়া ভগবানের পৃথক্ কৃপা নাই।

আমাদের গুরুবৈষ্ণবের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে যে, শ্রীগুরুদেবে জড়ীয় বুদ্ধি করিতে নাই। শ্রীহরি এবং গুরু একাত্মা। তাই ভগবানের পূজা করিবার পূর্ব্বে শ্রীগুরুপূজা করা

শাস্ত্রের বিধি। ভগবানের পূজা পূর্ব্বে করিয়া পরে গুরুপূজা করিলে অথবা গুরুপূজা আদৌ না করিয়া ভগবানের পূজা করিলে সে-পূজা ভগবান্ গ্রহণ করেন না। শাস্ত্র সেরূপ পূজককে 'দাম্ভিক' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন,—

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥

সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুর পূজাপেক্ষা বৈষ্ণব-পূজার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনকল্পে শ্রীশিব পার্ব্বতীদেবীকে বলিয়াছেন,—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥ (পদ্মপুরাণ)

"হে দেবি! অন্যান্য দেবতার আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষা ভক্তের অর্চ্চন শ্রেষ্ঠ।" তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"মদ্ভক্ত পূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতি" (ভাঃ ১১।১৯-২১)। 'আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়।' (চৈঃ ভাঃ আঃ ১।৮)।

পরমারাধ্য গুরুদেব! আমি গললগ্নীকৃতবাসে করযোড়ে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। আপনি আমার শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমায় আপনার সেবার সুযোগ দান করুন। আপনি ও আপনার অনুগত গুরুবৈষ্ণবগণ সকলেই আমাকে কৃপা করুন যেন আপনার শ্রীচরণে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে। আমি যেন প্রতি জন্মে জন্মে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের দাসানুদাস হইয়া নামকীর্ত্তন ও সেবার সুযোগ পাইতে পারি। হে সত্যস্বরূপ মঙ্গলময় গুরুদেব! আপনি বিঘ্ননাশন-রূপে আবির্ভূত হইয়া ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট আমাকে বন্ধনমুক্ত করুন—আমার মোহপাশ ছেদন করুন। চাতকপক্ষী যেরূপ জলপ্লাবিত ধরাবক্ষে অবস্থান করিয়াও একবিন্দু জলের নিমিত্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলধরের কৃপাভিক্ষা করে, এজগতে বহু ভক্তির কথা প্রচারিত থাকিলেও, কৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবক হইবার আশায় ভবদীয় একবিন্দু করুণাঘন লাভের জন্য সতৃষ্ণ-নয়ান তাকাইয়া রহিলাম। আপনার শ্রীপাদপদ্মে কোটী কোটি দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি।

———

স্বাধীনতা

সমস্ত ভারতে একটা স্বাধীনতার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। শুধু ভারতে নয়, সমস্ত বিশ্বে প্রত্যেক জীবের মধ্যেই এই স্বাধীনতার পিপাসা পরিলক্ষিত হয়। এ পিপাসা কোথা হইতে আসে? ইহা কি পূর্ব্বে ছিল না, এখনই মাত্র দেখা যাইতেছে? না, তাহা নয়। কোন ব্যক্তি-বিশেষ আসিয়া জীবকে শিখাইয়া দেয় নাই যে, জীব তুমি স্বাধীন। স্বাধীনতা জীবমাত্রেরই স্বরূপগত স্বভাব। স্বরাট্ স্বাধীন স্বতন্ত্র পুরুষ ভগবানের অণু অংশ জীব; ভগবানের সেই স্বাধীনতার অণু অংশ জীবন্ত পাইয়াছে; তবে ভগবান্ স্বেচ্ছাময় পুরুষ, জীব ইচ্ছাপ্রার্থী মাত্র; কিন্তু মায়ার ইচ্ছাধীন নহেন, কেন না জীবস্বরূপে মায়ার কোন সংস্পর্শ নাই। ভগবান্ জীবকে সে-স্বতন্ত্রতা দিয়াছেন, তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবার মানুষের কথা কি দেবতাগণেরও ক্ষমতা নাই, এমন কি স্বয়ং ভগবান্ পর্য্যন্ত জীবের যে-স্বতন্ত্রতার উপর হস্তক্ষেপ করেন না। জীবেরই সে-স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিবার যোগ্যতা আছে যেহেতু জীব তাঁহার অণুত্ব ধর্ম্মপ্রযুক্ত মায়াদ্বারা বশীভূত হইবার যোগ্য, সেইহেতু জীব তাঁহার দুর্ভাগ্যবশতঃ মায়িক ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া সে ভগবৎপ্রদত্ত স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া বসেন। ভগবৎসেবাই জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার, আর ভগবদ্বিমুখতা বা মায়ার সেবাই সেই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার। এই অপব্যবহারের ফলেই জীবকে মায়ার অনুগত সম্প্রদায় নানাপ্রকার পীড়ন করিতেছে। তাই জীব এই পীড়ন হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা লাভের জন্য পাগল হইয়াছেন। কিন্তু হতভাগ্যেরা বহুদিন হইতে মায়ার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণ নির্ম্মিত নিগড়ে বদ্ধ থাকিয়া মায়ার নির্য্যাতন সহ্য করিতে করিতে এমনই পাগলের মত হইয়া পড়িয়াছেন যে, ক্লেশ-মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইলেও এখনও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেছেন না বা বুঝাইতে পারিতেছেন না —কি তাঁহাদের প্রার্থনীয় বিষয়, কোথায় তাঁহাদের অভাব। তাঁহারা অন্তরে বেশ অনুভব করিতে পারিতেছেন, স্বাধীনতা বলিয়া যেন একটা মহামূল্য রত্ন তাঁহারা বহুদিন হইতে হারাইয়াছেন, তাহা তাঁহাদের পাইতে হইবে। তাহা পাইলেই তাঁহাদের চির-শান্তি। কিন্তু কেমন করিয়া তাঁহারা সে-রত্ন পাইবেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না।

জগতের কতকগুলি বুদ্ধিমান ব্যক্তি সে-রত্নটী আবিষ্কারের জন্য নানা স্ব-কপোলকল্পিত পন্থা অবলম্বন করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহা তাঁহাদিগকে আরও একটী ভয়াবহ পরাধীন দেশে লইয়া যাইতেছে। সে-দেশে স্বাধীনতা আসিয়া তাঁহাদের নিকট স্বাধীনতা বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ছলনা করিতেছে; সুতরাং যে-কষ্ট সেই কষ্টই থাকিয়া যাইতেছে, কষ্টের লাঘব আর হইতেছে না। এখন উপায় কি? যতক্ষণ না জীব প্রাচীন, সনাতন, মহাজনপন্থা বা শ্রৌত-পন্থানুসরণে স্বাধীনতা-রত্ন লাভের জন্য চেষ্টাপর হন, ততক্ষণ তাঁহাদের প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের আশা নাই।

মহাজনগণ বলেন,—জীব মাত্রেই স্বরূপতঃ বিষ্ণুদাস বা বৈষ্ণব; বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবাই জীবের স্বরূপগত স্বাভাবিক ধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম বা স্বাধীনতা; আর দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধি-জন্য সেই স্বরূপ-বিস্মৃতিই জীবের পক্ষে অবৈষ্ণবতা বা স্বাধীনতা। আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত জীবকে আর পরাধীনতার ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলেই স্বভাবতঃ স্বাধীনতার প্রয়াসী। এ প্রয়াস হইতে তাঁহাদিগকে কেহই নিরস্ত করিতে পারিবে না। একটী কীটও এক মুহূর্ত্তের জন্য অপরের অধীনে থাকিতে চায় না, জোর করিয়া ধরিয়া রাখিলেও তাহারা যথাসাধ্য মুক্তির জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। সুতরাং বুদ্ধিমান মানব যে সেই স্বাধীনতার জন্য পাগল হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে স্বাধীনতার ছদ্মবেশধারী অধীনতায় মানুষের কোন লাভ নাই। ভগবদ্বহির্ম্মুখতাই জীবের বন্ধন, এই বন্ধন হইতে নিত্যকালের জন্য মুক্ত হওয়াই জীবের প্রকৃত স্বাধীনতা।

মায়াবদ্ধ জীবই আপনাদিগকে ভগবান্ ও তাঁহার নিজজন ছাড়া অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার যোগ্য এই ভাবিয়া অন্যের দ্বারা ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু মায়ামুক্ত ভগবদ্ভক্ত জীব, ভগবান্ ও তাঁহার নিজজন ছাড়া অন্য কাহারও অধীনতা স্বীকার করেন না, সুতরাং পরাধীনতা তাঁহাদিগকে কোন ক্লেশ প্রদান করিতে পারেন না। মানব স্বাধীন হইবে সেইদিন—যেদিন জগদ্বাসী দেহ ও মনের অনিত্যধর্ম্ম ছাড়িয়া ভগবৎসেবায় প্রতিষ্ঠিত হইবেন—অর্থাৎ কৃষ্ণের অধীন হইবেন। নতুবা স্বাধীনতা বলিয়া কোন একটী প্রকৃত জিনিষ লাভ হইতে পারে না,

নকলকেই আসল বলিয়া মনে হইবে মাত্র। জাগতিক ধারণার স্বাধীনতা লাভে জীবের একটী অভাব দূর হইবে, আর পাঁচটী অভাবের সৃষ্টি হইবে, কোনও অভাব সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইবে না; কিন্তু মহাজন-নির্দ্দিষ্ট স্বাধীনতায় জীবের অভাব নিত্যকালের জন্য মুক্ত হইয়া যাইবে—জীব স্ব-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিত্যানন্দ লাভে সমর্থ হইবেন। সুতরাং বুদ্ধিমান্ মানব স্বাধীনতা-প্রয়াসী জনগণের পরাধীনতা হইতে চিরকালের জন্য মুক্ত হইবার প্রয়াসই সমীচীন এবং যথার্থ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। ঐরূপ পরাধীনতা ব্যাধির মূল কারণ যে ভগবদ্বিমুখতা, তাহা দূরীকরণে বদ্ধপরিকর না হইয়া কেবল উপসর্গ দমনের চেষ্টা সুফলপ্রসূ হইবে না। নেতৃগণ নিজেরা সদ্‌গুরুর সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক সেই স্বাধীনতা-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে সেই স্বাধীনতার কথা প্রচার করুন। জীব ভগবদ্‌সেবোন্মুখ হইলেই অচিরে স্বরাজ্য ফিরিয়া পাইবেন এবং তখনই প্রকৃত স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হইবেন; নতুবা কোটি কল্পকাল ধরিয়া চেষ্টা করিলেও তাঁহারা তাঁহাদের প্রকৃত অভাব মোচন করিতে সমর্থ হইবেন না।

প্রকৃত বুদ্ধিমান্

জগতের লোকের মনোবৃত্তি অসংখ্য-প্রকার হইলেও স্থূলভাবে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটীভাবে লক্ষ্য করিতে পারি। প্রথম শ্রেণীর লোক কেবল কোনও প্রকারে অঋণী থাকিয়া এই জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারিলেই মনে করেন যে, জগতে আসিয়া কিছু একটা করিয়া গেলাম। ঐপ্রকৃতির-লোক একত্রিত হইলে পরস্পর আলাপাদিতেও বলিয়া থাকেন,—"আপনি ত' জীবনটা বেশ কাটাইয়া দিলেন অর্থাৎ আপনি ত' বৃদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু আমরা শেষ-পর্য্যন্ত এরূপ কাহারও নিকট ঋণী না থাকিয়া নিশ্চিতভাবে জীবনটা কাটাইতে পারিব, কি না, তাহা জানি না।" ইঁহাদেরই মধ্যে আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি, যাঁহারা ঋণকে ভয় করেন না, তাঁহারা বলেন,—"আমরা ঐপ্রকার সঙ্কীর্ণ চিত্ত-বৃত্তিবিশিষ্ট নহি। এখানে কে কি নিয়া আসিয়াছে? সুতরাং ঋণ করিয়া হউক, আর যে-কোনপ্রকারেই হউক, খাইয়া পরিয়া সুখে জীবন

কাটাইতে পারিলেই ত' ফুরাইয়া গেল।" আরও একপ্রকার অদ্ভুত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা অত্যন্ত কর্ত্তব্যনিষ্ট হইলেও কি কর্ত্তব্যে তাঁহারা নিযুক্ত আছেন, তাহা চিন্তা করিবার তাঁহাদের সময় আদৌ নাই। তাঁহারা এক একজন বড় বড় বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, নৈতিক বলিয়া নিজদিগকে মনে করেন এবং জগতের লোকের নিকটও খুব বুদ্ধিমান্ বলিয়াই পরিচিত। তাঁহারা বলেন,—"আমাদের এক মুহূর্ত্তও সময় নাই।" তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যালয়, কার্য্যক্ষেত্র বা ব্যবসায়ক্ষেত্র প্রভৃতিকে দেখাইয়া বলিয়া থাকেন,—"মহাশয়, আমাদের জগতে কত দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য আছে।" আরও একপ্রকারের বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি দেখা যায়, যাঁহারা উপরিউক্ত ব্যক্তিগণকে ঘৃণা করিয়াও তাঁহাদেরই অনুগমনকারী। তাঁহারা নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া, পূজা, জপ, তপ প্রভৃতি অনেক কিছু করিয়া থাকেন। তাঁহারা অন্য লোককে অধার্ম্মিক প্রভৃতি বলিয়া ঘৃণা করিলেও নিজেরাও যে সেই দলভুক্তই, তাঁহারাও যে দেহসুখ ব্যতীত আর কিছুই চান না—বরং তাঁহাদের ভোগবুদ্ধিটা আরও পাকা ; কারণ তাঁহাদের মৃত্যুর পরও ভোগের দরকার আছে, সেইজন্য তাঁহারা ব্যস্ত হইয়াছেন। ইঁহারা শ্রীভগবানের মহামায়ায় মোহিত হইয়া প্রকৃত কর্ত্তব্য বুঝিতে পারেন না। এইসকল ব্যক্তিকে জানাবার জন্যই বৈষ্ণব-মহাজন বলিয়াছেন,—

"ভালমন্দ খাই, হেরি, পরি, চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি, এদেহ ছাড়িব কোন্ দিন॥
দিন যায় মিছা কাজে, নিশা নিদ্রাবশে।
নাহি ভাবি—মরণ নিকটে আছে ব'সে॥"

আমরা যে-প্রকার চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট লোকের কথা আলোচনা করিলাম, তাহা ছাড়া আরও অসংখ্যপ্রকারের ধারণা-বিশিষ্ট ব্যক্তি আছেন। আর একপ্রকারের লোক জগতে আছেন, তাঁহাদের সংখ্যা কিছু কম হইলেও তাঁহারা অন্যান্য সকল শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে নিন্দা বা ঘৃণা করিয়া থাকেন। তাঁহারা সকল বস্তুতে নির্ব্বিণ্ণ। তাঁহারা যে কেবল নিজ ভোগবিলাসে বিতৃষ্ণ তাহা নহে, পরন্তু স্বরাট্ পুরুষোত্তম চিদ্বিলাসী ভগবানের বিলাসেও নির্ব্বিণ্ণ। তাঁহারা কোন ব্যক্তির অন্ধকারে সর্পের উপর পা দিয়া ভীত হইয়া দড়িতে পা পড়িলেও ভীত

আমরা উপরিউক্ত শ্রীনারদবাক্যে শ্রীভাগবতীয়-শিক্ষা হইতে জানিতে পারি, মনুষ্যের কর্ম্ম, পরমায়ুঃ, ত্রিবিধ-জন্ম প্রভৃতি অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে সাধিত যাবতীয় কার্য্য ভগবদিন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশ্যে কৃত না হয়, তাহা হইলে ঐসকলের কোন মূল্যই নাই। কারণ, একমাত্র ভক্তি ব্যতীত অন্য কোনও কার্য্যে বিশ্বাত্মা হরি—সকল জীবের একমাত্র প্রিয় শ্রীভগবান্ ধরা দেন না। ভগবদিন্দ্রিয়-তোষণের জন্য কৃত না হইলে কোন কার্য্যই—এমন কি, পূজা, ধ্যান, শ্রীভগবন্নাম-গ্রহণ প্রভৃতিকার্য্য বাহ্যতঃ অনুষ্ঠিত হইলেও তাহা সপার্ষদ শ্রীভগবানের সুখ-বিধানার্থ না হইলে তাহা ভক্তি হইবে না।" সুতরাং শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সুদৃঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত অথবা তাহা করিবার জন্য সদ্‌গুরুর শ্রীচরণে নিষ্কপটে শরণাগত ব্যক্তি ব্যতীত সমগ্র জগতের লোক এক বাক্যে ঘোষণা করিলেও অন্য কোনও ব্যক্তিকে প্রকৃত বুদ্ধিমান্ বলিতে পারি না। অনিত্য আগমাপায়ী জড়বস্তু লইয়া যাঁহারা ব্যস্ত, অন্বয় ব্যতিরেকভাবে যাঁহারা প্রাকৃত বস্তুরই সঙ্গ করেন, যাঁহারা সনাতন বস্তুর সন্ধান করেন না, তাঁহাদিগকে শাস্ত্র ও মহাজনগণ বুদ্ধিমান্ বলেন নাই। শ্রীগৌর-নিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

"অতএব মায়া-মোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥" (কল্যাণকল্পতরু)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত

"শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা"

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত গীতাভূষণ-ভাষ্য

ও

শ্রীমদ্ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত

বিদ্বদ্‌রঞ্জন-ভাষাভাষ্য সমন্বিত।

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

মথুরা শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠস্থিত নবমন্দিরে

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর

শুভ-প্রবেশোৎসব



শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ,

পোঃ মথুরা (উত্তর প্রদেশ)।

—অনুষ্ঠান-সূচী—

২২শে এপ্রিল, ৯ই বৈশাখ, সোমবার—

মঙ্গলারাতি—সকাল ৫টায় ;
সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ—সকাল ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত ;
শোভাযাত্রাসহ বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ;
সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ—রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত।

২৩শে এপ্রিল, ১০ই বৈশাখ, মঙ্গলবার—

মঙ্গলারাতি—সকাল ৫টায় ;
সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ—সকাল ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত ;
শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীবিগ্রহগণের নবমন্দিরে প্রবেশোৎসব—
সকাল ৮টা হইতে মধ্যাহ্ন ১২টা পর্য্যন্ত ;
মহাপ্রসাদ বিতরণ—বেলা ১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত ;
ধর্ম্মসভা—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত ;
সন্ধ্যারাতি, সঙ্কীর্ত্তন, পাঠ ইত্যাদি—সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত।

২৪শে এপ্রিল, ১১ই বৈশাখ, বুধবার—

মঙ্গলারাতি ও পাঠ-কীর্ত্তন— অন্যান্য দিবসানুযায়ী ;
ধর্ম্মসভা—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত ;
শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ—রাত্রি ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত।

। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ।



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম।

৩৭শ বর্ষ | ১০ ত্রিবিক্রম, প্রদ্যুম্ন, ৪৯৯ গৌরাব্দ
৩১ বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৯২ ; ইং ১৪।৫।১৯৮৫ | ৩য় সংখ্যা

সানুবাদম্

শ্রীশ্রীগৌরবিরুদাবলী

[শ্রীল-রঘুনন্দন-গোস্বামিবিরচিত]

গভীরগুরুগর্জ্জনৈর্দুরিতদৃপ্তদন্তাবলান্
মনোজমদমৎসরপ্রবলভল্লমল্লানপি।
নিরস্য বিষয়ৈষণাবৃকবিদ্দিনামন্ নৃণাং
সদা হৃদয়কন্দরে নিবস গৌর পারিন্দ্র হে ॥১৪॥

হে গৌরসিংহ! আপনি মানবহৃদয়কন্দরে বাস করুন। আপনার গভীর গুরু-গর্জ্জনে গর্ব্বিত পাপহস্তীসকল দূরে যাইবে। কন্দর্প অহঙ্কার,

মৎস্যরতা ভল্লুকগণ খণ্ডিতসত্ত্ব হইয়া অপসারিত হইবে ; বিষয়-বাসনা ব্যাঘ্রী বিমর্দ্দিত হইয়া আপনার নাম-প্রভাবেই পলায়ন করিবে। [মানব মাত্রের হৃদয় বলয়ে বাসের প্রার্থনা করা হইল।] ॥১৪॥

জয় জয় গৌর, প্রিয়তম পৌর,
ব্যসন সুচৌর, স্ফুর নব সৌর-
চ্ছবিবর বাস, প্রকট বিলাস,
প্রমুদিত দাস, ব্রজকৃত রাস,
স্ফুরদলি জাল, প্রতিভট বাল,
দ্যুতিজিত তাল, দ্বিজপতি ভাল,
শ্রিত শুভবেশ, স্মিত শশিলেশ,
প্রমুদিত দেশ, প্রণয়ি মহেশ,
দ্বিজসুত সীর, ধ্বজ তনু নীর,
ভ্রমিত কটীর, স্থগিত শরীর,
ক্ষিতি সুরজাত, ক্ষিতিনুত মাত,
ব্রজরসদাত, স্তবকিত শাত, দেব ॥১৫॥

হে গৌর! আপনার জয় হউক, জয় হউক, আপনি পুরবাসীগণের (নবদ্বীপ) সমস্ত দুঃখ দূর করিয়াছেন। উদীয়মান রবিকরের ন্যায় আপনার বস্ত্র। হে প্রকটবিলাসিন্, দাসগণকে আপনি আহ্লাদিত করেন। ব্রজরাস রসে আপনি বিভোর। আপনার কেশ-কলাপ ভ্রমর পংক্তিকে পরাস্ত করিয়াছে। হরিতাল, আপনার অঙ্গজ্যোতিতে পরাভূত, ভবদীয়চন্দ্র বিনিন্দি ললাট ও সাজ্জত শুভবেশ, মন্দহাস্যের সহিত সর্ব্বস্থান-স্থলোককে পরিতৃপ্ত করিতেছে। মহেশ (অদ্বৈতাচার্য্য) আপনাকে প্রীতিভরে আহ্বান করায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। দ্বিজপুত্র বেশধারী বলরামের নিত্যানন্দের সঙ্গে নিত্য বিহারশীল। আপনার কটি ক্ষীণ, শ্যামবর্ণ গরীমায় ব্যাপ্ত। ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ, জগতে বন্দিত, মাতৃভক্ত, ভ্রমণ করিয়া ব্রজের (রাধা-কৃষ্ণ) প্রেমরস-দান করা আপনার কার্য্য। পুষ্পগুচ্ছ সদৃশ মনোজ্ঞ কৃষ্ণস্তব ও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি আপনার সুখনিদান। হে দেব, কৃপা করুন ॥১৫॥

দ্বিজজন-পরিবীতে দেববর্গেণ গীতে
প্রকৃতবলমতীতে প্রেমভক্ত্যা গৃহীতে।

রতিরসবিভীতে রম্যসংত্যক্তনীতে-
রপি শশিশতশীতে শ্রীহরৌ মেঽস্তু পীতে ॥১৬॥

নিজ পরিজনবেষ্টিত, দেববৃন্দ কর্ত্তৃক স্তুত, প্রকৃতির অতীত, প্রেম-ভক্তির বশ (ও তৎপ্রদাতা), শতশতশশী অপেক্ষা সুশীতল পীতকান্তি শ্রীহরিতে (গৌরাঙ্গে), কলিকল্মষভীত, ত্যক্ত কর্ম্মকাণ্ড আমার রতি হউক ॥১৬॥

গঙ্গাবরতট,　　রঙ্গাতুলনট
কম্পাকূলতর,　শম্পারুচিধর, ধীর ॥১৭॥

হে ধীর ! হে বিদ্যুৎকান্তিরুচির, হে কম্পাদিসাত্ত্বিক ভাবাপন্ন, হে গঙ্গাতটরূপ রঙ্গশালার অদ্ভুত অতুল্য নট ! আপনার জয় হউক ॥১৭॥

খলবলিকলিকালস্থূলহেলিপ্রতপ্তং
জগদিদমতিধৃষ্টক্ তৃষ্ণয়া নষ্টচেষ্টম্।
স্বপরিষদনুকম্পা দৃষ্টিসম্পাতবৃষ্ট্যা
শিশিরিতমকরোদ্ যো গৌরমেঘং তমীড়ে ॥১৮॥

হে গৌরমেঘ ! এই খলপ্রধান কলিরূপ সূর্য্যের তাপে প্রতপ্ত-দুরাকাঙ্ক্ষা-দ্বারা সচেষ্টা রহিত ধৃষ্ট (বিষয়ভোগ প্রবল) ও নির্লজ্জ জগতকে স্বপার্ষদ-সহ তুমি কৃপাদৃষ্টিরূপ বৃষ্টি দ্বারা সুশীতল করিয়াছ, তোমাকে স্তব করি ॥১৮॥

অদ্ভুতশক্তিক,　　শিক্ষিতভক্তিক,
বিদ্রুতকর্ব্বুর　　কম্রবপুর্ধর
পদ্মবিনির্জ্জয়,　　নেত্রসুনির্ণয়,
দিব্যগভস্তিক,　　হৃদ্‌গতসক্থিক,
বৎসতিরস্কৃত,　　রুক্মজপর্ব্বত,
নব্যতটস্থল,　　ভর্ম্মসদর্গল,
সুষ্ঠুভুজদ্বয়,　　নর্ত্তননির্ভয়,
মর্দ্দিমৃদুস্মিত,　　পুষ্করসস্মিত
বক্ত্রপরিস্ফুর,　　দুত্তমচর্চ্চর
বর্দ্ধিতসজ্জন,　　তর্জ্জিতদুর্জ্জন,
বুদ্ধিসুখর্ব্বিত,　　দিগ্‌জয়িগর্ব্বিত, দেব ॥১৯॥

হে অচিন্ত্যশক্তি গৌরাঙ্গ! জগতে আপনিই ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। হে গলিত হেমসুন্দরতনু, পদ্মপলাশলোচন, হে দিব্যলাবণ্য! স্বর্ণ-পর্ব্বতের নব্যভট অপেক্ষা আপনার প্রশস্তবক্ষ সুন্দর। স্বর্ণার্গলবিজয়ি বাহুদ্বয় সুন্দর। আপনি নৃত্যে নির্ভয় (বহির্ম্মুখ যবনাদি হইতে ভীতিশূন্য)। পদ্মবদনে মৃদু-হাস্য লোকের মনকে আকর্ষণ করে, আপনার অঙ্গে চন্দন লেপন অতি মনোহর। আপনি দুর্জ্জনের দণ্ডদাতা ও সুজনের আনন্দপ্রদ, আপনি দিগ্বিজয়ীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন। হে ক্রীড়াময়, জয় হউক ॥১৯॥

নামোৎকীর্ত্তনগর্জ্জিতৈর্নিজজনান্ সম্মোদয়ন্ কেকিনো
রাধাকান্তিঘটাসমাবৃতরুচিঃ সংক্লেশসন্তাপহৃৎ।
সংসারমরুনীবৃতিস্থিতমিমং মল্লক্ষণং পাদপং
শ্রীবিশ্বম্ভরমেঘসিঞ্চ করুণাপানীয়বৃষ্ট্যা সকৃৎ ॥২০॥

হে রাধাকান্তি-সমাচ্ছন্ন-রুচি-বিশ্বম্ভর মেঘ! আপনি সমস্তক্লেশ নিবারক। উচ্চ নামসঙ্কীর্ত্তন-গর্জ্জনে ভক্তময়ূরগণের আনন্দদায়ক, এই সংসার মরুভূমিতে ক্লিশ্যমান পাদপস্বরূপ আমার উপর আপনার করুণাজলধারা একবার বর্ষণ করুন ॥২০॥

চাতুরী রুপ্ত, মাধুরী তৃপ্ত
গেহিনী চিত্ত, মেদিনী বিত্ত,
রাধিকা শুদ্ধ, ভাবতা রুদ্ধ
চারুধীরস্য মাময়ে পশ্য, ধীর ॥২১॥

হে ধীর! আপনি চাতুর্য্যময় বাক্যদ্বারা প্রেয়সীর চিত্তপ্রসন্নতা বিস্তার করিয়া থাকেন; হে পৃথ্বীর ধনস্বরূপ, রাধিকার শুদ্ধভাবে নিজভাব আচ্ছাদিত করিয়াছেন, আপনি সুবুদ্ধি জনের উপাস্য, আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি বিস্তার করুন ॥২১॥

ঋষধ্বজধনুর্ধিয়ং বিদধতী বধূনাং দৃশাং
দ্রঢ়িষ্ঠদৃতিদর্দ্দুরী শমনদীর্ঘদর্ব্বীকরী।
ভ্রমদ্ভ্রমরসঞ্চয়ভ্রমভরং ভৃশং বিভ্রতী
ভিনত্তু ভজতাং ভয়ং ভবভয়ং ভবদ্ভ্রূঃ প্রভো ॥২২॥

হে প্রভো! বধূবৃন্দের দৃষ্টিতে কন্দর্প ধনুরূপা ধৃতি (ধৈর্য্য) ভেকের প্রশমনে সুদীর্ঘ ভুজঙ্গী এবং নিরন্তর ভ্রমণশীল ভ্রমর পংক্তির আভা বিস্তারিণী ভবদীয় ভ্রূলতা, ভজনশীলগণের ভবভয় নিবারণ করুন ॥২২॥

নন্দিত হরিবিধি শঙ্কর, কিঙ্কর নিকর শুভঙ্কর,
চম্পক কুসুম বিনিন্দক, মঙ্গল তনুরুচি নন্দক
চন্দন মৃগমদ রঞ্জিত, কুঙ্কুম ঘন পৃষদঙ্কিত,
চন্দ্রবিজয়িমুখমণ্ডল, পঙ্কজ সদৃশ দৃগঞ্চল,
দন্তবিজিত নব কুন্দক, কণ্ঠ তুলিতবর কম্বুক,
সুন্দরতর ভুজদণ্ডক, সন্তত ভবভয় খণ্ডক,
নন্দিহৃদুরসি বিলম্বিত, মঞ্জুল মণিসর-মণ্ডিত,
মঞ্জুবসন যুগসম্বৃত, বঞ্জুল সুমসমলঙ্কৃত,
সঙ্গত করুণ পুরন্দর, সম্প্রতি মম হৃদি সঞ্চর, দেব ॥২৩॥

হে দেব! ইন্দ্র, ব্রহ্মা ও শিবকে আপনি আনন্দিত করেন, সেবক-বৃন্দকে মঙ্গলদান করেন, হে চম্পক পুষ্পরুচিবিনিন্দি কান্তিধর! আপনার অঙ্গ চন্দন কস্তূরীকুঙ্কুম দ্বারা চর্চ্চিত। হে চন্দ্রমুখ, হে পদ্মনেত্র, হে কুন্দ-কুসুমনিন্দিদন্ত, হে কম্বু (শঙ্খ) কণ্ঠ, হে সুন্দরভুজ, হে সর্ব্বথা ভবভয়-হারিন্, হে প্রফুল্ল হৃদয়! আপনার বক্ষঃস্থলে মনোহর মণিহার শোভা পাইতেছে, সুদৃশ্যবসনে অঙ্গমণ্ডিত। অশোক কুসুমে আপনি ভূষিতা। হে করুণাময়! অবতার চূড়ামণে সম্প্রতি আমার হৃদয়ে বিচরণ করুন ॥২৩॥

চরিত তর্পিত পদ্মজ শঙ্করে,
কলিদবার্ত্তমনুষ্য শুভঙ্করে।
ত্বয়ি দধত্যমলং কমলং করে
মম মনোঽস্তু সদাঘকয়ঙ্করে ॥২৪॥

ব্রহ্মা (হরিদাস) ও শঙ্করকে (অদ্বৈতাচার্য্য) যিনি প্রার্থিত বস্তুদানে তৃপ্ত করিয়াছেন, যিনি কলিদাবানল তপ্তজনের ভয় চিরবিনাশ করিয়াছেন, যাঁহার করে কমল বিদ্যমান, যাঁহার নাম মাত্রে সমস্ত পাপ, ভীতচিত্তে পলায়ন করে, হে গৌরহরে! উক্তরূপ আপনাতে আমার মন সর্ব্বদা আসক্ত থাকুক ॥২৪॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[দ্বিতীয় অধিবেশন]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৪৯ পৃষ্ঠার পর)

আনন্দলীলাময়বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥

আমরা গতকল্য শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বলতে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। তাতে দুটি বিষয় আলোচিত হয়েছিল। একটী—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম—ভোগের এই ত্রিবিধ ফল এবং মুক্তি বা মোক্ষ—বন্ধন হতে মুক্তি—অশান্তির হস্ত হতে পরিত্রাণলাভরূপ ত্যাগের ফল—চতুর্ব্বর্গ প্রার্থনা; আর একটি কথা পঞ্চম পুরুষার্থ 'প্রেমা'। চতুর্ব্বর্গের প্রার্থনায় যাঁরা ব্যস্ত, তাঁরা ভাগবত পড়ে ফল পান না। 'প্রেমা' অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রীতিসংগ্রহ যাঁদের প্রয়োজনীয় বিষয়, তাঁহারাই ভাগবত পাঠের ফল পান। 'প্রেমা' সবচেয়ে বড় জিনিষ বলে আলোচ্য হলে ভাগবত পড়ার আবশ্যক হয়।

আমরা পাঁচ প্রকার ভক্তির অঙ্গ প্রধান বলে মহাপ্রভুর মুখে শ্রবণ করেছি :—

"সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥
সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ—এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ ॥"

ঐগুলিই আমাদের পরম প্রয়োজনীয় বিষয়। এই পাঁচের অল্প-সঙ্গ হতেই ভজনীয় বস্তুর অনুশীলন করতে পারি। পাঁচের অল্পসঙ্গ-প্রভাবে ভগবদ্বস্তুর লাভ ঘটে। আমাদের বর্ত্তমান সময়ে ভাগবত-শ্রবণ বলে একটী কার্য্য পড়েছে। এমন গ্রন্থ শুনে লোকের বেশী কি লাভ হবে, কি প্রয়োজন সিদ্ধ হবে—এসমস্ত পূর্ব্বপক্ষের আলোচনা হওয়া আবশ্যক—বিষয়টি ভাল করে জানা দরকার।

অতি পূর্ব্বকালে জীবের হৃদয়ে উপাসনার বিচার ছিল, তাঁরা উপাস্যবস্তু-নির্ণয়ের প্রয়োজন বুঝতেন। কিন্তু কালে দেখা গেল, সকলের উপাস্য, আরাধ্য এবং উপাসনা বা আরাধনা এক নয়; তাঁদের

অনেকগুলি গন্তব্যস্থান, প্রাপ্য বস্তুও রকম রকম। এজন্য বহু দেবতার উপাসনা প্রচলিত হল। অতি প্রাচীনকালে 'হংস' বলে একটী মাত্র জাতি ছিলেন। তাঁরা এই জগতে বাস করে ভিন্ন ভিন্ন উপাস্যের উপাসনা, পূজ্যের পূজা করতেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, তাঁরাই 'পরমহংস' অর্থাৎ পরমার্থপথের পথিক বলে অভিহিত হতেন। পূর্ব্বে বৈষ্ণবগণের নাম ছিল পরমহংস। ভাগবত-সম্প্রদায়ের অতি পূর্ব্বকালের কথা আলোচনা করলে আমরা এই 'হংস' ও 'পরমহংসের' কথা জানতে পারি। এঁদের পদ্ধতি ছিল—একায়নপদ্ধতি। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ সেই প্রাগ্‌বৈদিকযুগেরও আলোচ্য-বিষয় ছিল বলে শ্রীমদ্ভাগবতকে পারমহংস্য বা পারমহংসী সংহিতা, সাত্বত সংহিতা প্রভৃতি বলা হয়। 'সংহিতা' অর্থে সঙ্কলিত গ্রন্থ, পরমহংসগণের আলোচ্য বিষয় সংগৃহীত হয়েছে যাতে। একায়নীদিগের মধ্যে পাঁচ জায়গা হতে যে-জ্ঞান সংগ্রহ হত তাকে পঞ্চরাত্র বলা হয়। পুষ্কর, হয়শীর্ষ, নারদ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতিও পঞ্চরাত্রিক গ্রন্থ।

ভগবানের উপাসক 'ভাগবত' বলে প্রসিদ্ধ। যে-সময়ে শ্রীব্যাস শম্যাপ্রাসে শ্রীশুকদেবকে ভাগবত অধ্যয়ন করান নি, সে-সময়ের কথা বলছি। সে-সময়ও 'পারম-হংসী সংহিতা' 'সাত্বক সংহিতা' প্রভৃতি কথা আমরা ব্যাসের লেখনী হতে পাই। বেদের অর্থ পূরণার্থ বেদব্যাস পুরাণ রচনা করেন। পুরাণে প্রাচীন-কথা আছে। শ্রীমদ্ভাগবতকেও ব্যাসরচিত পুরাণবিশেষ বলা হয়। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত একায়নপদ্ধতির একমাত্র গ্রন্থ, ইহাকে পাঞ্চরাত্রিক গ্রন্থও বলা হয়।

একায়ন-স্কন্ধ ও বহ্বয়ন শাখাগুলি—এই দুই প্রকার বেদের স্কন্ধ-শাখা। চ্যুতগোত্রীয় ঋষিগণ বহ্বয়ন-শাখাবলম্বী, অচ্যুত-গোত্রীয়গণই একায়নপন্থী। বহ্বয়নশাখা একায়ন স্কন্ধ হতে স্বতন্ত্র। একায়ন পদ্ধতিতেই পূর্ণ সমন্বয় বিচার ও একপথের বিচার। সত্যযুগে যে-কথা ভাগবত বলেছেন সেই কথার বিচার ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে এলে বেদ-বিভাগ ও বর্ণ-বিভাগাদি আরম্ভ হয়। একপাদ-ধর্ম্মক্ষয়ে বেদ বিভক্ত হয়ে ঋক্, সাম, যজুঃ প্রভৃতি সংহিতা, উপনিষদ্ এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি বৃত্তবিচারে বর্ণবিভাগ হয়েছিল। ত্রেতার পূর্ব্বে বর্ণবিভাগ ছিল না, সকলেই এক হংসজাতির অন্তর্গত ছিলেন।

নিষ্ক্রিয় হয়ে যাঁরা পরমার্থপথে অগ্রসর হতেন, তাঁরাই পরমহংস। বৈষ্ণববিদ্বেষী-মত ক্রমশঃ প্রবল হবার সঙ্গে সঙ্গে ঋক্-সামাদি বেদবিভাগ ও হংসজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-বিভাগ আরম্ভ হয়।

আমি প্রারম্ভিক কথা বলছি। হংসজাতি কাশ্যপহ্রদের (কাস্পিয়ান সি) নিকট এশিয়া-নামক স্থানে বাস করে 'আর্য্য' বলে অভিহিত হন। অগ্ন্যাদিদেবের উপাসনার প্রত্যক্ষ বিচারে অবস্থিত হয়ে বিষ্ণুর উপাসনাও তজ্জাতীয় মনে করেন। বিষ্ণু হতে স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্ঞান করে ঋক্, সাম, যজুঃ প্রভৃতি সংহিতাখ্য গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উল্লেখ এবং উহার উপাসনা-কাণ্ডে ঐসকল দেবতার স্তবাদি দেখতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের বিবরণ শ্রবণ করবেন যাঁরা, তাঁদের এ সমস্ত কথার দরকারও আছে, নতুবা শ্রীমদ্ভাগবতে নবাভ্যুদিত মধ্যযুগীয় গ্রন্থ-মাত্র ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী। একায়নপদ্ধতিরূপ শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র বেদ। উপনিষদে একায়ন, মহাভারত, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। ভাগবতের প্রাক্ ইতিহাস অর্থাৎ প্রাগ্‌বৈদিকযুগের ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায় যে, ঋগ্‌বেদের পূর্ব্বেও মানবজাতি সভ্য উপাসক ছিলেন, তাঁরা একায়নপথাবলম্বী হয়ে সহজ বিষ্ণুভক্তি বা বৈষ্ণবতার বিচারেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ত্রেতার প্রারম্ভে স্থানে স্থানে একায়ন বিচার শ্লথ হওয়ায় বেদবিভাগ ও বেদাঙ্গাদির প্রচার হয়। পূর্ব্বে 'একায়ন', 'পঞ্চরাত্র', 'সাত্বত' প্রভৃতি শব্দ ছিল। একায়নের কথা এখন ন্যূনাধিক বর্ত্তমান ইতিহাসে বিলুপ্ত ; উহা প্রচুর পরিমাণে আলোচিত হলে জানা যে, প্রাগ্‌বৈদিকযুগে বিষ্ণুভক্তির কথা ছাড়া অন্য কথা ছিল না, ত্রেতারম্ভ হতেই অন্যান্য কথা বিস্তারলাভ করেছে। আমাদের এদেশে কিছুকাল পূর্ব্বে যে কেবল বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বাস করতেন, তা নয় ; সাত্বতব্রাহ্মণেরাও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিষ্ণুভক্তির কথাই প্রবল ছিল। তাঁদেরই বংশধর এখন 'সাত্বতী' কথা থেকে তার অপভ্রংশ 'সাতশতী' বা শাশ্বতী বলে আপনাদিগকে পরিচয় প্রদান করেন। কান্যকুব্জ হতে পঞ্চব্রাহ্মণ আসবার পূর্ব্বে বঙ্গে সাত্বত বা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণ বাস করতেন। প্রত্যক্ষ জড়-বিচারপর বৌদ্ধরাজগণের প্রবল পরাক্রমে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার ন্যূনাধিক স্তব্ধীভূত হয়। নানাবাধা অতিক্রম করেও ভগবৎকৃপায় সেই পুরাতন জৈবধর্ম্ম পুনরায় প্রচুর পরিমাণে আলোচনা হচ্ছে।

'পুরাণ' বলে যাঁরা নাসিকা কুঞ্চন করেন, তাঁরা প্রাগ্‌বৈদিক-যুগের সাত্বত-স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কি আলোচনা করতেন, তার আলোচনা করুন। পুরাণ বা পঞ্চরাত্রান্তর্গত অকৃত্রিম বেদান্ত শ্রীমদ্ ভাগবত নাসিকাকুঞ্চনের বস্তু নন। শ্রীনারায়ণ ঋষি নারদকে, নারদ বেদব্যাসকে, ব্যাস আবার শুকদেবকে এই ভাগবতী কথা বলেন। ব্যাসের শম্যাপ্রাস আশ্রমে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম বৈঠক বসেছিল। শ্রীশুক সেখানে ভাগবতের আলোচনা করেছিলেন। সেই সময় হতেই 'ভাগবত' শব্দের প্রয়োগ, তৎপূর্ব্বে পরমহংস, সাত্বতগণের আলোচ্য পারমহংসী, সাত্বতসংহিতা প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার আমরা ইতিহাস আলোচনার সময় পাই।

সাতটি কল্পে ব্রহ্মার সাতটি জন্ম হয়েছিল। আমাদের শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের ভূমিকায় তা বিশেষরূপে বর্ণিত আছে,—মহাভারতেই একথা আছে। বর্ত্তমানে যে শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ প্রচারিত আছে, তাতে প্রাগ্‌বৈদিকযুগের উপাসনা-প্রণালী লিপিবদ্ধ আছে। বৈদিকযুগের অর্থাৎ সত্যযুগের পরবর্ত্তী সময়ে ঋক্, সাম, যজুঃ—এই বেদত্রয়ীতে যে সমস্ত বিচার-প্রণালীর কথা আছে, যা আবার সূক্ষ্মভাবে সংহিতা, আরণ্যক, উপনিষদাদিতে আছে, তাতে বৈষ্ণবধর্ম্মের কথাই বলা হয়েছে। তবে ক্রমশঃ মানুষের উপাসনার চিন্তাস্রোত যেরূপ, তাতে মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতার-ক্রমে বুদ্ধ ও কল্কির আবির্ভাব। বুদ্ধের সময় থেকে বেদবিরোধী বিচার প্রবর্ত্তিত হয়েছে, কল্কির সময় তা থামবে, রোহিণেয় রামের পরে একটী (বুদ্ধ) হয়েছেন, আর একটী (কল্কি) হবেন। ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্তের বশবর্ত্তী হয়ে বিষ্ণুর এই সকল অবতার-প্রাকট্য। এঁরা নিত্য বৈকুণ্ঠে আছেন। কিছুকালের জন্য আমাদের প্রতি কৃপালু হয়ে তাঁদের এদেশে আসা বা জীবহৃদয়ে অবতরণই—অবতার। কিন্তু তাঁদের অপ্রকটলীলা-ভূমিকা পার্থিব প্রাকৃত অবর-ভূমিকা নহে। বৈকুণ্ঠবস্তুতে কোন প্রকার অবরতা আরোপিত হতে পারে না। যাবতীয় অবরতা ঐহিক সৃষ্টির মধ্যে আবদ্ধ। হিরণ্য-কশিপু নিত্য বৈকুণ্ঠে নেই তবে তার ভাব সেখানে নিয়ে গেলে বিষ্ণু-কর্ত্তৃক লীলাপোষণ জন্য তার ভাববিধ্বংস পরিজ্ঞাত হতে হয়। হিরণ্যকশিপু এদেশের অচিৎ পার্থিব ত্রিগুণান্তর্গত পদার্থবিশেষ,

সেদেশে লীলা-পুষ্টি-জন্য তত্ত্বচিন্ময়-ভাবমাত্র বর্ত্তমান ; তথায় জড়াধিষ্ঠান নেই। প্রকটলীলা ও অপ্রকটলীলা বলে দুটি কথার বিচার আছে। প্রকটলীলায় জড়জগতে বৈভবাবতার-সমূহের প্রাকট্য হলেও অপ্রকট বৈকুণ্ঠে তাঁরা পূর্ণভাবে আছেন। এটা জড়জগৎ উহা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ভূমিকার পার্থক্য-বিজড়িত হয়ে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। সেখানে কোন অনুপাদেয় অবরবিরোধীধর্ম্ম নেই। সব ভাবই তথায় আছে, কিন্তু তাতে বৈচিত্র্যসত্ত্বেও প্রপঞ্চের ন্যায় প্রেমের অভাব নেই প্রত্যেক কার্য্যই বিষয়ের প্রীতিজনক ; অচেতন, অপূর্ণ ও আনন্দবাধময় নহে। বিরোধ, অভাব, অনুপাদেয়, হেয়. পরিচ্ছিন্নের অবরতা আপেক্ষিকতা বলে কোন কথা বৈকুণ্ঠরাজ্যে নেই। এই দুষ্প্রাপ্য বৈকুণ্ঠ-কথা বলার ও শ্রবণের জন্যই গৌড়ীয়মঠের শ্রবণ-সদন নির্ম্মাণের প্রয়োজন হয়েছে। স্থানে স্থানে শ্রবণ-সদন নির্ম্মাণ করা হচ্ছে, যাতে-করে ভাগবতের কথা লোকের কর্ণে প্রবিষ্ট হয়ে অন্য কথার বৃথা শ্রদ্ধা থেমে যায়। কেউ বলেন,—শ্রীমদ্ভাগবত তন্তুবায়গণের আলোচ্য পুঁথি, উহা স্বাধ্যায়-নিরতবিচারপর ব্রাহ্মণদিগের বিচার্য্যগ্রন্থ নয়। অনেকসময় আবার শুনি, কেউ কেউ মহাপ্রভুকে 'শচীপিসির ছেলে, —এই পর্য্যন্ত সম্মান নিয়ে থাকেন। কেউ বলেন,—পুরাণের কথা বাজে কথা, আষাঢ়ে গল্প, পুরাণো কথা, ওকথা শুনে কি হবে। কেউ বলেন,—ভাগবত বোপদেব রচিত। যদি তা হয়, তাহলে যে বোপদেব ভাগবত রচনা করেছেন, তাঁর কত বড় হওয়া উচিত, তা একবার ভাগবতখানি বিচার করে দেখলে হয়। ভাগবতবিরোধী-সম্প্রদায়ে শ্রীমদ্ভাগবতকে যে ব্যাসের রচিত গ্রন্থ নয় বলে দোষারোপ করা হয়, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ বা দশম শতাব্দীর গ্রন্থবিশেষ বলে আধুনিকতা প্রমাণ করে গর্হ্যণযোগ্য করা হয়, তার মূল কারণ অনুসন্ধান শ্রবণ-সদনেই বিশেষভাবে আলোচ্য-বিষয় হওয়া দরকার। অন্যান্য জিহ্বা-গহ্বরের নানা বিতণ্ডা, ভেকজিহ্বার কোলাহল সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ হওয়া উচিত। সেজন্য অনেক সময় মনে করি শ্রবণ-সদনে কিছু ভাগবত আলোচনা হোক—বর্ত্তমানে যার মহাদুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়েছে, তার প্রচুর পরিমাণে আলোচনারূপ আদান-প্রদান হোক। ভাগবতকে যেন পণ্যদ্রব্য করা না হয়। সাংসারিক প্রয়োজন সরবরাহের উপায়রূপে

সময় কাটাবার অন্যতম জ্ঞানে বা অর্থ-বিনিময়ে ভাগবত শ্রবণের বিচার হলে তাতে ঐকান্তিক প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি বা আশানুরূপ ফল হবে না। শুদ্ধ সারস্বত-শ্রবণ-সদনের যত বৃহত্ত্ব লক্ষ্য করব, যত আলোচনা বাড়বে, যত বড় বড় টাউনহল, বড় বড় অট্টালিকা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভাগবত শ্রবণ-সদন হবে, ততই লোকের মঙ্গল হবে, সকলে হরিকথা আলোচনা করবে, সর্ব্বত্র হরিকথাময় হয়ে যাবে—সেইদিনই বিশ্ব পূর্ণ সুখময় হবে। মঠন্তি বসন্তি ছাত্রাঃ যস্মিন্, পরমার্থ-শিক্ষা-সদনই ভাগবতমঠ। শিক্ষাশিরোমণি পরমার্থানুশীলন ব্যতীত মঠের আর কোন কার্য্যই নেই। ভক্তিমঠে ভগবৎ-সেবানুরাগ-বিশিষ্টগণই বাস করুন, সেবাবিমুখ বা সেবাবিরোধীর এস্থানে প্রয়োজন নেই, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মি-জ্ঞানী প্রভৃতি অভক্তগণ এখানে বাসের সদুদ্দেশ্য বুঝবেন না। ভক্তিমঠে পঞ্চরাত্র-বিধিতে মন্ত্রদ্বারা বিবিধ উপাচারে ঠাকুরের অর্চ্চন হয়, ভোগ হয়, ভগবদ্ভোগ্য বস্তু তাঁতে সমর্পিত হলে তদুপভুক্ত বিচারে প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করা হয়। প্রাগ্‌বৈদিকযুগের আলোচ্য ভাগবতবিচার অনুসরণ করে বৈদিক পণ্ডিতাভিমানিগণের বর্ত্তমান বিচার থেকে অবসর পাওয়া দরকার। ভগবানের কথাদ্বারাই সব সুবিধা হবে। এক ভাগবত মাত্র বজায় রেখে আর সমস্ত চিন্তা বাদ দিলেও চলবে। "কিংবাপরৈঃ"। শ্রীমদ্ভাগবত পূর্ব্বপক্ষরূপে সমস্ত বিরুদ্ধ কথার অবতারণা করে তার সম্পূর্ণ অকর্ম্মন্যতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে গিয়েছেন।

মানুষের ভাগ্য এত খারাপ হয়েছে যে, তারা 'বিদ্যাসুন্দর' পাঠের স্থানে বা বারবণিতাদিগের নর্ত্তনকীর্ত্তনস্থানে ভাগবত পাঠ লাগিয়ে ইন্দ্রিয়তর্পণের বিচার গ্রহণ করছে, যেন ভাগবতও তাদের ন্যায় অনর্থবৃদ্ধিকারিজনগণের ঐজাতীয় কর্ণরসায়নের বস্তু। মানুষের ভগবানের সেবা-বিচার এতটা কমে গিয়েছে যে, শতকরা ৯৯· ৯৯··· পর্য্যন্ত বলিলেও ভ্রম হবে না। ভাগবতের কথাই যেন অনর্থ উৎপাদনের বা অনাদরের বস্তু (negligible)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫৫ পৃষ্ঠার পর)

বিদ্বৎ ও অবিদ্বৎপ্রতীতি

শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃত পাঠ বা শ্রবণ করিলে অধিকারভেদে জীবের দুইপ্রকার প্রতীতি হয়। ঐ দুইপ্রকার প্রতীতির নাম বিদ্বৎপ্রতীতি ও অবিদ্বৎপ্রতীতি। প্রকট সময়ে যে শ্রীকৃষ্ণচরিত্র প্রাপঞ্চিক চক্ষু-দ্বারা পরিদৃশ্য হয়, তাহাও বিদ্বজ্জনের পক্ষে বিদ্বৎপ্রতীতি ও জড়-বুদ্ধিদিগের পক্ষে অবিদ্বৎপ্রতীতি বিস্তার করিয়া থাকে। বিদ্বৎপ্রতীতি ও অবিদ্বৎপ্রতীতি বুঝিতে ইচ্ছা হইলে ষট্‌সন্দর্ভ, ভাগবতামৃত বা মৎকৃত শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ভালরূপে পাঠ করতঃ উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট আলোচনা করিয়া লইবেন। এ-স্থলে তাহার বিস্তৃতি করা দুঃসাধ্য। সংক্ষেপ অর্থ এই যে, বিদ্যাশক্তির আশ্রয়ে যে-প্রতীতি উদয় হয়, তাহাই বিদ্বৎপ্রতীতি। অবিদ্যা-আশ্রয়ে যে-প্রতীতির উদয় হয়, তাহাই অবিদ্বৎপ্রতীতি।

বিদ্বৎপ্রতীতিই আবশ্যক

শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃতের যে অবিদ্বৎপ্রতীতি, তাহা অবলম্বন করিয়া যত বিবাদ উপস্থিত হয়। বিদ্বৎপ্রতীতিতে কোন বিবাদ নাই (১)। যাঁহাদের পরমার্থলাভের বাসনা আছে, তাঁহারা বিদ্বৎপ্রতীতি সত্বর লাভ করুন। বৃথা অবিদ্বৎপ্রতীতি লইয়া বিবাদ করতঃ যথার্থ স্বার্থহানি স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? (২)

---

(১) ন চাস্য কশ্চিন্নিপুণেন ধাতুরবৈতি জন্তু কুমনীষ ঊতীঃ।
নামানি রূপাণি মনোবচোভিঃ সংতন্বতো নটচর্য্যামিবাজ্ঞঃ॥
স বেদ ধাতুঃ পদবীং পরস্য, দুরন্তবীর্য্যস্য রথাঙ্গপাণেঃ।
যোঽমায়য়া সন্ততয়ানুবৃত্ত্যা, ভজেত তৎপাদসরোজগন্ধম্॥
(ভাঃ ১।৩।৩৭-৩৮)

(২) বিদ্যাঽবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্।
মোক্ষবন্ধকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে॥
একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদের্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ॥ (ভাঃ ১১।১১।৩-৪)

বিদ্বৎপ্রতীতিতে চিদ্বিলাস ও অবিদ্বৎপ্রতীতির ফল নির্ব্বিশেষ উপলব্ধি

বিদ্বৎপ্রতীতির কিঞ্চিন্মাত্র দিগ্‌দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যাঁহারা জড়চিন্তাকে অতিক্রম করতঃ চিত্তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহাদেরই পক্ষে বিদ্বৎপ্রতীতি সম্ভব। তাঁহারা চিচ্চক্ষু-দ্বারা কৃষ্ণরূপ দর্শন করেন, চিৎকর্ণ-দ্বারা কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করেন। চিদ্রস-দ্বারা কৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে আস্বাদন করেন। কৃষ্ণলীলা সমস্তই অপ্রাকৃত ও জড়াতীত। কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে তিনি জড়চক্ষের বিষয় হইতে পারেন, কিন্তু স্বভাবতঃ চক্ষু প্রভৃতি জড়েন্দ্রিয়সকল তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না। প্রকটসময়ে যে-সমস্ত ভগবল্লীলাদি প্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়, তাহাও বিদ্বৎপ্রতীতি-ব্যতীত বস্তুসাক্ষাৎকাররূপ ফলপ্রদান করিতে পারে না। সুতরাং সাধারণতঃ অবিদ্বৎপ্রতীতিই লব্ধ হয়। অবিদ্বৎপ্রতীতির দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্বকে অনিত্যতত্ত্ব বলিয়া অনেকেই জানেন। কৃষ্ণ-শরীরের জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয় ইত্যাদি কল্পনা করিয়া থাকেন। অবিদ্বৎপ্রতীতি-দ্বারাই নির্ব্বিশেষ অবস্থাকে সত্য ও সবিশেষ অবস্থাকে প্রাপঞ্চিক বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং কৃষ্ণতত্ত্বে বিশেষ থাকায়, তাহাও প্রাপঞ্চিক বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়।

পরতত্ত্বযুক্তির অসামর্থ্য

পরমতত্ত্ব যে কি বস্তু, তাহা নির্ণয় করা যুক্তির কার্য্য নয়। অপরিমেয় পদার্থে সসীম নরযুক্তি কি কার্য্য করিতে পারে? অতএব জীবের যে ভক্তিবৃত্তি আছে, তদ্দ্বারাই পরমতত্ত্ব জ্ঞাত ও আস্বাদিত হইতে পারেন। যাহাকে বিমলপ্রেম বলি, তাহাই প্রাথমিক অবস্থায় ভক্তি নাম লাভ করে। কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত বিদ্বৎপ্রতীতির উদয় হয় না, যেহেতু কৃষ্ণকৃপায় বিদ্যাশক্তি জীবের সহায় হন।

একমাত্র কৃষ্ণই প্রেমের বিষয়

পরমতত্ত্বের যতপ্রকার ভাব জগতে লক্ষিত হইয়াছে, সে সমস্ত ভাবের অপেক্ষা কৃষ্ণস্বরূপভাবটীই বিমলপ্রেমের একমাত্র অধিক উপযোগী ভাব। মুসলমান-শাস্ত্রে যে আল্লার ভাব স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে বিমলপ্রেম নিযুক্ত হইতে পারে না। অতি প্রিয়বন্ধু পয়গম্বরও তাঁহার

স্বরূপ সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। কেন না উপাস্যতত্ত্ব সখ্যগত হইয়াও ঐশ্বর্য্যবশতঃ উপাসক হইতে দূরে থাকেন। খৃষ্টীয়ধর্ম্মে যে "গডের" ভাবনা করেন, তিনিও অত্যন্ত দূরগততত্ত্ব। ব্রহ্মের ত কথাই নাই। নারায়ণও জীবের সহজ প্রেমের প্রাপ্য বস্তু হন না। কৃষ্ণই একমাত্র বিমলপ্রেমের সাক্ষাৎ বিষয়স্বরূপ (১) চিন্ময় ব্রজধামে নিত্য-বিরাজমান আছেন।

কৃষ্ণধামের পরিচয়

কৃষ্ণের ধাম আনন্দময়। তথায় ঐশ্বর্য্য পূর্ণরূপে থাকিলেও তাহার প্রভাব নাই (২)। সমস্তই মাধুর্য্যময় ও নিত্যানন্দস্বরূপ। ফল, ফুল, কিশলয়ই তথাকার সম্পত্তি। গোধনসমূহই প্রজা। রাখালগণ সখা। গোপীগণ সঙ্গিনী। নবনীত ও দধি-দুগ্ধই খাদ্য-দ্রব্য। সমস্ত কানন ও উপবন কৃষ্ণপ্রেমময়। যমুনানদী কৃষ্ণসেবায় অনুরক্ত। সমস্ত প্রকৃতিই কৃষ্ণপরিচারিকা। যে-বস্তু অন্যত্র পরব্রহ্মরূপে সকলের পূজা ও সম্মান গ্রহণ করেন, তিনি সেই ধামের একমাত্র প্রাণধন, কখন উপাসকের তুল্য, কখন তদপেক্ষা হীনরূপে পরিজ্ঞাত হন।

ঐশ্বর্য্যশিথিল মাধুর্য্যময়
কৃষ্ণই প্রেমের বিষয়

এইরূপ না হইলে কি ক্ষুদ্র জীব পরমতত্ত্বের সহিত প্রেম করিতে পারে? পরমতত্ত্ব পরমলীলাময়, স্বেচ্ছাময়—জীবের বিমলপ্রেমলিপ্সু।

---

(১) অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।১।৯)

(২) তস্মাদর্থাশ্চ কামাশ্চ ধর্ম্মাশ্চ যদপাশ্রয়াঃ।
ভজতানীহয়াত্মানমনীহং হরিমীশ্বরম্॥ (৭।৭।৪৮)
নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাসুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা॥
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্॥
ততো হরৌ ভগবতি ভক্তিং কুরুত দানবাঃ।
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতাত্মনীশ্বরে॥ (ভাঃ ৭।৭।৫১-৫২)

স্বভাবতঃ যে ঈশ্বর, সে কি মানবগণের ন্যায় পূজার জন্য লালসা করে, না পূজা-দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং সুখ প্রাপ্ত হয়? নিজের ঐশ্বর্য্যসমুদয় মাধুর্য্যদ্বারা গোপন করতঃ পরমচমৎকারলীলারসের আধারস্বরূপ কৃষ্ণচন্দ্র অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে রসের অধিকারী জীবগণের সহিত সমতা ও হীনতা-স্বীকারপূর্ব্বক স্বয়ং আনন্দ লাভ করেন।

মাধুর্য্যময় কৃষ্ণই প্রেমের বিষয়

যাঁহারা বিমল ও পূর্ণপ্রেমকে একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করেন, তাহারা কৃষ্ণ ব্যতীত সেই প্রেমের বিষয় বলিয়া আর কাহাকেই বা বরণ করিতে পারেন? যদিও ভাষাভেদে কৃষ্ণ, বৃন্দাবন, গোপ, গোপী, গোধন, যমুনা, কদম্ব প্রভৃতি শব্দসকল কোন স্থলে লক্ষিত নাও হয়, তথাপি বিশুদ্ধ প্রেমসাধকদিগের তত্তল্লক্ষণলক্ষিত নাম, ধাম, উপকরণ, রূপ ও লীলাসমুদয় প্রকারান্তরে ও বাক্যান্তরে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব কৃষ্ণ ব্যতীত বিশুদ্ধ প্রেমের বিষয়ান্তর নাই।

রাগের অনুদয়ে বিধি

যে-পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ রাগের উদয় না হয়, সে-পর্য্যন্ত সাধক অবশ্যই কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-সহকারে গৌণ ও মুখ্যরূপ বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক কৃষ্ণানুশীলন করিতে থাকিবেন। দ্বিতীয় বৃষ্টি দেখুন।

বিধি ও রাগমার্গে কৃষ্ণভজন

গাঢ়রূপে বিচার করিলে দেখা যায় যে, কৃষ্ণপ্রেমসাধনের দুইটী মাত্র উপায় অর্থাৎ বিধি ও রাগ। রাগ বিরল। রাগের উদয় হইলে বিধির আর বল থাকে না। যেকাল পর্য্যন্ত রাগের উদয় না হয়, সে-পর্য্যন্ত বিধিকে আশ্রয় করাই মানবগণের প্রধান কর্ত্তব্য। অতএব শাস্ত্রে দুইটী মার্গের উল্লেখ আছে, অর্থাৎ বিধিমার্গ ও রাগমার্গ। রাগ-মার্গ নিতান্ত স্বতন্ত্র; অতএব তাহার বিশেষ ব্যবস্থা নাই। যাঁহারা অত্যন্ত ভাগ্যবান্ ও উচ্চাধিকারী তাঁহারাই কেবল ঐমার্গে চলিতে সমর্থ। এতন্নিবন্ধন কেবল বিধিমার্গের ব্যবস্থা পদ্ধতিক্রমে লিখিত হইয়াছে।

জাগতিক বিধিই নীতি

দুর্ভাগ্যবশতঃ যাহারা পরমেশ্বরকে স্বীকার করে না, তাহারাও জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্য কতকগুলি বিধির ব্যবস্থা করিয়া থাকে। সে-

সকল বিধিকে নীতি বলা যায়। যে-নীতিতে পরমেশ্বরের চিন্তার ব্যবস্থা নাই, সে-নীতি অন্য প্রকারে সুন্দর হইলেও, মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে সমর্থ নয়। সে-নীতি নিতান্ত বহির্ম্মুখ-নীতি।

ঈশ্বরবিশ্বাসমূল নীতিই যথার্থ বিধি

ঈশ্বরবিশ্বাস ও ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য-কর্ম্মের ব্যবস্থা যুক্ত হইলে, সেই নীতিই মানব জীবনের বিধি বলিয়া আদৃত হয়। বিধি দুইপ্রকার —মুখ্য ও গৌণ।

গৌণ ও মুখ্যবিধি

ঈশ্বরের তুষ্টিসাধনই যখন জীবের একমাত্র তাৎপর্য্য, যে-বিধি উক্ত তাৎপর্য্যকে অব্যবহিতরূপে লক্ষ্য করে, সে-বিধির নাম মুখ্যবিধি। যে-বিধি কিছু ব্যবধানের সহিত সেই তাৎপর্য্যকে লক্ষ্য করে, সে-বিধি গৌণ। একটী উদাহরণ দিলেই এ বিষয় স্পষ্ট হইবে। প্রাতঃস্নান একটি বিধি। প্রাতঃস্নান করিয়া শরীর স্নিগ্ধ রোগশূন্য হইলে মন স্থির হয়। মন স্থির হইলে ঈশ্বরোপাসনা করা যায়। এস্থলে জীবনের তাৎপর্য্য যে ঈশ্বরোপাসনা, তাহা ব্যবধান-শূন্য হইল না, যেহেতু স্নানের -ব্যবধান শূন্য ফল শরীরের স্নিগ্ধতা। শরীরের স্নিগ্ধতারূপ ফল যদি ঐ বিধির চরম ফল বলিয়া গৃহীত হয়, তবে আর ঈশ্বর-উপাসনারূপ ফল লাভ হয় না। ঈশ্বর-উপাসনারূপ ফল এবং স্নানবিধির মধ্যে অন্যান্য ফল থাকায়, ঐ সকল অন্যান্য ফলগুলি ব্যবধানস্বরূপ রহিল। যে-স্থলেব্যবধান থাকে, সে-স্থলে ব্যাঘাতেরও সম্ভাবনা।

গৌণ ও মুখ্যবিধির পরিচয়

মুখ্যবিধির সাক্ষাৎ ফলই ভগবদুপাসনা (১)। বিধি ও উপাসনার মধ্যে অবান্তর ফল নাই। হরিকীর্ত্তন বা হরিকথা শ্রবণকে মুখ্যবিধি বলা যায়। যেহেতু তাহাতে বিধির সাক্ষাৎ ফলই ভগবদুপাসনা। হরিভক্তি যে মুখ্যবিধি, তাহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়াও গৌণবিধি অবলম্বন না করিলে শরীরযাত্রানির্ব্বাহ হয় না এবং শরীরযাত্রানির্ব্বাহ না হইলে জীবন থাকে না। জীবন না থাকিলে হরিভজনরূপ মুখ্যবিধি

---

(১) নেহ যৎ কর্ম্মায় ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥ (ভাঃ ৩.২১।৫৬)

কিরূপে অবলম্বিত হইবে? গৌণবিধির সহজ লক্ষণ এই যে, উহা নরজীবনের অলঙ্কারস্বরূপ সমস্ত পার্থিব বিদ্যা, শিল্প ও কারুকর্ম্ম, তথা সভ্যতা, পারিপাট্য ও ব্যবসায় এবং শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক নীতিসমূহকে ক্রোড়ীভূত করিয়া নর-জীবনকে অকপটরূপে ভগবচ্চরণামৃত সেবন করাইতে অঙ্গীকার করে। বস্তুতঃ মুখ্যবিধির অনুচর হইয়া স্বীয় অধিশ্বরীর কৃপায় সেই চরণামৃত-দ্বারা নর-জীবনকে সাধন ও ফল-কালে পরমানন্দ করিয়া থাকে।

নরজীবনে বিভিন্ন অবস্থা

বন্যজীবন, সভ্যজীবন, জড়বিজ্ঞানসম্পন্ন জীবন, নিরিশ্বর নৈতিক জীবন, সেশ্বর নৈতিক জীবন, বৈধভক্তজীবন ও প্রেমভক্তজীবন, এবম্বিধ নানাপ্রকার নর-জীবন পরিলক্ষিত হইলেও সেশ্বর নৈতিক জীবন হইতে প্রকৃত নর-জীবনের আরম্ভ স্বীকার করা যায়।

ভক্তিহীনতাই পশুধর্ম্ম

সেশ্বর না হইলে নর জীবন যতদূর সভ্য হউক না কেন, যতদূর জড়বিজ্ঞানসম্পন্ন হউক না কেন, যতদূর নৈতিক হউক না কেন, কখনও পশুজীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। প্রকৃত নর-জীবন সেশ্বর নৈতিক জীবনের বিধি-নিষেধ লইয়া কার্য্য করে; অতএব এই গ্রন্থে সেশ্বর নৈতিক জীবন হইতে বিচার আরম্ভ হইয়াছে। সভ্যতা, জড়-বিজ্ঞানসম্পত্তি ও নীতি, সেশ্বর নৈতিক জীবনের প্রধান অলঙ্কারের মধ্যে পরিগণিত। এই সমস্ত অলঙ্কার সহিত সেশ্বর নৈতিক জীবন, ভক্ত-জীবনে যেরূপ পর্য্যবসিত হইয়া চরিতার্থতা লাভ করে, তাহা এই গ্রন্থে সমগ্র বিচার দ্বারা লক্ষিত হইবে। জীবের জীবনই জৈবধর্ম্ম। মানব-অবস্থায় জৈবধর্ম্মকে মানবধর্ম্ম বলি।

মুখ্য ও গৌণধর্ম্ম

সেই ধর্ম্ম দ্বিবিধ অর্থাৎ গৌণ বা মুখ্য, সাম্বন্ধিক বা স্বরূপগত। গৌণ বা সাম্বন্ধিক ধর্ম্ম জড়, জড়ের গুণ ও সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান আছে। মুখ্য বা স্বরূপ-গত ধর্ম্ম শুদ্ধজীবকে আশ্রয় করিয়া থাকে। মুখ্যধর্ম্মই যথার্থ জৈবধর্ম্ম। গৌণধর্ম্ম আর কিছুই নয়, কেবল জড়গুণবশতঃ মুখ্যধর্ম্মের গুণীভূত অবস্থামাত্র; জড়গুণ দূর হইলে জৈবধর্ম্ম

কেবলীভূত হইয়া মুখ্যধর্ম্ম হয়। গৌণধর্ম্মকে সোপাধিক ধর্ম্মও বলা যায়। উপাধিরহিত হইলে ইহাই মুখ্যধর্ম্ম হইয়া পড়ে। গৌণবিধি ও গৌণ-নিষেধ অর্থাৎ পুণ্য ও পাপ, গৌণধর্ম্মের অন্তর্গত। গৌণধর্ম্ম জীবকে পরিত্যাগ করিবে না, কেবল জীবের গুণমুক্ত অবস্থায় মুখ্যধর্ম্মরূপে পরিণতি লাভ করিবে। জড়বদ্ধাবস্থায় মুখ্যধর্ম্মের অযথাভূত পরিণতি-দ্বারা গৌণধর্ম্মের জন্ম হইয়াছে। গৌণধর্ম্মের যথাভূত পরিণতিক্রমে মুখ্যধর্ম্ম পুনরায় উদিত হয়।

অতএব গৌণবিধি-নিষেধ বিচারপূর্ব্বক মুখ্যবিধিনিষেধও অবশেষে জৈবধর্ম্মের সিদ্ধাবস্থা যে প্রেমভক্তি, তাহা বিচারিত হইবে।

ঈশ্বর, ভগবান্ ও কৃষ্ণশব্দ (নাম)

এই বৃষ্টিমধ্যে প্রথমে "ঈশ্বর" নাম, পরে "ভগবান্" শব্দ ও অবশেষে "কৃষ্ণ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পাঠকবর্গ যেন এরূপ মনে না করেন যে, ঈশ্বর, ভগবান্ ও কৃষ্ণ পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব (১)। কৃষ্ণই একমাত্র স্বরূপতত্ত্ব ও জীবের বিমল উপাসনার বিষয়। কৃষ্ণই ভগবৎ-তত্ত্বের পূর্ণ মাধুর্য্যপ্রকাশ। যখন অন্যান্য তত্ত্ব বা পদার্থের সহিত সাম্বন্ধিকরূপে কৃষ্ণকে বিচার করা যায়, তখন তাঁহাকে ঈশ্বরভাবে লক্ষ্য করা যায় এবং ঈশ্বর নামটী ব্যবহার করা যায়। এই জন্যই এই বৃষ্টির প্রথমে পদার্থত্রয়ের সংখ্যায় কৃষ্ণনামের পরিবর্ত্তে "ঈশ্বর" নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। ঈশ্বর-ভাব আর কিছুই নয়, কেবল স্বরূপতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্ট পদার্থের উপর যে স্বভাবসিদ্ধ ঈশিতা আছে, তাহার পরিচয়মাত্র। পদার্থসংখ্যার স্থলে ঈশ্বর নামটীই সর্ব্বত্র ব্যবহার হইয়া থাকে, যথা—চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর।

(ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

---

(১) বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ (ভাঃ ১।২।১১)

শরণাগতি ও সেবাধিকার

যাঁহারা ভগবদভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইবার অধিকার পাইয়াছেন, একমাত্র তাঁহারাই ভগবৎসেবারাজ্যে বা ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের সৌভাগ্যসম্পন্ন। জাগতিক যোগ্যতাসম্পন্নতার দৌরাত্ম্য কখনও সেবা-রাজ্য জয় করা যায় না। সেবাতে অধিকার কিছু জাগতিক যোগ্যতার প্রকারভেদ নহে। বস্তুতঃ কর্ম্মদাক্ষ্য ও সেবার মধ্যে আকাশপাতাল ভেদ বর্ত্তমান।

প্রকৃত সেবকের হৃদয়ে সেবার স্বরূপসম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণাসমূহ প্রকাশিত হয়। যদি কেহ প্রচুর-পরিমাণে সেবা করেন, অথচ তাঁহার হৃদয়ে সেবার স্বরূপজ্ঞান প্রকাশিত দেখা না যায়, তাহা হইলেও কি তাঁহার কার্য্যকে সেবা বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে? সেবা ও কর্ম্মতাৎপর্য্যকে একাকার করিলে সেবার চরণে অপরাধ উপস্থিত হয়। জাগতিক যোগ্যতাই সেবকের সেবায় অধিকারিতা নহে। কোন সেবক শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার সৌষ্ঠব প্রদর্শন করিলে, তৎপশ্চাৎতে কেবলমাত্র তাঁহার জাগতিক যোগ্যতার কার্য্যকারিতা প্রমাণিত হয় না, পরন্তু অপর কিছু অবশ্যই অনুসন্ধেয়, যাহা তাঁহাকে সেবাবিষয়ে অধিকারী করিয়াছে। জাগতিক-যোগ্যতার বহর লইয়াও সেবা-বিষয়ে অকৃতকার্য্যতার দৃষ্টান্তের সংখ্যা-বাহুল্য অদৃষ্ট নহে। বস্তুতঃ সেবায় জাগতিক যোগ্যতাবিচার-প্রাবল্য কখনই আনা যায় না। সেবকত্ব বা কাঙ্গালত্বই সেবার অধিকার।

শাস্ত্র বলেন,—'যাঁহাদিগকে সেই আত্মবস্তু স্বেচ্ছায় বরণ করেন, একমাত্র তাঁহারাই তাঁহাকে লাভ করেন, একমাত্র তাঁহাদের নিকটই সেই আত্মবস্তু স্বীয় তনু প্রকাশিত করেন।' শ্রীগুরুপাদপদ্ম অহৈতুকী কৃপা বিস্তার করিয়া যে ভাগ্যবান্ জনগণকে স্বীয় পরিপূর্ণ অন্বয় কৃপার আস্পদ করিয়া স্বেচ্ছায় স্বচরণপ্রান্তে আকর্ষণ করেন, একমাত্র তাঁহারাই অন্বয়ভাবে তাঁহার সেবাধিকার লাভ করেন। অন্য সকলেই স্বরূপতঃ তাঁহার নিত্যসেবক হইলেও—প্রকারান্তরে তাঁহার সেবাতেই নিযুক্ত থাকিলেও শ্রীগুরুপাদপদ্মের তাদৃশ কৃপাকর্ষণ ব্যতীত কেহই তাঁহার প্রকৃত অন্বয় সেবাসুযোগ পান না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্বেচ্ছায় যাঁহাদিগকে স্বীয়

সেবায় অধিকার প্রদান করেন, একমাত্র তাঁহারাই তাঁহার সেবকত্বে যোগ্যতা-সম্পন্ন, পরন্তু জাগতিক যোগ্যতায় নহে।

জীব অনাদি বদ্ধ হইলেও নিত্যকালই সে কারা-বদ্ধ থাকিবে, এরূপ নহে। কে কখন কেন সংসার হইতে ছুটি পাইবার যোগ্য, তৎসম্বন্ধে শ্রীগুরুপাদপদ্মই বুঝবেন, মাদৃশ জীবের তাহাতে গবেষণা চালাইবার অধিকার নাই। পরমার্থ-সম্বন্ধে পারমার্থিকের জ্ঞেয়-বিষয়ে বিচার-সাবধানতা জাগতিকের ন্যায় তদ্বিষয়ে অসমর্থতার জন্যই নহে, পরন্তু তাহাতে পরমার্থসেবকগণের শরণাগতির বিচার-ধারা নিহিত। প্রকৃত পরমার্থিক না হইয়া কিপ্রকারে পারমার্থিক বিচারে হস্তক্ষেপ করিবার ধৃষ্টতা শোভা পাইতে পারে? যদি কেহ পরমার্থ-বিষয়ে বা ভগবৎ-সেবাযোগ্যতার অধিকারী না হন, তাহা হইলে তাঁহার পরমার্থসম্বন্ধে ভ্রান্ত বিচারের জন্য পারমার্থিক বা ভগবৎসেবকগণের দোষ হইতে পারে না।

যাঁহারা অহৈতুকভাবে ভগবৎসেবালাভ-সৌভাগ্যে সুকৃতিমান্, শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় তাঁহাদেরই সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইয়া—কর্ম্মাধিকার নিবৃত্ত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের অন্বয় সেবাধিকার লাভ হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুী কৃপায় যাঁহাদের তৎসেবাধিকার লাভ হইয়াছে, তাঁহাদের কর্ম্মাধিকার নাই। কর্ম্মাধিকারে কখনও সেবা সম্পাদন করা যায় না, সেবকও কখনও কর্ম্মীর বিচারে আবদ্ধ হন না। ভগবচ্চরণে শরণাগতিহীন কর্ম্মীর কর্ম্মপ্রাচুর্য্যেও সেবালাভ করিবার বাহাদুরী চলে না। কর্ম্মাধিকারী ও সেবকের এই মূলগত পার্থক্যটি তাহাদের আপাত-দৃষ্টিতে সমতাসম্পন্ন কার্য্যকলাপগুলিতে বিভেদ আনয়ন করে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাধিকারে যাঁহারা তচ্চরণে নীত হইয়াছেন, তাঁহারা স্বভাবতঃই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে রক্ষক, পালক ও আপনার বলিয়া জানেন; সুতরাং তৎসেবাকার্য্যে তাঁহাদের মমতা-জ্ঞানের অভাব হয় না। যাঁহারা নিজদিগকে সম্পূর্ণরূপে শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই বলিয়া জানেন, তাঁহাকে নিত্যপালকত্বে, রক্ষাকর্ত্তৃত্বে বরণ করিবার সৌভাগ্য পান,

তাঁহাদের নিজের তদ্ব্যতীত পৃথক্ অস্তিত্ব, পৃথক্ লাভালাভের বিচার থাকে না। সুতরাং তাঁহারা যাহা করেন, তাহা শ্রীগুরুপাদপদ্মের জন্যই কৃত হয়। শরণাগতির বিচারবিহীন ব্যক্তি আপাতদৃষ্টিতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনেক সেবা করিয়া ফেলিলেও বণিক্‌দৃষ্টিভঙ্গিতে তাহার যে স্থূল-সূক্ষ্ম মাশুল আদায় করা হইবে, তাহাতে তাহাকে সেবা বলিয়া কিপ্রকারে স্বীকার করা যায়? বেতনভোগী সেবকের সেবাভিনয় পরমার্থরাজ্যে সম্পূর্ণ অচল। বস্তুতঃ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে নিজ পৃথক্ তৎপ্রতিযোগী অস্তিত্ব থাকা পর্য্যন্ত কখনই সেবা করা যায় না। বণিক্ কখনও ভৃত্য নহে—যদিও তাহার কার্য্যে যথেষ্ট ভৃত্যগিরির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। আবার ভৃত্যও বণিক্ নহে।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভগবদ্বস্তু। তাঁহাকে অণুচিৎ-জীব লাভবান্ বা ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া দিতে পারে না। তাহারা তৎসেবাবরণে নিজেরই কৃতার্থ হইতে পারে। সুতরাং কর্ম্মী তাহার কার্য্যের দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্টের অংশ পূরণ করিল—কিপ্রকারে বলা যাইতে পারে? ব্যতিরেকভাবে কর্ম্মিগণের দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্টের কিঞ্চিৎ আনুকূল্য হয়, সন্দেহ নাই। নিষ্কপট কনিষ্ঠাধিকারী শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা তৎসেবকের পরিচালনাধীনে তাহার যে কর্ম্মশক্তি নিযুক্ত করেন, তদ্দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্টের সেবা অন্বয়ভাবেই কৃত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যস্নেহকৃপাভরে তাঁহাদের সেবাপ্রচেষ্টা আত্মসাৎ করেন।

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সারগ্রাহিগণের উপাস্য বস্তু। জগতের ভারবাহী সম্প্রদায় স্থূলভোগ্যই দেখিতে চায়; তদতিরিক্ত বিচারে তাহাদের প্রবেশোন্মুখতা নাই। কিন্তু শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবকগণ সারগ্রাহী বলিয়া স্থূল-বিচারাতীত ব্যাপারে চৈতন্যযুক্ত। ভারবাহী জড়মতিগণ আন্তরিকতাহীন স্থূলত্বের পরিমাণানুসারে যে সেবার দিগ্‌দর্শন করে, তাহার সহিত সেবকের বিচার কিপ্রকারে সমতা লাভ করিবে? চেতনতার সাড়াবিহীন যান্ত্রিক কার্য্যসম্ভার সেবকের স্বচ্ছন্দ-আচরণের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সেবার বিচার জড়বাদিগণ বুঝিতে পারে না।

শরণাগতির বিচার কেহ চেষ্টা করিয়া লাভ করিয়া ফেলিতে পারে না। যাঁহারা তাদৃশ যোগ্যতা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী সেবিণী

কৃপায় লাভ করিয়াছেন, একমাত্রই তাঁহারাই তাহা লাভ করিবেন। শরণাগতই শরণাগতির বিচার বুঝিতে পারিবে। সুতরাং কেহ নিজ চেষ্টায়ই সেবকত্ব লাভ করিতে পারে না। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সেইপ্রকার সেবকত্ব জাগতিক যোগ্যতারই প্রকারভেদ মাত্র হইয়া পড়ে। কিন্তু সেবকত্ব কখনই জাগতিক যোগ্যতার প্রকারভেদ নহে। শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম কাহাকেও কৃপা বিস্তার করিয়া সেবায় যোগ্যতা দান করেন অর্থে ইহাই নহে যে, সেই সেবকের জাগতিক যোগ্যতার বর্দ্ধন বা কর্ত্তন করেন। তাদৃশ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। তাহার দ্বারা সেই সেবকের চরণে তথা শ্রীগুরুপাদপদ্মের চরণে অপরাধ হয়।

শরণাগতির বিচারের সহিত জাগতিক যোগ্যতার বহর থাকিলে তদ্দ্বারা সেবত্বের গৌরব বর্দ্ধিত হয়—ইহাও কেহ কেহ বলিতে পারেন, কিন্তু তাহাও ঠিক নহে। প্রকৃত সেবকত্বের সহিত জাগতিক কোন কিছু যুক্ত বা নিযুক্ত থাকিলে সেবকত্বের মর্য্যাদা বাড়িয়া যায় না বা কমিয়া যায় না। তাহাতে উচ্চাবচ বিচার আসিলে প্রকৃত সেবকত্বের অবিমিশ্র বিচারে বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে, বলিতে হইবে। শরণাগত ব্যক্তির জাগতিক কোন যোগ্যতা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় সেবাযোগ্যতার দ্বারা পরিস্থাপিত হইলে তাহা সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাপার। তাহার সহিত প্রাকৃত কর্ম্মবীরত্বের তুলনা অজ্ঞতামূলক অপরাধের অবিহিনমাত্র।

নিষ্কপট শরণাগত সেবক ক্রমে ক্রমে উত্তরোত্তর সেবাধিকার লাভ করেন,—সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাও জাগতিক ক্রমিক promotion প্রাপ্তির ন্যায় নহে। প্রকৃত সেবকের উত্তরোত্তর সেবাধিকারলাভের শরণা-গতিমূলক প্রযত্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপালাভের সহিত সফল হইলে তদ্দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতির বিচার হৃদয়ে আরও উত্তোরত্তর সুপ্রকাশিত হইতে থাকে। শরণাগতির বিচার হৃদয়ে যতই সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইতে থাকে, ততই প্রকৃত সেবার স্বরূপ সেবকের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। তখন সেবকের সেবাধিকারে জাগতিক যোগ্যতার মিশ্রণসংস্পর্শের বিচার-অবকাশ আর থাকে না। জীবের হৃদয় তখন প্রাপঞ্চিক অহঙ্কার-নির্ম্মুক্ত হইয়া প্রকৃত সেবকত্বের গরিমায় মহিমান্বিত হয়। জাগতিক

কর্ত্তৃ-অভিমান তখন আর শরণাগতির বিচারের প্রতিপক্ষে দাঁড়াইয়া জীবকে সেবাধিকারে বঞ্চিত করে না।

জাগতিক অভিজ্ঞতাবাদিগণ শরণাগত সেবকের দোষদর্শন করিয়া ফেলিয়া তাহাদের যে অহমিকা বৃদ্ধি করে, তাহা তাহাদের প্রকৃত সেবাধিকার-স্থাপক হয় না। প্রকৃত সেবাধিকারী ব্যক্তি জাগতিক যোগ্যতা অযোগ্যতাবিচারে উপেক্ষা প্রদর্শন করত শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতির বিচার লাভ করিয়া সেবাধিকার-সম্পন্ন হন।

বর্ষারম্ভে বিজ্ঞপ্তি

[শ্রীভাগবত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর গোস্বামী মহারাজ-সঙ্কলিত।]

নববর্ষে নবোদ্যমে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন।
করিতে চাহি গো শক্তি দাও গুরুগণ॥
শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন কৈলে সুমঙ্গল হয়।
ভাগবতাদি শাস্ত্রে ইহা পুনঃ পুনঃ কয়॥
সেই কৃষ্ণ কলিযুগে গৌরাঙ্গ রূপেতে।
অবতরি নাম প্রেম বিলাল জগতে॥

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥
—ভাঃ ১১।৫।৩২

সঙ্কীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য॥
সেই ত' সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্ব-যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার॥
—চৈঃ চঃ আঃ ৩।৭৬-৭৭

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥
—ভাঃ ১২।৫।৫২

প্রভাতে চার্দ্ধরাত্রে চ মধ্যাহ্নে দিবসক্ষয়ে।
কীর্ত্তয়ন্তি হরিং যে বৈ তে তরন্তি ভবার্ণবম্ ॥
—হঃ ভঃ বিঃ

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥
—বৃহন্নারদীয়ে ৩৮।১২৬

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

জয় গুরু শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী।
জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ গৌরপ্রিয় অতি ॥

জয় গৌর নিত্যানন্দ, জয় গদাধর।
জয়াদ্বৈত শ্রীনিবাস বৈষ্ণবপ্রবর ॥

জয় শচী জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন।
জয় জয় লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণধন ॥

শ্রীশচীর স্নেহপাত্র জয় শ্রীঈশান।
মহাপ্রভুর মন্দিরের নিত্যসেবক হন ॥

জয় যোগপীঠ জয় শ্রীমায়াপুর।
যেথা অবতীর্ণ হৈলা নিমাইসুন্দর ॥

দেবগণ এই স্থানে বিনোদ দেখিয়া।
'যোগপীঠ' নাম দেন শাস্ত্র বিচারিয়া ॥

সিদ্ধ জগন্নাথদাস যোগপীঠে যান।
গৌর-আবির্ভাবস্থান নির্দ্দেশ করেন ॥

শ্রীবাস-অঙ্গন জয় কীর্ত্তন মহারাস।
বিশ্বম্ভর শ্রীবাস-গৃহে করিলা প্রকাশ ॥

অদ্বৈতভবন জয় গদাধর অঙ্গন।
মুরারি-ভবন জয় সীতারাম দর্শন॥
গৌর-আনা প্রভু জয় শান্তিপুর-নাথ।
গৌরশক্তি গদাধর গৌরহরি সাথ॥
শ্রীচৈতন্যমঠ জয় মূল মঠ হন।
জগদ্‌গুরু প্রভুপাদ করিলা স্থাপন॥
গৌরাঙ্গের ব্রজলীলা অভিনয়-স্থান।
গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী গৌর বিদ্যমান॥
মাধবেন্দ্র পুরী জয় শ্রীঈশ্বর পুরী।
কেশবভারতী জয় শ্রীচৈতন্য-হরি॥
জয় গঙ্গা-সরস্বতী সঙ্গম সুন্দর।
তাহার নিকটে ঈশোদ্যান মনোহর॥
জয় জয় গঙ্গাধর ঈশোদ্যানে বসি'।
চৈতন্যচন্দ্রের ধ্যান করে দিবানিশি॥
গৌরাঙ্গের মাধ্যাহ্নিক-লীলা প্রিয়স্থান।
সাধুগণ মঠ স্থাপি গৌরগুণ গান॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ রাধা-গোপীনাথ জয়।
জয় রাধা-মদনমোহনগৌর-দয়াময়॥
জয় নবদ্বীপধাম ভক্ত ভগবান্।
কৃপা করি দেহ কৃষ্ণ প্রেমভক্তি দান॥
শ্রীগুরুচরণপদ্ম করিয়া বন্দন।
দাস যাযাবর করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥ *

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবদাস—
—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু **শ্রীভক্তিবিচার যাযাবর**

---

* এই পঞ্চতত্ত্ব-নাম নন্দগ্রামে শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভজন-কুটীতে লিখা আছে।

সিদ্ধ

সিদ্ধ পূর্ণ শরণাগত। তাঁহার আদৌ পুরুষাভিমান নাই। তিনি দাস্য-সখ্যাদি যে-কোন একটি রসে নিরন্তর ভগবৎসেবায় মগ্ন। সেবা-বিগ্রহে সর্ব্বাত্ম-সমর্পণফলে যাবতীয় অন্যাভিলাষাদির প্রতি অনুরাগ ও যাবতীয় অসৎসঙ্গে আসক্তি ও তজ্জনিত পুরুষাভিমান অর্থাৎ ভোক্তৃ-বুদ্ধি বিদূরিত হইলে অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত আশ্রয়বিগ্রহের কৈঙ্কর্য্য করিবার জন্য নির্ম্মল চেতন বৃত্তির যে স্পৃহা উদিত হয়, তাহাই সিদ্ধি-লালসা এবং সেই লালসা অত্যন্ত ঘনীভূত হইলে যে নিত্যবর্দ্ধমানা অফুরন্ত অতৃপ্ত সেবালালসা দেখা যায়, তাহাই সিদ্ধি। আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ বিষয়বিগ্রহের সেবা সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ করিয়াও 'আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহের কিছুই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি করিতে পারিলাম না'—আত্মবৃত্তির এইরূপ সেবোন্মুখতাই চরম সিদ্ধি। এই সিদ্ধিতে আশ্রয়-বিগ্রহের সুখোৎপাদনে বিষয়-বিগ্রহের সুখোৎ-পাদনের জন্য সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা আছে। সিদ্ধ আশ্রয়ের সুখে বিষয়ের যে সুখ, তাহাতেই নিরন্তর অভিনিবিষ্ট থাকেন। তিনি আশ্রয়বিগ্রহকে ছাড়িয়া কখনও বিষয়ের সহিত আত্মসুখের কামনা করেন না। ভগবানের শ্রেষ্ঠ ও প্রেষ্ঠ সেবকের সুখোৎপাদনে ভগবানের যে সুখ, তাহাই তাঁহার চেষ্টা ও চিন্তার বিষয় হয়।

কায়-মনো-বাক্যে ত্রিদণ্ডগ্রহণ না করিলে সিদ্ধি হয় না। সিদ্ধের অকপট সঙ্গই জীবকে সিদ্ধির পথে অগ্রসর করায়। সিদ্ধির লক্ষণ—পুরুষাভিমান হইতে মুক্তি ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য নিরন্তর অতৃপ্ত-লালসা; কৃষ্ণকাম-কামনাই সিদ্ধি। সেবোন্মুখ ব্যক্তিই এই সিদ্ধির কথা স্ব-স্ব যোগ্যতানুসারে বুঝিতে পারেন। কৃষ্ণের ভোগ্য বা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের ইন্ধনরূপে প্রকাশিত হওয়াই স্বরূপসিদ্ধি। এই সিদ্ধি কৃত্রিম উপায়ে লাভ হয় না। নিষ্কপট সেবোন্মুখতা ও আশ্রয়বিগ্রহের কৃপায় নিত্যসিদ্ধ সেবাবৃত্তি যাঁহার প্রকাশিত হয়, তিনিই সিদ্ধ। সিদ্ধ কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট এবং কৃষ্ণকীর্ত্তনই তাঁহার জীবাতু। তিনি বিপ্রলম্ভ-সেবারসে সতত মগ্ন। সেবা-সিদ্ধিকামী আশ্রয়বিগ্রহের কৃপালাভের জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যগ্র। সিদ্ধ—প্রেমিক। তাঁহার প্রেমেই কৃষ্ণ বশীভূত।

নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মক ব্রজবাসীর রাগময়ী কৃষ্ণসেবায় সাধু-গুরু-কৃপায় যাহার স্বাভাবিক লোভ হয়, সেই নিবৃত্তানর্থ রাগানুগ ভক্ত সাধক-দেহ ও সিদ্ধদেহে রাগানুগা ভক্তির দ্বিবিধ অনুশীলন করিয়া থাকেন,—

বাহ্য অভ্যন্তর—ইহার দুই ত' সাধন।
বাহ্যে সাধকদেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন ॥
মনে নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিন করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥

এই সিদ্ধ-দেহ অশুদ্ধমনের কল্পিত কোন ব্যাপার নহে। রুচি বা লোভই রাগানুগা ভক্তিতে প্রেরণা দেয়। মাদৃশ বদ্ধজীবের ইচ্ছাই সেই লোভ বা রুচি নহে। কারণ, অনর্থযুক্ত ব্যক্তির ইচ্ছায় সম্ভোগ-স্পৃহা আছে। দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষার সিদ্ধিতে এই নিত্যসিদ্ধ সিদ্ধদেহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় প্রকাশিত হয়। তখনই সাধক সেই সিদ্ধদেহের ভাবনায় যোগ্যতা লাভ করেন এবং বাহ্যে অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন। সিদ্ধদেহ পূর্ণ সেবোন্মুখতার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয় এবং তাহা শ্রীবার্ষভানবীর অভিন্ন তনু শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবলেই লাভ হইয়া থাকে। গুরুবর্গের বাণীতে পাই,—ইতরভাব বিদূরিত হইয়া নিত্যসিদ্ধ দেহের নিত্যসিদ্ধ ব্রজগোপীভাব স্বভাবরূপে প্রকটনই গোপী-গর্ভে জন্মলাভ। এই জন্মেই শ্রীগুরুকৃপাবলে গোপীগৃহে জন্মলাভ সম্ভব। অর্চ্চনমার্গে যেরূপ ভূতশুদ্ধি লাভের পর অর্চ্চনাধিকার, অপ্রাকৃত ভাবমার্গেও তেমন ইতরভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রজগোপীভাব লাভ বা গোপীগৃহে জন্মলাভ না করা পর্য্যন্ত শ্রীরাধাগোবিন্দের ভাব-সেবায় অধিকার লাভ হয় না। 'গুপ্' ধাতুর অর্থ রক্ষা করা। কৃষ্ণ নির্ম্মল চেতনের নিত্যনিজ বৃত্তিকে সংরক্ষণ করেন বলিয়া অর্থাৎ চেতনের নিত্য-সেবাপ্রবৃত্তির বিষয় হন বলিয়া তিনি গোপীনাথ এবং নির্ম্মল চেতনের সেবাবৃত্তির বিগ্রহসমূহ গোপী। সেই গোপীর গর্ভে অর্থাৎ কৃষ্ণের একমাত্র সংরক্ষিত-সত্ত্বস্বরূপ সেবাবৃত্তির অন্তরে জীবের চেতনবৃত্তি অবস্থিত না হইলে কেহ শ্রীরাধামাধবের সেবাধিকার লাভ করিতে পারে না।

সর্ব্বাত্মসমর্পণ ও দিব্যজ্ঞানের সিদ্ধিতে অপ্রাকৃত দেহ বা চিদানন্দময় সিদ্ধদেহের প্রকাশ হয়। প্রাকৃত দেহ অপ্রাকৃত হয় না, জড় কখন ও চিৎ হয় না, পরন্তু স্বরূপদেহের প্রকাশ হইয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও বলিয়াছেন,—

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তা'রে করে আত্মসমর্পণ॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥"

সৎই সাধক এবং মহৎই সিদ্ধ। সিদ্ধগণ ভুলক্রমেও কৃষ্ণকে ভুলেন না। কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে আত্মসাৎ করিয়াছেন। কৃষ্ণসুখবিধান ছাড়া তাঁহাদের আর অন্য কৃত্য নাই। তিনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ-ঘন্টাই ভগবৎ-সেবাসুখ মগ্ন। তাঁহার জগদ্দর্শন বা ভোগ্য দর্শন নাই। তাঁহার সর্ব্বত্রই কৃষ্ণদর্শন।

"স্থাবর-জঙ্গম দেখে' না দেখে
স্থাবর জঙ্গমের মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁ'র ইষ্ট-দেব-মূর্ত্তি॥

তাঁহারা শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমে দ্রবচিত্ত হইয়া বিবশভাবে কখনও উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, কখনও রোদন, কখনও উচ্চশব্দ, কখনও গান এবং কখনও নৃত্য করিয়া থাকেন। সিদ্ধগণ চেতনাচেতন—সর্ব্বভূতে আত্মাভীষ্ট যে ভগবদাবির্ভাব তাহা দর্শন অর্থাৎ অনুভব করেন এবং সমস্ত ভূতবর্গকেও নিজ-চিত্তে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত ভগবানেই দর্শন করেন অর্থাৎ তদাশ্রিতরূপেই অনুভব করেন। ইঁহারা মহাভাগবতোত্তম। শ্রীভগবান্ যাঁহার প্রেমরজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার হৃদয়ে সতত অবস্থান করেন, তিনিই মহাভাগত।

সিদ্ধ দুইপ্রকার—জ্ঞানি-সিদ্ধ ও ভক্ত-সিদ্ধ। এই জ্ঞানিসিদ্ধগণ মায়াবাদী নহেন। জ্ঞানিসিদ্ধকে মহাজ্ঞানী এবং ভক্তসিদ্ধকে মহাভাগবত বলা হয়। উভয়েই মহৎ। জ্ঞানিসিদ্ধ অপেক্ষা ভক্তসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ।

ব্রহ্মোন্মুখ, পরমাত্মোন্মুখ ও ভগবদুন্মুখ,—এই তিনপ্রকার সাধু। যেখানে উন্মুখতা, সেখানেই সাধুত্ব। মহৎ দ্বিবিধ—জ্ঞানি-মহৎ ও ভক্ত-মহৎ। মহতের রতির উদয় হইয়াছে। ভগবৎ-সুখবাঞ্ছাই যাঁহাদের

একমাত্র প্রয়োজন, তাঁহারাই মহৎ। সৎও দুইপ্রকার—ভক্ত-সৎ ও জ্ঞানী-সৎ। শ্রেষ্ঠ বা উচ্চ সাধুই মহৎ। সাধক সাধু ও সিদ্ধ-সাধু—ইঁহারাই যথাক্রমে সৎ ও মহৎ-নামে প্রসিদ্ধ। সৎ মহতের বিচার করিতে পারেন না। মহৎ সতের বিচার করিতে পারেন—শ্রেষ্ঠব্যক্তি নীচের কথা জানেন। সৎ অপেক্ষা ভক্তের গৌরব বেশী। বৈধমার্গরত সাধকগণকে সৎ এবং রাগমার্গরত সাধকগণকে ভক্ত বলা হয়।

কৃষ্ণের প্রতি টান হইলে আর মাপিতে ভাল লাগে না। যেখানে মাপা-বুদ্ধি, সেইখানেই মায়া। মায়া কি? প্রজল্পই মায়া। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার উদ্দেশ্যে যাহা কিছু ক্রিয়া, তাহা বিষয়কার্য্য নহে। কৃষ্ণের জন্য যাহা করা হয়, তাহা কর্ম্ম নয়। যেখানে কৃষ্ণের সুখ, সেখানেই ভক্তি। কৃষ্ণের প্রতি টান হইলে অসদাসক্তি ভাল লাগে না। অসৎ-কথায় বুদ্ধি খারাপ হইয়া যায়,—কৃষ্ণ-বিস্মৃতি আসে। অসতে প্রীতি যেন না হয়, সেদিকে তীব্র লক্ষ্য রাখা দরকার। সাংসারিক কথা ও অসতে মমতা ভাল নয়। ভজনের জন্য যেটুকু দরকার সেইরূপ অর্থাদি অর্জ্জন করাই ভাল। ভগবৎ-সম্বন্ধী শব্দাদি যদি হয়, তবে চিত্ত শুদ্ধ হইবে। যেরূপ সৎসঙ্গ হইবে, ফল বা সাম্মুখ্যও সেইরূপ হইবে। যাঁহারা সমচিত্ত, প্রশান্ত, অক্রোধ ও সকলের সুহৃদ্ অথবা যাঁহারা শ্রীভগবানে সৌহৃদ্য স্থাপনপূর্ব্বক তাহাকে পরমপুরুষার্থ জ্ঞান করেন এবং দেহরক্ষক অন্নপানাদির বার্ত্তায় আসক্ত পুরুষগণের প্রতি ও স্ত্রী-পুত্র-ধনাদিযুক্ত গৃহের প্রতি প্রীতিযুক্ত নহেন এবং জীবনরক্ষার উপযোগী ধনের অধিক স্পৃহা করেন না, তাঁহারাই মহৎ।

জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মানুভবকারীই মহৎ, আর ভক্তিমার্গে ভগবৎপ্রেম-লাভকারীই মহৎ। জ্ঞানী-মহৎ অপেক্ষা ভক্ত মহতের শ্রেষ্ঠত্ব শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। এই নশ্বর দেহ আসনে উপবিষ্টই থাকুক্ বা আসন হইতে উত্থিতই হউক কিংবা দৈবাৎ স্থানচ্যুতই হউক জ্ঞানিসিদ্ধগণ ইহা আদৌ লক্ষ্য করেন না। সাধনভক্তি পার না হইলে দেহাত্মবুদ্ধি সম্পূর্ণ যায় না, - সাধুতে প্রকৃত আপন জ্ঞান হয় না। মধ্যমাধিকারী ও উত্তমাধিকারী এবং মধ্যম মহাভাগবত ও উত্তম-মহাভাগবত- এক নহে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—"শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর। উত্তমাধিকারী সেই তারয় সংসার॥" এখানে

উত্তমাধিকারী সংসার তারয় অর্থাৎ সংসারকে উদ্ধার করেন, এইরূপ অর্থ নয়। উত্তমাধিকারী সংসার তারয় অর্থে—সংসার তরয়ে অর্থাৎ সংসার হইতে উদ্ধার লাভ করেন, এইরূপ অর্থ জানিতে হইবে। উত্তমাধিকারী ও উত্তম ভাগবত এক হইতে পারে না। ইহাতে সাধক ও সিদ্ধের বিচার নিহিত আছে।

ভক্তসিদ্ধ তিনপ্রকার—প্রাপ্ত-ভগবৎ-পার্ষদদেহ, নির্ধূতকষায় ও মূর্চ্ছিত কষায়। শ্রীভরত ও পূর্ব্বজন্মে শ্রীনারদ মূর্চ্ছিতকষায়; শ্রীশুকাদি নির্ধূতকষায় এবং শ্রীনারদাদি প্রাপ্ত ভগবৎপার্ষদ-দেহ। 'সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ' ও 'ঈশ্বর তদধীনেষু'—এই দুইটী শ্লোক যথাক্রমে উত্তম-মহাভাগবত ও মধ্যম মহাভাগবতের লক্ষণ। মধ্যম-মহাভাগবত পরমেশ্বরে প্রেম ভক্তি-যুক্ত। উত্তমের কেবল স্বরূপ ও বৈভবদর্শন; জীবদর্শন, প্রধানদর্শন বা বিদ্বেষিদর্শন তাঁহার নাই। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—মধ্যম পরমেশ্বরে প্রেম করেন অর্থাৎ পরমেশ্বরে ভক্তিযুক্ত হন এবং তদধীন অর্থাৎ ভক্তগণের প্রতি মৈত্রী অর্থাৎ বন্ধুতা করেন, বালিশ অর্থাৎ ভক্তিবিষয়ে অনভিজ্ঞ উদাসীন পুরুষগণের প্রতি কৃপা করেন, বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। 'বিদ্বেষযুক্ত পুরুষের প্রতি উপেক্ষা'—এই বাক্যের অর্থ এই যে, নিজের প্রতি বিদ্বেষিগণের দ্বেষসত্ত্বেও চিত্তে ক্ষোভরাহিত্য-হেতু তদ্বিষয়ে উদাসীন। যেহেতু অজ্ঞ বলিয়া তাহাদের প্রতিও তাঁহাদের কৃপাংশের সদ্ভাব আছে। যেমন হিরণ্যকশিপুর প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের কৃপাংশের সদ্ভাব ছিল। ভগবান্ ও ভাগবতগণের প্রতি যাহারা বিদ্বেষী, চিত্তক্ষোভ থাকিলেও তাহাদের প্রতি অনভিনিবেশই 'উপেক্ষা' শব্দের তাৎপর্য্য। এই ভক্তের অজ্ঞের প্রতি কৃপা এবং দ্বেষকারীর প্রতি উপেক্ষারই স্ফূর্ত্তি হয়, পরন্তু উত্তমের ন্যায় সর্ব্বত্র তাঁহার প্রেমের স্ফূর্ত্তি হয় না। অতএব এই ভক্ত মধ্যম।

শ্রীভরত প্রেমিক ভক্ত। তাঁহার ভূতপালনেচ্ছারূপ সাত্ত্বিক কষায়ভাব নিগূঢ়রূপে বর্ত্তমান ছিল এবং প্রেমও ছিল। ভগবানের জন্য উৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থ ভগবদিচ্ছাতেই শ্রীভরতের এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। ইহা সাধারণ জীবের ন্যায় পতন নহে। শ্রীশুকদেবের কোন কষায় না থাকায় তিনি নির্ধূতকষায় আর ভগবৎপার্ষদদেহ-প্রাপ্ত ভক্তগণ বস্তুসিদ্ধ।

সিদ্ধের ভয় নাই। তিনি অভয়ের পূর্ণাশ্রিত হওয়ায় নিজেও অভয়। দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই ভয় হয়। সিদ্ধের দ্বিতীয়াভিনিবেশ নাই, সুতরাং ভয়ও নাই। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"অভয়ই ভক্তির ফল। আমাকে প্রভু রক্ষা করিবেন, প্রভু ব্যতীত বস্তুই নাই, তিনি আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা—পালনকর্ত্তা, তিনিই বড়, তাঁহার অংশ আমি; তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন, আর অন্য রক্ষক আমার নাই,—এইটীই ভক্তির বিচার। যখন অন্যের নিকট হইতে ভীতি আসিতেছে, তখনই জানিতে হইবে—তাঁহার দ্বিতীয়াভিনিবেশ আছে। ভক্তি ব্যতীত অন্য পথ আছে, এইটাই ব্যভিচার। অস্মৃতি আসার দরুণ গুরুদেবের সেবা করায় বুদ্ধিবিপর্য্যয় হয়। ভীতি হইতেই স্মৃতিনাশ। ভগবান্ ছাড়া আর একটা জিনিষ আছে—এটা থেকেই ভীতি আসিতেছে। সকলই শ্রীভগবানের সহিত সংশ্লিষ্ট; ভগবদতিরিক্ত পদার্থবিচার এলেই আত্মার নিত্যা বৃত্তি ভক্তি বিনষ্ট হইল। যখন প্রভুকে পালকজ্ঞানে নিজেকে তাঁ'র পাল্য বিচার আসে, তখনই ভয় ও শোক যায়। সেইটাই ভক্তি।

পত্রোত্তর

[শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের অবদান-বৈশিষ্ট্য]

গ্রাম—বড় বহরকুলী
পোঃ বাদলা (বর্দ্ধমান)।
ইং ১৬।৪।৮৫

শ্রী শ্রীবৈষ্ণব-চরণে অসংখ্য দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বিকেয়ম্—

পূজনীয় * * প্রভো! সর্ব্বাগ্রে এই অধমের ভক্তিপূর্ণ দণ্ডবন্নতি কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন। আপনার ২৫।৩।৮৫ তারিখের লিখিত কয়েকটি প্রশ্ন-সম্বলিত কৃপাপত্রটি কিছুদিন পূর্ব্বে পাইয়া তাহা শিরে ধারণপূর্ব্বক পরমানন্দিত হইয়াছি। আমি ভক্তিহীন ও শাস্ত্রসিদ্ধান্তে অনভিজ্ঞ—ইহা তো আপনার অজানা নাই; তথাপি আপনি কৃপাপরবশে আমাকে উত্তর লিখিতে আদেশ করিয়া আত্মশোধনের সুযোগ দান করিয়াছেন,—ইহা আপনার অহৈতুকী করুণা! পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিপূর্ণ অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহার

কৃপা প্রার্থনা করিয়া এই পত্রে সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর প্রদান করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। আপনি নিজে যে প্রশ্নগুলি রাখিয়াছেন তাহা এইরূপ ;— ১) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মর্ত্ত্যে আগমন,—সূচনা, দয়া ও অবদান-বৈশিষ্ট্য কি ? (২) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দয়া ও অবদান-বৈশিষ্ট্য কি ? —তাহা তুলনামূলক আলোচনা তথা Comparative study করিয়া বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রমাণসহ সৎসিদ্ধান্তমূলে বিস্তারিতভাবে লিখিতে হইবে। কিন্তু প্রভো! প্রশ্নানুসারে উত্তর বিস্তারিত লিখিতে গেলে তাহা একটি পুস্তকের আকার ধারণ করিবে এবং অধিক সময়-সাপেক্ষ। আমার লেখনী কতদূর গ্রহণযোগ্য হইবে তাহা পূজনীয় শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণই বলিতে পারেন। যাহা হউক, শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা সম্বল করিয়া সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতেছি ;—

(১) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মর্ত্ত্যে আগমন,—সূচনা ঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র যেমন প্রতি দ্বাপরযুগে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হন না, তেমনি শ্রীচৈতন্য-দেবও প্রতি কলিযুগে অবতীর্ণ হন না। প্রতি যুগে যুগে যিনি আসেন তাঁহাকে যুগাবতার বলা হয়। প্রতি দ্বাপরে যুগাবতার শ্যাম আসেন এবং প্রতি কলিতে যুগবতার কৃষ্ণ আসেন। ব্রহ্মার একদিনে স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ একবার ভৌমে অবতীর্ণ হন অর্থাৎ যে-দ্বাপরে কৃষ্ণ আসেন, তার ঠিক পরবর্ত্তী কলিতেই শ্রীচৈতন্যদেব আসিয়া নাম-প্রেম জীবগণকে দান করেন।

ব্রহ্মার একদিনে তিঁহো একবার।
অবতীর্ণ হঞা করে প্রকট বিহার ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৩।৬)

দ্বাপরে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আসিলে ঐ যুগাবতার শ্যাম তাঁহাতে প্রবিষ্ট হন এবং কলিতে শ্রীচৈতন্যদেব আসিলে ঐ যুগাবতার কৃষ্ণ তাঁহাতে প্রবিষ্ট হন। বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র নিজ চিচ্ছক্তিবলে ব্রজের সহিত অবতীর্ণ হন। কারণ ব্রজধাম ব্যতীত অন্যত্র পারকীয় রসের অবস্থিতি নাই।

"বৈবস্বত নাম এই সপ্তম মন্বন্তর।
সাতাইশ চতুর্যুগ গেলে তাহার অন্তর ॥
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৩।৯ : ০)

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে, ১ম অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই প্রপঞ্চে অবতরণের কারণ বর্ণিত আছে। "শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী"-গ্রন্থে উল্লিখিত আছে ;—

"কংস জরাসন্ধ আদি নৃপরূপ ধরি।
দৈত্যগণে ব্যাপিল সকল মর্ত্ত্যপুরী॥
তা, সভার ভরে অতি করিয়া ক্রন্দন।
পৃথিবী লইল গিয়া ব্রহ্মার শরণ॥
যাবৎ পাতালে মোর নাহি হয় গতি।
তাবৎ রাখিতে মোরে করিবে শকতি॥
অসুরের ভুরিভার সহনে না যায়।
এ সব গোচর দেব কৈল তুয়া পায়॥
পৃথিবীর বচন শুনিয়া প্রজাপতি।
ইন্দ্র আদি দেবগণ করিয়া সংহতি॥
চলিলা চতুরানন সঙ্গে মহেশ্বর।
ক্ষীর জলনিধি যথা প্রভু গদাধর॥
বেদমন্ত্রে স্তুতি কৈল যত দেবগণে।
সমাধি করিয়া ব্রহ্মা রহিল ধেয়ানে॥
শুনিলা ঈশ্বর-বাণী আকাশমণ্ডলে।
সমাধি ভাঙ্গিয়া ব্রহ্মা বলে উচ্চস্বরে॥
শুন শুন দেবগণ ঈশ্বরের বাণী।
আপনে কহিলা কথা প্রভু চক্রপাণি॥
পৃথিবীর দুঃখ প্রভু জানেন আপনে।
পূরবেই কৈলা প্রভু তার সমাধানে॥
তুমি সব জন্ম লভ গিয়া যদুবংশে।
সভাই জনম গিয়া নিজ নিজ অংশে॥
বসুদেব ঘরে হরি দৈবকী-উদরে।
অবতার করিব আপনে ক্ষিতিতলে॥
দিব্যমূর্ত্তি যত আছে দেবতাসুন্দরী।
জনম লভুক গিয়া নররূপ ধরি'॥
অনন্ত ধরণীধর সহস্র বদন।
প্রথমে আসিয়া তিঁহো লভিব জনম॥

বিষ্ণুমায়া ভগবতী জগৎমোহিনী।
আপনেহ আজ্ঞা তারে দিলা চক্রপাণি॥
কার্য্য সাধিবারে তিহো জন্মিব আপনে।
এ বোল বুঝিয়া দেব চল নিজস্থানে॥
পৃথিবী পাঠায়্যা দিল করিয়া আশ্বাস।
তবে ব্রহ্মা চলিলা আপন নিজবাস॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও
শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায় সংরক্ষক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ** শ্রীস্বরূপ রূপানুগ-বিনোদ-সরস্বতী-ধারায় স্নাত হইয়া নববিধাত্মক ভক্ত্যঙ্গ-যাজনের যে-পথকে আরও সুগম করিয়াছেন সেই প্রেরণায় উজ্জীবিত হইয়া শ্রীসমিতির সেবকবৃন্দ বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের আনুগত্যে নবদ্বীপাত্মক শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার প্রায় চারদশক হইতে উদযাপন করিয়া আসিতেছেন। বিগত বর্ষের ২৫শে গোবিন্দ, ৪৯৮ গৌরাব্দ (১৮ই ফাল্গুন, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ) শনিবার হইতে এই অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে সহস্র সহস্র ভক্তবৃন্দ নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে সমবেত হইতে থাকেন। শ্রীগৌড়ীয়-সারস্বত-ধারাবস্থিত বহু মঠ-মন্দির হইতে আগত বৈষ্ণবগণ মিলিত হইয়া অনুষ্ঠানকে সুন্দর ও আনন্দমুখর করিয়া তোলেন।

১৮ই ফাল্গুন (ইং ২।৩।৮৫), শনিবার—পরিক্রমার সঙ্কল্প-গ্রহণ বা অধিবাস-দিবস। এই দিন সহস্র সহস্র ভক্তগণ সমাবেশ হওয়ায় আশ্রম জনাকীর্ণ হইয়া পরে। আশ্রমেরশতাধিক গৃহ ও ১০।১২টি প্যাণ্ডেল ভর্ত্তি হওয়ায় মঠের পার্শ্ববর্ত্তি সদাশয় অনেক সজ্জনগণের গৃহেও কিছু যাত্রি-গণের থাকার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। এই দিন অপরাহ্ণে কীর্ত্তনান্তে সন্ধ্যারতি হইলে এক মহতী সভার আয়োজন হয়। উক্ত সভায়

সমিতির সভাপতি-আচার্য্য মহারাজের পৌরহিত্যে এক গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সভানুষ্ঠান আরম্ভ হইলে স্বাগত ভাষণে সমিতির সাধারণ সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ভক্তগণের এইরূপ আশাতীত-সংখ্যক সমাবেশ হওয়ায় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদ-পদ্মেরই অহৈতুকী কৃপা-হেতু হওয়া সম্ভব হইয়াছে বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

শ্রীধাম-পরিক্রমা ও তীর্থপর্য্যটন যে এক-পর্য্যায়ভুক্ত নহে,—এই প্রসঙ্গে সমিতির উপাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ভাবপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গীলইয়া বিশদ ব্যাখ্যা করেন। এতদ্ব্যতীত সভাপতির ভাষণে পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ ধাম, তীর্থ পুণ্য অনুষ্ঠান ও ভক্ত্যনুষ্ঠান প্রভৃতির তাৎপর্য্য সম্পর্কে তাঁহার স্বভাবসুলভ-প্রাঞ্জল ভাষায় বিশদ ব্যাখ্যা করেন এবং আগামী দিবসে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিক সমাপ্তান্তে পতিতপাবনী সুরধুনী স্পর্শান্তে শ্রীগৌরজন্ম-স্থান শ্রীমায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া ভক্তির ভগীরথ শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী সানন্দসুখদ-কুঞ্জ দর্শনান্তে সুবর্ণবিহার হইয়া ভক্তবিঘ্ন-বিনাশনকারী শ্রীনৃসিংহদেবপল্লী-পরিক্রমান্তে তথায় একাদশীর অনুকল্প করিয়া ভক্ত ও ভগবানের মিলনস্থলী হংস বাহনস্থ শ্রীহরি-হরক্ষেত্র হইয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। তদনন্তর তাঁহার নির্দ্দেশে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইলে সভার সমাপ্তি ঘটে।

এই উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ভক্ত-বৃন্দ ও শ্রদ্ধালু তীর্থদর্শনার্থীগণকে প্রতিবৎসর শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা করাইয়া থাকেন। এতদুপলক্ষে বিগত ১৯শে ফাল্গুন, ১৩৯১ (ইং ৩।৩।৮৫) রবিবার হইতে ২২শে ফাল্গুন (ইং ৬।৩।৯৫) বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য), **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য), **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য), **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য), **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য), **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য), **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য), **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য ও **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্মনিবেদনাখ্য)-এই নববিধাখ্য ভক্তিযাজন-পীঠসমূহ পরিক্রমণ, দর্শন ও তত্তৎস্থান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা হয়।

শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তন, শ্রীগৌরপার্ষদগণের পূতভূমি দর্শন, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ, ভক্তগণ-সঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দরের তথা তদীয় পরিকরগণের

মহিমা বর্ণন এবং গৌর-ব্রজজনে ও উভয় ধামের অভিন্নত্ব বিচার-বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিবার বিচারধারা যাজন প্রভৃতির সুযোগ লাভ হয়।

জগতে শুধু খাওয়া-শোয়া, জড়-লিপ্সান্ধতাই যে সুদুর্ল্লভ মনুষ্য-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, তাহা বারবার সতর্কিকরণ করা হয়। কারণ যে-চিৎসত্তার উপর নির্ভর করিয়া এই জীবনে কত-আশা-ভরসার স্বপ্ন দেখিয়া থাকি, অথচ সেই চিৎসত্তাটি কি ও উহার স্বরূপ কি—তাহা অনুসন্ধানীয় নহে কি? কেননা ধ্বংসশীল বা ক্ষণভঙ্গুর এই শরীর, মন লইয়াই জগতের বেশীসংখ্যক মানব-সমাজ ব্যস্ত। অথচ সেই চিৎসত্তার অনুপস্থিতি ঘটিলে এই সাধের জীবন অচল হইয়া পরে। কি আশ্চর্য্য, যে-মানব-সমাজ নিজেদেরকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলিয়া আত্মতুষ্টি লাভ করিতে চাহেন—সেই বুদ্ধিমান (?) গণ ধ্বংসশীল শরীর ও পরিবর্ত্তন-শীল মন লইযাই ব্যস্ত।

এই যে মানবের মিলনতীর্থ—এখানেই এই জীবনের যথার্থতা হিসাব-নিকাশের স্থল। জীবনে আমরা প্রকৃতই যে কতটুকু লাভবান অথবা লোকসানের পথে যাইতেছি—তাহার নিখুঁত বিচার করা পন্থা-বিশেষ জানিতে হইবে। আত্মসমালে চনা ও জীবজগতের পর্য্যালোচনা করিয়া সংসারের পথচলার নির্ণয় সাধনেই ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই সমাবেশে কোনরূপ কোন সাম্প্রদায়িকতার অবকাশ নাই। জাতি-বিদ্বেষণা, অপরিণাদর্শী ধর্ম্মান্ধতার স্থান পায় না। দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্কীর্ণতারূপ বিভেদ, গণ্ডিবদ্ধ প্রাদেশিকতা, জড়ভাষাবাদের হীনমন্যতা প্রভৃতি কলুষতা হইতে ত্রাণ পাইয়া আদর্শ মানব-সমাজ—যাহা বাস্তব আত্মিয়তা আনয়ন করে। অর্থাৎ আত্মার সহিত মিলন বৈশিষ্ট্যই পরিলক্ষিত হয়, অথচ শারীরিক ও মানসিক সংঘাতের পরিপন্থী। উদরপূর্ত্তি ও খলমনের শঠতার আনন্দরূপায়ণ—এই মহোৎসবের কাঙ্ক্ষীত বিষয়বস্তু নহে। পরন্তু ইহা মানব জাতির মুখ্য জাগরণের সোপান।

সপ্তাহব্যাপী প্রায় ৭।৮ হাজার ভক্তবৃন্দের উপস্থিতি শ্রীমঠকে মুখরিত করিয়া তোলে। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় বহু লোক এই উৎসবে যোগদান করিয়া শ্রবণ, কীর্ত্তন, প্রসাদ-সেবন প্রভৃতির সুযোগ লাভ করেন। সুতরাং লক্ষাধিক লোকের প্রসাদ পাইবার ও কেহ অসুস্থ হইয়া পরিলে তাঁহাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসারও ব্যবস্থা হয়।

—শ্রীভূদেব ব্যানার্জী



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩৭শ বর্ষ } ১২ বামন, ক্ষীরোদশায়ী, ৪৯৯ গৌরাব্দ
৩২ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৯২ : ইং ১৫।৬।১৯৮৫ } ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদঃ

শ্রীশ্রীগৌর-বিরুদাবলী

[শ্রীল-রঘুনন্দন-গোস্বামি-বিরচিত]

জয় চারুধাম, জিতরূপ কাম,
পরিগীত নাম, চরিতাভিরাম, ধীর ॥২৫॥

হে ধীর! মনোহর রূপে মদনকে পরাস্ত করিয়াছেন, হরেকৃষ্ণাদি নাম সর্ব্বদা গান করিতেছেন। হে মনোজ্ঞচরিত্র, জয় হউক আপনার ॥২৫॥

লক্ষ্মীললিতাবিলোচনমধুলিম্মোদনমুখামলাম্ভোজঃ।
তাপহরঃ সুখদায়ী জয়তি শ্রীগৌরকাসারঃ ॥২৬॥

শ্রীগৌর-সরোবর জয়যুক্ত হউন। লক্ষ্মীর ললিতলোচন ভৃঙ্গের মোহও আনন্দপ্রদ শ্রীমুখই অমল কমল। সংসার-তাপ হরণ করিয়া চিদানন্দদানে সুখী করাই এ-সরোবরের বৈশিষ্ট্য ॥২৬॥

অবনী তলগত জননী. পদনত,
করুণার্দ্র হৃদয়, শরণাগত ভয়
দমনে পটুতর. শমনেক্ষণহর,
দুরিতান্বিতজন শুচিতা সুঘটন,
দলিতা মলবর হরিতাল রুচির,
মদনার্ব্বুদমদ দলনাতুলপদ,
তরুণীমণিনিজ গৃহিণী প্রিয়ভুজ,
কদনার্দ্দনকর, বদনামৃতকর.
সুমনোজনচয়, সুমনোর্চ্চিত জয়, দেব ॥২৭॥

হে দেব! আপনার জয় হউক, প্রেমভক্তিও সদাচার শিক্ষাদিতে পৃথিবীতে আপনার অবতার. আপনি জননীপদে প্রণত, সকরুণহৃদয়, শরণাগতের ভয়হারী. মম ভয় নিবারক, পাপিষ্ঠকে সাধু করিতে সমর্থ, দলিত হরিতাল দ্যুতিধর, এবং অতুল পদশোভা-দ্বারা অর্ব্বুদ মদনের গর্ব্বখর্ব্বকারী। ভবদীয় কর, তরুণীর শিরোমণি ত্বদীয় গৃহিণীর ভুজ আলিঙ্গনকারী। হে চন্দ্রবদন! পবিত্রচেতা সুবুদ্ধিগণ সুন্দরপুষ্পে বা সদ্ভাব-দ্বারা আপনার অর্চ্চন করেন ॥২৭॥

অবলীক্ষণলেশমাত্রতো ভবতীব্রব্যথয়ার্দ্দিতান্ নরান্।
যুবতীজনচিত্তমোহন, ভবতীহ প্রথতাং রতির্ম্মম ॥২৮॥

হে গৌর! আপনার ইঙ্গিতমাত্র (কটাক্ষমাত্র) সংসারের তীব্র যাতনা দূর হয়; হে যুবতী চিত্তবিমোহন! আপনাতে আমার রতি বিধান করুন ॥২৮॥

সুন্দর নিন্দিত, কুন্দরদস্মিত,
নন্দিত সজ্জন, সন্দিত দুর্জ্জন,
সিন্ধুর বিক্রম, বন্ধুর বিভ্রম, ধীর ॥২৯॥

হে ধীর! মৃদুহাস্যে আপনার কুন্দবিনিন্দি দন্তশ্রেণীর অপূর্ব্ব শোভা। সজ্জনকে সুখী ও দুর্জ্জনকে দমন করেন · হে গজেন্দ্র পরাক্রম, হে রমণীয় লীলাময়, জয় হউক আপনার ॥২৯॥

গৌড় পূর্ব্বগিরি মূর্দ্ধ্নি সূত্থতা কুন্দ কম্বু সম শুভ্র শোচিষা।
দীপ্যতে জগদিদং তমোঘ্নতা গৌর তাবক যশঃ সুধাংশুনা ॥৩০॥

হে গৌর! আপনার যশঃ শশধর, গৌড় পূর্ব্বাচলের শিখর হইতে উদিত হইয়া কৌমুদী-দ্বারা কুন্দশঙ্খ প্রভৃতির ধবলিমাকে পরাজয়পূর্ব্বক এই তমোগ্রস্ত জনকে সুধা ধবলিত করিয়াছেন ॥৩০॥

শ্রীশচীতুন্দ সাগরানন্দ
ভেশ হেহত্যন্ত, মোহিতানন্ত,
যৌবতানঙ্গ খেলিতাশঙ্গ,
নাশিতাতঙ্ক, লোভিতাশঙ্ক,
সেবিতানন্দ গীতগোবিন্দ
গান সানন্দ মানসাসন্দ
পাতকাসঙ্গি শোধনে রঙ্গি
দাস পাষণ্ড সেমুষী খণ্ড
কারকাটঙ্ক সোমভাপঙ্ক
কীর্ত্তিকাব্যঙ্গ, শোভনোৎসঙ্গ
চারুতামঞ্চ, মে মনোঽভ্যঞ্চ, দেব ॥৩১॥

হে দেব! আমার মনোমধ্যে সঞ্চরণ (বিহার) করুন। হে ভ্রাতা, "মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্রই তোমার মনে সঞ্চরণ করুন, আমি কে?" এরূপ বাক্য বলিতে পারেন না। কারণ শ্রীশচীর গর্ভ-সিন্ধু হইতে অকলঙ্ক পরিপূর্ণ চিচ্চন্দ্র আপনি উদিত হইয়া জগতের মায়ান্ধকার ও ত্রিতাপ নাশ করিতেছেন। অসংখ্য যুবতীকে মোহিত করিতেছেন; আপনি বৈরাগ্যবান্, লোকের ভয়হারী, লোভজনক বস্তু হইতে দূরে স্থিত, আনন্দময় বিষ্ণুর উপাসনা-সেবা-শিক্ষাপ্রদ, গীতগোবিন্দগানে আনন্দিতমনা, অমঙ্গলপ্রদ পাতকীগণের শোধন করিয়া তাহাদের বুদ্ধি নির্ম্মল করিতে আপনি সপার্ষদে নিয়জিত অসংখ্যচন্দ্রের কৌমুদীকীর্ত্তিকে, আপনার যশ্চত্র ব্যঙ্গ করে, মনোহর ধ্বজাদি চিহ্নে আপনিই বিশেষ শোভিত ॥৩১॥

ভৃঙ্গাঙ্গনা-রুচি-পতঙ্গ-সুতাসুসঙ্গদ্
গঙ্গাতরঙ্গকৃতরঙ্গসদঙ্গভঙ্গ।
আনন্দিতদ্বিজপুরন্দর মন্দমন্দং
মাং গৌরচন্দ্র ননু নন্দয় শন্দদানঃ ॥৩২॥

ভ্রমরীশ্রেণীর ন্যায় যাহার (যমুনার) কান্তি, অথবা ভ্রমরীবৃন্দের (গোপাঙ্গণাগণের) যাহাতে অতিশয় অভিরুচি, সেই সূর্য্যতনয়া যমুনার

সহিত মিলিত গঙ্গার তরঙ্গমালার সঙ্গে পার্ষদবৃন্দসহ রঙ্গকারী সাত্বিক-বিকারযুক্ত, পরমমঙ্গলপ্রদ শ্রীগৌরাঙ্গ আমাকে আনন্দদান করুন ॥৩২॥

পণ্ডিতগণ-বন্দ্যচরণ, ভক্তিনিপুণ-বর্ণিতগুণ, ধীর ॥৩৩॥

হে ধীর! (সার্ব্বভৌম প্রবোধানন্দাদি পণ্ডিতগণ আপনার চরণ বন্দনা করেন) ভক্তিনিপুণ-(সনাতন প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি) গণ আপনার গুণ বর্ণন করিয়াছেন, আপনার জয় হউক ॥৩৩॥

ঊর্দ্ধে বাহুযুগে সুচারুমুরলীং মধ্যেঽব্জশঙ্খৌ তথা-
ধঃস্থে চক্রগদে দধৎ প্রকটয়ন্নত্যন্তচিত্রং বপুঃ।
নিত্যানন্দমনন্দয়ন্নিজমহৈশ্বর্য্যেক্ষণায়োৎসুকং
সোঽয়ং মে দয়তাং সগৌরকহরির্ভক্তিপ্রিয়ঃ ষড়্ভুজঃ ॥৩৪॥

যিনি, স্বীয় মহৈশ্বর্য্যদর্শনেচ্ছু নিত্যানন্দকে ষড়্ভুজমূর্ত্তি দেখাইয়া আনন্দিত করিয়াছিলেন, যাঁহার ঊর্দ্ধবাহুদ্বয়ে সুচারুবংশী, মধ্যভুজদ্বয়ে পদ্মশঙ্খ এবং অধঃস্থ বাহুযুগলে চক্র ও গদাধারণ করিয়াছিলেন, ভক্তপ্রিয় সেই বিচিত্র ষড়্ভুজ গৌরাঙ্গ আমাকে দয়া করুন ॥৩৪।

ধরণিবিবুধকুলপঙ্কজদিনকর, নিজজনকুমুদশুভঙ্করশশধর,
কলিমদকলকনি-দণ্ডন-হরিবর, সুকৃতি-দবথু দব-খণ্ডন-জলভর,
চরণযুগলরুচিনিন্দিতসরসিজ, নিরুপমকরিকরবন্দিতবরভুজ,
সিতরুচিতনুপটসম্বৃতরুচিভর, পরিবিলসদুরসি সম্ভৃতমণিসর,
মুখরুচিজিতশরদিন্দুনলিনভগ, রসবিগলদুদকবিন্দুনয়নযুগ,
মসৃণকুটিলতরকুন্তল শশিসম, বিস্ফুরদরুণকদন্ত কৃপয় মম, দেব ॥৩৫

হে দেব! আমার প্রতি কৃপা করুন। আপনি ব্রাহ্মণকুল পঙ্কজের দিনমণি; নিজজন-কুমুদের চন্দ্র, কলিকাল-মদমত্ত হস্তীর মহাবলসিংহ, সুকৃতি জনের পরিতাপ-দাবানলের নির্ব্বাপক জলরাশি। আপনার চরণ-যুগলের শোভা, পদ্মকেও নিন্দা করে। নিরুপম বাহু শোভা করিশুণ্ডকে গঞ্জনা দেয়, সূক্ষ্ম শ্বেতবসনে আবৃত আপনার দেহের সুষমা অনির্ব্বাচ্য। বক্ষঃস্থলে মণিহার দেদীপ্যমান, কমলও শশীর সৌন্দর্য্যকে নিন্দা করিয়া আপনার অতুলন মুখশোভা বিকাশ পাইতেছে। কৃষ্ণপ্রেমে বিগলিত অশ্রু বিন্দুতে নয়নের অপূর্ব্ব মনোহারিত্ব প্রকাশিত। শশী কিরণের ন্যায় দীপ্তিচ্ছটাবিকাশী দন্তশ্রেণীর শোভা বলা যায় না ॥৩৫॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৮৭ পৃষ্ঠার পর)

কোথায় অন্য সব কথা বাদ দিয়ে শতকরা শতভাগই ভাগবতের কথা—নিত্যমঙ্গলের কথা প্রবল হবে, তা না হয়ে উল্টো বিচার হয়ে উঠেছে। জীবের যাবতীয় সঙ্কীর্ণ বিচার থেমে যাক। ভাগবতের কথা আলোচনা না করলেই আমরা অন্যান্য বিষয়ে মন দিব, বিশ্ব বলে—সংসার বলে ব্যাপারগুলি উপস্থিত হবে। যারা জন্ম-জন্মান্তরে ভগবৎ-প্রসঙ্গ-বিমুখ হয়ে সংসারে দুঃখকষ্ট—অশান্তি ভোগ করছেন তাঁরা কি এখনও স্বাস্থ্যলাভ করার জন্য চেষ্টা করবেন না? প্রবৃত্তিমার্গে নানা প্রবৃত্তি-দ্বারা চালিত হয়ে পদে পদে অশান্তি ভোগ করতে হয়, একমাত্র ভগবৎকথাশ্রয়েই পরমা শান্তি লাভ হতে পারে। মনুষ্যজাতির একথা কি এখনও বিচার্য্য হবে না।

শ্রীব্যাস তাঁর পুত্র শুকদেবকে ভাগবত পড়িয়েছিলেন, যে শুকদেব সংসারে প্রবিষ্ট হন নি। কত উদারতাসহ তাঁকে ভাগবতের কথা বলতে পেরেছিলেন—দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট না থাকায় বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ-বোধ করতে হয় নি, এমন একটী শ্রোতা শুকদেব। ব্যাস শুকদেবকে বলবার পূর্ব্বে নারদ থেকে, নারদ আবার নারায়ণঋষি থেকে ভাগবত শুনেছিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণব্রহ্মদেবর্ষিবাদরায়ণ' ক্রমে অস্মদ্‌গুরু-পারম্পর্য্যে যে-কথা আছে, সেই একই কথা। শ্রীভগবানের নিজ উক্তি হতে আমরা জানতে পারি,—

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥
তেন প্রোক্তা চ পুত্রায় মনবে পূর্ব্বজায় সা।
ততো ভৃগ্বাদয়োঽগৃহ্ণন সপ্ত ব্রহ্মমহর্ষয়ঃ॥
তেভ্যঃ পিতৃভ্যস্তৎপুত্রা দেবদানবগুহ্যকাঃ।
মনুষ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ সবিদ্যাধরচারণাঃ॥
কিং দেবাঃ কিন্নরা নাগা রক্ষঃ কিম্পুরুষাদয়ঃ।
বহ্ব্যস্তেষাং প্রকৃতয়ো রজঃসত্ত্বতমোভুবঃ॥
যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা।
যথা প্রকৃতি সর্ব্বেষাং চিত্রা বাচঃ স্রবন্তি হি॥"

(ভাঃ ১১।১৪।৩-৭)

এই ভক্তির কথাই কালপ্রভাবে প্রলয়ে বিনষ্ট হয়েছিল। ভগবৎকর্ত্তৃকই আদিকবি বিরিঞ্চির নিকট বেদনামে পরিচিত ভাগবত-ধর্ম্ম সৃষ্টি-প্রারম্ভে কথিত হয়েছিল। তাঁদিগের হ'তে পিতৃগণ—পিতৃগণ হতে দেবদানব-গুহ্যকগণ, মনুষ্য, সিদ্ধগন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর চারণ, কিন্নর, কিংদেব নাগগণ, রাক্ষসগণ, কিম্পুরুষগণ লাভ করে স্ব-স্ব রজঃসত্ত্বতমো-গুণজাত প্রকৃতিবিচারে বিচিত্র বিচারপুষ্ট বাক্যসকল বলেছেন। বিভিন্ন প্রকৃতির অধিষ্ঠানক্রমে ভূতপতিগণের মধ্যে বিভিন্ন বেদবিচারে বিভিন্নতা এসেছে।

প্রথমে ভাগবতের কথাগুলি শ্রীশুক তাঁর ছাত্রজীবনে শম্যাপ্রাস মঠে আলোচনা করেন। ব্যাস তাঁর পুত্র কুমারধর্ম্মী অকৃতদার শুকদেবকেই ভাগবত বলেছিলেন। তিনি আর সংসারে প্রবিষ্ট না হয়ে মহারাজ পরীক্ষিতের ন্যায় বিবিধ শ্রোতা পেয়ে তাঁদের সেই কথা বললেন। যিনি ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হয়ে রাজ্য-ঐশ্বর্য্য সমস্ত ছেড়ে দিয়ে গঙ্গাতটে প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট হয়ে পরমার্থের জন্য পার্থিব শরীর-ত্যাগের যত্ন প্রদর্শন করেছিলেন, এমন একজন ব্যক্তিকে শ্রীশুক ভাগবতকথা বলবার শ্রোতৃরূপে পেলেন। শ্রীব্যাস শুকদেবকে অত্যন্ত সাহসের সহিত—সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে "সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ শোচ্যেষু যোষিৎ-ক্রীড়ামৃগেষু চ" প্রভৃতি তীব্র কথা বলতে পেরেছিলেন। আবার শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে পরম সাহসে সেই কথা বলতে পেরেছেন। পরীক্ষিৎ তাঁর অধ্যাপক শুকদেবের নিকট যা শুনেছিলেন, তা মজঃফর-পুর জেলার অন্তর্গত শুকরতল ভুখাড়হেড়ি বা ভোপা নামক স্থানে। এখানেই ভাগবতের দ্বিতীয় বৈঠক হয়। তৃতীয় বৈঠক—নৈমিষারণ্যে। শৌণকাদি ষষ্টিসহস্র ঋষি সূতগোস্বামীর নিকট ভাগবতকথা শুনেছিলেন। সূত চারণ শ্রেণীর লোক। পূর্ব্ব ইতিহাস গান করে বলার জন্য তাঁরা শিক্ষিত হতেন। আজকাল ঘটকেরা যেমন পূর্ব্বপুরুষের কথা বলেন, সেই প্রকার শ্রীসূত শুকপরীক্ষিৎ-সংবাদ ষাট হাজার ঋষির কাছে শুক-স্থানে শ্রুতবাক্যসকল অভিনয়ের মত গান করেছিলেন। ঋষিগণ কলি সমাগত দেখে সহস্রদিবসব্যাপী এক যজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন। ভগবদিচ্ছায় শ্রীসূত সেস্থানে উপস্থিত হলে ঋষিরা তাঁকে ভাগবতবক্তৃরূপে বরণ করেছিলেন। শ্রীসূত শ্রীশুকমুখে যে-কথা শুনেছিলেন, অতি অল্প

সময়ের মধ্যে সেই আঠার হাজার শ্লোকের পাঠনকার্য্য আরম্ভ করে দিলেন।

"তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরোভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।"

এদিকে কর্ম্মকাণ্ডীয়েরা বেদত্রয়ীর মধুপুষ্পিতবাক্যে আছন্ন হয়ে বেদের আশ্বলায়ণ, সাংখ্যায়ণাদি শাখা নির্ণয় করে তাই নিয়ে ব্যস্ত হলেন; সব চেয়ে বুদ্ধিমান ভাগ্যবান যাঁরা, তারা সুপ্রাচীন একায়ণ পদ্ধতি আশ্রয় করলেন।

ভাগবত-সম্প্রদায়ের দুই প্রকার প্রবৃত্তি। এক সনৎকুমার হতে আর এক ব্রহ্মানারদাদি অস্মদ্ গুরুপারম্পর্য্যের কথা আপনারা শুনেছেন। ধরা-দ্বারা গঠিত শ্রীমূর্ত্তি -পরম ঐশ্বর্য্যময়ী মহালক্ষ্মী-পূজার বিচার থেকে যে অর্চ্চনপথ —ঈশ্বর ভাব যার অনুগত, সেই পদ্ধতি সনৎকুমার হতে এসে পৌঁচেছে।

ভাগবতের বা বৈষ্ণবের আগের কথায় হংস পরমহংস সংজ্ঞা। ত্রেতায় যখন জাতির বিভাগ হল, তখন চ্যুত ও অচ্যুতগোত্রীয়ের একটা পার্থক্য ছিল। যেমন আমরা ভাগবতে দেখতে পাই,—

"সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ॥"

অচ্যুতগোত্র ভাগবত পরমহংসকুল, আর চ্যুতগোত্র ঋষিকুল। এঁরা উভয়েই পরম সম্মানিত। এঁদের উভয়েরই মধ্যে পরজগতের আলোচনা ছিল। যাঁদের পরজগতের কথা আলোচনা আছে, তাঁদের খাজনা দিতে হত না, তাঁরা বিনা মূল্যে মঠমন্দিরে বাস করতেন। আলাদা করে বিত্তসংগ্রহের প্রয়োজন হত না। পৃথিবীতে সকলেরই কর্ত্তব্য সাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণ ও ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবের সেবা করা। পৃথু-মহারাজের সময়ে এই বিচার ছিল। তিনি সপ্তদ্বীপের একচ্ছত্র রাজা ছিলেন। ঋষিবংশের কোন দণ্ড নেই। কিন্তু তাই বলে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়ে ব্রাহ্মণেতর আচারে প্রবৃত্ত হলে বড়ই কলঙ্কের কথা। পৃথুর সময় তা ছিল না। ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ বৈদিক আচারে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, শ্রৌতগৃহসূত্রানুসারে চলতেন। আর অচ্যুতগোত্রীয় বৈষ্ণব-গণের পরমার্থানুশীলনই প্রবল ছিল। ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব কেউই ফৌজদারী বা দেওয়ানী কোন অপরাধই করতেন না। ইহা আমরা

ভাগবতে পাই। ভাগবতালোচনা ঋষিবংশের মধ্যেও ছিল। যখন সংহিতা বলা হয়েছে, তখন সংগৃহীত হয়ে, সর্ব্বত্র না হলেও, স্থানে স্থানে উহার আলোচনা নিশ্চয়ই ছিল। কেন না আজও জিনিষটা রয়েছে। ভাগবতকে কেউ বলেন—ইহা পাঞ্চরাত্রিক গ্রন্থ, পুরাণ নহে, কেউ আবার দেবীভাগবতকেই প্রাচীন বলে দাবী করছেন। ভাগবতের পক্ষের পক্ষের লোক বলে যাঁরা পরিচয় দেন, তাঁরা আবার ভাগবতকে পণ্যদ্রব্য করে ফেলতে চান। শ্রোতার রুচির অনুকূলে বিমর্দ্দিত হয়ে লাভপূজা-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী কখনও ভাগবতের সেবক হতে পারেন না।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা যাঁরা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত, অন্যাভিলাষ—কর্ম্ম-জ্ঞানাদি চেষ্টা হতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত, ভাগবত তাঁদেরই আরাধ্য, তাঁরাই ভাগবতের আরাধনা জানেন। ভাগবতকে অর্থ-উপার্জ্জন, পুণ্যসংগ্রহ বা দুঃখনিবৃত্তির দাওয়াইখানা রূপে পর্য্যবসিত করা ভাগবতের সেবা নয়।

শ্রীচৈতন্যদেব যখন জগতের দুঃখ জানলেন, তাঁর পরম প্রিয় সনাতন, রূপ, জীবগোস্বামিগণ যখন জগতের দুঃখে দুঃখিত হলেন, তখন তাঁরা ভাগবতকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করতে বাধা দিলেন। ভাগবতকে কালিদাস, মাঘ, শ্রীহর্ষ, ভারবী, ভর্ত্তৃহরী প্রভৃতি লিখিত বা অন্যান্য কাব্য বা পুরাণগ্রন্থের অন্যতমরূপে, অথবা তাঁর (ভাগবতের) আলোচনাকে কালাপহারিণী ব্যবস্থা-বিশেষে নিযুক্ত হতে দিলেন না।

শ্রীচৈতন্যদেব জয়দেবের মধুর কোমল কান্তপদাবলীর আদর করলেন। জয়দেব মহাত্মার অষ্টপদী গীতগোবিন্দ উৎকলদেশে বেশ প্রচার আছে। দক্ষিণদেশে কম, পশ্চিমে নেই বললেই হয়, বাংলা-দেশে বহুল প্রচারিত। জয়দেব ভাগবতের কথা—তৃতীয় বৈঠকের কথা যাতে লিখিত আছে, তা অবলম্বন করে পরিশিষ্ট কথা বর্ণন করেছেন। অনেকে জয়দেবের কথা বুঝতে না পেরে তাঁকে আদর করতে পারেন নি।

দক্ষিণদেশের কৃষ্ণবেণ্বা নদীর ধার হতে মহাপ্রভু 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' বলে একখানি পরমোপাদেয় গ্রন্থ সংগ্রহ করে আনেন। এদেশে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রামানন্দরায়ের জগন্নাথবল্লভ-নাটক দি ছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম বৃষ্টি—দ্বিতীয়-ধারা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯৪ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী

শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাপ্রণালী জানিতে হইলে আমরা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আলোচনা করিতে বাধ্য হই। মহাপ্রভু স্বয়ং কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া রাখেন নাই। শ্রীশিক্ষাষ্টকের আটটী শ্লোক ব্যতীত আর তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। দুই একটী আরও শ্লোক পদ্যাবলী গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেইসকল শ্লোকে আমরা কোন আনুপূর্ব্বিক উপদেশ পাই না। এতদ্ব্যতীত আর এক-আধখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ কেহ কেহ প্রভুর রচিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা অনেক বিচার করিয়া স্থির করিয়াছি যে, ঐ সকল গ্রন্থ আরোপিত বলিয়া মনে হয়। গোস্বামি-মহোদয়গণ অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচুররূপে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মহাপ্রভুর নিজ রচনা বলিয়া তন্মধ্যে কিছুই লেখা হয় নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রামাণিক গ্রন্থ। তাহাতে প্রভুর রচিত ও উপদেশ যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং ঐ সমস্ত উপদেশ গোস্বামি-মহোদয়দিগের বাক্যে সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন শ্রীচরিতামৃতের এত অধিক আদর সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর অব্যহিত পরেই উদিত হইয়া গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীমহা-প্রভুর সাক্ষাৎশিষ্যবৃন্দ শ্রীদাস গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতি অনেকেই কবিরাজ গোস্বামীকে চরিতামৃত-বচনে সাহায্য করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীকবি কর্ণপূর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক এবং শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর "শ্রীচৈতন্যভাগবত" লিপিবদ্ধ করিয়া কবিরাজ গোস্বামীকে অনেক বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন। সকল দিক্ বিচারপূর্ব্বক আমরা চরিতামৃতকে অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলাম।

শিক্ষামৃতের গ্রন্থ-উপাদান

শ্রীমহাপ্রভুর যে চব্বিশ বৎসর গৃহস্থধর্ম্মে ছিলেন, তৎকালেও শ্রীবাস-অঙ্গনে, গঙ্গাতীরে, চতুষ্পাঠীতে এবং পথে পথে জীবসকলকে

হরিনাম-মাহত্ম্য ও হরিকীর্ত্তনের কর্ত্তব্যতা প্রচার করিয়াছিলেন, পরে সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিকে, বিদ্যানগরে শ্রীরায় রামানন্দকে, দক্ষিণদেশে বেঙ্কট ভট্ট প্রভৃতিকে, প্রয়াগে শ্রীরূপ গোস্বামীকে এবং ভঙ্গীক্রমে শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়কে এবং বল্লভ ভট্ট মহোদয়কে, বারাণসীতে শ্রীসনাতন গোস্বামী এবং প্রকাশানন্দ সন্ন্যাসী প্রভৃতিকে যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতেই শ্রীমহাপ্রভুর সমস্ত শিক্ষা যথাযথ লাভ করা যায়। ঐ সমস্ত বিচারপূর্ব্বক আমরা প্রভুর শিক্ষাপ্রণালী সংগ্রহ করিয়াছি।

শ্রীনাম-প্রচার

জগজ্জীবের প্রতি অপার দয়া প্রকাশ করতঃ শ্রীমহাপ্রভু সমস্ত ভারতে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম বা জৈবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কোন দেশে স্বয়ং গিয়া প্রচার কার্য্য করেন। কোন কোন দেশে প্রচারক পাঠাইয়া ঐ কার্য্য সম্পন্ন করেন। প্রচারকগণকে অসীম শক্তি-সঞ্চারপূর্ব্বক দেশে দেশে পাঠাইয়াছিলেন। প্রেমসূত্রে মহাপ্রভুর প্রচারকগণ কার্য্য করিতেন। তাঁহারা কোন বেতন বা পুরস্কার আশা করেন নাই। বিশুদ্ধচরিত্র প্রচারক ব্যতীত বিশুদ্ধধর্ম্মের প্রচার সম্ভব হয় না। এইজন্যই অন্যান্য ধর্ম্মে আজকাল বেতনগ্রাহী লোকেরা আচার করিতে থাকেন, অথচ যথেষ্ট ফল হয় না। যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আদিলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন ;—

"এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য॥
মথুরাতে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞে পাঠাল গৌরদেশে।
তিহো ভক্তি প্রচারিলা অশেষ-বিশেষে॥
আপনে দক্ষিণদেশে করিল গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণনামপ্রচারণ॥
সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার॥

গৌর-শিক্ষাসার

শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা-মূল এই যে, কৃষ্ণপ্রেমই জীবের নিত্য ধর্ম্মধন। সেই ধর্ম্মধন হইতে জীব কখনও নিত্য বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। কিন্তু কৃষ্ণবিস্মৃতিক্রমে মায়ামোহিত হইয়া অন্য বিষয়ে অনুরাগ হওয়ায় ক্রমশঃ সেই ধর্ম্ম গুপ্তপ্রায় হইয়া জীবাত্মার অন্তঃকোষে লুক্কায়িত হইয়াছে। তাহাতেই জীবের সংসার-দুঃখ। পুনরায় সৌভাগ্যঘটনাক্রমে জীব যদি "আমি নিত্য কৃষ্ণদাস" এই কথাটী স্মরণ করেন, তবে উক্ত ধর্ম্ম পুনরুদিত হইয়া জীবের স্বাস্থ্য-বিধান অবশ্যই করিবে।

সত্যবিশ্বাসই মূল

এই সত্যের প্রতি বিশ্বাসই সকল মঙ্গলের মূল। বিশ্বাস দুই প্রকারে উদিত হয় অর্থাৎ কোন কোন লোকের সংসার-ক্ষয়োন্মুখ হইলে বহুজন্মের সুকৃতিক্রমে স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বাসের উদয় হয়, যথা—চরিতামৃতে, মধ্য ২৩শ অধ্যায়, ৯ম সংখ্যা ;—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥"

শ্রদ্ধার অন্য নাম বিশ্বাস, চরিতামৃত মধ্য ২২শ অধ্যায় ৬২ সংখ্যা ;—

"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥"

ভজন-ক্রম

কৃষ্ণভক্তি করিলে জীবের সমস্ত কর্ম্ম কৃত হইল, এই সুদৃঢ় নিশ্চয়ের নাম শ্রদ্ধা (১)। সুকৃতিজনিত আত্মপ্রসন্নতাক্রমে আত্মার নিত্যধর্ম্ম হইতে স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধার উদয় হয়। উদিত শ্রদ্ধা (২) পুরুষ উপযুক্ত সাধুসঙ্গে ভজনপ্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় অনর্থ বিনাশ করতঃ ক্রমশঃ নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব পর্য্যন্ত উন্নতি লাভ করেন।

---

(১) যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন, তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভূজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং, তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥
(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

(২) যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥ (ভাঃ ১১ ২০।৮)

রাগমার্গ-বিচার নিরপেক্ষ

স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধা প্রবলরূপে উদিত হইলে, স্বয়ং রাগমার্গে বিচরণ করে (১)। আর শাস্ত্রযুক্তি বিধি ইত্যাদি অপেক্ষা না করিয়াই কৃষ্ণ-রতিরূপ ভাবপথে নির্ভয়ে আত্মোন্নতি সাধনে সমর্থ হয়।

কোমলশ্রদ্ধালুর শাস্ত্রবিচার আবশ্যক

উদিতশ্রদ্ধা যদি কোমল অবস্থায় থাকে, তখন সদ্‌গুরুর নিকট বিচার-সাহায্য লাভ করিয়া উন্নত হয়। শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাসলক্ষণই যখন শ্রদ্ধার পরিচয়, তখন সাধারণতঃ শাস্ত্রবিচার নিতান্ত প্রয়োজন। যথা,—প্রভুবাক্যে চরিতামৃতে আদি সপ্তমে ;—

"প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন॥
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণ-নাম জপ সদা—এই মন্ত্র সার॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
কণ্ঠে করি এই শ্লোক করহ বিচারে॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন॥
ধৈর্য্য ধরিতে নারি হইলাম উন্মত্ত।
হাঁসি কাঁদি নাচি গাই যৈছে মদমত্ত॥
তবে ধৈর্য্য ধরি মনে করিল বিচার।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার॥

---

(১) তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ (ভাঃ ১১।২০।৯)

পাগল হইলাঙ আমি ধৈর্য্য নাহি মনে।
এত চিন্তি নিবেদিলাম গুরুর চরণে॥
কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি গুরু মোরে বলিলা বচন॥
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব।
যেই জপে তা'র কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরম-পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণ-তুল্য চারি পুরুষার্থ॥

শাস্ত্রার্থ-বিশ্বাসই শ্রদ্ধা

এই প্রভু-বাক্যে আমরা একটি কথা সংগ্রহ করি। "কণ্ঠে করি' এই শ্লোক করহ বিচারে"—এই কথায় জানা গেল যে, শাস্ত্রবিচার-দ্বারা শ্রদ্ধা পুষ্ট হইয়া উন্নতিলাভ করে। প্রভুর মতে শাস্ত্র অর্থাৎ বেদশাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। কেবল তর্কাদি শাস্ত্র কোন প্রমাণ নয়। যথা,—সন্ন্যাসিশিক্ষায় আদি সপ্তমে ১৩২ সংখ্যায় ;—

"স্বতঃ-প্রমাণ বেদ প্রমাণশিরোমণি॥"

পুনরায় মধ্য বিংশ অধ্যায় ১২২ সংখ্যায় সনাতন গোস্বামি-শিক্ষায় ;—　"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥"

কোমল ও দৃঢ়শ্রদ্ধা

স্পষ্ট বোধ হয় যে, শ্রদ্ধা দুইপ্রকার অর্থাৎ কোমলশ্রদ্ধা ও দৃঢ়-শ্রদ্ধা। দৃঢ়শ্রদ্ধা হইতে যে ভক্তির উদয় হয়, তাহাই অত্যন্ত বলবতী ও স্বভাবতঃ ভাবরূপা। তৎসম্বন্ধে প্রভুর উপদেশ সম্পূর্ণরূপে শিক্ষাষ্টকে আছে। কোমলশ্রদ্ধা-সম্বন্ধে প্রভু সনাতনকে বলিয়াছেন, (চৈঃ, চঃ মধ্য ২৩ অধ্যায় ৯-১৩)—

কোমলশ্রদ্ধার উন্নতিক্রম

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন॥
অনর্থনিবৃত্তি হ'লে ভক্তি নিষ্টা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম॥"

কোমলশ্রদ্ধের কৃত্য

দৃঢ়শ্রদ্ধায় শাস্ত্রযুক্তির কার্য্য নাই। কোমলশ্রদ্ধদিগের শাস্ত্র ও সাধুসঙ্গ ব্যতীত গতি নাই। এই শ্রেণীর শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির পক্ষে দীক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন। সদ্‌গুরুর নিকট শাস্ত্রসিদ্ধান্ত লাভ, মন্ত্র-গ্রহণ ও গুরূপদিষ্ট-মতে অর্চ্চনাদি সাধন করিতে করিতে তাঁহাদের ক্রমোন্নতি হয়। ইহাদের জন্য দশমূলশিক্ষা। প্রমাণ একটি মূল ও প্রমেয় অর্থাৎ যে বিষয়গুলি প্রমাণিত হইবে, তাহা নয়প্রকার।

দৃঢ়শ্রদ্ধ

দৃঢ়শ্রদ্ধ ভক্তের মনে স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসজনিত হরিনাম-মাত্র সাধনে সকল প্রমেয়গুলি নামের কৃপায় আপনা হইতে উদিত হয়। দৃঢ়শ্রদ্ধ পুরুষদিগের প্রমাণ আলোচনার প্রয়োজন নাই।

কোমলশ্রদ্ধের পক্ষে
বেদাদি শাস্ত্রই মূল-প্রমাণ

সুতরাং কোমলশ্রদ্ধ পুরুষগণের সম্বন্ধে প্রমাণ অবলম্বন ব্যতীত তাঁহারা দুষ্টসঙ্গে সত্বরই স্থানচ্যুত হইয়া পড়েন। ব্রহ্মবিস্তারস্বরূপ বেদই তাঁহাদের একমাত্র প্রমাণ। বেদ বিপুল এবং কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি অধিকারীদিগের জন্য অনেক ব্যবস্থা বেদে থাকায় শুদ্ধভক্ত-দিগের প্রতি উপদেশ সহজে সংগৃহীত হয় না। বেদের মূল তাৎপর্য্য স্থানে স্থানে বেদশাস্ত্রের অভিধেয়রূপে বর্ণিত আছে, তাহা স্পষ্ট দেখাইয়া দিবার জন্য সাত্ত্বিক পুরাণসকলে প্রদত্ত হইয়াছে। সাত্ত্বিক-পুরাণগণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই (১) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং বেদের সাত্ত্বিক

তাৎপর্য্যব্যাখ্যায় বিশারদ। সুতরাং ভাগবত শাস্ত্র এবং তদনুগত পঞ্চরাত্রাদি তন্ত্রও প্রমাণমধ্যে গণিত।

বেদের প্রতিপাদ্য

সনাতনশিক্ষায় প্রভু কহিলেন চৈঃ, চঃ মধ্য ২০।১২৪-১২৫ ;—

"বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি—সম্বন্ধ, ভক্তি প্রাপ্তের সাধন॥
অভিধেয়—নাম ভক্তি প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থশিরোমণি—প্রেম মহাধন॥

সম্বন্ধ—চিৎ (জীব), অচিৎ ও ঈশ্বর এই তিনটী বস্তুর মধ্যে পরস্পর যে-সম্বন্ধ, তাহাই সম্বন্ধ-শব্দে উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ কৃষ্ণই এক বস্তু। সেই বস্তুর দুই শক্তি—অচিৎ ও জীব।

কৃষ্ণই সম্বন্ধ

অচিচ্ছক্তির পরিণামে অচিৎ জগৎ এবং জীবশক্তির পরিণামে জৈবজগৎ। সম্বন্ধ বিচার করিলে জীবের কৃষ্ণদাস্য-পুনঃপ্রাপ্তির নাম সম্বন্ধ-স্থাপন। যথা সার্ব্বভৌম-শিক্ষায়,—

"স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য তাঁর নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের হয় ভগবান্ সে-সম্বন্ধ॥

পুনঃ চরিতামৃত মধ্য ২০।১২৪ শ্রীসনাতন-শিক্ষায়,—

"কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্বন্ধ, ভক্তি প্রাপ্তির সাধন।"

এই সম্বন্ধতত্ত্ববিচারে সাতটী বিষয় প্রমেয়স্বরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, অর্থাৎ ১ কৃষ্ণবিচার ; ২ কৃষ্ণশক্তিবিচার , ৩ রসতত্ত্ববিচার, ৬ জীবের নিস্তার-বিচার এবং ৭ অচিন্ত্য-ভেদাভেদবিচার। এই সাতটী প্রমেয় পৃথক্ পৃথক্ বিচার করিয়া সম্বন্ধজ্ঞান লব্ধ হয়।

---

(১) অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ।
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্॥
সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥ (গরুড়পুরাণ)

কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয়

অভিধেয়—শব্দসকল বিন্যস্ত হইয়া একটী রচনা হয়। সহজ শব্দার্থ যে শক্তিদ্বারা বোধ হয়, তাহার নাম শব্দের অভিধা শক্তি। যথা,—দশ টী হাতী বলিলে সহজে দশসংখ্যক হাতীকে অনুভব করা যায়। এই সহজ অর্থকে অভিধেয় বলা যায়। লক্ষণা-নামক শব্দের আর একটি শক্তি আছে; যেমত "গঙ্গায় ঘোষপল্লী"। জলে ঘোষপল্লী হয় না বলিয়া লক্ষণা-শক্তিদ্বারা জলের ধারে ঘোষপল্লী বুঝা যায়। যে-স্থলে লক্ষণার প্রয়োজন সেখানে অভিধাশক্তির কার্য্য চলে না। সহজে স্বাভাবিক অর্থ হয়, এরূপ স্থলে কেবল অভিধাই কার্য্য করে।

কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র অভিধেয়
উহা অষ্টম প্রমেয়

বেদশাস্ত্রে অভিধা-দ্বারা যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহাই গ্রাহ্য। বেদ-শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ বেদশাস্ত্রের অভিধেয়। তাহাই আমাদের জানা কর্ত্তব্য। সর্ব্ববেদ বিচার করিলে দেখা যায় যে, ভগবদ্ভক্তিই বেদশাস্ত্রের অভিধেয়। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ইত্যাদি অভিধেয়ের অবান্তর সম্বন্ধ, মুখ্য-সম্বন্ধ নয়। অতএব কৃষ্ণপ্রাপ্তির যে মুখ্য উপায় ঐ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই সাধনভক্তি। এই একটি প্রমেয়।

কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন; নবম প্রমেয়

প্রয়োজন—যাহার উদ্দেশে উপায় অবলম্বন করিতে হয় তাহাই প্রয়োজন। জীবের প্রেমসিদ্ধিরূপ প্রয়োজন একটি প্রমেয়। একত্রে নয়টি প্রমেয় উপস্থিত হইল। অতএব শ্রীসনাতন-শিক্ষায়;—

"এই ত কহিল সম্বন্ধ-তত্ত্বের বিচার।
বেদশাস্ত্রে উপদেশ—কৃষ্ণ এক সার॥
এবে কহি শুন অভিধেয়-লক্ষণ।
যাহা হইতে পাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেমধন॥"

এই প্রণালীতে মহাপ্রভু জৈবধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

— জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

গীতার বাণী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৬শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যার পর)

৪র্থ অধ্যায়

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র—২য় ও ৩য় অধ্যায়ে উপেয়স্বরূপ জ্ঞানযোগ ও উপায়-স্বরূপ কর্ম্মযোগের কথা কীর্ত্তন করিয়া তাহা যে পরম্পরাক্রমে প্রচলিত, উহাই যুক্তিদ্বারা বলিতেছেন। সৃষ্টির আদিতে ক্ষত্রিয় বংশের আদি বীজ-স্বরূপ সূর্য্যদেবকে ঐ যোগদ্বয়ের কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে তৎপুত্র বৈবস্বত মনু ও মনু হইতে ইক্ষ্বাকু তাহা প্রাপ্ত হন। এইরূপ গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে রাজর্ষিগণ উহা লাভ করেন।

দ্বাপরযুগের অবসানে লোকসকল ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও বিক্ষিপ্তচিত্ত হওয়ায় উপযুক্ত অধিকারীর অভাবে যোগবাণী লুপ্ত হইয়াছিল, তাহাই ভগবান্ পুনরায় অর্জ্জুনের নিকট বর্ণন করিতে প্রস্তুত হইলে অর্জ্জুনের চিত্তে একটি প্রশ্নের উদয় হয়। তাহা অজ্ঞজনোচিত প্রশ্ন অর্থাৎ সাধারণ জনগণের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বিষয়ে যাহা ধারণা অর্জ্জুন তাহারই অভিনয় করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, কৃষ্ণচন্দ্রের প্রকট-কাল দ্বাপর যুগ, কিন্তু সূর্য্য তাহা হইতেও প্রাচীন, সুতরাং তিনি কিরূপে উহা সূর্য্যকে প্রদান করেন? অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ এইরূপই সন্দেহ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ যে নিত্যবস্তু, সর্ব্বাদি ও অংশী, এই বিষয়ের বোধ অধিকাংশ ব্যক্তিরই নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উহার উত্তরে তাঁহার নিত্যতা এবং নিজ অবতার প্রসঙ্গ বর্ণন করেন।

জড়-জগতের মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় ভগবানের জন্ম হয় না; কিন্তু তিনি জন্ম-মৃত্যু-রহিত হইয়াও নিজ নিত্য-প্রকৃতিবশে জগতে আবির্ভূত হন। বেদবিহিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাদিতে বিপ্লব উপস্থিত হইলে তাঁহার অবতারের প্রয়োজন হয়। উন্মার্গগামী অসুরের দল স্বেচ্ছাচারবশে বৈদিক ধর্ম্মের বিলোপ সাধনের চেষ্টা করে। কৃষ্ণেতর দেবতাগণ উহাদিগকে বিনাশ করিতে অসমর্থ হইলে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হন এবং ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া অসুরগণের বিনাশদ্বারা পুনরায় সনাতন ধর্ম্মের স্থাপন করেন। তদ্দ্বারা ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধুগণেরও ভজনকণ্টক দূর

করিয়া থাকেন। বৈদিক ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম; তাহার অপর নাম নিত্য-ধর্ম্ম, জৈব-ধর্ম্ম, ভাগবত-ধর্ম্ম বা বৈষ্ণব ধর্ম্ম। এই একমাত্র ধর্ম্মই চিরকাল প্রচলিত থাকে। **এ'জন্য "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য" শ্লোকে 'ধর্ম্মস্য' একবচনের পদ উক্ত হইয়াছে।** অতএব বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যতীত আর যে-সমস্ত ধর্ম্ম বর্ত্তমানে 'ধর্ম্ম' নামে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে প্রচলিত, সে-সকলই অপধর্ম্ম, উপধর্ম্ম বা অনিত্যধর্ম্ম বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের **"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ"** শ্লোকের অনুসরণে বৈষ্ণব-মহাজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

পৃথিবীতে যত মত ধর্ম্ম নামে চলে।
ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥

একমাত্র নিত্যধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ অসুর প্রকৃতির ব্যক্তিগণ অসমর্থ হইয়া স্বেচ্ছাচারিতা-বশে সুবিধাজনক স্বতন্ত্র-মত প্রচার করেন। তাহাতে জীবের নিত্যমঙ্গল হয় না। সেইজন্যই পরম মঙ্গল-ময় ভগবান্ ঐ সকল অনিত্য ধর্ম্মের অসারত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে উহার বহুল প্রকাশ দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত ধর্ম্মই ভাগবত-ধর্ম্ম বা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম।

ভগবন্মহিমাজ্ঞানে অসমর্থ মূঢ় প্রকৃতির ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে মনুষ্য বলিয়া ধারণা করিবে বা করে বলিয়াই তিনি জানাইতেছেন যে, তাঁহার জন্ম ও কর্ম্মাদি অলৌকিক। তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্যের মত গর্ভবাস-যন্ত্রণা ভোগ ও কর্ম্মফল-বাধ্য হইয়া বিভিন্ন যোনি ভ্রমণ করিতে হয় না। কিন্তু তাঁহার স্বেচ্ছায় আবির্ভাব হইয়া থাকে। **"মায়য়া"** অর্থে "জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া"—এরূপ অর্থও বৈষ্ণব মহাজন-গণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা তাঁহার এই তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহারা বিষয়াসক্তি, ভয় ও ক্রোধ পরিহারপূর্ব্বক শ্রীভগবানে সর্ব্বতো-ভাবে চিত্ত সমর্পণ করিয়া জ্ঞান ও তপঃপ্রভাবে তৎসন্নিধি বা তদ্রতি লাভ করেন। 'ভাব' অর্থে 'রতি'। যে ভক্ত যে'ভাবে' তাঁহাতে প্রপন্ন হন, ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ণকারী শ্রীভগবান্ তত্তৎ 'ভাব'-পরায়ণ ভক্তের নিকট তত্তদ্ভাব অনুসারে কৃপা করিয়া থাকে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য

ও মধুর—এই পঞ্চ 'ভাবে'র কথা বৈষ্ণবশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত কাম, দ্বেষ, ভয়াদি-'ভাবে'ও ভগবৎকৃপা-প্রাপ্তির কথা শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে। যথা—

কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ॥
গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥ (ভাঃ ৭।১।৩০-৩১)

ভক্তিপূর্ব্বক অনেকে ভগবানে মনোনিবেশ করিয়া যেরূপ সদ্গতি লাভ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ কাম হইতে, দ্বেষ হইতে, ভয় হইতে ও স্নেহ হইতে শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশপূর্ব্বক বহু ব্যক্তি তদ্গতি অর্থাৎ প্রেম অথবা মোক্ষ লাভ করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত গোপীগণ কাম-বশতঃ, কংস ভয় হেতু, শিশুপালাদি শত্রুতাবশতঃ বিদ্বেষবশে, বৃষ্ণি-বংশীয়গণ সম্বন্ধহেতু, পাণ্ডবগণ স্নেহহেতু এবং নারদাদি ভক্তিহেতু তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি যে ভাবে, যাদৃশ ফলাভিসন্ধিমূলে পরমেশ্বরের পরিচর্য্যা করেন, বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ সেই সেই ভক্তের বাঞ্ছিত ফল প্রদানপূর্ব্বক কৃপা করিয়া থাকেন। মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেরই ভজনমার্গের অনুসরণ করিয়া থাকে। এই বাক্যে অনেকে বিভিন্ন ধারণাবশে নানাপ্রকার ভ্রান্তমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। **'যত মত তত পথ'-মতবাদই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু ইহা ভিত্তিহীন এবং সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ।** অনেকের ধারণা এই যে, যে-কোন মতে যে-কোন দেবতার বা যক্ষ-রক্ষঃ, ভূত-প্রেতাদির আরাধনা-দ্বারাও ভগবদ্ধাম শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন করিতে পারা যায়। কিন্তু **"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ"** ও **"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ"** শ্লোকদ্বয়ে ইহা নিরস্ত ও খণ্ডিত হইয়াছে। ৭ম ও ৯ম অধ্যায়ের কথাপ্রসঙ্গে ইহা বিশেষভাবে আলোচনা করা যাইবে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের তারতম্যানুসারে জীবগণ বিভিন্ন প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাববিশিষ্ট বলিয়া ভগবান্ গুণ ও কর্ম্ম-তারতম্য ভেদে চতুর্ব্বিধ বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ে বর্ণগত কর্ম্মাদির নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে না যে—ভগবান্

পক্ষপাতিত্বমূলে কাহারও সম স্বভাব, কাহারও বিষয়-স্বভাবের সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু সকলেই নিজ নিজ পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম ও স্বভাব-অনুসারে বাধ্য হইয়া জন্মগ্রহণাদি করিয়া তাঁহাদের স্ব-স্ব স্বভাব অনুসারে বর্ণ লাভ করিয়া থাকে। তজ্জন্য ভগবানে বৈষম্য বা পক্ষ-পাতিত্বদোষে আরোপ করা উচিত নহে। "বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যে ন তথাত্বং দর্শয়তি" এই বেদান্ত-সূত্রেও উহা নিরস্ত হইয়াছে। ভগবান্ বিশ্ব-রচনা প্রভৃতি কার্য্যের কর্ত্তা হইলেও কোন কর্ম্মে তাঁহার আসক্তি বা কর্ম্ম-ফললাভ-স্পৃহা নাই। কারণ তিনি আত্মারাম ও নিজলাভপূর্ণ। যিনি ইহা বুঝিতে পারেন, তিনি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

গুণ-কর্ম্মানুসারে বর্ণ-নিরূপণ বিষয়ে বিভিন্ন শাস্ত্রে প্রচুর উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং জন্মের দ্বারাই বর্ণ-নিরূপণ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নয়। শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য ব্রাহ্মণগণের স্বভাবজাত ধর্ম্ম। শৌর্য্য, তেজঃ, ধৈর্য্য, দক্ষতা, সমরে অপরাঙ্মুখতা, দান ও লোকনিয়ন্তৃত্ব ক্ষত্রিয় স্বভাবজাত কর্ম্ম। কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যস্বভাবজ কর্ম্ম এবং ত্রিবর্ণের পরিচর্য্যাই শূদ্রের স্বভাবজাত কর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবতেও "গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্" শ্লোকে গুণদ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু শৌক্রধারায় বর্ণনিরূপণে অনেক সময় ভ্রান্ত হইতে হয়। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে,—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥" শ্লোকে বলিতেছেন,—মনুষ্যগণের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে-সকল লক্ষণ কথিত হইয়াছে সেই সেই লক্ষণ যে-যে স্থানে লক্ষিত হইবে, সেই সেই বর্ণে তাহাদিগকে নির্দ্দেশ করিতে হইবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির লক্ষণ অন্যবর্ণে দৃষ্ট হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণাদি লক্ষণানুসারে তাহার বর্ণ নিরূপণ করিতে হইবে—ইহাই বিধি। উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদের উক্তি,—শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাৎ। শমাদিগুণ দর্শন দ্বারাই ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্থির করাই প্রধান ব্যবহার। সাধারণতঃ জাতিদ্বারা যে ব্রাহ্মণত্ব নিরূপিত হয়, কেবল তাহাই নিয়ম নহে।

—বৈষ্ণবাচার্য্যবর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

নামাপরাধ

সাধুরা জগতে করে শ্রীনাম প্রচারণ।
তাই তো তাঁহারা সব শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়জন ॥
কৃষ্ণপ্রিয় সাধুরে যে করয়ে নিন্দন।
কোটী হরিনামেও তার না ঘুচে (ভব) বন্ধন ॥১॥

শিব-ব্রহ্মাদি সব আজ্ঞাপালনকারী ভৃত্য।
শ্রীকৃষ্ণসেবাই হয় তাদের জীবনের কৃত্য ॥
'শিব-ব্রহ্মাদি কৃষ্ণসম'—এই যার জ্ঞান।
দুঃখের সাগরে ডুবে হইয়া অজ্ঞান ॥২॥

গুরু-দ্বারে কৃষ্ণ করেন (শিষ্যে) নাম প্রদান।
নরমধ্যে গুরু কভু না হন গণন ॥
গুরুরে অবজ্ঞা যেই আত্মঘাতী করে।
হরিনামে কি করিবে ভাসিবে অশ্রুধারে ॥৩॥

শাস্ত্রের মূল হয় শ্রীহরি-নাম-কীর্ত্তন।
নাম-নামী অভিন্ন যে শাস্ত্রের বচন ॥
হেন শাস্ত্রে কেহ যদি করয়ে নিন্দন।
নরকেতে বহু জ্বালা পাবে অনুক্ষণ ॥৪॥

হরিনামে সর্ব্বসিদ্ধি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
নামের প্রভাবে জীবের কৃষ্ণপ্রেম হয় ॥
"নাম-মাহাত্ম্য —অতিস্তুতি" যেই জন বলে।
মুক্তির পথ পাবে না, পড়িবে মায়াজালে ॥৫॥

অচিন্ত্য-শক্তিমান ভগবানের অচিন্ত্য-প্রভাব।
কৃষ্ণ-রাম-বরাহাদি নাম তাঁর—সবই বৈভব ॥
মনেতে ধারণা যার "ভগবন্নাম-কাল্পনিক"।
ভগবানে মেনেও সে মানে না, তার জন্মে ধিক্ ॥৬॥

বারবার পাপ করি নামবলে ক্ষয়।
নামের চরণে তার অপরাধ হয় ॥
যম-প্রাণায়ামাদিতে চিত্ত শুদ্ধি নাহি হয়।
কাম-ক্রোধের হঞা দাস, মায়ার লাথি খায় ॥৭॥

ধর্ম্ম-ব্রত-হোমাদি সব শুভকর্ম্মেতে গণন।
অপ্রাকৃত নামের তারা কভু নহে এক কণ ॥
অপ্রাকৃত নামেতে শিব মৃত্যুঞ্জয়ী হয়।
"শুভকর্ম্ম সম নাম" অতি মূর্খে কয় ॥৮॥

"নাম হন মঙ্গলময়"—শাস্ত্রের বচন।
"শ্রদ্ধাহীনে নাম উপদেশ"—অপাত্রেতে দান ॥
পুষ্টিকর দুগ্ধে বিষ অশুভ ক্রিয়া করে।
শ্রদ্ধাহীনে নাম প্রদানে ফল নাহি ধরে ॥৯॥

নামের অপূর্ব্ব মহিমা করিয়াও শ্রবণ।
'আমি' 'আমার' দেহাত্মবুদ্ধি করে যেই জন ॥
নামেতে আদর তার হয় না কোনদিন।
নাম অপরাধীর মধ্যে সেও যে গণন ॥১০॥

—শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী

ভগবান্ কি শত্রুভাবে লভ্য ?

কৃষ্ণবহির্ম্মুখ অভক্ত জীবমাত্রেরই চিত্তবৃত্তি ন্যূনাধিকভাবে রাবণ-শিশুপাল-হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি অসুরগণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। ভগবানকে বাদ দিয়া কিরূপে অবাধে স্বীয় ভোগাধিকার বলবৎ রাখা যায় ইহাই হইল বহির্ম্মুখ জীবগণের জল্পনা-কল্পনার বিষয়। ভগবানের রাজ্যে থাকিয়াও ভগবানকে অস্বীকার করার প্রবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল, প্রভু-দ্রোহী ও অপস্বার্থপর ব্যক্তিগণের মধ্যে দৃষ্ট হয়। পিতার যাবতীয় সম্পত্তি ভোগ করিব, পিতাকে আমার ভোগের ইন্ধন-সরবরাহকারি-রূপে নিযুক্ত রাখিব, প্রতিপদে প্রতিমুহূর্ত্তে পিতার দয়ায় বাঁচিয়া থাকিব অথচ ভুলক্রমেও পিতার নাম করিব না, পিতার যশঃ কীর্ত্তন করিব না এবং পিতার নিন্দা করিয়া বেড়াইব—এই প্রকার দুরভিসন্ধি তাহাদের হৃদয়ে বর্ত্তমান। আমার ন্যায় এরূপ শত সহস্র পিতৃদ্রোহীর বিরুদ্ধ আচরণেও জগৎপিতা পরমেশ্বরের কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। অনন্ত সাগর হইতে এক অঞ্জলি জল গ্রহণ করিলেই বা কি ? আর তাহাতে

তৎপরিমাণে জল প্রদান করিলেই বা কি? সুতরাং যে ভগবান্ যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের একমাত্র মালিক, যিনি নিজলাভপূর্ণ, তাঁহার স্তুতি করিলেই কি তিনি অধিক মহিমান্বিত হইবেন? অথবা নিন্দা করিলেই কি সেই উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য হ্রাস হইবে? শ্রীভগবান্ অনুর্দ্ধ সমান একমাত্র স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম। তিনি পূর্ণ বা সচ্চিদানন্দময়-বিগ্রহ। তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। মায়াবশ জীবের অভাব থাকিতে পারে, কিন্তু পূর্ণ মায়াধীশ ভগবানের অভাব বলিয়া কোন বস্তু নাই। সুতরাং তাঁহার শত্রু হইয়া কেহ তাঁহার কোনই ক্ষতি করিতে পারে না। বরঞ্চ তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া অপরাধী জীব আত্মবিনাশ লাভ করে। জীব কারণবশতঃ ভগবানের প্রভুত্ব স্বীকার করুক, আর নাই করুক, ভগবানই যে জীবের একমাত্র আশ্রয়স্থল তাহা তিনি জলদগম্ভীরস্বরে শ্রীগীতায় বলিয়াছেন,—

পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভব প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্লাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥

অর্থাৎ আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ; আমিই পবিত্র ওঁকার; আমিই ঋক্, সাম ও যজুঃ; আমিই সকলের গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, উৎপত্তি, নাশ, স্থিতি, হেতু এবং অব্যয়বীজ; নিদাগকালে আমিই তাপ ও প্রাবৃট্‌কালে আমিই বৃষ্টি, আমিই জল বর্ষণ করি, আমিই অমৃত; আমিই মৃত্যু এবং হে অর্জ্জুন! আমিই সদসৎ। এইরূপ ধ্যান করতঃ বিশ্বরূপ-স্বরূপে আমার উপাসনা হয়। আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। কিন্তু যাহারা অন্য দেবতাকে আমা হইতে 'স্বতন্ত্র' জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে, তাহাদিগকেই 'প্রতীকোপাসক' বলা যায়। তাহারা আমার তত্ত্ব অবগত নহে, অতএব অতাত্ত্বিক উপাসনাবশতঃ তাহারা তত্ত্ব হইতে চ্যুত

হয়। সূর্য্যাদি দেবতাকে আমার 'বিভূতি' বলিয়া উপাসনা করিলে শেষে মঙ্গল হইতেও পারে।

ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবানই জীবের একমাত্র নিয়ন্তা। তিনিই অখিল জীবের আশ্রয়। তিনিই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব ও অনন্তব্রহ্মাণ্ডের কারণ, স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন জীবই দণ্ডায়মান হইতে পারে না। জগতে যে কোন জীব যে কোনরূপ বিক্রম প্রকাশ করুক না কেন, তাহা তাঁহারই প্রেরণাক্রমে হইতেছে। তাঁহার যুদ্ধ করিবার বাসনা হইলেই তদিচ্ছাক্রমে তাঁহার প্রতিযোগী জীব তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। নতুবা, যিনি অদ্বিতীয় ও প্রতিদ্বন্দ্বিহীন তাঁহার সহিত যুদ্ধ বা শত্রুতাচরণ করিতে পারে এমন জীব কে আছে? যাঁহার শক্তিব্যতীত সমগ্র শক্তি প্রকাশ করিয়াও বায়ু একটি তৃণও বিচলিত করিতে পারে না, অগ্নি অখিলতেজোরাশিদ্বারা একটি তৃণ-খণ্ডও দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, যেমন ইন্দ্র সমগ্রশক্তিদ্বারা বারিবর্ষণ করিয়াও ব্রজবাসিগণের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করিতে পারে নাই, সেই ভগবানের শক্তিব্যতীত কি কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধ প্রভৃতি তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে? ভগবানের ইচ্ছাক্রমে যে রাবণাদির অসামান্য বল ও ত্রিলোকদুর্ল্লভ ঐশ্বর্য্য ও সম্ভোগ লাভ, তাহা রাবণাদি মায়ামোহিত হইয়া না বুঝিতে পারিয়া নিজেই কর্ত্তা, নিজেই ভোক্তা, নিজেই এক-মাত্র মালীক, নিজেই ঈশ্বর, নিজেই সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কার্য্যসাধনে সমর্থ, এ-প্রকার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করিত। সেই সেই অহঙ্কার ও অপরাধ-ফলেই তাহাদের ভগবানের হস্তে নিধনপ্রাপ্তি।

জীব দুর্ভাগ্যবশতঃ ভগবানের যতই শত্রুতাচরণ করুক্ না কেন, কিন্তু ভগবানের নিকট শত্রুমিত্র নাই। তিনি কাহাকেও দ্বেষ বা আদর করেন না। ভগবান্ স্বীয় মুখে শ্রীগীতায় বলিতেছেন,—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

অর্থাৎ, আমার রহস্য এই যে, আমি সর্ব্বভূতের প্রতি সমতা আচরণ করি। আমার কেহ দ্বেষ্য নাই, কেহ প্রিয় নাই,—ইহাই আমার বিশেষ বিধি এই যে, যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করেন, তিনি আমাতে আসক্ত হন এবং আমিও তাঁহাতে আসক্ত হই।

জীব নিজ নিজ কার্য্যানুসারে ভগবানের অনুগ্রহ ও নিগ্রহ লাভ করে। যেমন সন্তানের প্রতি লালন ও তাড়নে মাতাপিতার বাৎসল্যই লক্ষিত হয়, তেমন জীবের প্রতি অনুগ্রহ ও নিগ্রহ সর্ব্বত্রই তাঁহার করুণাই প্রকাশ পায়। ভগবান্ বলেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

সুতরাং জীবগণ যে-যেরূপভাবে তাঁহাকে ভজনা করেন তিনি তাঁহাকে সেরূপভাবে ভজনা করেন। ইহাতে ভগবানের কোনও পক্ষপাতিত্ব নাই, কোনও বৈষম্য নাই। কোনও নির্দ্দয়তা নাই। শর্করা স্বভাবতঃই মিষ্ট, কিন্তু পিত্তোপতপ্ত রসনায় উহা তিক্ত বলিয়া বোধ হয়। জিহ্বায় দোষ বলিয়া শর্করায় তিক্ততা-দোষ আরোপ করা যেরূপ অন্যায় সেরূপ নিজকর্ম্মানুসারে দণ্ডভোগিজীবের জন্য ভগবানের উপর দোষারোপ করা অন্যায় ও মহা-অপরাধ।

প্রশ্ন ছিল—'ভগবানের সহিত বিদ্বেষ বা তাঁহার সহিত শত্রুতাআচরণদ্বারা কেহ তাঁহাকে পাইতে পারে কি না?' যখনই বহির্ম্মুখ আনখকেশাগ্র বিষ্ণুবিরোধী জীবের এরূপ প্রশ্ন উদিত হয়, তখনই জানিতে হইবে কংস-রাবণাদির প্রতিকূলভাব ও তাহাদের আচরিত কার্য্যের সহিত সহযোগিতা ও সহানুভূতি-জ্ঞাপনই ঐরূপ প্রশ্নের মূলে অবস্থিত। অথবা বিষ্ণুর আনুগত্য বা সেবার পথ আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ কামভোগের প্রতিকূল বলিয়া বজ্রাঙ্গজী, বিভীষণ, প্রহ্লাদ বা ব্রজবাসিগণের ভজনপথ, কলিযুগে রূপানুগ বৈষ্ণবগণের সাধনপথ বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত সনাতন ভক্তিপথ আপাত-সুখের ব্যাঘাতজনকবোধে নিজেদের এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কংস বা রাবণ সাজিবার জন্য প্রবল-চেষ্টা দেখা দেয়। কিংবা অবাধভোগ চালাইবার জন্য, তুচ্ছ প্রভুত্বের জন্য, জগতের রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধভোগের দুর্দ্দমনীয়া প্রবৃত্তির জন্য, পরলোক, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতিতে অনাস্থার জন্য রাবণের বুদ্ধি লইয়া মনে করি—"প্রথমতঃ ঈশ্বরের প্রভুত্ব অস্বীকারমুখে নিজ প্রভুত্ববলে ভোগপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া লই"। পরে যদি কেহ বাধা দিবার ব্যক্তি থাকেন, তবে নিতান্ত অসমর্থ হইলেও ভগবদ্বিদ্বেষ বা ভক্তবিদ্বেষ যতপ্রকারে হয়, সাধন করিয়া না হয় আত্মবিনাশই লাভ করিব; কিন্তু কদাচ বিষ্ণুকে অদ্বিতীয় ভোক্তা স্বীকার করিয়া নিজের ভোগ হারাইব

না বা আত্মবিনাশের পূর্ব্বে তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করিয়া নিজের হীনতা প্রকাশ করিব না। সাধুগুরুশাস্ত্রবাক্যে শুনা যায়, ভগবানের ভজন অতি দুর্গম। কৃষ্ণভজন সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর। নিজের ষোল-আনা ভোগ ছাড়িয়া নিজের যথাসর্ব্বস্ব কৃষ্ণের ভোগানলে আহুতি দান করিতে হইবে। নিজের সুবিধার জন্য একবিন্দু রাখিলেও তাঁহার যথার্থ সেবা হইবে না—তিনি পরিতুষ্ট হইবেন না। সুতরাং ত্রিভঙ্গবঙ্কিম কৃষ্ণকে লাভ করিতে এত বঙ্কিম বা বক্রপথ পরিত্যাগ করিয়া কংস বা শিশুপালের আত্মবিনাশের সহজ পথই অবলম্বনীয়। তাহাদ্বারাও তদ্‌গতিই লাভ হইবে।

বিপক্ষ পুনরায় প্রশ্ন করিতে পারেন,—"কেন? শ্রীমদ্ভাগবত ত' আমাদের শত্রুভাব বা বৈরভাবের পথকেও সমর্থন করিয়াছেন। জয়-বিজয়ের পথ গ্রহণ করিলে ত' আমাদের তিন জন্মেই ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটিবে, নতুবা যে আমাদের সাত জন্ম ঘুরিতে হইবে। আমাদের চাই, কৃষ্ণপ্রাপ্তি। আমাদের কৃষ্ণের সুখে আবশ্যক কি? আমরা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ ও বিরুদ্ধচিন্তন-দ্বারা তাঁহাকে পাইব না কেন? শ্রীমদ্ ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেন নির্ব্বৈরেণ ভয়েন বা।
স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ কথঞ্চিৎ নেক্ষতে পৃথক্ ॥

অর্থাৎ কি বৈরভাব, কি ভক্তিযোগ, কি ভয়, কি স্নেহ অথবা কি কাম,—ইহার যেকোন একটি উপায়-দ্বারা তাঁহাকে মনঃসংযোগ করিতে হইবে, তাঁহাকে স্বতন্ত্রভাবে কখনও দেখিবে না। এই সকল বাক্যদ্বারা প্রতিকুল-চিন্তাপরায়ণ, ভগবানের সেবা-বিমুখ আমরা বড়ই আনন্দিত হই। অতি দুঃসাধ্য অথচ সহজ ভক্তিযোগ-রূপ একমাত্র পথ ব্যতীতও অন্য কোন পথ থাকিতে পারে এরূপ শাস্ত্রে সমর্থন পাইলে আমাদের নাস্তিক ও ভোগবাসনাপূর্ণ মনের বড়ই উল্লাস হয়। আমরা যদি সাধনভজনের কোনপ্রকার ক্লেশই স্বীকার না করিয়া অনায়াসে অসাধন-চিন্তামণিকে লাভ করিতে পারি তবে আর ভাবনা কি? আমরা যদি ভগবানের সেবা-দুঃখ স্বীকার না করিয়া সেবানিষ্ঠ জনগণের সমান আসন লাভ করিতে পারি তবে আমাদের চতুরতা অপেক্ষা বড় আর কি হইতে পারে? চিন্তা করিতে হইবে—শিশুপালাদির বৈরভাব ও

কংসের ভয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া হইয়াছিল। তাহারা পূর্ব্বে ব্রহ্মর্ষিগণকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াই কৃষ্ণের বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়াছিল; কিন্তু স্বরূপতঃ তাহারা নারায়ণের দ্বাররক্ষক পার্ষদ ছিলেন। নারায়ণের পার্ষদ নারায়ণে যুযুৎসা-নিবৃত্তির জন্য শত্রুভাবে তাঁহারই ইচ্ছা পূরণ করিতেছে। কিন্তু যদি কোন বদ্ধ ও ক্ষুদ্রজীব শিশুপালাদির অনুকরণ করে, তবে তাহার আত্মবিনাশই লাভ হইবে পরন্তু সদ্গতি লাভ হইবে না। যেমন শ্যেনপক্ষীর অনুকরণে যদি কোন ক্ষুদ্র কাক-পক্ষী মেষলোমে জড়াইয়া তাহাকে ঊর্দ্ধে লইয়া যাইতে চায়, তবে যেরূপ সে নিজেই মেষলোমে আবদ্ধ হইয়া অপর কর্ত্তৃক নিহত হয়, তেমনই কংসাদির ন্যায় নাস্তিকতার অনুকরণ করিতে যাইয়া ক্ষুদ্রজীব ভগবদ্-বিদ্বেষজনিত অপরাধে অনন্ত নরকলাভ করে। সর্প-ব্যাঘ্রাদি মানুষের স্বাভাবিক শত্রু, সুতরাং উহাদের ভয়বশতঃ বা বিদ্বেষবশতঃ মানুষের মন স্বতঃই তত্তৎ প্রাণীর চিন্তন ও শত্রুতাচরণ করিতে বাধ্য হয়। ভগবান্ যাহাদের হন্তৃরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, সেই কংসাদিও তাঁহাকে সাক্ষাদ্ভাবে দেখিয়াই বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। মৃত্যুর কারণ জানিয়া কে তাহার শত্রুকে উপেক্ষা করিতে পারে? অতএব কংসের ভয়বশতঃ ও শিশুপালাদির বিদ্বেষবশতঃ কৃষ্ণে চিত্ত আবিষ্ট হওয়া স্বাভাবিক, তাহাদের সর্ব্বত্র, সর্ব্বকালে ও সর্ব্বশাস্ত্রে শত্রুভাবে কৃষ্ণ-অনুশীলন হইয়াছিল। ভগবৎস্মৃতির জন্য তাহাদের সাযুজ্য-গতি লাভ হইয়াছিল। ঐসকল তুচ্ছ প্রাপ্তিকে কৃষ্ণ-প্রেমিকগণ, এমন কি তাঁহার নিষ্কপট কোন সেবকই কামনা করেন না। কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত ঐসকল দৈত্যগণের প্রতি—ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মধাম নির্ব্বিশেষ। উহা কৃষ্ণের নির্ব্বিশেষ অঙ্গজ্যোতিঃ মাত্র। ব্রহ্মলোকের উপরে বৈকুণ্ঠ, তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন। যাহারা নিজ নিজ সাধনা-দ্বারা ভগবানের বৈকুণ্ঠ-রাজ্যের চতুঃসীমানায়ও স্থান পাইল না তাহারা যে ভগবানের কত প্রিয়—তাহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং যাহারা তাঁহার প্রীতি পাইতে চান তাঁহারা কখনও কংস-শিশুপালাদির অনুগমন করেন না। তাঁহারা এক-মাত্র রাজপথস্বরূপ ভক্তিযোগই অবলম্বন করেন, কখনও জ্ঞান-কর্ম্মরূপ অভক্তিযোগ অবলম্বন করেন না। তবে "বৈরানুবন্ধেন নির্ব্বৈরেণ" কথা-দ্বারা ইহাই জানিতে হইবে যে, কংস-শিশুপালাদির যে-প্রকার তীব্র বৈর-

ভাব ছিল, সে-প্রকার তীব্রভক্তিযোগ-দ্বারাই ভগবান্ আরাধ্য। অন্যাভিলাষিতাযুক্ত, অবকাশযুক্ত বা দৃঢ়তাশূন্য ভক্তিদ্বারা ভগবান্ কখনই লভ্য হন না। "তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেন" ইত্যাদিদ্বারা তত্তদ্ভাবযুক্ত কৃষ্ণাভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণের স্বভাবমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে কিন্তু উহা কোন প্রকারেই সাধকের পক্ষে বিধি বলিয়া কথিত হয় নাই। কাম-ক্রোধ-ভয়-দ্বেষাদিযুক্ত ব্যক্তি সাধারণ নৈতিক লোকসমাজেই নিন্দনীয়। অতএব তাহারা আবার ভক্তিযোগী কি করিয়া হইবে? নিষ্কাম, শান্ত ও জড়তৃষ্ণারহিত জীবই কৃষ্ণভজনচেষ্টা আরম্ভ করিতে পারে। বদ্ধ, রিপুবশীভূত জীব নিজ নিজ খেয়াল, কল্পনা বা মায়াকেও মায়াধীশ কৃষ্ণ বলিয়া ভ্রম করে; মায়াদ্বারা মোহিত হওয়াকে কৃষ্ণপ্রাপ্তি বলা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক; মৃত্যুকে জীবন, মিত্রকে শত্রু, শত্রুকে মিত্র, প্রেয়ঃকেই শ্রেয়ঃ অথবা কুপথকেই মহাজনের পথ বলিয়া তাহারা চালাইতে পারে; তাহাতে আত্মবিনাশ ব্যতীত কিছুই লভ্য হইবে না। কংস না হইয়া কংসের অভিনয় করিতে গেলে কংসাদির অপেক্ষা বহুগুণে হীন নরকগতিই লভ্য। এজন্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতি ভগবদ্ভজনের বৈধপথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই পথই সাধু-গুরুর আনুগত্যে আত্মমঙ্গলেচ্ছুর অনুসরণীয়, নতুবা ভক্ত ও ভগবানের নিন্দা ও বিদ্বেষাদির বিষময়ফলস্বরূপ অনন্ত নরকভোগের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এইজন্যই ভগবন্নিন্দা ও বিদ্বেষকারিগণকে সতর্ক করিয়া স্বয়ং ভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥

মথুরা শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠস্থিত নবমন্দিরে
শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর
শুভপ্রবেশ-মহোৎসব

শ্রীব্রহ্মমাধব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সংরক্ষক শ্রীচৈতন্যবাণীর দশমাধস্তনবর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি আচার্য্যকেশরী অস্মদীয় পরমারাধ্যতম পরমগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** প্রতিষ্ঠিত উক্ত মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর শুভ প্রবেশোৎসব-উপলক্ষে বিগত ৯ই বৈশাখ, ১৩৯২ (ইং ২২।৫।১৯৮৫) সোমবার হইতে ১১ই বৈশাখ (২৪ এপ্রিল) বুধবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীসমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে বিরাট সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করিয়া উত্তর ভারতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমময় বাণী প্রচার আরম্ভ করেন। মঠবাড়ী পূর্ব্বে পরিত্যক্ত জীর্ণাবস্থায় ধর্ম্মশালা ছিল। বর্ত্তমানে তাঁহারই কৃপায় ক্রমে ক্রমে সেবকগণের তথা স্থানীয় ও অন্যান্য প্রদেশস্থ সমিতির ভক্তগণের বিশেষ সাহায্যের দ্বারা বর্ত্তমানে সুরম্য শ্রীমন্দির, নাট্যমন্দির প্রবেশ-দ্বার নির্ম্মিত হইয়াছে। বিগত অক্ষয় তৃতীয়াদিবসে নবমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের প্রবেশোৎসব বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

এতদুপলক্ষে ৯ই বৈশাখ, (২২শে এপ্রিল) সোমবার সন্ধ্যা ৬টায় শোভাযাত্রাসহ বিরাট নগর-কীর্ত্তন মথুরা সহরের প্রধান প্রধান পথ-সমূহ পরিক্রমা করা হইয়াছে। ক্রমানুসারে ব্যাণ্ডবাদ্য, পতাকাধারী, ২টী সুসজ্জিত অশ্বে আরোহী, গৌড়ীয় তিলকধারী সুসজ্জিত গজরাজের পীঠোপরি ছত্র, চামরাদি দ্বারা পরিসেবিত জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অর্চ্চামূর্ত্তি আলেখ্য, শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের ধ্বজা, শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভুর পঞ্চশততম বার্ষিকীর প্রাক্-মহামহোৎসবে 'পঞ্চতত্ত্ব' ও 'মহা-মন্ত্রের' ক্রমশঃ ধ্বজা, পতাকা। ISKCON এর বৃন্দাবন শাখাস্থ বিশাল সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলী, স্থানীয় কীর্ত্তনমণ্ডলী, মহিলা কীর্ত্তনমণ্ডলী, শ্রীধাম গোকুল, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীগোবর্দ্ধন, শ্রীরাধাকুণ্ড, নন্দগ্রাম, বর্ষাণা প্রভৃতি স্থানের সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এবং শ্রীমঠের সম্মিলিত বিরাট সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলী, আলোকমালায় সুসজ্জিত বিবিধ পুষ্পরচিত বিরাট রথোপরি বিরাজিত শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর শ্রীবিগ্রহ হাজার হাজার পুরুষ ও মহিলা সজ্জনবৃন্দ, শোভাযাত্রার আগু-অন্ত প্রান্ত দুইটি সারিবদ্ধভাবে ঝাড়ফানসের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। স্থানে স্থানে শ্রীবিগ্রহগণের ভোগরাগ এবং আরাত্রিক হইতেছিল। মৃদঙ্গ, ঝাঁঝর, করতাল, শঙ্খ-ভেরীর ধ্বনিসহ সঙ্কীর্ত্তনের রোল দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিতেছিল। সমস্ত জনপদ যেন কীর্ত্তনে মুখরিত হইয়া দলে দলে যোগদান করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে গগণভেদী হরিধ্বনি, জয়ধ্বনি আকাশ-বাতাসকে আন্দোলিত করতঃ মাঝে মাঝে পুষ্পবৃষ্টিও হইতেছিল। ভক্তগণ কীর্ত্তনরোলে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধারায় মথুরানগরে এই প্রথম এ ধরণের নগর সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। রাত্রি ১০টা নাগাদ শ্রীবিগ্রহগণ নগর-সঙ্কীর্ত্তনসহ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীবিগ্রহগণের আরাত্রিক সমাপনান্তে রথ হইতে শ্রীমঠে শুভবিজয় করাইয়া সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

১০ই বৈশাখ (২৩শে এপ্রিল) অক্ষয়-তৃতীয়া দিবসের ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি ও সঙ্কীর্ত্তনান্তে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করেন। তদনন্তর সকাল ৮টা হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের পৌরহিত্যে পূজ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণ-কৃপা ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ শুভানন্দ ব্রহ্মচারী এবং শ্রীপাদ সুখানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুগণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিজয় বিগ্রহের অভিষেক ও প্রতিষ্ঠা, পরমারাধ্যতম পরমগুরুদেবের নববিগ্রহ, পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউ ও শ্রীশ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনজীউ প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক শাশ্বত বৈষ্ণব-স্মৃতি শ্রীহরিভক্তি-বিলাসানুসারে করেন। শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-

বেদান্ত পদ্মনাভ মহারাজ, শ্রীপাদ প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ নবীন-কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী বৈষ্ণবহোম করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিকমল পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীমদ্ অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসকোর শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মঙ্গল মহারাজ, শ্রীপাদ শেষশায়ী ব্রহ্মচারী ইঁহারা বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন। এইরূপে গগণভেদী হরিনামসংকীর্ত্তন, হরিধ্বনি, জয়ধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে মহাভিষেকান্তে শ্রীবিগ্রহগণ নবমন্দিরে প্রবেশ করেন।

তদনন্তর শ্রীবিগ্রহগণের রাজভোগ, আরাত্রিক সম্পন্ন হইলে উপস্থিত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থভক্ত, আহুত ও অনাহুত প্রায় ৬।৭ হাজার জনগণকে বিবিধপ্রকার সুস্বাদু এবং বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণ ৪টা হইতে এক মহতী ধর্ম্মসভার অধিবেশন আরম্ভ হইলে শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের জয়ধ্বনি, বন্দনা ও সঙ্কীর্ত্তনের পর স্থানীয় District Judge মহোদয় সভাপতির আসন ও শ্রীবাসুদেব কৃষ্ণ চতুর্ব্বেদী (সপ্তাচার্য্য, সাহিত্যরত্ন, কাব্যতীর্থ, এম. এ. পি. এইচ ডি, ডি. লিট, মুখ্য অধ্যাপক, সংস্কৃত-বিভাগ, প্রাচ্যদর্শন মহাবিদ্যালয়, বৃন্দাবন) প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করিলে বেদাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীমহাদেবকৃষ্ণ চতুর্ব্বেদী, ঋগ্বেদীয় আচার্য্য শ্রীত্রিবিক্রমজী যজুর্ব্বেদীয় মঙ্গলাচরণ পাঠ করেন। তদনন্তর ভারত সরকার দ্বারা বিশেষরূপে পুরস্কৃত দিল্লী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের Retd. Principal আচার্য্য শ্রীরমেশচন্দ্র শুক্ল অত্যন্ত প্রাঞ্জল এবং হৃদয়গ্রাহী সংস্কৃত ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাবদান্যতা সম্বন্ধে সারগ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন। মথুরার প্রসিদ্ধ ভাগবত-বক্তা শ্রীমনোহরলালজী শাস্ত্রী "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহকৃষ্ণং.....সুমেধসঃ॥" (ভাঃ ১১।৫।৩২) শ্লোকের সুন্দর বৈষ্ণবোচিত ব্যাখ্যা করিয়া এই শ্লোকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতারের সূচনা করিয়া সঙ্কীর্ত্তনমঞ্চে তাঁহার উপাসনার কথা উল্লেখ করেন। প্রধান অতিথি শ্রীবাসুদেবকৃষ্ণ চতুর্ব্বেদী "ধেয়ম্ সদা পরিভবঘ্নম্.....', এবং ত্যক্ত্বাসুদুস্ত্যজ.....চরণারবিন্দম্ (ভাঃ ১১।৫।৩৩-৩৪) এই দুই শ্লোকের বৈষ্ণবোচিত ও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পরমতত্ত্ব ব্যাখ্যা করায় উপস্থিত বৈষ্ণববৃন্দ ও জনগণ আনন্দে হরিধ্বনি করেন। তিনি

আরোও বলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু না আসিলে রসময় বৃন্দাবন, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড এবং ব্রজমণ্ডলের অন্যান্য কৃষ্ণলীলাস্থলী ও গোপীভাবে যুগল-কিশোরের উপাসনা-পদ্ধতি প্রভৃতি প্রকাশিত হইত না। সভাপতি মহামান্য ন্যায়াধীশ মহোদয় এইরূপ বিদ্বৎ ধর্ম্মসভায় অত্যন্ত সুন্দর এবং আত্মকল্যাণকারী হরিকথা শ্রবণের সুযোগ লাভ করিয়া নিজেকে সৌভাগ্যবান বলিয়া মন্তব্য করেন। তিনি নাতিদীর্ঘ আত্মধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় একটি ভাষণও প্রদান করেন। তৎপশ্চাৎ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত চরিত্র, অবদান, সমিতির উদ্দেশ্য এবং প্রচার-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করিয়া উপস্থিতমণ্ডলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে কীর্ত্তনান্তে সভা সমাপ্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় সরস্বতী শিশুমন্দির এবং নিউ মণ্টেসরী স্কুলের ছোট ছোট শিশুগণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নগর-সঙ্কীর্ত্তন ও ঝারিখণ্ডপথে বৃন্দাবন আগমন, শ্রীকৃষ্ণ-দ্বারা সুরদাসকে দর্শনদান, কৃষ্ণের মাখনচুরি প্রভৃতি বাল্যলীলা-সমূহ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক লীলাভিনয়ের দ্বারা দর্শকগণকে মুগ্ধ করেন।

২৪শে এবং ২৫শে এপ্রিল অপরাহ্ণ ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ ধর্ম্মসভায় বহু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ও বিদ্বানগণ ভাগবতধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করেন। সন্ধ্যারতি ও কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিকমল পর্ব্বত মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। পাঠের আদ্যান্তে শ্রীপাদ শেষশায়ী ব্রহ্মচারীপ্রভু সুললিত কণ্ঠে মহাজন-গীতি কীর্ত্তন করেন।

এই মহদনুষ্ঠানে স্থানীয় শ্রীশ্রীনিবাস অগ্রওয়াল. শ্রীরামপ্রকাশ অগ্রওয়াল, শ্রীবলবীর সিং বংসল (ভাট্টেওয়াল), শ্রীরামকিশোর বংসল (উকিল), ডাঃ আর, এস, সাহা, ডাঃ জি. আর, সাহা, শ্রীমোরমুকুট বংসল প্রভৃতি মহানুভবগণ এবং স্থানীয় বহু যুবকগণ এই বিরাট অনুষ্ঠানে নগর-সঙ্কীর্ত্তন, উৎসবের দ্রব্য সংগ্রহ, মহাপ্রসাদ বিতরণ এবং অন্যান্য ব্যবস্থায় তনু, মন, বচন ও অর্থদ্বারা সেবা করিয়া সমিতির ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

—শ্রীনবীনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা ও

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা

মহোৎসবে আহ্বান

(পুরীধামের প্রথানুসারে)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য,
১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব
গোস্বামী মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া,
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
১০ই বৈশাখ, ১৩৯১ ; ইং ২২।৪।৮৫

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবক-বৃন্দের উদ্যোগে উক্ত মঠে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা-পালন ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে আগামী ৩রা আষাঢ়, ১৩৯২ (ইং ১৮।৬।৮৫) মঙ্গল-বার হইতে ১৩ই আষাঢ়, ১৩৯২ (ইং ২৮।৬।৮৫) শুক্রবার পর্য্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহের বিশেষ সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন সেবাপঞ্জী প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ— কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

—ঃ সেবাপঞ্জী ঃ—

১। **৩রা আষাঢ়** (ইং ১৮।৬।৮৫), **মঙ্গলবার**—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

২। **৪ঠা আষাঢ়** (ইং ১৯।৬।৮৫), বুধবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**মুখে গুণ্ডিচাবাড়ী গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন** ও মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। **৫ই আষাঢ়** (ইং ২০।৬।৮৫), বৃহস্পতিবার—**শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা** ; অপরাহ্ণ ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তনযোগে শোভা-যাত্রাসহ রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীমঠে সন্ধ্যা ৮টা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন, আরাত্রিক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ** পাঠ।

৪। **৬ই আষাঢ়**, ২১শে জুন শুক্রবার হইতে **৮ই আষাঢ়**, ২৩শে জুন রবিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ ও সন্ধ্যারাত্রিকান্তে রাত্র ৮টা **হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীরামলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৫। **৯ই আষাঢ়** (ইং ২৪।৬।৮৫), সোমবার—**হেরাপঞ্চমী** দিবসে শ্রীলক্ষ্মীবিজয়-উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে রাত্র ১১টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন; সন্ধ্যায় আরাত্রিক, তদনন্তর **শ্রীমদ্ভাগবত** পাঠ।

৬। **১০ই আষাঢ়**, ২৫শে জুন মঙ্গলবার হইতে **১২ই আষাঢ়**, ২৭শে জুন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে রাত্রি **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরাম-লীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৭। **১৩ই আষাঢ়** (ইং ২৮।৬।৮৫) শুক্রবার—অপরাহ্ণ ২৷৷০টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন ও শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা**। পরে শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীভাগবত পাঠ, আরতি ও সাধারণ মহোৎসব।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে উৎসব-তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।

ALL GLORY TO SHRI SHRI GURU AND GOURANGA.

Cordial Invitation on the occasion of Lord Shri Krishna's Birth Anniversary and Jhulan Jatra

SHRI GOUDIYA VEDANTA SAMITI
(Registered)

Shri Meghalaya Goudiya Math,
P. O. Tura (W. Garo Hills)
MEGHALAYA.

Sir/Madam,

We the devotees of Shri Goudiya Vedanta Samiti (Regd.) under the guidance of His Holiness **Paribrajakacharyya Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Goswami Maharaj,** the President-Acharyya, celebrating the **Jhulan Yatra** from 9th Bhadra (26-8-85) to 13th Bhadra (30-8-85); again **Lord Shri Krishna's Birth Anniversary** will be celebrated in presence of the spiritual master. Exceedingly glad we are to let you know that there is an arrangement of **Reading The Shrimad Bhagavatam, Chanting, Religious Conference,** Nagar Sankirtan, Film show of Shri Krishna-Lila etc. and **Mahaprasadam** will be distributed during the day of the **Nandotsava.**

Hence, all the religious minded persons are cordially invited to join the festival and get the chance of gathering devotional good will of God with the help of energy, money and activity that depicts the love of God and His devotees of the Society as well. The Programme is given in the next page.

YOURS,
In the Service of the Supreme Lord,
Devotees of
Shri Meghalaya Goudiya Math

Dated, Tura the
1st June, 1985.

N.B.—Please write or meet with **Shri Balabhadra Brahmachari** if you want to know anything or send donation.

THE PROGRAMME OF THE OCCASION OF SHRI KRISHNA'S BIRTH ANNIVERSARY

20th Bhadra (6-8-85), Friday—

a) Adhibas : At 6 o'clock evening.

b) Chanting : After evening worship of God
From 7 p.m. to 8 p.m,

c) Reading of the Bhagavatam : From 8 p.m. to 9 p.m.

21st Bhadra (7-8-84), Saturday —

a) Mongalarati : At 4 o'clock (at dwan)

b) Chanting the Holy Name of God walking on the roads of the town From 5 a.m. to 8 a.m.

c) Reading of the **Shri Krishnaprem-Taranginee** From 8·30 a.m. to 6 p.m.

d) Religious Conference—
Ram-mongal (Shri Rama-Lila Kirtana)
From 8 p m. to 11 p.m.

and then
Film show of **Shri Krishna-Lila**

22nd Bhadra (8-8-85), Sunday—

a) Mongal-Arati : At 4 o'clock (at dawn)

b) Worship and Arati of God at noon.

c) **The Nandotsava** and distribution of Mahaprasadam, Till 6 p.m.

d) Film show of Shri Gouranga-Lila and then **Ram Mongal** at last.

N. B.—The Programme can be changed if necessary.

। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ।



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩৭শ বর্ষ | ১৪ শ্রীধর, প্রদ্যুম্ন, ৪৯৯ গৌরাব্দ
৩১ আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৯২ ; ইং ১৬।৭।১৯৮৫ | ৫ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগৌর-বিরুদাবলী

[শ্রীল-রঘুনন্দন-গোস্বামিপাদকৃত-বিরচিতা]

গৌরহরে তব করুণামৃতবর্ষণতো মহীতলে সকলে।
ভক্তিলতাপ্রসূমরতাং প্রাপ্তা নানাফলং ফলতি ॥৩৬॥

হে গৌরহরে! ভবদীয় করুণামৃতবর্ষণে মহিতলে সকলেই ভক্তিলতা লাভ করিয়াছেন। নানা (প্রেম) ফল ফলিতেছে, হায় আমিই কেবল বঞ্চিত আছি ॥৩৬॥

শঙ্করবন্দিত, পণ্ডিতনন্দিত,
চঙ্গিমরঞ্জিত, মণ্ডনমণ্ডিত, ধীর ॥৩৭॥

হে ধীর, হে শঙ্করবন্দিত! হে পণ্ডিতগণের আনন্দপ্রদ (বা পণ্ডিত-গণ হইতে প্রাপ্তসুখ), হে শোভাময় (অথবা দক্ষ), হে ভূষণমণ্ডিত! জয়যুক্ত হউন ॥৩৭॥

লক্ষ্ম্যালঙ্কৃতমঙ্গং কলয়ন্ শঙ্খং করে তথা কমলম্।
দ্বিজপুঙ্গবসঙ্গরত গৌরাঙ্গ ত্বং বিভাসি শাঙ্গির ॥৩৮॥

হে গৌরাঙ্গ! আপনি লক্ষ্মী কর্ত্তৃক অলঙ্কৃতাঙ্গ, পদ্ম-শঙ্খভূষিত, দ্বিজশ্রেষ্ঠ সঙ্গে রত, জগন্মঙ্গল হরিনামোপদেষ্টা। আপনি পরমশোভা ও জয়যুক্ত হইয়া বিদ্যমান্ ॥৩৮॥

জয় কলিপঙ্ক, ক্ষপণ সুটঙ্ক,
প্রভুগুণ সঙ্ঘ, দ্বিপকর জঙ্ঘ,
প্রবিলসদঙ্গ, দ্যুতিজিতচঙ্গ,
স্ফুটশণ রঙ্গ, প্রবল ভুজঙ্গ,
প্রভুজ পতঙ্গ, প্রভনিজ সঙ্গ,
দ্বিজপরিরিঙ্গন্, সুরসরিদিঙ্গন্
মধুর তরঙ্গ প্রথিত সুতুঙ্গ
ক্ষম হরি সঙ্কীর্ত্তনগত পঙ্কী
কৃতজলগঙ্গা তটবররঙ্গা হিত সুখ দেব ॥৩৯॥

হে কলিকল্মষভেদনে সুটঙ্ক (শিলাভেদন অস্ত্রবিশেষ), জয় হউক আপনার। প্রভুর যে-সকল গুণ থাকা আবশ্যক, সে-সমস্তই আপনাতে আছে। আপনার জঙ্ঘা, হস্তীশুণ্ডের ন্যায়। আপনার অঙ্গদ্যুতি সুন্দর প্রস্ফুটিত শণপুষ্পের (স্বর্ণ) কান্তিকে জয় করিয়াছে। ভুজদ্বয়, ভুজঙ্গকে গঞ্জনা দিয়াছে। সূর্য্যসঙ্কাশ নিজ সঙ্গদ্বারা বঙ্গদেশকে পবিত্র করিয়াছেন। আপনি জগন্নাথ মিশ্র-গৃহে রিঙ্গণ (হস্তপদ-দ্বারা গমন, হামা)-কারী। গঙ্গাতীরে খ্যাত নবদ্বীপে পার্ষদবর্গসহ লীলাকারী। ভবভয়হারী! সপার্ষদে উচ্চ হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়া গঙ্গাতটে বিহারপূর্ব্বক লোকে পরম কৌতুক ও শ্রেষ্ঠ শ্রেয়ঃদানকারী। হে দেব! জয় হউক ॥৩৯॥

ইঙ্গত্তুঙ্গতরঙ্গকম্পসুলসদ্গঙ্গাতটপ্রাঙ্গনে
রিঙ্গন্ সঙ্গিগণৈরনঙ্গবিজয়ং কুর্ব্বন্নিজাঙ্গশ্রিয়া।
সঙ্গীতেন সুরাঙ্গনাসু জনয়ন্ ছিন্নাঙ্গতাসঙ্গতিং
গৌরাঙ্গো নটপুঙ্গবো মমমনোরঙ্গস্থলং গাহতাম্ ॥৪০॥

হে নটচূড়ামণি গৌরাঙ্গ, আমার চিত্ত রঙ্গস্থলে প্রবেশ করুক। উত্তাল তরঙ্গমালাসঙ্কুল গঙ্গাতটে স্বীয় সঙ্গীগণে পরিবৃত হইয়া অঙ্গপ্রভায় অনঙ্গকে পরাজয়পূর্ব্বক উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে এরূপ রাগতালাদির আবিষ্কার করেন যে তাহা দেখিয়া শুনিয়া দেবাঙ্গনাগণও আত্মবিস্মৃত ও বিমোহিত হন ॥৪০॥

চরিত সুখিত বিধি শঙ্কর হলধর,
বিমল কনকময়পঙ্কজ রুচিভর,
দশন বসন জিতরঙ্গনকুসুমক,
চলনতুলিতসুমতঙ্গজগমনক, ধীর ॥৪১॥

হে ধীর! আপনার আচরণে ব্রহ্মা (হরিদাস), শিব (অদ্বৈত), বলরাম (নিত্যানন্দ) প্রীত, আপনার অঙ্গকান্তি বিমলস্বর্ণপদ্মতুল্য, রঙ্গন পুষ্পের রক্তিমাকে পরাজিত করিয়া আপনার ওষ্ঠাধর সুন্দর, মত্তহস্তীর গমন তুল্য আপনার গতি ॥৪১॥

নরলীলাহিতদুষ্টবঞ্চনে কৃতরাধাপ্রণয়প্রপঞ্চনে।
নৃহরৌ ভ্রাজিতশুদ্ধকাঞ্চনে রমতাং মে মতিরুত্তমাঞ্চনে ॥৪২॥

হে নরহরি শচীনন্দন! আপনাতে আমার মন নিয়ত রত হউক। আপনি নরলীলা করায়, বিশ্বের অহিত দুষ্টজনেরা নানা সন্দেহে (আপনার অযাচিত প্রেমে) বঞ্চিত হইয়াছে; হে শুদ্ধ কাঞ্চনকান্তি, শ্রীরাধার প্রণয় বস্তু বিস্তার ও আস্বাদ জন্য আপনার অবতার। কোন অবতার এরূপ করে না ॥৪২॥

জয় সমুদঞ্চৎ, পরিমলচঞ্চৎ, মধুপকরঞ্জ, দ্রুমসুমপুঞ্জ
স্রগধিকমঞ্জুস্বুজনবকিঞ্জল্ক-রুচিরগঞ্জ, জ্বলদঘখঞ্জ,
দিজ-গদ-সঞ্চূর্ণক শুকচঞ্চত্তমনসচিঞ্চা-তরূতলমঞ্জু-
সনশিখিপিঞ্ছা-সিতকচসঞ্ছা-দিতমুখকঞ্জৌজ্জ্বলরসমঞ্জৌ-
যধবরমঞ্জী-রকরবসঞ্জীবিতজন গুঞ্জা-ঘনতটকুঞ্জা-হিতরস দেব ॥৪৩॥

হে দেব! জয়ী হউন। আপনার গলস্থিত করঞ্জপুষ্পের মালা হইতে উদ্গত পরিমলে সমাকৃষ্ট ভ্রমরপংক্তি মধুর গুঞ্জন করিতে করিতে ঘুরিতেছে; নব বিকসিত অনিন্দ্য কমলের নব কিঞ্জল্ককে পরাজয় করিয়া আপনার অঙ্গপ্রভা; ফলদানে প্রবৃত্ত পাপরাশিকেও আপনি বিনাশ করেন;

আপনি দ্বিজ (বাসুদেব নামক ব্রাহ্মণের) রোগ (কুষ্ঠ) বিনাশক। শুকচঞ্চু অপেক্ষা আপনার নাসিকা সুন্দর। তিন্তিড়ী (তেঁতুল) বৃক্ষমূলে আপনার আসন। ময়ূরপুচ্ছতুল্য সুন্দর কৃষ্ণ কেশকলাপ। ভবরোগের শ্রেষ্ঠতম ঔষধ হরিসঙ্কীর্ত্তন (উজ্জ্বলরস সহিত) অযাচিত দান করিতে আপনার পদ্মমুখ সতত উৎফুল্ল। আপনি সুস্রাব্য নূপুরনিক্কণে আত্মীয়-জনের আনন্দবর্দ্ধক। গুঞ্জাবন সমাকীর্ণ গঙ্গাতটে অপূর্ব্ব রস বিস্তারে আপনি নিপুণ ॥৪৩॥

কাঞ্চনারকৃত-কর্ণভূষণং কাঞ্চনাভিজয়িকান্তিভূত্তব।
কাঞ্চনাতিসুষমাং দধদ্ বপুঃ কাঞ্চ নাম ন বিমোহয়েদ্ বধূম্ ?॥৪৪॥

হে গৌরাঙ্গ! কাঞ্চনার (কোবিদার) পুষ্পে আপনার কর্ণভূষণ, কাঞ্চনকান্তিকে পরাভূত করিয়া অঙ্গকান্তি, সমস্ত অঙ্গের শোভা অনির্ব্বচনীয়; এ নেত্রমনোহররূপ দর্শনে কোন্ কামিনী বিমোহিত না হয় ?৪৪॥

কলিদভুজঙ্গম জঙ্গম বিষহর,
মুখজিতপঙ্কজ পঙ্কজপদকর,
সুকলিত হংসক, হংসক সুগমন,
মধুররসঙ্গত সঙ্গত নিজজন, ধীর ॥৪৫॥

হে ধীর! আপনি কলহ বহুল কলি-কালসর্পের জঙ্গম (গতিশীল) বিষহর; আপনার মুখ, কর ও চরণ, পদ্মকে পরাজিত করিয়াছে; চরণে নূপুর শব্দায়মান; হংসতুল্য গতি; মধুর রসাস্বাদিত আপনি নিজজনের সঙ্গে মিলিত ॥৪৫॥

দণ্ডিত-দিগ্বিজয়ি পণ্ডিত পুণ্ড্রপ্রচণ্ডযমদণ্ড।
তাণ্ডবমণ্ডিত গঙ্গাতটমণ্ডল খণ্ডয়াঘং মে ॥৪৬॥

হে গৌর! আপনি দিগ্বিজয় পণ্ডিতকে দণ্ডিত করিয়াছেন, পুণ্ড্রের-বরে যমদণ্ড রহিত হইয়াছে, (যমের দণ্ড হইয়াছে), গঙ্গাতটে তাণ্ডব নৃত্যে বিরাজমান আপনি আমার অপরাধ খণ্ডন করুন ॥৪৬॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২০ পৃষ্ঠার পর)

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দসনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায়, শুনে পরম আনন্দে॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২।৭৭)

এই পাঁচ প্রকার গ্রন্থ ও গীতি গৌরসুন্দরের পরম প্রীতি বিধান করেছেন। এইত ভাগবতসম্প্রদায়ের অবস্থা। সাধারণ লোকে অর্থোপার্জ্জন, পুণ্যসঞ্চয়াদির জন্য ভাগবত পড়ে ভাগবতপাঠকে মার্কণ্ডেয় সপ্তশতী পাঠেরই অন্যতম মনে করে।

আপনারা বোধ হয় কুলীনগ্রামীয় মালাধর বসু—গুণরাজ খানের নাম শুনে থাকবেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের কথাগুলি বাংলা পয়ার-ছন্দে পাঁচালী আকারে গ্রথিত করেছেন। গ্রন্থখানির নাম "শ্রীকৃষ্ণবিজয়"। সেই গ্রন্থে উজ্জ্বলভাবে লিখিত আছে।

"নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ"

মহাপ্রভু এই কথায় পরম প্রীতিলাভ করে বলেছিলেন, "এই বাক্যে বিকাইনু তার বংশের হাত"।

হরিলীলা-শিখরিণী, মুক্তাফল প্রভৃতি ভাগবতের প্রাচীন টীকা আছে, শ্রীমধ্বের নিজলিখিত টীকা আছে, মধ্বসম্প্রদায়ের বিজয়ধ্বজ প্রভৃতি ৮।১০ জন ভাগবতের টীকা লিখেছেন। রামানুজ-সম্প্রদায়ের বীররাঘবাদি আরও দুজন ভাগবতের ব্যাখ্যা করেছেন। কেবল কেবলাদ্বৈতবাদীরা কেহই ভাগবতের টীকা লেখেন নি। তাঁরা কেবল কপটতার দ্বারা বলে বেড়ান ভাগবতে কেবলাদ্বৈতবাদের কথা আছে। কিন্তু আমরা ত ভাগবতের কোথায়ও কেবলাদ্বৈতবাদ দেখি না। ভাগবত থেকে শত সহস্র যোজন দূরে অবস্থান করে, এরূপ ধরণের কোন ব্যক্তি ভাগবতের কথা লিখবে বা জানবে, ইহা কখনই সম্ভব নয়। মধুসূদন সরস্বতী নাকি একজন ভাগবতের পক্ষের লোক বলে অনেকে বলেন, কিন্তু তা নয়; তিনি অদ্বৈতবাদী। অঘবকপূতনাও কৃষ্ণের পক্ষের লোক বলে পরিচয় দিয়েছিল। কৃষ্ণ মাথুরমণ্ডলে অঘবকাদি

১৮টি অসুর নিধন করেন এবং দ্বারকায় বাসকালে জরাসন্ধাদি আর ১৮টি অসুর ধ্বংস করেছিলেন। অসুরগণের কৃষ্ণকে ধ্বংস করাই প্রধান চেষ্টা, কিন্তু কৃষ্ণ তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। গীতা যদিও বৈষ্ণবদেরই পূজ্য গ্রন্থ, কিন্তু উহাকে পঞ্চায়িতী আখড়ার লোক তাদের প্রধান পূজ্য বস্তু বলে নানা টীকা-টিপ্পনী রচনা করে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সরল বিশ্বাসের প্রতি আক্রমণ করছে। ভাগবতকেও ঐ রকম আপনার করতে গিয়ে তারা বিরুদ্ধ কথা প্রচার করেছে।

যখন জগতে এই রকম ধরণের অন্যায় বিচার প্রবর্ত্তিত হয়েছিল, এমন সময় চৈতন্যদেব মনুষ্যের কল্যাণের জন্য কৃষ্ণপাদপদ্ম কি বস্তু, তাহা জানিয়ে দিলেন। কিন্তু আমাদের এমনই পোড়াকপাল যে, সেই কৃষ্ণ-কথায় রুচি নেই। যেমন শ্রীচৈতন্যভাগবত চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এদেশের অবস্থার কথা বেশ স্পষ্ট করে বলেছেন—লোকে কেবল গঙ্গাস্নানের সময় এক-আধবার হরিনাম উচ্চারণ করত, ব্যবহার-রসে মত্ত থাকত, পণ্ডিতেরা বাদবিতণ্ডা নিয়ে প্রবৃত্ত থাকতেন, ব্রাহ্মণেরা মরণের সময় 'গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম' উচ্চারণ করতেন অর্থাৎ অন্তে নির্ব্বিশেষগতি ছাড়া আর কিছু নেই, এই তাঁদের ধারণা, ভুলেও মহামন্ত্র উচ্চারণ করতেন না। ভাগবতের কথাকে লোকচক্ষু হতে আবৃত করবার জন্য এইসব কথা প্রবলভাবে চলেছিল। চেতনের বিলাসকে জড়বিলাসে পরিণত করে যাঁরা ভাগবতের সঙ্গে আত্মীয়তা দেখাতে যান, ভাগবত উপহার দিতে যান, তাঁরা যাতে ঐপ্রকার দুশ্চেষ্টা হতে নিবৃত্ত হন, ভাগবতকে কদর্থিত করতে প্রবৃত্ত না হন, এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব তাঁদের নিকট থেকে ভাগবতকে রক্ষা করেছেন। শেক্সপীয়ার, কালিদাস প্রভৃতি জড়কবির পার্থিব জড়রসের কাব্যসাম্যে ভাগবত নিয়ে খেলা করা, তাঁকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করার দুর্বুদ্ধি অত্যন্ত অপরাধের কার্য্য। কতকগুলি লোক আবার চৈতন্যদেবের অনুগত বলে পরিচয় দিয়েও ভাগবতের উদ্দেশ্য নষ্ট, কলঙ্কিত, কলুষিত করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন, তাঁদের নিকট হতে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা সংরক্ষণ করা, উজ্জ্বল ও পুষ্ট করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হয়ে পড়েছে। পাঁচের অল্পসঙ্গ হতেই যাতে জীব শুদ্ধভক্তি অবলম্বন করতে পারেন, এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতের অভ্যুদয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত বিশ্রম্ভভাব-পোষণকারী অনেক গ্রন্থ আছেন, শ্রীরূপ সংক্ষেপ-ভাগবতামৃত, শ্রীসনাতন বৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীজীব সন্দর্ভ ছয়টী, শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুর সারার্থদর্শিনী টীকা, শ্রীবলদেবও দশমের টীকা করেছেন। এইগুলি পরবর্ত্তিসময়ে গৌরানুগত সম্প্রদায়ে আলোচিত হচ্ছে। শ্রীবল্লভের সুবোধিনী, পুরুষোত্তম মহারাজের টীকা এবং ঐ সম্প্রদায়ের আরও ২।৩ ভাগবতটীকা আছে। এঁরা অবশ্য চৈতন্যের অনুগত নন। চৈতন্যের অনুগত যাঁরা, তাঁরা একভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, আর চৈতন্যের কথা শ্রবণ করেন নি যাঁরা, যেমন বাদিরাজ প্রভৃতি তাঁদের ব্যাখ্যাধারা অন্যপ্রকার। যাহোক সকলেরই একমাত্র ভাগবতগ্রন্থই আলোচ্য। হেমসিংহসমন্বিত আসনে শ্রীমদ্ভাগবত সংরক্ষণপূর্ব্বক প্রৌষ্ঠপদীতে শ্রীমদ্ভাগবত-বিতরণের মাহাত্ম্যও শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে।

শ্রীজীব গ্রন্থ রচনা করে এদেশে পাঠিয়েছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য, ঠাকুর নরোত্তম, শ্যামানন্দ এদেশে সেই গ্রন্থ প্রচারে প্রচুর যত্ন করেছেন। কিন্তু সাধরণ ব্যক্তিগণ কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের বিরুদ্ধাচারকে বৈষ্ণবাচার বলে চালাচ্ছেন ও কলুষিত করবার অনেক যত্ন করছেন। বাঙ্গালাদেশে প্রাকৃত সহজিয়ার প্রবল দৌরাত্ম্য চলেছে, ভাগবতবিরোধী কথা চৈতন্যদেবের অনুগত পরিচয়ে খাপিয়ে দিচ্ছে। লোককে খোসা-মোদ করার জন্য ভাগবতবিরোধী উল্টাকথা চালান কতদূর অবিচার, কিরূপ দৌরাত্ম্য, তা ভাষাদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। সেজন্য আমরা বলছি - ভারতে, কেবল ভারত নয়, সমগ্র জগতে ভাগবতের কথা প্রচারিত হোক, অন্য সব কথা থেমে যাক। ভাগবতের কথাই চৈতন্য-দেবের কথা, ভাগবত থেকে শ্রীচৈতন্যের কথায় কিছুমাত্র পার্থক্য নেই। চৈতন্যদেবের কথা সুষ্ঠুভাবে প্রচারিত হলে লোকের নিত্য মঙ্গল লাভ হবে, অনন্তকালসঞ্চিত—জন্মজন্মান্তরের সকল অনর্থ—সকল অসুবিধা দূর হবে। এই শ্রীচৈতন্যবাণী—শ্রীমদ্ভাগবত-কথাই গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়।

আমি এখন সংক্ষেপে আমার আলোচ্য বিষয়গুলি বলি,—

পাঁচের অল্পসঙ্গেই কৃষ্ণপ্রেম জন্মায়। একদিকে ভজনীয় বা সেব্যবস্তু ভাগবত, অপরদিকে ভাগবতের পাঠক ও শ্রোতারূপ সেবক

এবং মধ্যবর্ত্তিস্থানে ভক্তি বা ভাগবতকথা-শ্রবণাদি সেবা। ভাগবতকথার সুষ্ঠুভাবে আলোচনা আবশ্যক। অমলজ্ঞানের কথা গতকল্য বলা হয়েছে। সমলজ্ঞানে ভাগবতকথা আলোচনা হয় না। শ্রীচৈতন্যের অকৃতিম দাসগণের ভাগবতের কথা ব্যতীত অন্য কোন কথা নেই, তাঁদের কাছেই ভাগবত আলোচ্য। আজ শ্রীচৈতন্যের অনুগত দাস পরিচয়ে কি অন্যায় কার্য্যই না চলছে। ওরা জগতের কোন মঙ্গলই করতে পারে না। গোপীবসনহর রাসলীলার নায়কের কথা কিভাবে বুদ্ধিমান নামধারিগণের দ্বারাও কদর্থিত হচ্ছে—তাঁরা উহার সমালোচনা-দ্বারা প্রকৃত কথা গোপন করে কিরূপ অন্যায় করছেন, মনুষ্যজীবনের সার্থকতা নাশ করে লোককে বিপথে নিয়ে যাচ্ছেন, তা বলে শেষ করা যায় না। আমাদের বন্ধুবান্ধব আজ ভগবৎকথা ভুলে গিয়ে কৃষ্ণকে রূপক বা ঐতিহাসিক নায়করূপে কল্পনা করে, নানা অশ্রাব্য কথা আলোচনা ও অদর্শনীয় চিত্র অঙ্কিত করে নিজেরা ত খারাপ হচ্ছেনই, পরন্তু কত লোকের কপাল খারাপ করছেন। জয়দেব, চণ্ডীদাস প্রভৃতি, যা মহাপ্রভু তাঁর নিতান্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ সঙ্গে পরমপ্রীতির সঙ্গে আলোচনা করেছেন, তার নানাপ্রকার কদর্থ করে হাটে ঘাটে যেখানে সেখানে ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু করে ফেলেছে। কি দুর্দৈবের কথা! অতি উচ্চ-স্থানীয় লোকের আলোচ্য বিষয়গুলি উচ্চতা বা যোগ্যতা লাভ করবার পূর্ব্বেই সাধারণ্যে আলোচনা করা অত্যন্ত অন্যায়। মূর্খ বা পণ্ডিত অভিমানী কাহারও পক্ষে এ সব কথা শোভা পায় না। তাঁরা এ সব আলোচনা করবার দাম্ভিকতা করতে গিয়ে নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে বহুলোকের সর্ব্বনাশ ঘটাবেন। যে-কথা মনুষ্যমাত্রেরই প্রয়োজনীয়, মানুষ কি তা শুনবে? যাতে আপাত আনন্দ— ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তাই শুনবার জন্য ব্যস্ত। বিবর্ত্তবাদীর কথা শোনাই মানুষ প্রয়োজন বলে মনে করে নিয়েছে। হরিকথা শোনবার লোক পাওয়া যাবে না। ভক্তির সহিত বিরোধকারী অভক্ত, মহাজ্ঞানী, পরমসন্ন্যাসী "মহাব্রাহ্মণ" ও মায়াবাদী যারা, তারাই ভক্ত বা পাণ্ডিত্যটা তাঁদেরই মধ্যে আছে বলে লোক ঠকিয়ে লোকের অমঙ্গল করেন। যাঁদের কপাল খারাপ, তাঁরা তাঁদের কবলে গিয়ে পড়েন। যারা ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকার করে না, তারা অঘবক-শাখায় উদ্ভূত, এদের সঙ্গ করে কোন দিনই মানুষের মঙ্গল

হবে না। অপ্রাকৃত পঞ্চরসাশ্রিত সেবকথারার চিত্তবৃত্তির প্রতি লোভ এলেই মানুষের মঙ্গল। তাঁরা পরমমুক্তপুরুষ। আজ তাঁদেরই কথার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। সম্মুখনিঃসৃত হৃৎকর্ণ-রসায়ন কথায়ই মানুষের গ্রহণে যত্ন হোক্।

"সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো　　ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা　　রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥"

শ্রীকপিলদেব বলেছেন,—নির্ম্মৎসর সাধুদিগের সর্ব্বতোভাবে সঙ্গকারিজনগণ আমার প্রবলবিক্রমের পরম প্রয়োজনীয় কথা জানেন। যাঁরা তাঁদের বাক্যে শ্রদ্ধাবন্ত, তাঁরাই ভগবৎস্বরূপ ও তাঁর লীলা উপলব্ধি করতে সমর্থ। ভগবৎকথা নির্ম্মল হৃদয়ে রসপূর্ণ করে আনন্দবর্দ্ধন করেন। ভগবদ্ভক্তকথিত হরিকথামৃতদ্বারা জীবের অনর্থ বিনষ্ট হলে ইতর কথা ও ভাবাদিতে শ্রদ্ধাহীন হবার পর হরিনামরূপগুণাদিতে বিপুলতর বিশ্বাসজাত হয়। তৎপ্রভাবেই ভাবভক্তির নির্ম্মল স্থায়িভাবরতিতে জীবের প্রতিষ্ঠান এবং সামগ্রীসহযোগে রসোদয়ে প্রেমভক্তি লাভ ঘটে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম বৃষ্টি—তৃতীয়-ধারা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২৮ পৃষ্ঠার পর)

কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস

শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব

সচ্চিদানন্দবিগ্রহস্বরূপ কৃষ্ণই পরম ঈশ্বর। তিনি অনাদি। তিনি সকলের আদি। শাস্ত্রে তাঁহার নামান্তর গোবিন্দ—সকল কারণের কারণ। যথা, শ্রীসনাতনশিক্ষায় ;—

"কৃষ্ণের স্বরূপবিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সর্ব্ব-আদি সর্ব্ব-অংশী কিশোরশেখর।
চিদানন্দ দেহ, সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর ॥

স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দ-পর নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্যধাম ॥ (১)
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৫২-১৫৫)

স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ বা মন এবং আত্মগত অনুভূতি

জৈব জগতেই ঈশ্বরস্বরূপের অনুভূতি লক্ষিত হয়। পরমেশ্বর মানবকে যে অনুভববৃত্তি দিয়াছেন, তদ্দ্বারাই উচ্চ জীবসকল ঈশ্বরের স্বরূপ অনুভব করে। মানবের অনুভববৃত্তি তিনপ্রকার—স্থূলদেহগত জ্ঞানেন্দ্রিয়, সূক্ষ্মদেহ বা মনোগত বোধশক্তি এবং জীবাত্মস্বরূপগত চিদ্দর্শনবৃত্তি। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়। তদ্দ্বারা যে বাহ্য বোধ হয়, সে কেবল জড়জ্ঞানমাত্র।

পরমাত্ম ও ব্রহ্মদর্শন

মনোগত জড়জ্ঞান-প্রতিফলিত চিন্তা, স্মরণ, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি দ্বারা জড়জ্ঞান ও চিদাভাসদর্শন-মাত্র ঘটে। সুতরাং এই দুই প্রকার জ্ঞান-বৃত্তিই প্রাকৃত। ঈশ্বরস্বরূপ চিদানন্দ-তত্ত্বানুভূতি ঐ দুই বৃত্তির দ্বারা সম্ভব হয় না। সুতরাং আত্মবৃত্তিকে (২) আশ্রয় না করিলে আর ঈশ্বরস্বরূপদর্শন হয় না। যে-মানবগণ জড়-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে ঈশ্বর-স্বরূপ দর্শন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান-ধারণাদি যোগাঙ্গের আশ্রয়ে ব্যতিরেক চিন্তাদ্বারা ঈশ্বরকে সৃষ্ট জগতের আত্মা বোধ করিয়া পরমাত্মদর্শনরূপ একটী সমাধি কল্পনা করেন। এ কার্য্যেও সম্পূর্ণরূপে অপ্রাকৃত দৃষ্টি প্রাপ্ত হন না। কেবল প্রাকৃত-জ্ঞান নিষেধপূর্ব্বক একটী খণ্ডবোধ লাভ করেন। যে-মানবগণ তদপেক্ষা অধিকতর ব্যতিরেক চিন্তাদ্বারা প্রাকৃত রূপাদির ধিক্কার করতঃ একটী

---

(১) গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য, দেবী-মহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥
(ব্রঃ সং ৫।৪৩)

(২) যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং, চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসংপ্রযুক্তম্ ॥
(ভাঃ ১১।১৪।২৫)

নিরাকার নির্ব্বিকার পরমেশ্বরস্বরূপ কল্পনা করেন, তাঁহারাই ব্রহ্মদর্শন মনে করেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের ব্রহ্মদর্শন ভাণমাত্র (১)। অতএব সনাতনকে প্রভু বলিলেন ;—

"জ্ঞান, যোগ, ভক্তি—তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৫৭)

আবার বলিয়াছেন ;—

"মুখ্য, গৌণ-বৃত্তি কিবা অন্বয়-ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৪৬)

ত্রিবিধ দর্শন

ফল কথা এই যে, জীব দ্রষ্টৃস্বরূপে যখন ঈশ্বরদর্শন করিতে চান, তখন নিজে যে-অধিকার হইতে বীক্ষণ করেন, সেই অধিকারের দ্রষ্টব্য ঈশ্বররূপ দেখেন। কর্ম্মযোগে পরমাত্মা, জ্ঞানযোগে ব্রহ্ম এবং ভক্তি-যোগে ভগবান্ আমাদের সম্বন্ধে লক্ষিত হন। তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অদ্বয়জ্ঞান-স্বরূপতত্ত্বকেই তত্ত্ব বলেন (২)। সেই অদ্বয় চিদ্বিগ্রহকে আপন আপন অধিকৃত যন্ত্র-দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করেন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ বস্তুতঃ একই তত্ত্ব। যিনি যেরূপ ও যতদূর দেখিতে পান, তিনি তাহাই দেখিয়া তাঁহাকেই সর্ব্বোত্তম বলিয়া স্থির করেন।

শ্রীকৃষ্ণই ভগবান্

সেই ভগবান্ই শ্রীকৃষ্ণ। যাঁহারা কৃষ্ণকে সামান্য নরস্বরূপ ও নরবৎ বিলাসবান্ মনে করিয়া অবহেলা করেন, তাঁহাদের তত্ত্ববোধে বিশেষ ক্ষুদ্রতা লক্ষিত হয়। কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্, তৎসম্বন্ধে

---

(১) বাচং যচ্ছ মনো যচ্ছ প্রাণং যচ্ছেন্দ্রিয়াণি চঃ।
আত্মানমাত্মনা যচ্ছ ন ভূয়ঃ কল্পসেঽধ্বনে ॥
যো বৈ বাঙ্মনসী সম্যগসংযচ্ছন্ ধিয়া যতিঃ।
তস্য ব্রতং তপো দানং স্রবত্যামঘটাম্বুবৎ ॥
তস্মান্মনোবচঃপ্রাণান্ নিযচ্ছেন্মৎপরায়ণঃ।
মদ্ভক্তিযুক্তয়া বুদ্ধ্যা ততঃ পরিসমাপ্যতে ॥ (ভাঃ ১১।১৩।৪২-৪৩)

(২) বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ (ভাঃ ১।২।১১)

শ্রীভাগবতাদি গ্রন্থের মর্ম্মাবলম্বনপূর্ব্বক (১) মহাপ্রভু সনাতনকে শিক্ষা দিয়াছেন, যথা ;—

"ভক্ত্যে ভগবানের অনুভব পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ॥
স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ, আবেশ নাম।
প্রথমেই তিনরূপে রহে ভগবান্॥
স্বয়ংরূপ-স্বয়ংপ্রকাশ—দুইরূপে স্ফূর্ত্তি।
স্বয়ংরূপে এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি॥
প্রাভব বৈভব-রূপে-দ্বিবিধ প্রকাশে।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৬৪-১৬৭)

"অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর॥
গুণাবতার আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার আর শক্ত্যাবেশাবতার॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৪৫-৪৬)

"ব্রহ্মা শিব আজ্ঞাকারী ভক্ত-অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপ-আকার॥" (২)

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৩১৭)

কৃষ্ণ ও তৎপ্রকাশ পরিচয়

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টী ভগ। যে পুরুষ তদ্‌যুক্ত, তিনিই ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংভগবান্; যেহেতু স্বভাবতঃ তাঁহাতেই সমস্ত ভগবত্তার চরম প্রকাশ। কৃষ্ণ অপেক্ষা উচ্চ বা কৃষ্ণের সমান আর কেহ নাই। কৃষ্ণ স্বয়ংরূপে গোলোকে নিত্য অবস্থান করেন। তদেকাত্ম পুরুষগণ কৃষ্ণের ইচ্ছায় কার্য্য করিয়া থাকেন। মহাবিষ্ণুই কৃষ্ণের প্রথম পুরুষাবতার।

---

(১) এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারি-ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ (ভাঃ ১।৩।২৮)

(২) সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥ (ভাঃ ২।৬.৩০)

কারণসমুদ্রে শয়ন করেন। তাঁহার অংশ গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদক-শায়ী পুরুষদ্বয়। রাম-নৃসিংহাদি অবতার পুরুষের অংশকলা মাত্র। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্, পুরুষাবতারের মূল। অচিন্ত্যশক্তিবলে কৃষ্ণ সর্ব্বোপরি থাকিয়াও যুগপৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে অবতীর্ণ হন। উপনিষদে যে-ব্রহ্মের কথা আছে, সেই ব্রহ্ম কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি ( )। যোগশাস্ত্রে ও বেদে যে-পরমাত্মার উল্লেখ আছে, সেই পরমাত্মা কৃষ্ণের এক অংশ (২)। এই কথা দুইটীর শাস্ত্রপ্রমাণ বহুতর আছে এবং তর্ক-শাস্ত্রাদির যুক্তি সহজে ইহা বুঝিতে পারে না। সূর্য্যস্বরূপ হইতে যেরূপ আলোক সৌরজগতে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, সেইরূপ চিদানন্দস্বরূপ অপ্রাকৃত সর্ব্ববিক্রমযুক্ত কৃষ্ণসূর্য্য হইতে তাঁহার অসীমকিরণ সর্ব্বগরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে ব্যতিরেকচিন্তাশীল পণ্ডিতদিগের চিত্তে নিরাকারাদি ব্যতিরেক-ধর্ম্মদ্বারা প্রতিভাত হইয়াছেন। জড়জগৎ সৃষ্টি করিয়া তৎপ্রবিষ্ট কৃষ্ণাংশকে যোগিগণ পরমাত্মা বলিয়া অনুসন্ধান করেন। প্রাকৃত সত্ত্ব-গুণের বিকাররূপ নিরাকার নির্ব্বিকার ধর্ম্মগুলি খণ্ডবিৎ পণ্ডিতদিগের উপাসনার বিষয় হইয়াছে। নরপূজা বা গুণপূজা পাছে আমাদিগকে অধিকার করে, এই আশঙ্কায় খণ্ডবিৎ পণ্ডিতাভিমানী পুরুষগণ নিরাকার নির্ব্বিকার আশ্রয়পূর্ব্বক অবশেষে প্রেমধনে বঞ্চিত হন।

কৃষ্ণদর্শনে যোগ্যতা

অসৎসংস্কার হইতে এরূপ পবিত্র জৈবধর্ম্মের বিপ্লব ঘটিয়া থাকে। কৃষ্ণমাহাত্ম্য ও কৃষ্ণসৌন্দর্য্য যাঁহাদের হৃদয়ে উদিত হয়, তাঁহারা নিরাকারাদি ব্যতিরেকবুদ্ধি হইতে উদ্ধৃত হইয়া অপ্রাকৃত রাজ্য দর্শন করেন। জীবের ভাগ্যফলে এরূপ অনন্ত সুখ লাভ হয়। দুর্ভাগ্যফলে সামান্য প্রাকৃতবিজ্ঞান-বঞ্চিতবুদ্ধি অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রসারিত হইতে পারে না। কৃষ্ণ অনাদি অনন্ত অপ্রাকৃত-কালে সর্ব্বোচ্চ গোলোকপতি হইয়াও নিজ অচিন্ত্যশক্তিক্রমে ভৌমজগতে স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাক্রমে গোলোকস্থ ব্রজের

(১) যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।
(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৯)

(২) কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥ (ভাঃ ১০।১৪।৫৫)

সহিত আপনাকে আপনি অবতীর্ণ করিয়াও সর্ব্বদা শুদ্ধ সবিশেষ ধর্ম্মে বিচরণ করেন। এই সকল কৃষ্ণলীলা আত্মার বিশুদ্ধ সমাধি হইতে জীব অবগত হইয়া থাকেন (১)। চর্ম্মচক্ষু ইত্যাদিতে উপলব্ধ হন না। কখন কখন কৃষ্ণ স্বীয় শক্তিদ্বারা চর্ম্মচক্ষে উদিত হইয়াও অনুদিতপ্রায় থাকেন। কৃষ্ণলীলা নিত্যা, প্রাকৃত দেশকালে অপরিচ্ছিন্না। কেবল বিশুদ্ধ আত্মগত ভক্তিচক্ষুতে তাহা দেখা যায় এবং ভক্তিভাবিত মনে তাহা ধ্যাত হয় (২)। যতদিন প্রাকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অহঙ্কারে সেই পরমতত্ত্বের প্রতি চিত্ত ধাবিত হয়, ততদিন সেই তত্ত্ব সহজে দূরে অবস্থিতি করে। তৃণাদপি সুনীচ-চিত্তে যখন ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণকে ডাকেন, তখন ভগবান্ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার অসীম আনন্দভোগ করেন। লোক ভাগ্যক্রমে শ্রদ্ধোদয়ে আর প্রাকৃত অহঙ্কারে মুগ্ধ থাকিয়া নামাপরাধী হন না। কৃষ্ণানুশীলনে জাতি, বর্ণ, প্রাকৃতবিদ্যা, রূপ, বল, প্রাকৃত বিজ্ঞানাদি বল, উচ্চপদ, ধন, রাজ্য প্রভৃতি কিছুই কার্য্য করে না। এতন্নিবন্ধন বর্ণাভিমানী প্রভৃতির পক্ষে কৃষ্ণতত্ত্ব স্বভাবতঃ সুদূরবর্ত্তী। এই সকল হেতুবাদ বিচার করিলে বর্ত্তমান কৃষ্ণতত্ত্বের অবজ্ঞার কারণ সহজে প্রতীত হইবে (২)। (ক্রমশঃ)

---

(১) অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্, শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্॥ (ভাঃ ১।৫।১৩)

(২) ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপূরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা॥ (ভাঃ ১।৭।৪-৭)

(৩) শ্রিয় বিভূতাভিজনেন বিদ্যয়া, ত্যাগেন রূপেণ বলেন কর্ম্মণা।
জাতস্ময়েনান্ধধিয়ঃ সহেশ্বরান্, সতোঽবমন্যন্তি হরিপ্রিয়ান্ খলাঃ॥
(ভাঃ ১১।৫।৯)

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

গীতার বাণী

৪র্থ অধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩২ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীভগবান্ গুণ-কর্ম্মানুসারে চারিটি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই বলিয়া তাহা তাঁহার বন্ধক নহে। জীবগণ স্ব-স্ব পাপ-পুণ্যফলে দেব-মনুষ্যাদি জন্ম ও উন্নতি-অবনতি লাভ করে। ভগবান্ সৃষ্টি-ব্যাপারের কর্ত্তা হইলেও কর্ম্মফলে স্পৃহাশূন্য ও কর্ম্মে লিপ্ত হন না বলিয়া তিনি কর্ম্মফলবাধ্য নহেন। জীবগণের প্রাচীন কর্ম্মই তাহাদিগকে যথাযোগ্য কর্ম্মফলে বাধ্য করে। ভগবানের এই তত্ত্ব জানিতে পারিলে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বকালেও মুমুক্ষুগণ এই জ্ঞান-সহকারে কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মবন্ধন মুক্ত হইয়াছেন। অতত্ত্বজ্ঞগণের চিত্তশুদ্ধির জন্য ও তত্ত্বজ্ঞগণের লোকশিক্ষার্থ বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। কর্ম্মের তত্ত্ব অতি গূঢ়; বিবেকী ব্যক্তিগণও তাহাতে মুগ্ধ হন। সেইজন্য ভগবান্ কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মের বিষয় জানিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন।

শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠানেই—কর্ম্ম; তদ্‌বিরোধী—বিকর্ম্ম এবং কর্ম্ম-সন্ন্যাস বা কর্ম্ম-অকরণই—অকর্ম্ম। এই ভিন্ তত্ত্ব না জানিলে প্রকৃত কর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্ভব হয় না। যে মুমুক্ষু ব্যক্তি হৃদয়শুদ্ধির নিমিত্ত ক্রিয়মান কর্ম্মকে জ্ঞানজনকত্ব-হেতু কর্ম্ম না দেখিয়া জ্ঞানাকার দেখেন এবং সেই জ্ঞানকে কর্ম্মদ্বারকত্ব-হেতু কর্ম্মরূপে দেখেন তিনিই পণ্ডিত, সমস্ত কর্ম্মকারী এবং যোগী অর্থাৎ মোক্ষযোগ্য। পূর্ব্বোক্ত বাক্য আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন, কর্ম্ম-সকল আত্মজ্ঞানোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া কামসঙ্কল্প-বর্জ্জিত। সুতরাং তাহার দোষসকল জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়, অতএব তাদৃশ কর্ম্মীই পণ্ডিত। যিনি কর্ম্মফলে আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া থাকেন, তিনি নিত্যতৃপ্ত এবং দেহাদিতে অভিমানশূন্য। তাদৃশ কামনাবিহীন ও সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহ-শূন্য জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দেহধারণ নিমিত্ত কর্ম্ম করিলেও কর্ম্মফলজনিত পাপভোগ করিতে বাধ্য হন না, কারণ তাঁহার অনুষ্ঠান নিষ্কাম।

অযাচিত লাভে সন্তুষ্ট, শীত গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়াদি দ্বন্দ্বাতীত, মৎসরতা-শূন্য এবং সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাব ব্যক্তির অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সংসার-বন্ধনের হেতু হয় না। নিষ্কাম ও রাগদ্বেষমুক্ত ব্যক্তির

আত্মজ্ঞান জন্য বিষ্ণু-আরাধনারূপ কর্ম্ম-বন্ধক না হইয়া তাঁহার বন্ধনরূপ প্রাচীন কর্ম্মাদিও ধ্বংস হইয়া যায়।

যজ্ঞাদি-ক্রিয়া অনেক কারকসাধ্য ব্যাপার। দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ-স্বরূপ কার্য্যের নাম 'যাগ'। অগ্নিতে ত্যাজ্যমান দ্রব্য প্রক্ষেপের নাম 'হোম'। হোমের জন্য যে সামগ্রী দেবতার উদ্দেশ্যে অর্পিত হয়, তাহা 'হবিঃ'। এই সমস্ত কার্য্যটীর নাম কর্ম্ম এবং স্বর্গাদি প্রাপ্তি তাহার ফল। এক্ষণে সর্ব্বাঙ্গ-সহকৃত কর্ম্ম পরমপুরুষের অনুসন্ধানযুক্ত বলিয়া তাহা জ্ঞানাকার। হবিঃ অর্পণরূপ কার্য্য যদ্দ্বারা সম্পাদিত হয় তাহা ব্রহ্ম হইতে জাত, হবিও ব্রহ্ম হইতে সঞ্জাত এবং কৃতীও ব্রহ্মভূত। ব্রহ্মভূত অগ্নিতে ব্রহ্মভূত কর্ত্তা হোমকার্য্য সম্পাদন করেন। সকল কর্ম্মই ব্রহ্মাত্মক বোধে যিনি সমস্ত পদার্থকেই ব্রহ্মময় দর্শন করেন, তিনি ব্রহ্মভূতস্বরূপ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন।

অধিকারিভেদে যজ্ঞ নানাবিধ। ইন্দ্র, বরুণাদির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যজ্ঞই দৈবযজ্ঞ। 'তৎ' পদার্থরূপ ব্রহ্মাগ্নিতে 'ত্বম্' পদার্থস্বরূপ জীবের সমর্পণ—জ্ঞানযজ্ঞ। ইন্দ্রিয়-সংযমরূপ অগ্নিতে ইন্দ্রিয়সকল সমর্পণ এবং ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সকল প্রক্ষেপ—যোগযজ্ঞ। দ্রব্য-দানাদিরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্রব্যযজ্ঞ, চান্দ্রায়ণাদি তপোযজ্ঞের অনুষ্ঠান তপোযজ্ঞ। আবার বেদপাঠাদি স্বাধ্যায় যজ্ঞ, অপরে শাস্ত্রার্থ অবধারণও জ্ঞানযজ্ঞ। আবার প্রাণাপানাদির গতি নিরোধদ্বারা অষ্টাঙ্গ যোগযজ্ঞ হইয়া থাকে। এইসকল যজ্ঞানুষ্ঠাতৃগণ যজ্ঞের দ্বারা পাপ নাশ করেন এবং যজ্ঞাবশেষরূপ অমৃত ভোজনদ্বারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। যাহারা কোন যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করে না, তাহাদের ইহলোকেই প্রতিষ্ঠা নাই, পরলোক প্রাপ্তি ত দূরের কথা! দ্রব্যময় যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা জ্ঞান-যজ্ঞই শ্রেয়ঃ। কারণ সমস্ত শ্রৌত স্মার্ত্ত-কর্ম্মেরই ফল জ্ঞানের অন্তর্ভূত। এইসমস্ত তত্ত্বই সৎসঙ্গ হইতে অবগত হওয়া যায়। তাদৃশ জ্ঞানী সাধুকে প্রণাম, পরিপ্রশ্ন ও তাঁহার সেবাদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি হয়। তাদৃশ আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি হইলে পুনরায় বন্ধুবধাদিহেতু মোহ আসিবে না এবং সেই জ্ঞানদ্বারা দেব-মনুষ্যাদি শরীরকে জীবাত্মার উপাধিস্বরূপে ও পরমকারণ-স্বরূপ বাসুদেবে কার্য্যত্বে অবস্থিত জানিবে।

জ্ঞানের প্রভাবে সর্ব্বপ্রকার পাপ-পরায়ণগণ অগ্রগণ্য হইলেও তাদৃশ পাপ হইতে অনায়াসে মুক্ত হইবে। কারণ প্রজ্জ্বলিত অগ্নির কাষ্ঠ-দাহন যোগ্যতার ন্যায় জ্ঞানরূপ অনলের পাপরাশি দাহনে অতি সামর্থ্য আছে। অতএব জ্ঞানের মত পবিত্র বস্তু আর কিছুই নাই। গুরূপদিষ্ট বাক্যে শ্রদ্ধাবান্, গুরুনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই তাদৃশ জ্ঞানের অধিকারী। ঐ জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে অচিরেই পরম শান্তি লাভ হইবে। অতত্ত্বজ্ঞ, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাহীন ও সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে সংশয়াত্মার ইহ-পরলোকে সুখ নাই। অতএব যিনি নিষ্কাম কর্ম্মযোগানুষ্ঠানের দ্বারা সমস্ত সকামকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার সমস্ত সংশয় দূর হয় এবং তাঁহাকে আর কর্ম্ম বন্ধন লাভ করিতে হয় না।

৫ম অধ্যায়

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ কর্ম্মে অকর্ম্ম-দর্শনকারীর প্রশংসা করিয়াছেন, অর্থাৎ কর্ম্মে অকর্ম্ম-দর্শনকারী জনগণব্রহ্ম-পরায়ণ হইয়া থাকেন। জ্ঞানবান্ জনেরা লোক-সংগ্রহার্থ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তাঁহাদের জ্ঞানানলে সমস্ত কর্ম্ম ও তৎফলাফল দগ্ধ হইয়া থাকে। কেবল শরীর ধারণের নিমিত্ত কামনারহিত হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ফলভাগী হইতে হয় না। এই সকল বাক্যে **কর্ম্ম-ত্যাগের মাহাত্ম্য বারংবার কীর্ত্তন করিয়াছেন।** পরে কর্ম্মকেই জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায়-স্বরূপে বর্ণন করিয়া ৪র্থ অধ্যায়ের শেষে কর্ম্মযোগেরই অনুষ্ঠানার্থ উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু **কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মানুশীলন একই ব্যক্তির দ্বারা এককালে সম্ভব হয় না।** অতএব তদুভয় বস্তু একই ব্যক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত না হইলে কর্ত্তব্য-সাধনের ব্যাঘাত হইবে কি না অথবা একটীকে ত্যাগ করিয়া অন্যটীর অনুষ্ঠানে হানির সম্ভাবনা আছে কিনা, এইরূপ সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান হইয়া অর্জ্জুন প্রশ্ন উত্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। **কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস এ দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ ইহাই প্রশ্ন।** অর্জ্জুনের সংশয়,—আত্মজ্ঞ ও অনাত্মজ্ঞ

উভয়ের মধ্যে কর্ম্মত্যাগের অধিকারী কে? শ্রীভগবান্ কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মানুষ্ঠান, উভয়কেই নিঃশ্রেয়স্করূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়াই সন্দেহের অবকাশ। আত্মবিদ্‌গণের পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠান ও অনাত্মবিদ্‌গণের পক্ষে কর্ম্ম-সন্ন্যাস অসম্ভব। সুতরাং কাহার পক্ষে কোনটী বিধেয়—ইহাই বিচার্য্য।

অর্জ্জুনের প্রশ্নোত্তরে ভগবানের উক্তি,—কর্ম্মযোগ-অনুষ্ঠানদ্বারা শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির আত্মজ্ঞান উদিত হইলে কর্ম্ম-সন্ন্যাসে অধিকার জন্মে। কাহারও কোন বিষয়ে রাগ বা দ্বেষ নাই—এরূপ বলিলে, তাহার একটী বিষয়ে অনুরাগহেতু অন্য বিষয়ে দ্বেষ জন্মিয়াছে এরূপ বুঝিতে হইবে। কর্ম্মীর বিষয়ে অনুরাগ, কিন্তু জ্ঞানীর তাহাতে দ্বেষ। সুতরাং যাঁহার হৃদয়ে বিষয়াকাঙ্ক্ষা নাই, তাঁহার দ্বেষ না থাকাই সম্ভব। সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্বাতীত হইলেই তিনি সংসার-বন্ধন মুক্ত হইতে পারেন। মূর্খ-ব্যক্তিগণই জ্ঞান ও কর্ম্মকে পৃথক্ বা বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণ তাদৃশ ধারণা করেন না। আত্মজ্ঞানরূপ সাংখ্যযোগের অনুষ্ঠানদ্বারা যে স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়, নিষ্কাম কর্ম্ম-অনুষ্ঠানেও তাদৃশ ফল লাভ হয়, অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি ঐহিক কর্ম্মের সন্ন্যাস করিয়া বিশুদ্ধান্তঃকরণে শ্রবণ-মননাদিদ্বারা যে মোক্ষ-পদবী লাভ করেন, নিষ্কাম কর্ম্মযোগী ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া ব্রহ্মার্পণ-বুদ্ধি সহকারে কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাও সেই পদ প্রাপ্ত হন।

অজ্ঞব্যক্তির চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রথমে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানই কর্ত্তব্য। কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান ব্যতীত কর্ম্ম-সন্ন্যাস সম্ভব হয় না। সন্ন্যাসে জ্ঞাননিষ্ঠার প্রয়োজন। কর্ম্মযোগদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞাননিষ্ঠা-প্রাপ্তিতে সন্ন্যাসে অধিকার জন্মে। অন্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত প্রথমে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া সন্ন্যাস করিলে দুঃখের কারণ হয়। ভগবদর্পণ-বুদ্ধি-সহকারে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে অন্তঃকরণের রজঃ ও তমোগুণের বিনাশ দ্বারা সত্ত্বগুণের উদয় করাইলে চিত্ত নির্ম্মল হয়। তখন আত্ম-জ্ঞান লাভ হইলে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিলেও কর্ম্মে আসক্তি হয় না। তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল পরিচালনা

করিয়াও তাহাদের বিষয়ে আকৃষ্ট হন না। ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা স্ব-স্ব-কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেও তিনি তত্তৎকর্ম্মে উদাসীন থাকিয়া ব্রহ্মের চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন।

কর্ম্মে কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধিই আসক্তি উৎপাদন করে অর্থাৎ আমিই এই কর্ম্মের কর্ত্তা,-আমি না করিলে ইহা অনুষ্ঠিত হইতে পারে না—এই কর্ম্মের দ্বারা অমুক ফল লাভ করিব, তাহাতে আমার অমুক ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হইবে—ইত্যাকার অভিমানই কর্ম্মে আসক্তি জন্মায়। কিন্তু **নিষ্কাম কর্ম্মযোগী নিজ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির নিমিত্ত কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া ভগবৎসেবার্থই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন।** রাজসেবকগণ যুদ্ধাদি-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যুদ্ধে জয়ী বা বিজিত হউন, তৎফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা তাঁহাদের নাই, উহা রাজারই প্রাপ্য। তদ্রূপ ভগবৎসেবার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ঐ কর্ম্মের ভাল মন্দ ফলজন্য কোনরূপ সুখ-দুঃখাদি ভোগ তাদৃশ কর্ম্মযোগীর নাই। ইহা কেবল কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত ভক্তেরই সম্ভব। তাঁহারা ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদন করিয়া কায়মনো-বাক্যে কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণেই নিযুক্ত থাকেন। তাঁহারা এইরূপ সেবা-নিষ্ঠায় থাকিয়া অনায়াসে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হন। ভক্তিযোগে "মৎকর্ম্ম পরমো ভব" শ্লোকে ভগবান্ ইহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

অতপর, ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন সাধু-কর্ম্ম করাইয়া উর্দ্ধে লইয়া যান এবং কাহাকেও অসাধু কর্ম্ম করাইয়া অধোগতি প্রদান করেন, তিনিই ভাল-মন্দ সব কিছুর কর্ত্তা—এই ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন জন্য বলিতেছেন, "তুমি এই কার্য্য কর"—এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া কাহাকেও কোন কার্য্য করিতে আদেশ করেন না, অথবা লোকের সুখ--সম্পাদক বা দুঃখপ্রাপক কর্ম্মেরও সৃষ্টি করেন না অর্থাৎ কাহাকেও বিপুল সুখের অধিকারী করিয়া ধন-দৌলত হাতী ঘোড়া, রথ প্রভৃতিতে বেষ্টিত রাখার হেতু হন না, কিম্বা কাহাকেও অনন্ত দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত করেন না। আবার লোকের অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফলসংযোগের কর্ত্তাও তিনি নহেন। কিন্তু জীবের প্রকৃতি অর্থাৎ অনাদি-কালাগত অজ্ঞানজাত স্বভাবই মনুষ্যকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত

করায়। জীবের শুদ্ধজ্ঞান অজ্ঞানাবৃত থাকায় দেহে আত্মাভিমানরূপ মোহ উপস্থিত হইয়া পাপ পুণ্যাত্মক কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়। সূর্য্যের উদয়ে অন্ধকার নাশের ন্যায় আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের উদয়ে জীবের মায়িক জ্ঞান দূর হইয়া যায়। তখন শুদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির বুদ্ধি পরব্রহ্মে নিবিষ্ট হয়; সুতরাং ভগবনিষ্ঠ ও ভগবৎসেবা পরায়ণ হইয়া মোক্ষ লাভের অধিকারী হইয়া থাকেন। তাঁহাকেই তখন পণ্ডিত বলা যায়। পণ্ডিতের সর্ব্বত্র সমদর্শন, অর্থাৎ "স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি। সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি॥" তাঁহারা সমজ্ঞানের প্রভাবে সংসার জয়-পূর্ব্বক ব্রহ্মবস্তুকে প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মপ্রাপ্ত ব্যক্তি সুখ-দুঃখে অবিচলিত-চিত্ত, বাহ্যসুখে নিস্পৃহ হইয়া পরমাত্মার ধ্যান-নিষ্ঠা-ফলে অনন্ত সুখের অধিকারী হন।

ইন্দ্রিয়জ সুখ-সকল দুঃখের হেতু এবং আদি-অন্তবান্ বলিয়া পণ্ডিতগণ তাহাতে সুখী হন না। যিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে কাম ক্রোধ-জাত বেগের দমনে সমর্থ, তিনিই যোগী ও সুখী হইতে পারেন। আত্মসুখে যাঁহার আনন্দ, তাদৃশ আত্মদৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন। যাঁহাদের পাপাদি ক্ষয়, সংশয় ছিন্ন এবং ইন্দ্রিয় বশীভূত, তাঁহারা কাম-ক্রোধশূন্য হইয়া সকল প্রাণীর প্রকৃত মঙ্গল সাধনে যত্নবান্ এবং তাঁহারাই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। তাঁহারা মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া—চক্ষুকে বাহ্যদর্শনে নিবৃত্ত করিয়া ভ্রূমধ্যে অথবা নাসাগ্রে স্থাপন দ্বারা নিদ্রা ও জাগ্রদবস্থার অতীত চিত্তের একাগ্রতা সাধন-পূর্ব্বক পরমাত্মায় নিবিষ্ট হইয়া পরম মঙ্গল লাভে সমর্থ হন। তাদৃশ মনোবুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় জয়কারী ব্যক্তি ভয়, বাসনা, ক্রোধাদিশূন্য হইয়া মোক্ষগতি লাভ করেন। যজ্ঞ-তপস্যাদির ভোক্তা, সকলের পালক, সর্ব্বজীবসুহৃদ ও সকলের পরম মঙ্গলবিধাতা ভগবানকে জানিলে জীব শান্তির অধিকারী হইতে পারেন। (ক্রমশঃ)

—বৈষ্ণবাচার্য্যবর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-স্তুতি

জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সুদর্শন।
কৃপা করি' নাশ মোদের কুভাব দর্শন॥
তত্ত্ববিজ্ঞান দানি' সেবানন্দ কর দান।
জগন্নাথ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং ভগবান্॥
ব্রহ্ম তাঁর অঙ্গকান্তি পরমাত্মাদি অংশ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস॥
তাঁর সম, ঊর্দ্ধ নাহি বেদাদি প্রমাণ।
'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'—ভাগবত-প্রমাণ॥
জগন্নাথ গৌরহরি চরণে শরণ।
সদা যাচে যাযাবর দীন অকিঞ্চন॥
মোদের গুরু শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী।
জগদ্‌গুরু প্রভুপাদ'—যাঁর হয় খ্যাতি॥
পুরীধাম তাঁর হয় আবির্ভাব-স্থান।
মায়াপুর চৈতন্যমঠে সমাধিস্থ হন॥
বারশত আশি সালে তাঁর আবির্ভাব।
তেরশত তেতাল্লিশে কৈল তিরোভাব॥

শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ

রথে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দর্শন

ভারতের অসংখ্য নরনারী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-সন্দর্শনে অনেকে ব্যস্ত। ইহাদের মধ্যে কতক লোক গতানুগতিকভাবে "রথ দেখা কলা বেচার" উদ্দেশ্যে, আর কতক লোক পুণ্যার্জ্জনের অভিপ্রায়ে. আর বাকী অল্পসংখ্যক লোক "রথে তু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"—এই শাস্ত্রোক্ত বাক্যের সার্থকতায়, জন্মমরণ-মালা হইতে চিরতরে অব্যাহতি-লাভের জন্য রথদর্শনে সমাগত। এই শেষোক্ত শ্রেণীর যাত্রিগণের বিষয়ই অদ্যকার আলোচ্য বিষয়। ইহাদের মধ্যে

অনেকেই বহু দূর-দূরান্তর দেশ হইতে বহু কষ্টে পাথেয়াদি সংগ্রহ পূর্ব্বক যানে বা পদব্রজে নীলাম্বুধিতটে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত। আবার ইহাদের মধ্যে অনেকেই ত্রিতাপ-জ্বালায় দগ্ধীভূত ও সংসারের তিক্তস্বাদে পুনর্জ্জন্ম-পরিগ্রহ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিগতস্পৃহ—কেবল তাহাই নহে পরন্তু পুনর্জ্জন্ম-নিবারণে আগ্রহান্বিত।

রথে জগন্নাথদর্শনে জন্মান্তর-গ্রহণের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ ঘটে, এই শাস্ত্রোক্ত বাক্য ব্যতীত—

"তাবৎ ভ্রাম্যন্তি সংসারে মনুষ্যাঃ মন্দবুদ্ধয়ঃ।
যাবৎ রূপং ন পশ্যন্তি কেশবস্য মহাত্মনঃ॥
অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্।
ন বিদুঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞোঽপি ভ্রাম্যন্তে তে জনাঃ॥"

ইত্যাকার শাস্ত্রবাক্যের বাহ্য বা স্থূল ব্যাখ্যাও হয়ত তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে রথযাত্রা উপলক্ষে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আগমনে প্রণোদিত করিয়াছেন। ইহাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই সহানুভূতি-যোগ্য ও প্রশংসনীয়।

কিন্তু হায়! তাহাদের মধ্যে কয়জনের স্মরণ আছে যে,—

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদ-পুরাণেতে ইহা কহে নিরন্তর॥"

জড়চক্ষে যে অধোক্ষজ জগন্নাথদর্শন হয় না, একথা কি জগন্নাথের পাণ্ডাগণ একবার তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে সাহসী হইয়াছে?

"সর্ব্বত্র কৃষ্ণের মূর্ত্তি করে ঝলমল।
সে দেখিতে পায় যার আঁখি নিরমল॥
অন্ধীভূত চক্ষু যার বিষয়ধূলিতে।
কেমনে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে॥"

কোন পাণ্ডা কি এ বিষয়ে তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন? তাঁহারা ত' কেবল উচ্চকণ্ঠে তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া যাত্রিদিগকে তীর্থে টানিয়াই আনেন।

কোনও প্রকৃত বন্ধু কি তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন যে, গোবিন্দ-চরণ-সেবায় সিদ্ধিলাভের জন্য সাধুসঙ্গলাভই তীর্থগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য;

নতুবা "তীর্থযাত্রা পরিশ্রম কেবল মনের ভ্রম"। কোনও বন্ধু কি যাত্রিগণকে—

"ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥"

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য অবগত করাইয়াছেন? গয়ায় শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর ন্যায় সাধুগুরুর দর্শন পাইয়া মহাপ্রভু যাহা বলিয়াছিলেন—

"গয়া-যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাম চরণ তোমার॥"

সে-কথা কি একবারও তাহাদিগকে কেহ মনে করাইয়া দিয়াছে? শরণাগতের প্রতি অভেদ গৌর-কৃষ্ণ-জগন্নাথের কৃপাবাহুল্যের পরিচায়ক,—

"যমেবৈষ বৃণুতে তেনলভ্যস্তস্যৈব
আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।"

এই বাক্যের সত্যতা উপলব্ধির উদ্দেশ্যে কেহ কি তাহাদিগকে শরণাগতিমূলে ভগবচ্চরণে কৃপাপ্রার্থী হইতে উপদেশ দিয়াছেন? একমাত্র বিশুদ্ধসত্ত্বগুণ-সম্পন্ন হৃদয়েই যে অধোক্ষজ ভগবান্ বাসুদেবের উদয় হয়—অন্যত্র নহে, তাহাতে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য কি কোন জগন্নাথের পাণ্ডা শ্রীমদ্ভাগবতের,—

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবং শব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমান্ অপাবৃত।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবোহধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥"

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনাইয়াছেন?

পুরুষোত্তমে সমাগত অনেক অতত্ত্বজ্ঞ তীর্থযাত্রিগণেরও সৌভাগ্য যে, এই সমস্ত তত্ত্ব বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য পরদুঃখদুঃখী, কৃপাম্বুধি, জগৎগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নিজজনগণ পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শ্রীমঠাদি প্রকট করিয়াছেন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
জীবে সাক্ষাৎ নাহি, তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষা গুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥
"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোহব্যাসঙ্গযুক্তিভিঃ॥

শাস্ত্রোক্ত এই সমস্তবাক্যে বিশ্বাসী হইয়া যদি রথযাত্রিগণ শুদ্ধভক্তগণের নিকট ভগবৎমাহাত্ম্য শ্রবণ-সৌভাগ্য বরণ করিতে পারেন তবে—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃদ্‌কর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতে॥"

—এই ভাগবতোক্ত শ্লোকের মর্ম্ম স্ব-স্ব হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে অবশ্যই সমর্থ হইবেন। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে অবশ্যই তাঁহাদের চিত্ত-মল বিধৌত হইবে এবং তখন ভজনোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের বিশুদ্ধসত্ত্ব-হৃদয়ে জগন্নাথ-দর্শন এবং তৎফলে জন্মমরণ-মালার হস্ত হইতে অব্যাহতি-লাভ সম্ভবপর হইবে। শাস্ত্র বলেন,—

'ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্ব-শরণং যথা॥'

কিন্তু ইহা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে, সাধুগুরুর কৃপালাভ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে রতি মতি হওয়া বা জগন্নাথ-দর্শন অসম্ভব।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"

স্বয়ং ভগবান্ বলেন,—

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"
"গোবিন্দ কহয়ে মোর বৈষ্ণব পরাণ।
বৈষ্ণবহৃদয়ে মোর সতত বিশ্রাম॥"

শ্রীমদ্ভাগবত অন্যত্র বলেন,—

বহ্বগৈস্তত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বাপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-বিনামহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥

—মূল কথা, ভগবদ্দর্শনলাভ সম্পূর্ণরূপে গুরুকৃপা সাপেক্ষ। এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করিয়া সকলেরই তীর্থক্ষেত্রে যাইয়া তীর্থফল সাধু-মহাজনগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ ও তাঁহাদের মুখোচ্চারিত বীর্য্যবতী, হৃৎকর্ণ-রসায়ন হরিকথা-শ্রবণদ্বারা হরিভজনোন্মুখতা লাভ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

বন্ধু কে ?

বন্ধু কে ?—এই প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দিতে হইলে বলিতে হয়, যিনি বা যাঁহারা আমাদের হিত-কামনায় বা হিত-সাধনে রত, তিনি বা তাঁহারা আমাদের বন্ধু। কিন্তু এই বন্ধুর স্বরূপ আমাদের অবস্থানুযায়ী পরিবর্ত্তিত হয়। "সমশীলা ভজন্তি বৈ"—এই ন্যায়ানুসারে যখন আমরা যে-প্রকৃতিতে অবস্থিত থাকি, তখন আমরা সেই প্রকৃতির ব্যক্তিকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করি অর্থাৎ আমাদের রুচি অনুযায়ী বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়।

শাস্ত্রে দ্বিবিধ রুচিসম্পন্ন ব্যক্তির কথা উল্লিখিত আছে। যথা—প্রেয়ঃপন্থী ও শ্রেয়ঃপন্থী। প্রেয়ঃপন্থী লোকসমূহ আপাত-রুচিকর বিষয়ে আসক্ত এবং শ্রেয়ঃপন্থী লোকসমূহ নিত্যকল্যাণপ্রদ বিষয়ে অনুরক্ত। যাহারা প্রেয়ঃপন্থী তাহারা নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণে ইন্ধন-সরবরাহকারী ব্যক্তিসকলকে বন্ধুত্বে বরণ করে। আর যাঁহারা শ্রেয়ঃপন্থী তাঁহারা "সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ"—এই বাক্যের তাৎপর্য্য অবগত হইয়া সাধুবর্ত্ম অনুসরণপূর্ব্বক সাধুদিগের সহিত বন্ধুত্বস্থাপনে প্রয়াস পান। ইহাই সৎ ও অসৎ-সম্প্রদায়-উৎপত্তির মূলীভূত কারণ।

মুক্তজীবের যেরূপ সেবা-প্রবৃত্তি এবং বদ্ধজীবের ভোগপ্রবৃত্তি যেরূপ স্বাভাবিকী, তদ্রূপ উহাদের পরস্পরের একনিষ্ঠতা ও বহুনিষ্ঠতা স্বাভাবিকী। এই একনিষ্ঠতা বুদ্ধিকে ব্যবসায়াত্মিকা এবং বহুনিষ্ঠতা-বুদ্ধিকে অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বলিয়া শাস্ত্রে গীত হইয়াছে।

আমরা বদ্ধজীব, সুতরাং বহুনিষ্ঠতা আমাদের স্বাভাবিকী; কিন্তু একনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তগণ যখন আমাদের এই ব্যাভিচার-ধর্ম্ম হইতে উদ্ধার-কল্পে একনিষ্ঠতা প্রচার করেন, তখন তাঁহাদের সেই শাস্ত্রসিদ্ধান্তপূর্ণ বাক্যগুলির সহিত আমাদেরই মত ব্যাভিচারধর্ম্মে অবস্থিত ব্যক্তি-সকলের অসংলগ্ন বুলিগুলির পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া ভগবদ্ভক্তকেই সাম্প্রদায়িক অনুদার প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়া আত্মশ্লাঘা অনুভব করি।

দৈবী মায়ায় বিমোহিত থাকায় শাস্ত্র-আলোচনা করিয়াও বুঝি না যে সাধু ও শাস্ত্র একতানে বজ্রনিনাদে একনিষ্ঠতাই বিঘোষণ করিতেছেন। যথা,—

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।"
"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।"
"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানা প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।"
"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"
"অহং ভক্তপরাধীনোহ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।" প্রভৃতি।

এই কারণেই যখন সেই সর্ব্বকারণ-কারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই মরজগতে আবির্ভূত হইয়া আমাদেরই আত্যন্তিক মঙ্গলার্থে আমাদিগকে দেহ-মনোধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণগ্রহণ করিতে বলিয়া গেলেন, তাহাতেও তাঁহার সেই বাক্যগুলিকে নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়া আমরা কেহ কর্ম্মযোগী, কেহ জ্ঞানযোগী, আবার কেহ বা অষ্টাঙ্গযোগী হইয়া বসিলাম। তিনি যে একমাত্র সেব্যবস্তু এবং তাঁহার সমস্ত বাক্যের তাৎপর্য্য যে একমাত্র ভক্তিযোগ অর্থাৎ তাঁহার ঐকান্তিকী সেবা, তাহা আমাদের আদৌ উপলব্ধি হইল না।

আমাদের ঈদৃশী অবস্থা দর্শনে সেই পরমকারুণিক কৃষ্ণ আবার ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুরূপে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ-নিরসনপূর্ব্বক একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই যে সেব্য এবং ভক্তিই যে সেই কৃষ্ণ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়, তাহা বিশেষভাবে আচরণ ও প্রচারণ করিয়া গেলেন; কিন্তু আমাদের দুর্দ্দৈব এমনই যে, সে-কথায় কর্ণপাত না করিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তির' কথা দূরে রাখিয়া তাঁহার অষ্টসাত্ত্বিক বিকারাদির অনুকরণে অঙ্গ-কম্পনাদি শিক্ষা করিয়া তাঁহারই নাম লইয়া নানাবিধ অপসম্প্রদায়ে পরিণত হইলাম। হয়তো তজ্জন্যই পরবর্ত্তিকালে গৌরশক্তি পরমহংসকুল-চূড়ামণি প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এই জগতে অবতীর্ণ হইয়া জগদ্বাসীকে সেই অসদ্ বিষয়গুলির হস্ত হইতে পরিমুক্ত করাইয়া কৃষ্ণানুশীলনে অনুরক্ত করাইবার চেষ্টা করাইয়াছেন। কিন্তু আমরা সেই অসদ্‌বিষয়সমূহের মধ্যে একটিতে না একটিতে আমাদের নিজ অস্তিত্ব

দর্শন করিয়া তাঁহাকেও আমাদের ধারণার সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি গণ্ডীর ভিতরে লইয়া আসিয়া তাঁহার অনাবিল সত্যবাণীগুলি শ্রবণে ঔদাসীন্য প্রকাশে প্রয়াসী হইতেছি।

এ কথা একবারও মনে হইতেছে না যে, যখন ভক্ত ও ভগবান্ এই মর্ত্ত্যজগতে অবতীর্ণ হন, তখন অসুরমোহন ও ভক্ততোষণ এই এক অদ্ভুতলীলা যুগপৎ হইতে থাকে।

আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই শাস্ত্রবাক্যে আস্থা স্থাপন করা একান্ত কর্ত্তব্য। যাহারা তাহা করিতে প্রস্তুত নহে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত হয়। বহির্ম্মুখ জনগণের ধারণায় যাঁহারা সিদ্ধ-মহাত্মা, অবতার প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হন তাঁহারা যদি শ্রীহরির অভক্ত হন অর্থাৎ নিত্য-সেব্যের নিত্যসেবায় প্রতিষ্ঠিত না হন, তাহা হইলে "হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণাঃ" এই শাস্ত্র-বাক্যানুসারে বুঝিতে হইবে—তাহাদিগের কোনই সদ্‌গুণ নাই।

তাই বলি, ভাই যদি কেহ শ্রেয়স্কামী থাক এবং প্রকৃত বন্ধু চাও তাহা হইলে গীতোক্ত প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি লইয়া শ্রীচৈতন্য-বাণী শ্রবণ কর, দেখিবে তিনি ভিন্ন এ জগতে আর কেহ বন্ধু নাই।

ইতিকথার ঝুলি থেকে

প্রমোদপুর রাজ্যের রাজধানী বিলাসনগরে সেদিন আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। ফাল্গুন মাসের দক্ষিণ হাওয়া মালতি-মল্লিকা-যূথিকা-বেল-বকুল-গন্ধরাজ গোলাপাদির সৌরভে ভরপুর হইয়া পিক-কুলের 'কুহু কুহু'-কীর্ত্তনশ্রবণ করিতে করিতে নগরীতে প্রবেশ করিয়া অধিবাসিগণের স্পর্শ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের আনন্দবিধান করিতেছে। তদুপরি স্বয়ং রাজার আদেশ—'দরিদ্রগণকে যথেচ্ছ ধন দান কর। নগরবাসি-গণের ভোজের ব্যবস্থা কর এবং আমোদ-প্রমোদের যেন কোন প্রকার ত্রুটী না হয়। ৭ দিন এইভাবে আনন্দের বন্যা প্রবাহিত রাখিতে হইবে।" পাঠকগণ বোধ হয় এখন এই ধুমধামের কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ইহার কারণ, রাজা বহু বৎসর অপুত্রক

থাকিয়া ঐদিন কন্দর্পের ন্যায় অবয়ববিশিষ্ট একটী পুত্ররত্নের মুখ-দর্শনের সৌভাগ্য পাইয়াছেন।

পুত্র হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজা একজন জ্যোতিষী ডাকিয়া পাঠাইলেন। জ্যোতিষী জন্ম-তারিখ ও লগ্নাদি লিখিয়া লইয়া গেলেন। বাটী আসিয়া রাশিচক্র আঁকিতেই তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল। তাঁহার ৭ বৎসরের পুত্র পিতার ঐ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল। পুত্রটীর বয়স অল্প হইলেও বেশ চতুর এবং এই অল্প বয়সের মধ্যেই পরোপকারিতা প্রভৃতি অনেক সদ্‌গুণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। পিতা বলিলেন, —তোমার ঐ কথা শুনিয়া কাজ নাই। কিন্তু পুত্রটী বলিল,—যে-ঘটনা আপনার অন্তঃকরণকেও ঐপ্রকারে পীড়িত করিতেছে তাহা আমার নিকট বলিলে আপনার মনঃক্লেশের অনেক লাঘব হইবে। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও জ্যোতিষী পুত্রের নিকট কারণ না বলিয়া পারিলেন না। পুত্র তাহা শুনিয়া বলিলেন, এইজন্য ভাবিতে হইবে না। ভগবানের কৃপা হইলে আমি রাজপুত্রের সকল বিপদই বিনষ্ট করিতে পারিব। রাজা আমাদের অনেক উপকার করেন, তাঁহার অর্থাদি পাইয়াই আমাদের জীবিকা-নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। সুতরাং কৃতজ্ঞতা-মূলে ও প্রয়োজন হইলে প্রাণ দিয়াও রাজপুত্রের হিত-সাধনে চেষ্টিত হইতে হইবে। আপনি রাজপুত্রের ঐসকল অমঙ্গলের কথা রাজাকে বলিবেন না।

জ্যোতিষী—রাজাকে ঐ কথা বলিবারও উপায় নাই, বলিলেই আবার তাঁহার জীবন যাইবে। আরও বিপদ এই যে, তুমি যে-যে উপায় অবলম্বন করিয়া রাজপুত্রের উপকার করিবে, তাহা তাহার প্রীতিপ্রদ হইবে না; আবার যদি কারণগুলি খুলিয়া তাহাকে বল তাহা হইলে তুমি পাথর হইয়া যাইবে।

পুত্র যদি পাথর হইতেই হয় হইব, তাহাতে কি? কিন্তু পাথরত্ব হইতে পরবর্ত্তিসময়ে উদ্ধার পাইবার উপায় কিছু নাই কি?

জ্যোতিষী—আছে, কিন্তু সে বড় কঠিন কথা। ঐ উপায়ের কথা স্মরণ করিলেই মনে হয়, উপায় আছে বলার চেয়ে উপায় নাই বলিলেই ভাল হইত। যদি রাজপুত্র স্বহস্তে তাহার পুত্রের রক্ত পাথরে প্রদান করে তাহা হইলে তুমি পাথরত্ব হইতে মুক্ত হইতে পার।

পুত্র—আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। আমাকে পাথর হইতে হইবে না; অথচ রাজপুত্রের জীবনও রক্ষিত হইবে।

জ্যোতিষীর ঐ পুত্রটীর নাম মধুসূদন আচার্য্য। তাহার সৎ-স্বভাবের কথা শুনিয়া এবং তাহা লক্ষ্য করিয়া স্বয়ং রাজাও মুগ্ধ। রাজপুত্র হামাগুড়ি দিতে শিখিয়াছে অবধি সে সর্ব্বদাই তাহার নিকট থাকে। এইভাবে একযুগ চলিয়া গিয়াছে। রাজপুত্রের বয়স এখন ১৩ বৎসর আর মধুসূদনের বয়স ২০ বৎসর। কিন্তু লম্বা-চওড়ায় রাজপুত্র মধুসূদন অপেক্ষা বড় বলিয়াই মনে হয়। উভয়েই একসঙ্গে খেলা করে। এখন রাজপুত্রের বিপদ আসিবার সময়; কারণেই মধুসূদন সর্ব্বদাই তাহার নিকট থাকে। একদিন উভয়ে বেড়াইতে বেড়াইতে অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই সময় রাজপুত্রের কথা চিন্তা করিয়া মধুসূদনের মনে হইল—এই স্থানে আসা ভাল হয় নাই। একটী শৃগাল দেখিয়া প্রহারে তাহার পঞ্চত্ব ঘটাইবার জন্য রাজপুত্র তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। মধুসূদন প্রমাদ গণিল। শৃগাল দংশনে এই বয়সে রাজপুত্রের মৃত্যু হইবার কথা; তাই সে ছুটিয়া যাইয়া রাজপুত্রকে পশ্চাতে ফেলিয়া নিজেই শৃগালটীকে বধ করিল। স্বহস্তে মারিতে না পাইয়া রাজপুত্র মনে মনে ভীষণ চটিল। কিন্তু বাহিরে কিছু বলিল না। (ক্রমশঃ)

পত্রোত্তর

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১০ পৃষ্ঠার পর)

দৈব-বাণীতে ভগবান্ ভূভার হরণের জন্য অবতীর্ণ হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ভূভার-হরণকার্য্য স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের নহে।

"স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার হরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করেন জগৎপালন॥" (চৈঃ চঃ)

স্বয়ং ভগবানের স্বাংশাবতার ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু যুগাবতার-রূপে প্রতিযুগে অবতীর্ণ হইয়া অসুর-নিধন ও সাধু-পরিত্রাণ করিয়া পৃথিবীকে

রক্ষা করেন। যখন যুগাবতারের ভূভার-হরণের সময় হইয়াছিল, ঠিক সেই সময় স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের অবতীর্ণ হওয়ার সময় হইয়াছিল। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ অবতীর্ণ হওয়ায় তাঁহার সমস্ত অংশই তাঁহাতে প্রবেশ করিলেন। যথা শাস্ত্র-প্রমাণ,—

"কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল।
ভার হরণ-কাল তা'তে হইল মিশাল॥

পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেইকালে।
আর সব অবতার তাঁ'তে আসি' মিলে॥

অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণু-দ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে॥" (চৈঃ চঃ)

স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের অসুর-মারণাদি-লীলা তাঁহার মর্ত্ত্যে অবতরণের মুখ্য কারণ নহে,—ইহা আনুসঙ্গিক গৌণ কারণ। এতদ্‌প্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপাদের উক্তি প্রণিধানযোগ্য ;—"অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য শ্রীকৃষ্ণে অজত্ব ও জন্মিত্ব যুগপৎ সমন্বিত হইয়াছে। অগ্নি যেমন তত্তৎস্থানে তেজোরূপে নিত্য বর্ত্তমান থাকিয়াও কোন হেতুবশতঃ পাষাণ-বিশেষ বা কাষ্ঠাদি হইতে আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও কখনও কোন কারণবশতঃ অদ্ভুত ও অনাদি জন্মলীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। স্বীয় লীলা-কীর্ত্তি বিস্তারের জন্য, সাধকমণ্ডলীকে কৃপা করিবার অভিলাষই শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি-লীলা প্রকাশের মুখ্য হেতু, তার ভয়ঙ্কর দাবানল কর্ত্তৃক পীড়্যমান বসুদেবাদি প্রিয়তমগণের প্রতি কৃপাও তাঁহার আবির্ভাবের হেতু। পৃথিবীর ভার হরণার্থ ব্রহ্মাদি দেবতাগণের প্রার্থনা—প্রাদুর্ভাবের আনুষঙ্গিক কারণ মাত্র। কারণ সাধু-পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতবিনাশ প্রভৃতিকার্য্য স্বয়ং কৃষ্ণের নহে। অবতারী কৃষ্ণের অবতরণ-কালে কৃষ্ণের সহিত বিষ্ণুর আবির্ভাব হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের দেহস্থিত অংশ বিষ্ণুর দ্বারা জগতের ভার হরণ ও পালন-লীলা হইয়া থাকে ; ইহাই ভাগবতের সিদ্ধান্ত।" গর্গস্মৃতিতে বর্ণিত আছে,—স্বয়ং ভগবান্ গোলোকবিহারী কৃষ্ণ এই ভূতলে লীলা-বিলাসের জন্য রাধারাণীর ইচ্ছানুসারে গোবর্দ্ধনগিরি, চৌরাশীক্রোশ-ভূমি ও যমুনাকে প্রেরণ করেন। রাধারাণী কৃষ্ণকে ছাড়া থাকেন না বলিয়া তিনিও অবতরণ করেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবিচিন্ত্যশক্তিক্রমে তাঁহার নিত্য প্রিয়া গোপীদের হৃদয়ে উপপতির ভাব উদ্রেক করিয়া শুদ্ধরাগমার্গে মিলন-বিচ্ছেদের মধ্যে নিরুপাধিক প্রেমরস নির্য্যাস আস্বাদনার্থ এবং ব্রজের নির্ম্মল রাগ শ্রবণে ভক্তবৃন্দের হৃদয় আকৃষ্ট করিতে ইচ্ছুক হইয়া বৈকুণ্ঠের দেব-লীলাকে ক্রোড়ীভূত ও অভিভূত করিয়া নরাকৃতি পরব্রহ্মস্বরূপে প্রপঞ্চে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার জানাইয়াছেন,—

"প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম॥"

শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলায় মথুরায় কংস-কারাগারে যখন বসুদেব-পত্নী দেবকী হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ঠিক তখনই একই সময়ে গোকুলে নন্দ-পত্নী যশোদার গর্ভ হইতেও যুগপৎ প্রকটিত হইয়াছিলেন এবং তাহার কিছু পরেই যশোদার যোগমায়ারূপে একটি কন্যা অনুজা-রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। বসুদেব যশোদার সূতিকাগার হইতে কন্যাটিকে আনিলেন, আর বাসুদেব কৃষ্ণ নন্দাত্মজ কৃষ্ণের মধ্যে প্রবেশ করিলেন অর্থাৎ নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ বসুদেব-নন্দন কৃষ্ণকে আত্মসাৎ করিলেন। এইভাবে প্রাভব-প্রকাশ বাসুদেব-কৃষ্ণ ও স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ—দুই বিগ্রহ এক হইলেন। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ 'শ্রীলঘুভাগবতামৃত' গ্রন্থে পূর্ব্বখণ্ডে ইহা জানাইয়াছেন। 'হরিবংশেও' শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের এই গূঢ়লীলাটি বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ "গোপালচম্পূ" গ্রন্থেও উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু "সিদ্ধান্তরত্নম্" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"বসুদেব-পত্নীর ন্যায় নন্দ-পত্নীও স্ব-গর্ভ হইতে পরেশ জন্মগ্রহণ করিলেন ইহা বুঝিলেন। কিন্তু বসুদেবের আগমনের চিহ্নও বুঝিতে পারিলেন না; যেহেতু তিনি তৎকালে অত্যন্ত পরিশ্রান্তা এবং ভগবন্মায়ারূপিণী নিদ্রা-দ্বারা তাঁহার স্মৃতি লুপ্ত হইয়াছিল।" শ্রীমদ্ভাগবতেও বহুস্থানে সূচনারূপে ব্যক্ত হইয়াছে। "নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো-মহামনাঃ" (ভাঃ ১০।৫।১)—এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ যে নন্দ-নন্দন ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর টীকায় লিখিয়াছেন,—"নন্দস্তু" বলাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে,

বসুদেবের পুত্র হইয়াছিল এবং নন্দেরও পুত্র হইয়াছিল। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ 'বৃহৎ বৈষ্ণব-তোষণী'-টীকায় ইহার বর্ণনা দিয়াছেন। 'আদিপুরাণে' শ্রীনারদের উক্তিতে জানা যায়,—নন্দ-গোপগৃহে পুত্রো যশোদাগর্ভ সম্ভবঃ।" শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকে "অয়ি নন্দতনুজ"—বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্দীপনায় প্রতিবৎসরই সমিতির কেন্দ্রীয়মঠ নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ তথা আরও কিছু শাখামঠে এই উৎসবের বিশেষ আয়োজন হইয়া থাকে। সুতরাং বর্ত্তমান বৎসরেও উহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই।

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে আধুনিক আলোকবর্ত্তিকার রূপকর্ত্তা জগদ্গুরু **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের** অপ্রকট-তিথিবরা পালনের অব্যবহিত পরেই শ্রীরথযাত্রার প্রাক্ অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয়। আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে শ্রীগুরুবর্গের কৃপাভিক্ষা প্রার্থনা করত বিষয়-বিগ্রহ জগৎপতির করুণা লাভ করা সম্ভব। তাই শ্রীগুরুবর্গের নিকট সমর্পিত হইয়া হৃদয়কলুষ সম্মার্জ্জনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীজগন্নাথের প্রতি আকাঙ্ক্ষিত হইয়া দর্শনে উদ্বুদ্ধ হইলে—তখনই তাত্ত্বিক দর্শন বা স্বরূপ দর্শন হইয়া থাকে। "রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"—রথে শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিলে তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। কিন্তু লক্ষ লক্ষ কেন কোটী কোটী মানুষে তো রথে জগন্নাথ দর্শন করেন? অতএব সকলের দর্শন কি একই তাৎপর্য্যপর?

মহাজন-বাণীতে পাই—

"সাধারণ দর্শনে হয় সুকৃতি অর্জ্জন।
তাত্ত্বিক দর্শনে হয় সংসার-মোচন॥"

ভক্তের ভগবদ্দর্শন, আর অভক্তের অথবা আসুরিক দর্শন কখনই এক পর্য্যায়ভুক্ত নহে। যেমন অন্ধ ব্যক্তিগণের আকাশ দর্শন আর

চক্ষুসমানগণের আকাশ দর্শন কি একই হইবে? ভক্তিহীনের দর্শনে কাষ্ঠ, পাথর, ধাতব, মৃত্তিকা প্রভৃতিরূপে দর্শন ঘটে। অর্থাৎ অজ্ঞানরূপ তিমিরাচ্ছন্ন হওয়ায় নবদুর্ব্বাদল-শ্যামরূপ দর্শন হয় না। তাই তো ভক্তির মহিমাতে পাই—"ভক্তি রেবৈনং নয়তি, ভক্তি রেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তি-বশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।" অর্থাৎ ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান; সেই পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির দ্বারাই বশ হন, সুতরাং ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। সূর্য্যালোক লাভে দীপ্তিমান চক্ষুদ্বারা যেমনজগৎ দৃশ্যমান হয়, ভক্তিমান্ জীবনিচয় তেমনই ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া পরমপদ ভগবান্‌কে দর্শন লাভ করিয়া থাকেন।

অতএব ভক্তগণ ভক্তি-নেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকেই দর্শনে প্রয়াসী হন। তাঁহারা কখন' ঠুঁটো জগন্নাথ দর্শন করেন না। শ্যামসুন্দর মুরলীধর-রূপেই তাঁহাদের দর্শনীয়। "কৃষ্ণ লইয়া ব্রজে যাই, এভাব অন্তর।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুচিন্তনে যে জগন্নাথ দর্শন—তাহাই গৌড়ীয়গণের প্রাণসম্পদ্।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও রথযাত্রা-উপলক্ষে প্রথম দিন ভক্তির ভগীরথ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিতে তাঁহাকে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করতঃ পরের দিবসে কলুষিত জীবনকে পর্য্যুহস্ত করিয়া তাহাকে স্বচ্ছ করিতে গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন-রূপ অনুষ্ঠান-সূচীও করেন। উপাস্য কজ্জলীত হৃদয়ে স্থান গ্রহণ করেন না। তাইতো মন্দিররূপ হৃদয়কে মার্জ্জনের প্রয়াস। আর উহার পর-দিবসে সজ্জিত রথে ব্রজপথের অভিযাত্রী।

এ বৎসর সমিতির শাখামঠ চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, শিলিগুড়িস্থ শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ, উড়িষ্যাস্থ শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র, বাসুগাঁওস্থ (আসাম) শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ প্রভৃতি স্থানে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। পুনর্যাত্রা দিন মূলমঠ ও উল্লিখিত শাখামঠসমূহে রাত্রে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। সহস্র সহস্র আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার কণ্ঠে নিনাদিত হইয়াছে "জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ"-ধ্বনি। জয় শ্রীবলদেব-জগন্নাথ-সুভদ্রাজীউ কি জয়!

—নিজস্ব সংবাদদাতা

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীশ্রীদামোদরব্রত ও নিয়মসেবা উপলক্ষে

সাধুসঙ্গে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

গৌর আমার যে-সব স্থান করল ভ্রমণ-রঙ্গে।
সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে ॥

তীর্থদর্শন ৬৪প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম এবং সাধুসঙ্গে তীর্থযাত্রাই পরম মঙ্গলপ্রদ। ভক্তসঙ্গই মানবের চরম কল্যাণ প্রদান করে—ইহা নিখিল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভ্রমণচ্ছলে ভোগপর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-বিধান তীর্থযাত্রার প্রকৃত ফল নহে, সাধুসঙ্গই তীর্থদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। মহাজনবাক্যে দেখিতে পাই—"যে-তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে-তীর্থেতে নাহি যাই, কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।"

আজকাল বহু প্রমোদভ্রমণ-সঙ্ঘ নানাবিধ ইন্দ্রিয়তর্পণপর সুযোগ-সুবিধাদানে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন; কিন্তু ভক্তসঙ্গ ব্যতীত তীর্থদর্শনের যথাযথ ফল লাভ হয় না।

আমাদের তীর্থদর্শনের বৈশিষ্ট্য—

১। মঠবাসী সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক তীর্থদর্শন ও পরিক্রমাদির যাবতীয় পরিচালনার বন্দোবস্ত এবং তাঁহাদের শ্রীমুখে সর্ব্বদা শ্রীহরিকথা, বিশেষতঃ প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ, কীর্ত্তন ও শ্রবণ।

২। সাধুগণের নিকট দর্শনীয় তীর্থের শাস্ত্রীয় মাহাত্ম্য শ্রবণ।

৩। প্রত্যহ মহাপ্রসাদ সেবা।

৪। সঙ্কীর্ত্তনমুখে তীর্থাদি দর্শন ও পরিক্রমা।

৫। রিজার্ভড্ গাড়ীতে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ।

সর্ব্বোপরি এই পরিক্রমাকালে শ্রীসমিতির সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক সঙ্গে থাকিবেন এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীধাম-দর্শনাদি ও পরিচালনার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিবেন। ইতি—২রা আষাঢ়, ১৩৯২

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দর্শনীয় স্থানসমূহ ঃ—

১। **মথুরা**—বিশ্রামঘাটে স্নান ও সঙ্কল্প গ্রহণান্তে ভূতেশ্বর মহাদেব, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মভূমি, গোকর্ণেশ্বর, দীর্ঘবিষ্ণু, ধ্রুবঘাট, বিশ্রামাদি ২৪ ঘাট, অম্বরীষটীলা, রঙ্গেশ্বর মহাদেব, কংসবধস্থলী, দ্বারকাধীশ, শ্বেতবরাহ।

২। **মধুবন**—তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন।

৩। **গোবর্দ্ধন**—শ্রীগোবর্দ্ধন-পরিক্রমা, শ্রীগোবিন্দকুণ্ড, মানসগঙ্গা, হরিদেব, শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ড, কুসুম-সরোবরাদি।

৪। **কাম্যবন**—বিমলাকুণ্ড, চরণপাহাড়ী, বোমাসুর-গুহা, ভোজন-থালী, পিছল-পাহাড়ী, ডীগ প্রভৃতি।

৫। **নন্দগাঁও**—পাবন-সরোবর, কদম্বখণ্ডী, উদ্ধব-কেয়ারী, ঠেল-কদম্ব, বর্ষাণা, খদীর বন, সঙ্কেত, কোকিলাবন, যাবটাদি।

৬। **কোশী**—চরণপাহাড়ী, ছোট-বড় বৈঠান, শেরগড়, খেলনবন, রামঘাট, বিহারবন ও ছত্রবন।

৭। **ভদ্রবন**—ভাণ্ডীরবন, মাঠবন, দাউজী, ব্রহ্মাণ্ডঘাট, মহাবন, গোকুল, রাভেল ও লৌহবন।

৮। **শ্রীবৃন্দাবন**—পঞ্চক্রোশী-পরিক্রমা, শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহন, শ্রীরাধাদামোদর, শ্রীশ্যামসুন্দর, শ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীরাধারমণ, নিকুঞ্জ-বন, নিধুবন, শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর সমাধি ও ভজন কুটীর, বংশীবট, গোপেশ্বর মহাদেব, কেশীঘাট, চিরঘাট, কালীয়দহ প্রভৃতি।

৯। **বেলবন**—প্রেম-সরোবর।

১০। **মহাবন গোকুল**—ব্রহ্মাণ্ডঘাট, চৌরাশীখাম্বা, উদুখলে বন্ধনস্থলী, দাউজী ইত্যাদি।

— ঃঃ নিয়মাবলী ঃঃ—

আগামী ৯ই কার্ত্তিক (ইং ২৬।১০।৮৫) শনিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকায় হাওড়া স্টেশনের ৭নং প্লাট্‌ফর্ম্ম হইতে শুভযাত্রা আরম্ভ হইবে। অতএব যাত্রিগণ ঐদিন সকাল ৭টার মধ্যে উক্ত প্লাট্‌ফর্ম্মে উপস্থিত হইবেন। পরিক্রমায় আনুমানিক একমাস সময় লাগিবে। হাওড়া অথবা শিলিগুড়ি হইতে শ্রীবৃন্দাবন যাওয়া ও আসা রেলভাড়া, শ্রীব্রজমণ্ডলের দূরবর্ত্তি স্থানের জন্য বাসভাড়া, কুলিভাড়া এবং দুইবেলা মহাপ্রসাদাদির জন্য প্রতিযাত্রীকে ৮০১·০০ (আটশত এক) টাকা ভিক্ষাস্বরূপ প্রদান করিতে হইবে। অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের (১২ বৎসরের নিম্নে) জন্য ৬০১·০০ (ছয়শত এক) টাকা দিতে হইবে এবং ১২ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্কদের সম্পূর্ণ টাকা লাগিবে। ২২শে ভাদ্রের (ইং ৮।৯।৮৫) মধ্যে ৩০·০০ (তিনশত) টাকা অগ্রিম জমা দিলে

আসন সংরক্ষিত করা হইবে। অবশিষ্ট ভিক্ষা যাত্রার পূর্ব্বেই অর্থাৎ ২০শে আশ্বিন (ইং ৭।১০।৮৫) মধ্যে জমা দিতে হইবে। যাত্রিগণ একটি হাল্কা থালা, বাটী ও ঘটী সঙ্গে আনিবেন। বিছানা-পত্র ১২ কিলোর অধিক না হয়; বড় সুটকেশ ও ট্রাঙ্ক লইবেন না। খুব সংক্ষেপে শীতোপযোগী বিছানা সঙ্গে লইবেন। পাণ্ডা-বিদায়ের খরচ যাত্রীগণ বহন করিবেন।

যোগাযোগ-বিষয়ে জ্ঞাতব্য

পত্রাদি-দ্বারা যোগাযোগ অথবা টাকা পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণের অঞ্চলভিত্তিক সেই প্রান্তীয় যে-কাহারও নামে পাঠাইতে পারেন। তবে প্রাপকের নাম ও ঠিকানার উপরে "**পরিক্রমা-বিভাগ**" অবশ্যই উল্লেখ করিবেন।

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ,**
শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ গোলকগঞ্জ, জেলা—ধুবড়ী (আসাম)।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ,**
শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ বাসুগাঁও, জেলা—কোকড়াঝাড় (আসাম)।

৩। **শ্রীকমলাপতি** ব্রহ্মচারী,
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, ফোন্ : ২৪৭
পোঃ নবদ্বীপ, জেলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)।

৪। **শ্রীতরুণকৃষ্ণ** ব্রহ্মচারী,
শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ফোন্ : ৫৫-৭২২৭
২৮ হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৪

৫। **শ্রীলীলানন্দ** ব্রহ্মচারী,
শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ, ফোন্ : ২১৫৯৬
শক্তিগড়, পোঃ শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং)।

৬। **শ্রীবলভদ্র** ব্রহ্মচারী,
শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ, ফোন্ : ৩১০
পোঃ তুরা, ওয়েস্ট গারোহিলস্ (মেঘালয়)।

বিঃ দ্রঃ —(১) অনিবার্য্য কারণে ও দৈব-দুর্ব্বিপাকে পরিক্রমাপঞ্জী পরিবর্ত্তিত ও বিঘ্নিত হইলে কর্ত্তৃপক্ষ দায়ি হইবেন না। স্বল্প-দূরস্থিত দর্শনীয়-স্থানে যাইতে অক্ষম ব্যক্তি নিজব্যয়ে যানবাহন করিবেন।

(২) জয়পুর দর্শনেচ্ছুক প্রত্যেককে ১০০'০০ (একশত) টাকা এবং প্রয়াগ, কাশী ও গয়া দর্শনের জন্যও ১০০'০০ (একশত) টাকা অতিরিক্ত জমা দিতে হইবে।



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩৭শ বর্ষ
১৭ শ্রীধর, ক্ষীরোদশায়ী, ৪৯৯ গৌরাব্দ
৩২ শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৯২ ; ইং ১৭।৮।১৯৮৫
৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগৌর-বিরুদাবলী

[শ্রীল-রঘুনন্দন-গোস্বামিপাদকৃত-বিরচিতা]

জয় শশিতুণ্ড, প্রিয়জন চণ্ডদ্যুতিসুতদণ্ড,
প্রিয়ভয়খণ্ড, স্ফুটতরঝিণ্টীদ্যুতিভরমণ্ডী,
কণরুচিকুণ্ডী-কৃতগজকণ্ঠীরব সুপিচিণ্ডা,
অতিশয়বিতণ্ডা, ক্ষতিকরপণ্ডা, জিতবুধষণ্ডা,
দরনুতদণ্ডী-স্মরপদচণ্ডা, সুমহিতহিণ্ডী,
রকপটখণ্ডী কৃতকলিতণ্ডা, মলশশিখণ্ডা,
লিকটে দেব ॥১৭॥

হে চন্দ্রমুখ ! জয় হউক, আপনার প্রিয়জন (ভক্ত) যমকেও দণ্ড দিতে সমর্থ ; হে ভবভীতি নাশক, প্রস্ফুটিত পীতঝিণ্টী পুষ্পের ন্যায়

আপনার দেহকান্তি। মন্দগমনে গজেন্দ্রকে কুণ্ঠিত করিয়াছেন। সিংহকটির ন্যায় আপনার কটি ক্ষীণ। বিতণ্ডাতিশয্যে পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করিয়াছেন। লোকে পরমাদরে আপনার স্তব করে। হে সন্ন্যাসীপ্রবর! চণ্ডী (দুর্গা) আপনার পূজা করেন। ফেনের ন্যায় আপনার বসন। হে কলিভয়নাশন! চন্দ্রকেও আপনার ললাট নিন্দা করে। হে দেব, আপনার জয় হউক ॥৪৭॥

দোর্দ্দণ্ডদ্বয়চণ্ডচালনভরাৎ পাপাণ্ডজান্ ডায়য়ন্
পাষণ্ডাবলিমুণ্ডমণ্ডলমতীবাখণ্ডয়ন্নজ্ঞিণা।
কাণ্ডে দণ্ডমপি প্রমণ্ডয়তু মে মার্ত্তণ্ডকোটিচ্ছবি-
র্গৌরস্তাণ্ডবপণ্ডিতোঽলিকলসৎপুণ্ড্রোমনোমণ্ডপম্ ॥৪৮॥

যিনি সঙ্কীর্ত্তনাভিনয়ে বাহুদ্বয়ের সঞ্চালনে পাপপক্ষীগণকে তাড়িত করিতেছেন; তাণ্ডবনৃত্যে প্রচণ্ড পদচালনে বহির্মুখ পাষণ্ডগণের মুণ্ড যেন চূর্ণ করিতেছেন, যাঁহার ললাটে সুন্দর ঊর্দ্ধপুণ্ড্র শোভিত, সেই তাণ্ডব পণ্ডিত গৌরচন্দ্র, অবসরক্রমে আমার মনোমন্দিরটীকে ক্ষণকাল মণ্ডিত করুন ॥৪৮॥

চণ্ডাল পাষণ্ড দুশ্চেষ্টিতং খণ্ড,
কম্বুল্লসৎকণ্ঠ, ভক্ত্যাপগা কুণ্ঠ, ধীর ॥৪৯॥

হে ধীর! আপনি চণ্ডাল ও পাষণ্ডগণের মন্দচেষ্টা দূর করিয়া ভক্তিদান করেন। শঙ্খের ন্যায় ত্রিরেখাভূষিত আপনার কণ্ঠ। আপনি ভক্তিনদীতে (হরিসঙ্কীর্ত্তনাদিতে) অকুণ্ঠিত (অকুতোভয়) ॥৪৯॥

বন্ধীন্দীবর-নন্দী মায়াবন্ধান্ধকার-সন্দমনঃ।
মিশ্রপুরন্দর নন্দনচন্দ্রশ্চন্দয়তি সন্ততং বিশ্বম্ ॥৫০॥

বন্ধুরূপ ইন্দীবর-শ্রেণীর প্রফুল্লতা সাধক, মায়াবন্ধরূপ অন্ধকার-বিনাশী মিশ্র পুরন্দর-নন্দন গৌররূপ-চন্দ্র, বিশ্বকে নিয়ত আহ্লাদিত করিতেছেন ॥৫০॥

ইন্দীবরম্ ছয়মহদন্তঃ, স্ফুরিতমদন্ত,
ব্রত কলিহন্তঃ, সকলনিয়ন্তঃ, ব্রজরসসন্ত-
র্পিতজন দন্ত, দ্যুতিজিতকুন্দ, স্ফুরদরবিন্দ,

প্রভমুখসন্তায়িত সদনন্তা, মরসুখচিন্তময়দ-
বসন্তা-পিতজনকন্দাজমুখবৃন্দারকনুতভন্দা.
তাগুণাবৃন্দা, তুলদৃঢ়সন্ধামল শুভগন্ধা,
ঢ্য শরণবন্ধো, স্বনুগ্রহসিন্ধো. জয় জয় দেব ॥৫১॥

হে গৌরহরে ! আপনার জয় হউক, জয় হউক। মহৎ জনগণের অন্তঃকরণে আপনার স্ফূর্ত্তি হয়। আপনি সাধুগণের অতি মনোহর ব্রতধারণ করেন। (কিম্বা, আপনার কৃপা হইলে লোকে সৎব্রত ধারণ করে)। হে সকলের নিয়ামক ! আপনি ব্রজ-রসদানে জনগণকে মণ্ডিত করেন। হে কুন্দ বিজয়িদন্ত, হে ফুল্লাব্জমুখ, সাধুজনের পালন করা আপনার কার্য্য। সাধুগণের অনন্ত চিৎসুখ আপনি বিস্তার করেন। সংসার-চিন্তারূপ দাবানল দগ্ধ জীবগণকে প্রেমানন্দ-সুধায় স্নান করাইতে আপনার অবতার। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ আপনার সুখপ্রদ কল্যাণময় গুণাবলী সতত গান করেন। ইহাই আপনার ভক্তগণের অতুল দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। নির্ম্মল শুভ-গন্ধদ্রব্য আপনার অঙ্গগন্ধে অধিক সৌরভ বিস্তার করে। হে আশ্রিত-বৎসল, হে দয়াসমুদ্রে ! আপনার জয় হউক। আমাকে কৃপানুগ্রহ করুন ॥ ১॥

চন্দ্রেন্দীবরকুন্দশীতলতরং সন্তাপসংশান্তিকৃৎ
সৌন্দর্য্যাত্ত্যমরন্দমন্দিরমিদং সৌগন্ধারকম্।
ভক্তেন্দিন্দিরবৃন্দনন্দি মৃদুলং রাত্রিন্দিবন্দীপ্যতাং
শ্রীগৌরেন্দুপদারবিন্দযুগলং মৎস্বান্তবেশন্তকে ॥৫২॥

শ্রীগৌরচন্দ্রের মৃদুল পদারবিন্দযুগল আমার চিত্ত-সরসীতে দিবা-রাত্র বিকশিত হউক। ঐ অরবিন্দ, চন্দ্র ইন্দীবর ও কুন্দ অপেক্ষা শীতলতর, সর্ব্বসন্তাপের আত্যন্তিক শান্তিকারক, অপরূপ সৌন্দর্য্য-মধুর আধার, সৌগন্ধের বাসভূমি এবং মধুকরবৃন্দর আনন্দপ্রদ ॥৫২॥

অম্বুজভবমুখ বিবুধসুবন্দিত,
কর্ম্মবিজয়িগণ নিজরতিনন্দিত,
শম্বররিপুরিপুনুতরুচিনিন্দিত,
শম্বরুহপদ সুহৃদয়চন্দিত, ধীর ॥৫৩॥

হে ধীর ! ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি দেবগণ আপনার স্তব করেন। কর্ম্ম-বিজয়ী গণকে (ভক্ত) আপনি নিজপ্রেম-দ্বারা আনন্দিত করেন। শম্বর রিপুর (মদনের) রিপু (শিব) কর্ত্তৃক আপনি স্তুত। শম্বররুহ (জলজ অর্থাৎ কমলের) অপেক্ষা আপনার অঙ্গসুষমা। সুহৃদয়গণের হৃদয়ে নিজচরণের উদয়-দ্বারা তাঁহাদের আনন্দ-দাতা আপনি জয়যুক্ত হউন ॥৫৩॥

দম্ভাদিক কুম্ভীরং বীক্ষ্য ভয়ঙ্করমিমং ভবাম্বুনিধিম্।
মাম্ভীতম্বিশ্বম্ভর কম্পিত মনুকম্পয়া পাহি ॥৫৪॥

হে বিশ্বম্ভর (জগৎপালক পোষক) গৌরহরে ! দম্ভাদি যাহাতে কুম্ভীর, সেই ভয়ঙ্কর ভবসিন্ধু দর্শনে ভীত এবং কম্পিত আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক রক্ষা করুন। নিজগুণে রক্ষা না করিলে আমার উদ্ধারের উপায় নাই ; শক্তিও নাই। আপনার দয়া পাইবার অধিকারও নাই। আপনি বিশ্ববাসী সমস্তের ভরণপোষণকারী। আমিও বিশ্বমধ্যে আছি। এই হেতু আপনার দয়া পাইবার একমাত্র কারণ ॥৫৪॥

জয়নবচম্পা, স্ফুটশণসম্পৎ, স্থিরতরশম্পা,
জয়িরুচিশম্পা, ত সদনুকম্পা, কৃততরকম্পা,
কুলিতনিলিম্পা, বলিনুতিসম্পাদিতসুখলম্বা-
র্চ্চিতপদকম্বা, কৃতিগণজম্বা-ভচিকুরশম্বা,
খিলজগদম্বা, পদনতলম্বালকমুখজম্ভা,
হিতমুখসম্ভা-বনপরদম্ভান্বিতজনসম্ভা,
স বিমুখরম্ভা, সমভুজজৃম্ভা-পরিলসদম্ভো,
জ বদনকম্ভো, কুরু মম দেব ॥৫৫॥

হে দেব ! আপনার জয় হউক। নবীন চম্পকে প্রফুল্ল শণপুষ্প ও স্থির সৌদামিনীর কান্তিকেও আপনার অঙ্গকান্তি পরাজিত করিয়াছে। লোকের প্রতি আপনি শং অর্থাৎ কল্যাণরাশি নিরতপাত (নিক্ষেপ) করেন। সজ্জনের উপর আপনার অধিকতর কৃপা। কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাবে আপনি যুক্ত, দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত। চন্দনলেপন পংক্তিদ্বারা শোভিত। লম্বোদর (গণেশ) কর্ত্তৃক অর্চ্চিতপদ। কম্বু (হস্তী) তুল্য

বা (স্বর্ণবর্ণ) গণ (পত্রাদি) দ্বারা বেষ্টিত। জম্বু (জাম) ফলের ন্যায় আভাযুক্ত কেশ। শম্বা (মঙ্গলান্বিতা) অখিল জগতের অম্বা (মাতা) শচীদেবীর চরণে নত। অলক (চূর্ণ কুন্তল) দোলায়মান মুখ। জম্ভের (তন্নামক অসুরের) সহিত (শত্রু) ইন্দ্র, তৎপ্রমুখ দেবগণের আদরে আপনি মনোযোগী। দম্ভান্বিত জনের সম্ভাষণে আপনি বিমুখ। ভুজদ্বয় কদলী-বৃক্ষতুল্য। জৃম্ভা (হাই) দ্বারা মুখপদ্ম উল্লসিত। হে গৌর ! আমাকে সুখ দাস্য) দান করুন ॥৫৫॥

সম্বীতোঽম্বুজ সম্ভবাদি বিবুধৈর্নারং বহদ্ভির্ববপুঃ
প্রালম্বং সুমনঃকদম্ববলিতম্বিভ্রং পদে লম্বিতম্।
সম্বীয়াম্বরমম্বুদদ্যুতিধরং নীলাম্বুজস্ত্রাময়ন্
শ্রীবিশ্বম্ভর সংবিভাহি ভগবং স্বং মে হৃদম্ভোরুহে ॥৫৬॥

হে বিশ্বম্ভর ! আপনি নরাকৃতি ব্রহ্মাদি দেব (হরিদাসাদি) কর্ত্তৃক বেষ্টিত ; আপনার গলদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত লম্বিত কদম্বপুষ্প-শোভিত মালা দুলিতেছে। [রাধাভাবে চিত্ত আক্রান্ত হওয়ায়] মেঘ-দ্যুতি নীলবসন পরিধানপূর্ব্বক নীলকমল ধারণ ও ঘূর্ণন করিতেছেন। হে যুগপৎ রাধাকৃষ্ণ-ভাববিভোর ভগবান ! অচিন্ত্যশক্তিক ! আপনি আমার হৃদয়পদ্মে সম্যক্ প্রকাশিত হউন ॥৫৬॥

খণ্ডিতবলিকলিদম্ভক, পণ্ডিতমতিসুখলম্ভক,
রঞ্জকজনপরিরম্ভক, জঞ্জপকহৃদুপলম্ভক ধীর ॥৫৭॥

হে বীর ! আপনি, [হরিনাম প্রচার] বলবান্ কলির দম্ভচূর্ণ করিয়াছেন। পন্ডিতজনের মনে অপ্রাকৃত ভজনসুখ প্রেরণ করেন। অনুরক্ত ভক্তের আলিঙ্গনে আপনি উদ্‌যুক্ত ! হরিনাম জপকারীজনের নিকট সুলভ ও সর্ব্ববস্তুর প্রাপক আপনি জয়ী হউন ॥৫৭॥

খল্যা নল্যা বহুলা মৃদ্দল্লৌল্যাদিকোল্লসদ্বল্লী।
গৌড়াচলে সুকল্যো গৌরদ্বিপতল্লজঃ সমুল্লসতি ॥৫৮॥

লোভমোহাদি লতা যাহাতে উল্লাস পায়, সেই খব শ্রেণীরূপ বংশ ও এলা সকলেকে মর্দ্দন করিয়া, গৌড়পর্ব্বতে সুদক্ষ গৌর গজরাজ সম্যক উল্লসিত হইতেছেন ॥৫৮॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[তৃতীয় অধিবেশন]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৫৭ পৃষ্ঠার পর)

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

প্রথমে আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠকনিরূপণে বলেছি যে, বুভুক্ষা ও মুমুক্ষাধর্ম্মে যাঁদের প্রয়োজন, তাঁদের ভাগবতপাঠে অধিকার নেই এবং তদালোচনায় তাঁরা বেশী সুখলাভ করেন না। চতুর্ব্বর্গের সাধন-প্রয়াস—উপাধিনাশ মাত্র। কিন্তু পঞ্চমবর্গের কথা আত্মার নিত্যধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই ভাগবতের মহিমা নানাস্থানে কথিত থাকিলেও ইহা কতকগুলি ব্যক্তির রুচিপ্রদ হয় না। এমন কি, ভাগবতের পাঠক এবং আলোচনাকারীদের মনস্তুষ্টির জন্য বিপরীত পথের পথিকগণও অনেক সময় ভাগবতের আদর করেন। কিন্তু তাঁদের ক্রিয়াকলাপে অনেক সময় ইহার সমধিক আদর প্রমাণিত হয় না। ভাগবতকে পুরাণ বা পঞ্চরাত্রান্তর্গত বলে অনেকে স্বীকার করেন না। কিন্তু আগম ও নিগম একত্রে মিলিত আকারে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ত্তমান। আমরা ভাগবত আলোচনায় প্রথমস্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে 'সাত্বতী শ্রুতি' বলে একটী কথা পাচ্ছি। নারায়ণঋষি যখন নারদকে ভাগবত উপদেশ করেছেন, তখন উহাকে 'বেদসম্মিত' বলেছেন। যেমন শ্রৌতপদ্ধতি অবলম্বন করে বহু দেবতার স্তবকারী সাধারণ শাস্ত্রকেও বেদ বলেছে, সেইরূপ সাত্বতগণ ভাগবতকে বেদের সর্ব্বোত্তম অংশ বলে বিচার করে থাকেন। প্রয়োজন-তত্ত্বনিরূপণে 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং' শ্লোকে 'নিগম'-শব্দ ব্যবহার হয়েছে। তাছাড়া উপনিষদের অনেক মন্ত্র ভাগবতে যথাযথ প্রকটিত দেখতে পাওয়া যায়। ভাগবতের স্থানে স্থানে শ্রুতি-বাক্য ন্যূনাধিক লিখিত হয়েছে—শ্রুতিতে প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যথা—

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রানাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥"

গীতার বিশেষ অর্থ ভাগবতে দেখতে পাওয়া যায়—ইহা ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্য-স্বরূপ, বেদার্থপরিবৃংহিত এবং বেদমাতা গায়ত্রীর ব্যাখ্যা অবলম্বনে রচিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থে ভগবত্তার কথা প্রচুর-

ভাবে বলা হয়েছে এবং কৃষ্ণের অন্যান্য অবতারগুলির বর্ণনাও স্থান পেয়েছে। সেই শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বিভিন্নশাস্ত্রে লিখিত আছে। যেমন স্কন্দপুরাণ বিষ্ণুখণ্ডে চারিটি অধ্যায়ে, পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে, গরুড়পুরাণে এবং আরও কতিপয় পুরাণে ভাগবতের প্রাধান্য লিখিত হয়েছে। সর্ব্বোপরি ভারতের অনুগসম্প্রদায় ইঁহাকে প্রমাণ-শিরোমণি বলে থাকেন।

এই ভাগবত-ব্যাপারটী কি, এর এত প্রশংসা আছে কেন আর এর প্রতি এত দৌরাত্ম্যই বা হয় কেন, এ বিষয়গুলি অবগত হওয়া দরকার। এটি কতকগুলি ব্যক্তির জীবিকার যন্ত্ররূপে পরিণত হয়েছে, পক্ষান্তরে পারমার্থিকের আদর্শ যাঁরা, তাঁদেরও ইহা পরম সেব্য। তদ্ব্যতীত সংসারে যাঁরা বাস করেন, বর্ণ ও আশ্রমচতুষ্টয় সকলেরই এই গ্রন্থ আরাধ্য। এমন কি জিনিষ ভাগবতে আছে, যা সকল শ্রেণীরই আরাধ্য। কতকগুলি কর্ম্মের অনুষ্ঠান, বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা আছে—যেমন ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং যতিগণের ধর্ম্মের বিষয় পৃথক-ভাবে লিখিত আছে। বর্ণবিচারে বিভিন্ন বর্ণাদির লক্ষণ এবং তত্তল্লক্ষণের দ্বারা বর্ণ-নিরূপণের বিধান আছে। ভাগবতে দর্শনের কথা, জ্ঞানিগণের সকল শ্রেণীর কথাই আছে; সুতরাং ইহা সকলেরই পাঠ্য ও পরমপ্রয়োজনীয়। পণ্ডিত, মূর্খ, স্ত্রী, পুরুষ, সংসারাসক্ত ও সংসারনির্মুক্ত—সকলেরই আলোচ্য। ইহা ভগবদভিন্নবস্তু।

দ্বাদশস্কন্ধ ভগবানের দ্বাদশ অঙ্গ বলে কথিত হয়েছে, কিন্তু এটি বিরাটরূপের কল্পনার ন্যায় নহে। বাস্তব শ্রীবিগ্রহরূপে ভগবান্ এতে অবস্থিত আছেন। এটা বিশেষরূপে আলোচনা করলেই বুঝতে পারা যায়।

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে চেতন-অচেতন সকলেরই প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু তিনি অচেতন-দ্বারা আবৃত অবস্থায় পরিদৃষ্ট হন না। অর্থাৎ চেতনমিশ্র-ভাব নিয়ে তাঁকে দেখা যায় না। আবার আমরা যখন সমন্বজ্ঞানে অভিনিবিষ্ট থাকি, তখন ভগবানের শ্রীমূর্ত্তিমধ্যে অনেক মলিনতা লক্ষ্য করি। এটা নিজ নিজ দর্শনেন্দ্রিয়ের অপটুতা মাত্র। করণের ভেদজন্য এক বস্তুকে বিভিন্নভাবে দর্শন করি। যেমন,—

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

যখন রামের সহিত কৃষ্ণ কংসসভায় প্রবেশ করেছেন, তখন তাঁকে বিভিন্ন রসের আস্বাদনকারীব্যক্তি বিভিন্নভাবে দর্শন করছেন। কিন্তু অমলজ্ঞানলব্ধ ব্যক্তিগণ সেরূপভাবে দর্শন করেন না। সাধারণ স্ত্রীগণ অর্থাৎ গোপীর অনুগত নহেন যাঁরা, তাঁরা যে দর্শন করেন, সেটা কতকটা কামনেত্রে দর্শন হচ্ছে। নিজেন্দ্রিয়-তর্পনেচ্ছা-সংশ্লিষ্ট-দর্শনে মলিনতা আছে। অনর্থমণ্ডিত অবস্থায় পূর্ণপ্রকাশ বস্তুর দর্শন হয় না। যাঁরা ব্যবকলন (নির্দ্ধারণ) জানেন, তাঁরা পার্থক্য বুঝতে পারেন। ব্যক্তিবিশেষ ও পরমমুক্ত পুরুষের দর্শনে পার্থক্য আছে।

অনেকসময় একই বস্তু বিভিন্নভাবে দৃষ্ট হয় কেন? একথার উত্তর হচ্ছে—মলিনতার পরিমাণ অনুসারে। অনর্থ থাকা অবস্থা ও অনর্থাপগমের দর্শন পৃথক্। ধনবস্তু হতে যদি ঋণযোগ্য বস্তুর পার্থক্য নিরূপিত হয়, তা হলে 'Differentia' বলে একটা বস্তু লক্ষিত হয়। ২৪ বৎসরের যুবার কাব্য-অধ্যয়ন ও শিশুর কাব্য-অধ্যয়নে অজ্ঞ সাধারণ ব্যক্তির ভেদদর্শন হয় না; সে উভয়কে এক মনে করে; কিন্তু অভিজ্ঞব্যক্তি সেটা বুঝতে পারেন। অনেক সময় পার্থক্য-বোধের অভাবহেতু আমরা বস্তুনির্ণয়ে ভ্রান্ত হই। এসকল বিচার সম্বন্ধ-পর্য্যায়ের আলোচনা-কালে বিশেষভাবে বলা হবে। বিভিন্নস্তরের সকল ব্যক্তিরই ইহা আলোচনার বিষয়। তার্কিক, মূর্খ, তর্কজ্ঞানরহিত—সকলেই সর্ব্বাবস্থায় আলোচনা করলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিজ নিজ কর্ত্তব্য নিরূপিত হ'তে পারে, কোনপ্রকার সংশয়-সমস্যা থাকে না। ভগবদ্দর্শনে সর্ব্বসংশয় দূর হয়,—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥ (ভাঃ ১১।২০।৩০)

পূর্ব্বেই বলেছি যে, ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু। তাঁর শ্রবণ, কীর্ত্তন, বিচারণ প্রভৃতিই ভগবদনুশীলন। বহির্জ্জগতের বস্তুদর্শনের কালে সঙ্গে সঙ্গে যদি ভগবদ্দর্শনের স্মৃতি উদিত হয়, তাহলে সেই

বস্তুবিচারে আমাদের ভোগ বা ত্যাগ করার প্রবৃত্তি পরিচালনকালে সেই বস্তুর সহিত ভগবানের কি সম্বন্ধ আছে, আলোচিত হয়ে যায়। যেমন কোন ব্যক্তি যখন বাজনা বাজিয়ে বিবাহ করতে যাচ্ছে, তখন যদি কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রুক্মিণীবিবাহ বা বৃন্দাবনীয়-কথা তাঁর হৃদয়ে স্থান পায়, তাহলে তাঁর ভোগের ইন্ধন-সংগ্রহের জন্য সমাবর্ত্তনের অকিঞ্চিৎকরত্ব এবং দুয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য বুঝতে পারেন। কোন ব্যক্তির শ্রীপঞ্চমীতে হাতে খড়ি নিয়ে পাঠশালায় যাবার সময় যদি কৃষ্ণের সান্দীপনি-মুনিগৃহে গমনবিচার এসে যায় অথবা অর্জ্জুন কিংবা উদ্ধবের প্রতি ভগবানের উপদেশ-কথা যদি তাঁর স্মৃতিপথে উদিত হয়—কৃষ্ণের সংসারে বাস, কৃষ্ণকথালোচনায় নিযুক্ত থাকেন, অন্ততঃ গৌরসুন্দরের কৃত্যগুলির সঙ্গে নিজকার্য্যগুলি মিলিয়ে নেন, তাহলে সকল অসুবিধার হাত থেকে তার পরিত্রাণ হয়।

ভাগবত হচ্চে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। প্রমাণ-দ্বারা শক্তিবিশিষ্ট হবার পরে আমরা শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হতে পারি। প্রকৃষ্টরূপে মেপে নেওয়া ধর্ম্ম যাতে, তাই প্রমাণ। ভাগবত নিত্যলীলাময় ভগবানের চরিত্র-বর্ণনের প্রমাণ। ভাগবতের দ্বারা কি কার্য্য হয়? ইনি সমগ্র মানবজাতির ভীষণতম ব্যাধির সর্ব্বাপেক্ষা বড় ঔষধ ও চিকিৎসক—উভয়ই। যে ভয়ানক ব্যাধি বিজ্ঞ দার্শনিকগণের মধ্যে প্রবেশ করেছে—বেদান্তসূত্রের নির্ব্বিশেষপর ব্যাখ্যা ইংরাজী ভাষায় যাকে Impersonalism বলে, উহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ ব্যাধি। ভাগবতাকে নির্ব্বিশেষরূপে স্থাপন করে নিজের জড়বিশেষের আস্ফালনে ব্যস্ত হওয়া প্রধান ব্যাধি। যেমন হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, রাবণ-কুম্ভকর্ণ, কংস-জরাসন্ধ প্রভৃতি হয়েছিল। এই ব্যাধি চিন্তাশীল প্রাণীজগতের চরম মঙ্গলের প্রতি বাধাপ্রদর্শন জন্য সর্ব্বাপেক্ষা **Cogent Engine**! ভাগবতধর্ম্মটিকে ধ্বংস করার জন্য কিভাবেই না প্রয়াস করেছে! বর্ত্তমান সময়ে ঈশবৈমুখ্যভাব - কারও আনুগত্য করব না, ইহাই আমাদের স্বভাব হয়ে পড়েছে। ভাগবত কখনই বুঝতে পারা যাবে না, যদি বলা যায়—এতে নির্ব্বিশেষ-বিচার আছে। এই চরম ব্যাধির হস্ত হতে পরিত্রাণ পাবার জন্য বৈষ্ণবানুগত্যে অনুক্ষণ ভাগবত পড়া দরকার। যেমন নামাপরাধকারীর পক্ষে অনুক্ষণ নামগ্রহণই নামাপরাধ-বিনাশের উপায়। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৬২ পৃষ্ঠার পর)

অপ্রাকৃত নির্দ্ধারণ

প্রাকৃত বিজ্ঞানের দুর্দ্দশা এই যে, সে স্বীয় অধিকারাতীত সকল তত্ত্বই জানিতে চায়। অপ্রাকৃত তত্ত্বে তাহার অধিকার নাই, তথাপি নির্লজ্জভাবে তাহার প্রতি ধাবিত হইয়া নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর সিদ্ধান্তে আবদ্ধ হয়, শেষে নিজেও বিকৃত হইয়া নিরস্ত হয়। জীবের সৎসঙ্গ-জনিত দৈন্যে কৃষ্ণকৃপা উদয় হয়। তাহাতেই তাহার অপ্রাকৃত তত্ত্বে অধিকার জন্মে। কেবল জড়ীয় বিচারবলে কখনই কিছু অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ হয় না (১)।

মায়াশক্তি

কৃষ্ণশক্তি—কৃষ্ণশক্তি অনন্ত। অনন্ত জগতে কোন্ স্থানে কোন কোন্ শক্তির প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ক্ষুদ্র জৈবজ্ঞানে আমরা জানিতে পারি না। চিজ্জগতে অর্থাৎ বিরজার পারে বৈকুণ্ঠ ও তদুপরি গোলোক ব্রজ বিরাজমান। বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে। গোলোকে মাধুর্য্যপ্রধানপ্রকাশে সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিহিত হইয়া থাকে (২)। কৃষ্ণ স্বয়ং শক্তিমান্। তাঁহার স্বরূপের এক অবিচিন্ত্য মহাশক্তি আছে। শাস্ত্রে অনেক স্থলে সেই শক্তিকে মায়া বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। "মীয়তে অনয়া" ইতি মায়া, এই অর্থে মায়াকেই কৃষ্ণের বাহ্য পরিচয় বলা যায়। মায়া ব্যতীত কৃষ্ণের পরিচয় নাই। মায়াকেই তত্ত্ববিদ্‌গণ কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বলিয়া পরা ও অপরা বিভাগে চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তিকে ভিন্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। বস্তুতঃ পরা-শক্তিই কৃষ্ণের একমাত্র অবিচিন্ত্য-শক্তি। তাহার ছায়াকেই

---

(১) অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥
(ভাঃ ১০।১৪।২৯)

(২) কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্বাহো কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্॥ (ভাঃ ১০।১৪।২১)

অপরাশক্তি বলা হইয়াছে। জড় ব্রহ্মাণ্ডের অধিকর্ত্রীই সেই ছায়ারূপা মায়া (১)। চিদ্বিষয়ে যে মায়াশক্তিকে দূষিত বলিয়া নিন্দা করা হয়, সে এই ছায়ারূপা মায়াশক্তি,—স্বরূপশক্তিরূপা মায়া নয়। এই জন্য প্রভু সনাতনকে বলিয়াছেন ;—

"কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিনশক্তি-পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১১)

পুনরায় বলিয়াছেন,—

"অনন্ত শক্তির মধ্যে কৃষ্ণের তিনশক্তি প্রধান।
ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি নাম॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৫২)

সার্ব্বভৌমকে প্রভু বলিয়াছেন ; –

"সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বরস্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিত যারে কৃষ্ণজ্ঞান মানি॥
অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, তটস্থা জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা মায়া, তিনে করে প্রেমভক্তি॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৫৮-১৬০)

বিভিন্নশক্তি-পরিণাম

ফলিতার্থ এই যে, কৃষ্ণের আত্মশক্তি বা স্বরূপশক্তি বা পরা-শক্তি এক। সেই পরাশক্তির তিনটী বিভাব, তিনটী প্রভাব ও তিনটী অনুভাব কৃষ্ণেচ্ছায় বিকশিত হইয়াছে (১)। চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি—এই তিনটী বিভাব ; ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি—এই তিনটী প্রভাব ; সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিত—এই তিনটি অনুভাব। (১) ইচ্ছাশক্তিরূপ

---

(১) ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥ (ভাঃ ২।৯।৩৩)

(২) যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশং পতন্তি, বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্ব্যা।
তদ্ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্যমানন্দমাত্রবিকারমহং প্রপদ্যে॥

(ভাঃ ৪।৯।১৬)

প্রভাবে চিচ্ছক্তি হইতে গোলোক, বৈকুণ্ঠ ইত্যাদি লীলাপীঠ; কৃষ্ণ, গোবিন্দ ইত্যাদি নাম; দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ, ষড়্ভুজ প্রভৃতি বিগ্রহরূপ; গোলোক, বৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি পার্ষদসহ লীলা; দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা ইত্যাদি গুণ বিকশিত হইয়াছে। (২) জ্ঞানশক্তিরূপ-প্রভাবে বৈকুণ্ঠগত ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্যাদি চিচ্ছক্তিদ্বারা উদিত হইয়াছে। কৃষ্ণ-ব্যতীত ইচ্ছাশক্তি আর কাহাতেও নাই। জ্ঞানশক্তির অধিষ্ঠাতা বাসুদেবপ্রকাশ। ক্রিয়াশক্তির অধিষ্ঠাতা বলদেব-সঙ্কর্ষণাদি প্রকাশ। জীবশক্তিরূপ তটস্থা শক্তিকে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াপ্রভাবে নিত্যপার্ষদ, অধিকৃত দেবতাবর্গ এবং নর, দৈত্য, রাক্ষসাদি উদিত হইয়াছে। (৩) কৃষ্ণের ক্রিয়ানুভাব সমুদয়ই স্বীয় ক্রিয়াশক্তি-প্রভাবে চিচ্ছক্তিতে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী-বিচিত্রতা। এই সমস্ত মিলিত হইয়া পরম প্রয়োজনরূপ প্রেমলীলার অন্বয়-ব্যতিরেক ভাবসিদ্ধি হয়। কৃষ্ণের শক্তি অসীম, অনন্ত ও অপার। চিচ্ছক্তিক্রিয়া-সমুদয়ই নিত্য। যথা সনাতনশিক্ষায়,—

"যদ্যপি অস্পৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তিবিলাস।
তথাপি সঙ্কর্ষণ-ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৫৭)

জড়া প্রকৃতি

ছায়াশক্তির অন্যতম নাম জড়া প্রকৃতি, তৎসম্বন্ধে কথিত হইয়াছে;—

মায়াদ্বারে সৃজে তিহোঁ ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ডের কারণ॥
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বরশক্তি বিনে।
তাহাতেই সঙ্কর্ষণ করে শক্তির আধানে॥
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি।
লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে পায় দাহশক্তি॥

(চৈ চঃ মধ্য ২০।২৫৯-২৬১)

কৃষ্ণের ক্রিয়াশক্তির নামই সঙ্কর্ষণশক্তি। মায়াশক্তির নশ্বর পরিণাম জড়জগৎ। চতুর্থ-ধারায় জীববিষয়ে তটস্থ বা জীব-শক্তির কিছু পরিস্থিতি হইবে।

রসতত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং রসতত্ত্ব, তাহা বেদে বলিয়াছেন। সপ্তম-বৃষ্টি প্রথম-ধারায় যে রসতত্ত্ব বিচারিত হইবে, তাহাতে রস যে কি তত্ত্ব, তাহা অনুভূত হইবে। বাক্য প্রাকৃত, সুতরাং বাক্য যাহা বলিবে, তাহা যত যত্নের সহিত বলুক না কেন, প্রাকৃত বা অপ্রাকৃতবৎ হইয়া উঠিবে। পাঠক যদি প্রকৃত-প্রস্তাবে শ্রদ্ধান্বিত হন, তবে অপ্রাকৃত রস তাঁহার শুদ্ধচিত্তে উদিত হইবে। সৎসঙ্গ ও ভাগ্যের ফলেই তাহা হয়। তর্ককে পেষণ করিলে তাহার উদয় হয় না। দুষ্টসঙ্গে প্রাকৃত রস সহজিয়া আকারে জিজ্ঞাসুকে অধঃপতিত করায়। বিশেষ সাবধানে রসতত্ত্ব অনুভব করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ চতুঃষষ্টি অপ্রাকৃত গুণে স্বয়ং অখণ্ড রস (১)। সেই চৌষট্টিগুণের মধ্যে পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু বিন্দু-রূপে জীবে আছে। সেই পঞ্চাশটি গুণ কিছু অধিক পরিমাণে ও আরও পাঁচটী অধিক গুণ শিব, ব্রহ্মা, গণেশ, সূর্য্যাদি দেবে লক্ষিত হয়। তন্নিবন্ধন তাঁহার বিভিন্নাংশ হইয়াও ঈশ্বর নামে অভিহিত হন। সেই পঞ্চান্ন গুণ পূর্ণরূপে এবং আর পাঁচটী গুণও পূর্ণরূপে নারায়ণ, বিষ্ণু এবং তদবতারগণে দেখা যায়। বিষ্ণুতত্ত্বের ষষ্টিগুণ এবং আর চারিটী পরম অপ্রাকৃত অসাধারণ গুণ কৃষ্ণে বিরাজমান। এই জন্য কৃষ্ণই একমাত্র

---

(১)　অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ম্বদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্বশী॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ॥
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্॥
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্র ইব পঞ্চাশদ্ দুর্ব্বিগাহ্যা হরেরমী॥
জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দু-বিন্দুতয়া ক্বচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে॥

সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বরসময়-তত্ত্ব। স্বরূপশক্তির যত বৈচিত্র্য আছে, সেই সকল মূর্ত্তিমান্ হইয়া কৃষ্ণের শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর রসের উপকরণ। হ্লাদিনীসাররূপ শ্রীরাধাঠাকুরাণীর সর্ব্বপ্রধানা। গোলোক ব্রজে এই রসের নিত্য বসতি হইলেও কৃষ্ণেচ্ছা-দ্বারা যোগমায়া চিচ্ছক্তি সেই রসকে অখণ্ডরূপে ভৌমব্রজে প্রকাশ যাঁহাদের বুদ্ধি প্রাকৃতগুণ অতিক্রম করিতে শক্তিলাভ করে নাই, তাঁহারা এই অপার রসতত্ত্বের মীমাংসা বা অনুভব করিতে পারিবেন না—কাজে কাজেই ব্রজরসকে প্রাকৃতজ্ঞানে অবহেলা করিবেন। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন যে, যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ব্রজরস বর্ণন করেন বা শ্রবণ করেন, তাঁহারাই অচিরে পরাভক্তিরূপ প্রেমলাভ ও জড়োদিত হৃদ্রোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন (২)। ইহাই মহাপ্রভুর চরম শিক্ষা। (ক্রমশঃ)

অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু।
সদাস্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ ॥
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গশ্চিদানন্দঘনাকৃতিঃ।
সর্ব্বশাখিলসিদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ ॥
অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদির্বর্ত্তিনঃ।
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ ॥
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ।
আত্মারামগণাকর্ষীতামী কৃষ্ণে কিলদ্ভুতাঃ ॥
সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধিঃ।
অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ ॥
ত্রিজগন্মানসাকর্ষিকমুরলীকলকূজিতঃ।
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিত-চরাচরঃ ॥
লীলা প্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যং বেণুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্।
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাশ্চতুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ ॥
(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ, ১ম লহরী)

(২) বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ (ভাঃ ১০।৩৩।৩৯)

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

গীতার বাণী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৬৮ পৃষ্ঠার পর)

৬ষ্ঠ অধ্যায়

অষ্টাঙ্গযোগ-সমন্বিত কর্ম্মযোগের উপদেশ প্রদান করিবার অভিলাষে শ্রীভগবান্ তাহার উপায়ভূত কর্ম্মযোগের প্রশংসা করিয়াছিলেন। কর্ম্মের ফলস্বরূপে ঐহিক কোন বিষয়ে যাহার কামনা নাই, অবশ্য কর্ত্তব্য-বিচারে যিনি ফলাশক্তিরহিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনিই জ্ঞানযোগনিষ্ঠ সন্ন্যাসী ও অষ্টাঙ্গযোগনিষ্ঠ যোগী। শ্রুতিতে পুত্র, ধন, স্বর্গাদি-অভিলাষ অর্জ্জন করাকেই সন্ন্যাস বলিয়াছেন। সুতরাং ফলতৃষ্ণা ও কর্ত্তৃতাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকেই কর্ম্মযোগ এবং সন্ন্যাস বলিয়া জানিতে হইবে। যাঁহারা জ্ঞানযোগে আরূঢ় হইবার অভিলাষী, তাঁহাদের পক্ষে কর্ম্মযোগ আর জ্ঞানযোগে সমারূঢ় ব্যক্তির কর্ম্ম-সন্ন্যাসই সাধন। যখন শব্দ-স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে আসক্তি থাকে না, তাদৃশ কর্ত্তৃত্ববোধশূন্য বাসনারহিত ব্যক্তিই যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হন। এই সংসারে নিবিষ্ট আত্মাকে বিবেকসম্পন্ন মনের দ্বারাই উদ্ধার করা কর্ত্তব্য। বিবেকহীন মনই আত্মার শত্রু এবং বিবেকযুক্ত মনই আত্মার মিত্র। জিতচিত্ত ব্যক্তি শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ, মান-অপমানাদিতে বিচলিত হন না। তিনি শাস্ত্রজ্ঞান ও যাথার্থ অনুভূতিদ্বারা আকাঙ্ক্ষাশূন্য ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া যোগারূঢ় হইয়া থাকেন। তখন তাহার সর্ব্ববস্তুতে সমজ্ঞান হয়।

তাদৃশ যোগারূঢ় হইবার উপায়,—নির্জ্জন স্থানে স্ত্রী-পুত্রাদি সঙ্গশূন্য হইয়া অন্তঃকরণকে বিষয়ভোগ-শূন্য ও পরিগ্রহ-শূন্য করিতে হইবে। তজ্জন্য বিশুদ্ধস্থানে প্রথমে কুশ, তদুপরি অজিন ও তাহার উপরে মৃদু বস্ত্র পাতিয়া, অতিউচ্চ বা অতিনীচ না হয়, এরূপ সমস্থানে আসনে বসিয়া চিত্তের একাগ্রতার জন্য দেহ-মস্তক-গ্রীবা সরল ও নিশ্চল রাখিয়া, দিক্‌সকল না দেখিয়া নির্ভীকচিত্তে ব্রহ্মচারী-ব্রতবিশিষ্ট অবস্থায় ভগবদ্গতচিত্তে ধ্যানমগ্ন থাকিতে হইবে। এইরূপে মনের সংযম-দ্বারা যোগীপুরুষ মোক্ষপদ লাভ করিতে পারেন। যোগনিষ্ঠ ব্যক্তির আহারাদির বিষয়ে নিয়মও কথিত হইয়াছে,—যে পরিমাণ আহার সহজে পরিপাক হইয়া শরীরকে কার্য্যক্ষম রাখে, তদ্রূপ ভোজনই প্রয়োজন। অধিক আহারে অজীর্ণাদি দোষ, আর অল্পাহারে শারীরিক দুর্ব্বলতা

আসিয়া চিত্তস্থৈর্য্যে বাধা ঘটাইবে। সেইরূপ অতিনিদ্রাশীল অথবা নিদ্রাশূন্য হইলেও যোগসাধনে বাধা হইবে। অতএব প্রয়োজনানুযায়ী আহার, বিহার, কর্ম্মচেষ্টা, নিদ্রাদি চেষ্টাবিশিষ্ট ব্যক্তিরই ক্লেশনিবারক যোগসাধন সম্ভব হয়। যখন চিত্ত সর্ব্বকামনাশূন্য হইয়া আত্মাতে নিশ্চল হইতে পারে, তখনই তাহাকে যুক্তাবস্থা বলে। বায়ুবিহীন প্রদেশে অবস্থিত নিশ্চল দীপের সহিত তাদৃশ যোগারূঢ় ব্যক্তির চিত্তের উপমা দেওয়া হইয়াছে। যে অবস্থায় যোগী দেহাদি দর্শন না করিয়া কেবল আত্মদর্শী হন, বিষয়-সুখে সুখানুভব না করিয়া আত্ম-সুখে সুখী হন, তাহাই দুঃখ-সংযোগ-রহিত যোগাবস্থা।

তাদৃশ যোগের অনুষ্ঠানজন্য সঙ্কল্প হইতে জাত কামনাসকল সম্যক্ প্রকারে পরিত্যাগ করিয়া—সর্ব্বত্র প্রসারিত ইন্দ্রিয়গণকে মনের দ্বারা নিয়মিত করিয়া যোগানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। চিত্ত-বিক্ষেপের হেতু উপস্থিত হইলেও জ্ঞান ও বৈরাগ্য সহকারে চঞ্চল মনকে নিরোধপূর্ব্বক ব্রহ্মে স্থাপন করা কর্ত্তব্য। সকলই অবিদ্যাবর্ণিত, ক্ষণস্থায়ী এবং দুঃখের হেতুস্বরূপ জানিলে চিত্তকে উপরত করা সহজ হয়। এইরূপে সমাহিত পুরুষ রজোগুণ-রহিত, প্রশান্তচিত্ত ও ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিরহিত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইলে পরম সুখের অধিকারী হন। সিদ্ধসমাধি যোগী পরমাত্মাকে নিখিল জীবের অন্তর্য্যামীরূপে ও সর্ব্বভূতের আশ্রয়স্বরূপে দর্শন করেন। সর্ব্বভূতে অবস্থিত পরমাত্মাকে এবং পরমাত্মার অবস্থিত সর্ব্ব-প্রাণীকে দর্শন করিলে তিনি কখনই ভগবদ্দর্শন হইতে বঞ্চিত হন না। সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত ভগবানের দর্শন ঘটিলে যোগী পুরুষের চিত্তবৃত্তি সর্ব্বত্র অবস্থিত হইলেও তাহা ভগবৎপাদপদ্ম হইতে বিচলিত হয় না। তাদৃশ ভগবৎপরায়ণ যোগীদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিবিশিষ্ট তিনিই শ্রেষ্ঠ।

অতঃপর অর্জ্জুনের প্রশ্ন হইল যে, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমদর্শন যোগ-সাধন করা চঞ্চল চিত্তের দ্বারা অসম্ভব। কারণ, মন অত্যন্ত চঞ্চল এবং সর্ব্বদা বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ভ্রমণশীল; তাদৃশ চিত্তকে শত্রু-মিত্রাদিতে সমভাবে রাখা বায়ুনিরোধ করার ন্যায় অসম্ভব। তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, অভ্যাস ও বৈরাগ্য-দ্বারা মনকে নিরোধ করা সম্ভব। অবশীকৃতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে তাহা দুষ্কর হইলেও গুরূপদিষ্ট প্রণালী অবলম্বনে বশীকৃতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে তাহা সুখকর। পুনশ্চ

অর্জ্জুনের প্রশ্ন,—যোগপ্রবৃত্তির পর যদি কেহ যোগ হইতে বিচলিতচিত্ত হইয়া যায়, তবে তাহার পরিণাম কি? তাহার ইহলোকের বিষয়সুখে বিরতি ত পূর্ব্বেই হইয়াছে, কিন্তু যোগসিদ্ধ না হওয়ায় কি পরলোকের সদ্গতি হইতেও বঞ্চিত হইবে? তদুত্তরে ভগবানের উক্তি,—যোগভ্রষ্ট পুরুষের ইহ-পরকালে বিনাশ হইতে পারে না। যোগীদিগের মধ্যে যাহাদের চিত্তবৃত্তি ভোগ-বাসনার প্রাবল্যে বিষয়স্পৃহা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে না পারিয়া যোগভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহাদের দেহাবসানে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ-পরায়ণ পুণ্যকর্ম্মীর প্রাপ্য ভোগ দীর্ঘকাল সম্ভোগের পর সদাচার-পরায়ণ ধনীদিগের গৃহে জন্মলাভ হয়, আর পরিপক্ক যোগীর চিত্ত বিচলিত হইয়া যোগভ্রষ্ট হইলে যোগপক্ক বুদ্ধিমান্ যোগীদের কুলে জন্ম-প্রাপ্তি ঘটে; তথায় তাদৃশ যোগীর সঙ্গে পুনশ্চ যোগোপদেশ লাভ করিয়া নিজ পূর্ব্বদেহার্জ্জিত যোগসাধনের বুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন এবং সংসিদ্ধির নিমিত্ত যত্নপরায়ণ হন। পূর্ব্ব-দেহার্জ্জিত সংস্কার-প্রভাবে তিনি অচিরেই ভোগবিরত হইয়া যোগতত্ত্ব জ্ঞানাভিলাষক্রমে বৈদিক কর্ম্মাদির অধিক ফল লাভের অধিকারী হইয়া থাকেন এবং যত্নসহকারে যোগানুষ্ঠানদ্বারা অনেক জন্মে উত্তম-গতি লাভ করেন। **অতএব তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্ম্মী অপেক্ষা যোগীই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু সর্ব্বপ্রকার যোগী অপেক্ষা ভগবৎপাদপদ্মে শ্রদ্ধাবান্ ভগবদ্গতচিত্ত ভক্ত-যোগীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।** সুতরাং তাদৃশ ভক্তযোগী হইবার উপদেশই প্রথম ছয় অধ্যায়ের সারকথা। (ক্রমশঃ)

—বৈষ্ণবাচার্য্যবর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভক্ত-প্রীতি

জয় শ্রীজগন্নাথদেব স্বয়ং ভগবান্।
জয় নীলাচলধাম তাঁর লীলাস্থান॥
শ্রীজগন্নাথ-ভক্ত এক উড়িষ্যা নৃপতি।
'শ্রীপুরুষোত্তম'-নামে যাঁর পরিচিতি॥
উড়িষ্যা প্রদেশ মাঝে কটক শহরে।
রাজধানী স্থাপি রাজা সেথা বাস করে॥

কাঞ্চীরাজার দুহিতা 'দেবী পদ্মাবতী'।
তাঁর রূপে-গুণে মুগ্ধ উড়িষ্যা নৃপতি ॥
কাঞ্চীরাজ-দুহিতারে বিবাহ করিতে।
একদা বাসনা জাগে পুরুষোত্তম-চিতে ॥
উড়িষ্যা রাজার হেন বাসনা শ্রবণে।
কাঞ্চীরাজ উল্লসিত হৈল মনে মনে ॥
তবে কাঞ্চীরাজা নিজ মন্ত্রীরে ডাকিয়া।
কহে—"পাত্র দেখি' এসো কটকে যাইয়া ॥"
কাঞ্চীরাজার আদেশ শিরোধার্য্য করি'।
কটকরাজ-গৃহে মন্ত্রী গেলা তাড়াতাড়ি ॥
সেথা পাত্রপক্ষ তারে কৈল সমাদর।
প্রীত হৈল মন্ত্রী হেরি' রাজ-ব্যবহার ॥
রথযাত্রা-কাল তবে আসিয়া পড়িল।
জগন্নাথ দর্শনার্থে রাজা ব্যগ্র হৈল ॥
কাঞ্চীর মন্ত্রীরে রথযাত্রা দর্শাইতে।
রাজা তারে সঙ্গে করি' যাইল পুরীতে ॥
রথচলার পূর্ব্বে মন্ত্রী হেরিল রাজারে।
'ছেরা পহরা' করে রাজা রথের উপরে ॥
রাজা নিজহস্তে স্বর্ণ-সম্মার্জ্জনী ধরে।
ঝাড়ু দিয়া রথোপরি' পরিষ্কার করে ॥
অগুরু-কর্পূরাদি সুবাসিত জল।
রথস্থানের চৌদিকে নিজে ছিটাইল ॥
মন্ত্রীভাবে হেন কার্য্য রাজ-কর্ম নয়।
হেন কর্ম্ম মেথরের পক্ষে যোগ্য হয় ॥
মায়ার প্রভাবে পড়ি' মন্ত্রী মহাশয়।
রাজার এহেন কর্ম্মে খুশী নাহি হয় ॥
উচ্চ-নীচ বিচার নাহি শ্রীহরি-সেবাতে।
সেবায় যে শাঠ্য করে, সে যায় অধঃপাতে ॥

ঝাড়ু দেওয়া, বাসন মাজা, ভোগ-রন্ধন।
হেন সেবাতেও হয় শ্রীহরি-তোষণ॥
প্রিয়তার তারতম্যে সেবা শ্রেষ্ঠ হয়।
নৈষ্ঠিক সেবায় শীঘ্র সিদ্ধি সুনিশ্চয়॥
সেবার মাহাত্ম্য মন্ত্রী বুঝিতে নারিয়া।
ফিরিল কাঞ্চীরাজ্যে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া॥
কহিল কাঞ্চীরাজারে পাত্র বিবরণ।
"রূপে-গুণে-ঐশ্বর্য্যে পাত্র অতুলন॥
পুরীতে হেরিনু তাঁরে রথের উপরে।
নিজহস্তে ঝাড়ু দিয়া নীচকর্ম্ম করে॥
যে' রাজার কর্ম্ম দেখি চণ্ডালের মত।
তা'রে কন্যা-সম্প্রদান করা কি উচিত ??"
কাঞ্চীরাজা মন্ত্রী-মুখে হেন বাক্য শুনে।
অসম্মতি জানাইল কন্যা সম্প্রদানে॥
উড়িষ্যা-রাজা শুনি' তাহা জ্বলি' কোপানলে।
কহে "ক্ষুদ্র কাঞ্চীরাজা একি কথা বলে!!
লক্ষ রাজার 'মৌর' নামে আমি সুবিখ্যাত।
মোরে অপমান করা তা'র কি উচিত ??
এতো নহে শুধু আমারই অপমান।
ইথে ক্ষুণ্ণ উড়িষ্যা-সাম্রাজের সম্মান॥
শ্রীজগন্নাথের ইথে সম্মান হানি হয়!
ইহার আশু প্রতিকার করিব নিশ্চয়॥
অনন্তর গজপতি শ্রীপুরুষোত্তম।
সৈন্য লৈয়া কাঞ্চীরাজ্য করে আক্রমণ॥
তাহে কাঞ্চীরাজা মহাবিপদে পড়িল।
ইষ্টদেব গণেশের সাহায্য যাচিল॥
গণাধিরাজ গণেশ ভক্তেরে রক্ষিতে।
যুদ্ধ করিল নিজে উড়িষ্যারাজ-সাথে॥

সৈন্যবলে কাঞ্চীরাজা অতীব সামান্য।
দৈববলে তিনি কিন্তু নহে তো নগণ্য॥
যুদ্ধে হারি' 'গজপতি' লাজে ম্লানমুখে।
ফিরিয়া আসিল পুনঃ রাজধানী কটকে॥
'গজপতি' 'জগন্নাথের' অতি প্রিয়জন।
হরিসেবা-রসে সদা করে সন্তরণ॥
জগন্নাথের সুখকর সেবা সম্পাদনে।
নিত্য ব্যস্ত থাকে রাজা দাস অভিমানে॥
কিন্তু রাজা যুদ্ধে হারি' মনের সন্তাপে।
জগন্নাথ দর্শনার্থে মন্দিরে নাহি ঢোকে॥
একদিন রাতে রাজা স্বপন দেখিল।
তাঁর কাছে জগন্নাথ আসিয়া কহিল॥
"তব বহু সৈন্য সত্ত্বেও যুদ্ধেতে হারিলে।
কাঞ্চী-রাজা জয়ী হৈল শুধু দৈববলে॥
মোরে না জানালে তুমি যুদ্ধযাত্রা-কালে।
তাই এই যুদ্ধে তুমি অবশ্য হারিলে॥
পুনঃ যুদ্ধ কর তুমি কাঞ্চীরাজা-সনে।
আমি তব সঙ্গে যা'ব, জয়ী হ'বে রণে॥"
এত কহি' জগন্নাথ অদৃশ হইল।
স্বপনভঙ্গে রাজা মহা আনন্দে ভাসিল॥
প্রভাতে উঠিয়া রাজা ডাকিয়া মন্ত্রীরে।
কহিল,—"ব্যবস্থা লহ যুদ্ধ-যাত্রার তরে॥"
রাজাদেশে মন্ত্রী সেনাপতিরে ডাকিয়া।
বহু সৈন্য একত্র কৈল যুদ্ধের লাগিয়া॥
যুদ্ধ যাত্রার আগে রাজা প্রবেশি' মন্দিরে।
জগন্নাথ-পদে কৃপা যাচে আর্ত্তিভরে॥
জগন্নাথ-পাদপদ্মে নমি' বারবার।
কহে,—"প্রভু, তুমি থেকো সহায় আমার॥

মোর মানস-দেহ-গেহ সঁপেছি তোমারে।
কৃপা করি' এই যুদ্ধে জয়ী করো মোরে॥"
এত কহি' রাজা নিজ আংটিটি তখন।
জগন্নাথের শ্রীকরে করিল অর্পণ॥

হেন মতে জগন্নাথ-পদে কৃপা যাচি'।
যুদ্ধ লাগি' যাত্রা করিল উড়িষ্যা-নৃপতি॥
'জগন্নাথ' ও 'বলরাম' শুনি' আজ্ঞা তাঁর।
বড়ই প্রসন্ন তাঁরা হৈল এইবার॥

ভক্তরাজা গজপতির মান রক্ষিবারে।
আর দেব গণেশের দর্প চূর্ণিবারে॥
'জগন্নাথ' ও 'বলরাম' সৈনিকের বেশে।
যুদ্ধ লাগি' কাঞ্চী-পথে ধাইল অবশেষে॥

শ্বেত-অশ্বে জগন্নাথ করিল আরোহণ।
আর কৃষ্ণ-অশ্ব-পৃষ্ঠে বসিল বলরাম॥

দোঁহার এই যুদ্ধ-যাত্রা রাজা নাহি জানে।
দুই ভাই সবার আগে চলে রণস্থানে॥

উড়িষ্যা রাজার পক্ষে দোঁহে যুদ্ধে যায়।
ছল করি' রাজারে তার ইঙ্গিত জানায়॥

পথে তাঁরা নেহারিল এক গোপীনীরে।
মাথে ল'য়ে দধিভান্ড যেতেছে বাজারে॥　(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

ইতিকথার ঝুলি থেকে

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭৭ পৃষ্ঠার পর)

ষোল বৎসরের বিপদই রাজপুত্রের ভীষণ বিপদ্। এই সময়ে সে ক্ষাত্রোচিত শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া মনোহরপুর রাজ্য আক্রমণের জন্য যত্নবিশিষ্ট হইয়া পিতার অনুমতি চাহিলেন। মধুসূদন সেই সময়ে রাজার নিকটে ছিল। সে বলিল—কুমারের বয়স এখন মাত্র ১৬ বৎসর। এসময়ে তাহার যুদ্ধে যাওয়া কিছুতেই উচিত নয়। আরও কয়েক

বৎসর পরে দেখা যাইবে। রাজা মধুসূদনের কথাই শুনিলেন—রাজপুত্রকে যুদ্ধে যাইতে অনুমতি দিলেন না। এবার মধুসূদনের প্রতি রাজকুমারের অসন্তুষ্টি আরও বৃদ্ধি পাইল। এই বৎসর রাজপুত্র যুদ্ধে গেলে তাহাকে বন্দী হইয়া থাকিতে হইত।

পরবৎসর রাজপুত্রের বিবাহ হইল। তাহার সহিত মধুসূদনও তাহার শ্বশুরালয়ে গেল। উভয়েই পৃথক্ খাইতে বসিয়াছে। কিন্তু রাজপুত্রের বাটীতে যে বড় মৎস্যখণ্ড দেওয়া হইয়াছিল, মধুসূদন তাড়াতাড়ি তাহা উঠাইয়া বিড়ালকে দিল। পরিবেশকগণ ও অন্যান্য সকলেই বিশেষ দুঃখিত হইল, রাজপুত্রের মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। ক্রোধে তাহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল কিন্তু তথাপি বাহিরে কিছুই বলিল না। ঐ মৎস্যখণ্ডের কাঁটায় রাজপুত্রের মৃত্যু হইবার কারণ জানিত বলিয়াই মধুসূদন সকলের অসন্তুষ্টির পাত্র হইবে জানিয়াও ঐ কার্য্য করিয়াছে।

এখন সবচেয়ে বড় বিপদের কথা। রাজপুত্র সস্ত্রীক শয়ন করিয়া আছে। মধুসূদন সেই দিন ঐ ঘরের কোথায় লুকাইয়া আছে। গভীর রাত্রিতে একটী সর্প ঐ ঘরে প্রবেশ করিল। মধুসূদন উহাদের নিদ্রার ব্যাঘাত কিছুমাত্র না করিয়া অতি সন্তর্পণে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার সহিত সর্পটিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া একটি পাত্রের মধ্যে রাখিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এক বিন্দু রক্ত রাজপুত্রের স্ত্রীর শরীরে পড়িল। ঐ রক্তবিন্দু দেখিলেও রাজপুত্রের মৃত্যু হইবে। হায় বিপদ্! এত চেষ্টাসত্ত্বেও তুমি কিছুতেই ছাড়িবে না! উপায়ন্তর না দেখিয়া মধুসূদন তুলা দিয়া অতি সন্তর্পণে উহা উঠাইল; কিন্তু অতিশয় সতর্ক হওয়া সত্ত্বেও রাজপুত্রের স্ত্রী জাগরিত হইল আর মধুসূদনও কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে বলিয়া দৌড়িয়া পলাইল। কিন্তু রাজপুত্রের স্ত্রী ঈষদালোকেই তাহাকে চিনিয়া রাজপুত্রের নিকট মধুসূদনের বিরুদ্ধে এক গল্প বলিল। রাজপুত্র পূর্ব্ব হইতেই মধুসূদনের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। এই ঘটনায় তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ টুটিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদনকে ডাকাইয়া আরক্তলোচনে বলিল,—"সত্য বল, তুমি এই প্রকার অসৎকর্ম্ম কেন করিলে, নতুবা এক্ষণেই তোমার গর্দ্দান লইব। অনেক দিন ধরিয়া আমাকে জব্দ করিবার কুমতলব তোমার লক্ষ্য করিতেছি।"

মধুসূদন—আমি যাহা করিয়াছি সকলই তোমার হিতের জন্য, কিন্তু যদি খুলিয়া বলি তাহা হইলে এক্ষণেই পাথর হইয়া যাইব। বল, কি করিব?

রাজপুত্র—তোমার চাতুরী রাখিয়া দাও, তোমার রুচিই খারাপ। ঐ সকল চালাকী কথায় চলিবে না। সত্য বল, নতুবা এক্ষণেই গর্দ্দান লইব। এই দেখ আমার হস্তে অসি রহিয়াছে।

মধুসূদন দেখিল—না বলিলে মৃত্যু, আর বলিলে পাথরত্ব-প্রাপ্তি। বরং পাথরত্ব হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় আছে। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া মধুসূদন বলিল, -"রাজকুমার, বলিতেছি—ঘটনাগুলি একে একে সকলই খুলিয়া বলিতেছি। তৎপূর্ব্বে একটী কথা বলিয়া রাখি। আমাকে বন্ধু বলিয়াই মনে করিয়া আমার পাথরত্ব-প্রাপ্তিতে তোমার মনে অতিশয় ক্ষোভ হইবে। সেই ক্ষোভ হইতে পরিত্রাণের একটী উপায় আছে। কিন্তু তাহাও বড়ই ভীষণ ও নির্ম্মম কাণ্ড। তথাপি তোমার ক্ষোভানল অপনোদনের জন্য তাহা বলিতেছি। তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের রক্তদ্বারা যদি আমার পাথর-কলেবর স্নান করাও তাহা হইলে আমি পুনরায় এই শরীর প্রাপ্ত হইব।" এই সকল কথা বলিয়া মধুসূদন আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা খুলিয়া বলিল, আর অমনিই পাথরত্ব প্রাপ্ত হইল। রাজকুমার তখন অতিশয় বিষাদগ্রস্ত হইল। শেষ-ঘটনার প্রমাণ-স্বরূপ ঘরে একটী পাত্রে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় ভীষণাকৃতি সর্পটীও দেখিতে পাইল। প্রকাশ, পুত্রের জন্মের পর রাজপুত্র নিজ তনয়ের রক্তদ্বারা বন্ধুর পাষাণ-দেহ পুনরায় মনুষ্যদেহে পরিণত করিয়াছিল।

স্ত্রীর অভিযোগে মধুসূদনের প্রতি রাজপুত্রের যে ক্রোধ হইয়াছিল, পারমার্থিক পত্রে এই প্রকার বাজে গল্প প্রকাশ করায় শ্রীপত্রের পাঠকগণ নিশ্চয়ই আমার উপর তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী অসন্তুষ্ট হইবেন। আমি তাঁহাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া নিবেদন করিতেছি যে, বাল্যকালে শ্রুত এই ঘটনাটির দ্বারা শ্রৌতসিদ্ধান্তের উপদেশাবলী কিপ্রকারে বুঝান যাইতে পারা যায় তজ্জন্য প্রয়াসাশ্লিষ্ট হইয়াই এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। রাজপুত্রের শৃগালের পশ্চাদ্ধাবন যদি

অন্যাভিলাষিতা অপর রাজ্যজয়েচ্ছা কর্ম্ম, মৎস্যকণ্টকে গলা আটকান-যোগ এবং স্ত্রীর অঙ্গে সর্পরক্তদর্শন জ্ঞানের প্রয়াসের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাইব প্রকৃত আচার্য্য মধুসূদন ঐ মধু-চতুষ্টয়কে বিনাশ করিয়া সর্ব্বদাই সংসাররাজ্যের, মনে মনে নিজকে রাজপুত্র-জ্ঞানকারী ব্যক্তিগণের নিত্যকল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন।

অন্যাভিলাষিতা—ধূর্ত্ত শৃগালের অনুসরণপূর্ব্বক যে কোনও উপায়ে উদরপূর্ত্তির চেষ্টা। ঐ চেষ্টায় অপরের বিশেষ অনিষ্ট হয় বলিয়া তাহাদের হস্তে নিধন-প্রাপ্তির সম্ভাবনা।

কর্ম্ম—সুকর্ম্মই হউক, আর কুকর্ম্মই হউক, মায়াদেবীর বন্ধনেই আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়া থাকে। ভোগ করিতে যাইয়া ভোগের বন্দী হইয়া অর্থাৎ অপরের ভোগ্য হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় মাত্র।

হঠযোগাদি অভ্যাস করিয়া মানবগণ সাধারণতঃ কিছু ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেই তাহাতেই বুজরুগি দেখাইতে আরম্ভ করে। ঐ বুজরুগিই মৎস্যের কণ্টকের ন্যায় তাহার প্রাণান্ত হইবার কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

শুষ্কজ্ঞানী নির্ব্বিশেষ-লোকের আলোতে আত্মবিনাশ করিয়া থাকে মাত্র। ভোগ্যজ্ঞানে ঐ আলো দর্শনমাত্র পতঙ্গের ন্যায় আমাদের আত্মলীলার—আত্মবৃত্তিস্ফুর্ত্তির সকল আশা ভরসার ইতি হইয়া থাকে।

পতিতপাবন শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে ঐসকল হইতে অতিশয় কৌশলে উদ্ধার করিয়া থাকেন। যদি ঐসকল পরিত্যাগের কথা প্রথমমুখে আমরা শুনিতে পাই, তাহা হইলে আমাদের লগুড়-হস্ত হইবারই সম্ভাবনা বেশী। শূকরযোনিপ্রাপ্ত ইন্দ্রের ইতিবৃত্ত তাহার সাক্ষ্যরূপে বর্ত্তমান। যখন শ্রীগুরুপাদপদ্ম দেখেন—আমরা ঐ সকলেরই বহুমানন করিয়া তাঁহার মঙ্গলময়-চেষ্টা অমঙ্গলরূপে ধরিয়া লইতেছি, তৎকালে তিনি নিস্তব্ধ থাকেন। যখন আসক্তির বস্তু ছেদন করিয়া তাঁহার অনুসরণ করি, তখন তিনি আনন্দিত চিত্তে পুনরায় তাঁহার আচার্য্য-লীলা প্রদর্শন করেন। তাই বলি, আমরা বুঝি আর না বুঝি তিনি আমাদের একমাত্র উপকারী—একমাত্র নিত্যবান্ধব।

মিথ্যা ব্যবহার

মিথ্যা-ব্যবহার ভীষণ অন্যায় অর্থাৎ পাপ। ইহাতে যে শুধু অপরের এবং সমাজের অনিষ্ট হয় তাহা নহে, মিথ্যা-ব্যবহারকারীর নিজের অনিষ্টও কম হয় না। কথায় বলে—'দশদিন চোরের, একদিন সাধুর'; মিথ্যা-ব্যবহারী একদিন না একদিন ধরা পড়িবেই। তখন ত' আর কেহ তাহাকে বিশ্বাস করিবেই না অধিকন্তু ঐ জঘন্য কার্য্যে লিপ্ত বলিয়া সারা-জীবন তাহাকে অপরের শ্লেষজনিত বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, কাহারো নিকট হইতে কোনও প্রকার সহানুভূতি পাইবে না। এই ত' গেল জাগতিক নীতির দিকের কথা। পরমার্থের বিচারে, শিশ্নোদরপরায়ণ ভোগীকুল ভগবৎসম্বন্ধ-রহিত হইলা সত্যবাদী (?) বলিয়া গণগড্ডলিকার প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহে সমর্থ হইলেও প্রকৃত সাধুগণকর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া থাকে, সুতরাং মিথ্যা-বাদী হইলে যে তাহাদের স্থান কোথায় তাহা সহজেই অনুমেয়। চিরকাল যাহার অস্তিত্ব, তাহাই সত্য। ভগবান্—নিত্য সত্য, তাঁহার ভক্ত—নিত্য সত্য এবং তাঁহার সেবা—নিত্য সত্য। এই তিনের সহিত যাহাদের সম্বন্ধ নাই, পারমার্থিক-বিচারে তাহারা সত্যবাদী হইতে পারে না, এবং তাহাদের ব্যবহারও সত্য বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য নহে।

মিথ্যা-কথা বলা, ধর্ম্ম-কাপট্য, বঞ্চনা ও পক্ষপাত—এই চারি-প্রকারে মিথ্যা-ব্যবহার আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। যখন পাঠশালায় বাল্যশিক্ষা পাঠ করিয়াছি, তখনই দেখিতে পাইয়াছি—'মিথ্যা কথা যাবতীয় দোষের আকর।' মিথ্যাবাদীর পরিণাম—মিথ্যাবাদী রাখাল-বালকের ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হইবার উদাহরণে দেখিতে পাইয়াছি। সত্য বস্তুকে মিথ্যা বলিয়া বর্ণন করিতে যাইয়া মায়াবাদী রাখাল নির্ব্বিশেষ ব্যাঘ্রের কবলে পতিত হয়।

বাহিরে শিখা, সূত্র, মালিকা, তিলক, কৌপীন-বহির্ব্বাসাদি রহিয়াছে অথচ অন্তরে ঈশভক্তির লেশমাত্র নাই—ইহাই ধর্ম্ম-কাপট্যের উদাহরণ। ইহাকে ধর্ম্মধ্বজিতাও বলা হয়। কৌপীন গ্রহণ করিয়া যোষিৎসঙ্গ বা যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ করিলে ধর্ম্ম-কাপট্যের প্রকৃষ্ট উদা-হরণ প্রদর্শন করা হয় মাত্র। 'আমি ধর্ম্ম-কপট নহি'—এই প্রকার

কপটতা প্রদর্শনপূর্ব্বক পরমার্থের পথে প্রবেশ করিয়া বিধিমার্গ অতিক্রম করিতে পারেন নাই যাঁহারা, তাঁহারা যদি শিখা-সূত্র-মালিকা-তিলকাদি ধারণ না করেন তাহা হইলে হৃদ্দৌর্ব্বল্যের প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাতে ভজন-উন্নতির সম্ভাবনা অতি অল্প।

মনের কথা প্রকাশ না করিয়া অন্যভাব প্রকাশ করিলে বঞ্চনা করা হয়; ইহাও মিথ্যা-ব্যবহার ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই কার্য্যে লিপ্ত জনগণ 'শঠ' আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বসাধারণের উপেক্ষার ও ঘৃণার পাত্র হয়। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের নিকট মঙ্গলগ্রহণার্থ আসিয়াও অনেকে জিজ্ঞাসিত হইয়াও মনের কথা খুলিয়া বলিবার সৎসাহস প্রদর্শন করিতে পারে না; কেহ কেহ বা মিথ্যা বলিতেও ইতস্ততঃ করে না। ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট হইয়া থাকে। বদ্ধাবস্থায় সকলেরই মন কুবিষয়ে আসক্ত থাকে; ঐ আসক্তির বদ্ধতার লক্ষণ। তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত সরল হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। গুরুবৈষ্ণবগণ অন্তর্য্যামী; আমি না বলিলেও তাঁহারা আমার অন্তরের কথা জানেন, সুতরাং আমি গোপন করিবার চেষ্টা করিলে কি ফলোদয় হইবে? তাঁহাদের নিকট হৃদয়ের দ্বার নিষ্কপটে সর্ব্বতোভাবে উন্মুক্ত করিতে পারিলে সহজেই দোষ সংশোধিত হইয়া ভজনোন্নতি হইতে পারে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের নিকট মনের কথা গোপন রাখিয়া অন্যভাব প্রকাশ করিলে সাধকের যে অনিষ্ট হয় তাহা পরিপূরণ হওয়া এক-প্রকার অসম্ভব। সুতরাং এই বঞ্চনা-চেষ্টায় আত্মবঞ্চনা হইয়া থাকে মাত্র। কোন কার্য্য অপর কোনও ব্যক্তিকর্ত্তৃক কৃত হইলেও তাহা সম্পন্ন করিবার প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহার্থ গুরুদেবের বা বৈষ্ণবগণের নিকট 'আমি উহা করিয়াছি' বলিলে একদিকে যেমন 'অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা'র জঘন্য উদাহরণ প্রদর্শিত হয়, অপরদিকে তেমনি বঞ্চনা বা মিথ্যা আচরণের দায়ে পড়িতে হয়।

সত্যকক্ষে না থাকিয়া অসত্যপক্ষ অবলম্বন করিলে পক্ষপাত-দোষে পতিত হইতে হয়। ইহাও মিথ্যা আচরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ভগবান্ ও ভাগবত সত্য বস্তু। তাঁহাদের আশ্রয়ে অবস্থান করাই নিরপেক্ষতা, তাহা না করিলে পক্ষপাতদোষে পড়িতে হয়।

দেবর্ষি নারদের আত্মকাহিনী

নারদমুনি তাঁহার স্নেহের শিষ্য ব্যাসদেবকে আত্মচরিত বলেন। "আমি পূর্ব্বজন্মে এক দাসীর গর্ভে জন্মিয়াছিলাম। মা বেদবাদী ব্রাহ্মণদিগের দাসী ছিলেন। একবার বর্ষাকালে বৈষ্ণবেরা চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালন করিয়া একসঙ্গে বাস করিতে ইচ্ছা করিলে আমার মা আমাকে তাঁহাদের সেবার কাজে রাখিয়া ছিলেন। আমি তখন খুব ছেলে মানুষ ছিলাম। কিন্তু খেলা-ধূলার দিকে মন না দিয়া সুশীল বালকের মত তাঁহাদের অনুগত হইয়া সেবা করিতে লাগিলাম। এজন্য তাঁহারাও আমাকে খুব স্নেহ করিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহাদের খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে আমি তাঁহাদের অনুমতি লইয়া তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলাম। এইরূপ করাতে আমার চিত্তের মলিনতা যেন কাটিয়া গেল। সেইদিন হইতে রোজই তাঁহাদের পাতের অবশেষ খাইতাম। ক্রমশঃই আমার চিত্ত শুদ্ধ হইল ও তাঁহাদের ধর্ম্মে রুচি হইতে লাগিল। তাঁহারা রোজই কৃষ্ণকথা বলিতেন। আমি সেই সকল শুনিতে পাইতাম। শুনিতে শুনিতে আমার ভগবানে মতি হইল। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম, আমিও ভগবানের নিত্যসেবক। সেবকের সেবা করাই ধর্ম্ম। আমি ভগবানের অংশ। ভগবান্ নিত্য-বস্তু সুতরাং আমিও নিত্যবস্তু। কিন্তু আমাদের যে শরীরটা দেখিতে পাই তাহা বদলাইয়া যায়। এই শরীরটা মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচটি জিনিষের তৈয়ারী। কিছুদিন পরেই নষ্ট হইয়া যায় ও প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন হয়। আমাদের মন বুদ্ধিগুলাও সর্ব্বদা চঞ্চল। সুতরাং আমি এই সব পরিবর্ত্তনশীল বস্তু নহি। কারণ আমি নিত্যবস্তুর অংশ। আমি আত্মা বা শুদ্ধজীব। শুদ্ধজীব যখন তাহার প্রভু শ্রীভগবানকে ভুলিয়া নানা কামনা করে তখনই তাহার এই শরীর-প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু যাহার সাধুসঙ্গ-প্রভাবে সৌভাগ্যের উদয় হয় তিনি শরীরকে নিজভোগে না লাগাইয়া ইহাদ্বারা শ্রীভগবান্ ও ভক্তের সেবা করেন। মনকে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে নিয়োগ করেন। বর্ষা ও শরৎকালের চারমাস বৈষ্ণবগণের মুখে ভগবানের নির্ম্মল যশঃ পুনঃ পুনঃ শুনিতে শুনিতে আমার হৃদয়ে শুদ্ধভক্তি জাগিয়া উঠিল। আমি

ভক্তিমান্ বিনয়ী, শ্রদ্ধাযুক্ত ও শান্ত হইয়া তাঁহাদের আদেশমত সেবা করিতে লাগিলাম। চারিমাস পরে ব্রতপালন শেষ হইলে তাঁহারা চলিয়া যাইবেন তখন তাঁহারা শ্রীভগবানের মুখবিগলিত গুহ্যজ্ঞানের কথা দয়া করিয়া আমাকে বলিলেন। এই জ্ঞানের দ্বারা আমি ভগবানের মায়াশক্তির কার্য্য জানিতে পারিয়াছি। এই সংসারে যাহারা দেহধারী তাহারা কতই না তাপে জর্জ্জরিত হইতেছে। কিন্তু এই তাপ দূর করিবার একমাত্র মহৌষধ ভগবানের উদ্দেশ্যে যাবতীয় কার্য্য অনুষ্ঠান। যেমন ঘি খাইয়া যদি কাহারও অসুখ হয় তখন যে ঘি খাইলে অসুখ সারে না, বরং অসুখ আরও বাড়ে, কিন্তু যদি ঐ দিকে অন্য জিনিষের দ্বারা ভাবনা দিয়া নেওয়া হয় এবং তাহা খাওয়া হয় তবেই অসুখ সারিয়া থাকে। সেই রকম যেসকল কাজ করিলে মানুষের বাসনা বাড়ে বা সংসার-বন্ধন হয়, আবার সেই সকল কাজই ভগবানের প্রীতির জন্য করিলে সংসার হইতে মুক্ত হওয়া যায় ও ভগবানে ভক্তি হয়। ভগবানের সেবা-উদ্দেশ্যে যে কিছু কর্ম্ম তাহাই ভক্তি ভগবানের নির্ম্মল গুণসকল মনে প্রাণে কীর্ত্তন করিলেই পণ্ডিতসকলের জ্ঞান লাভের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। যেসকল জীব দুঃখে বারে বারে কষ্ট পাইতেছে তাহাদের হরিকীর্ত্তন ছাড়া আর অন্য উপায় নাই।

আমি আমার মার একমাত্র ছেলে ছিলাম। আমার মা একে স্ত্রীজাতি, অবোধ, তাহাতে আবার অন্যের দাসী। আমাকে ভাল করিয়া মানুষ করে, খাইতে পরিতে সর্ব্বদা দেয় এইরূপ ইচ্ছা থাকিলেও অপরের অধীনা হইয়া কিছু করিতে পারিতেন না। কাজে কাজেই অন্য গতি না দেখিয়া আমার প্রতি অত্যন্ত আসক্তা ছিলেন। আমার বয়স তখন মাত্র পাঁচ বৎসর। আমার দিক্, দেশ, কাল এই সব বিষয়ে কিছু জ্ঞান হয় নাই। কিন্তু মার স্নেহ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সর্ব্বদাই মনে ভাবিতাম। 'তাঁর কবে মৃত্যু হইবে?'—এই আশায় ছিলাম এমন সময় একদিন রাত্রে মা দুগ্ধ দোহনের জন্য ঘর হইতে বাহিরে গেলে হঠাৎ একটা সাপের গায়ে মার পা লাগাতে সাপটা তাহাকে কামড়াইল ও তাহার মৃত্যু হইল। আমি তখন মনে ভাবিলাম যে, এইটী শ্রীভগবানের অনুগ্রহ। কারণ, ভগবান্ তাঁহার ভক্তের সেবার বিঘ্নসকল দূর করিয়া মঙ্গল করিয়া থাকেন।

তদা তদহমীশস্য ভক্তানাং শমভীপ্সতঃ।
অনুগ্রহং মন্যমানঃ প্রাতিষ্ঠং দিশমুত্তরাম্॥ (ভাঃ ১।৬।১০)

আমি তখন উত্তর দিকে চলিয়া গেলাম। যাওয়ার সময় কত বড় বড় সহর, রাজধানী, গ্রাম, পাহাড়, নদী, রত্নের খনি ইত্যাদি দেখিতে পাইলাম। এইরূপ যাইতে যাইতে এক বড় বনের ভিতর আসিয়া পড়িলাম। এত নিবিড়বন যে, পথ পাওয়া যায় না—তার মধ্যে আবার কত সাপ, শেয়াল প্রভৃতি হিংস্র জন্তু এদিক ওদিকে, ক্ষুধা-তৃষ্ণাও খুব লাগিয়াছিল। এক নদীতে স্নান ও জলপান করিয়া কিছু বিশ্রাম করিলাম। সে বনে একটা মানুষের চিহ্ন পর্য্যন্তও নাই। আমি একটী অশ্বত্থ গাছের নীচে বসিয়া সাধুরা আমাকে যেরূপ বলিয়াছিলেন সেই-রূপভাবে ভগবানের চরণকমল চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভক্তির সহিত ভগবানের ধ্যান করিতে করিতে আমার চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। গায়ে পুলক হইতে লাগিল- তখন আমি শ্রীভগবানের অপরূপ রূপ দেখিয়া আনন্দে বাহিরের সকলজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলাম; কেবল ভগবান্‌কে দেখিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে সেরূপ আর দেখিতে পাইলাম না। আমি পাগলের মত হইয়া অক্ষজজ্ঞানে সেই মনোমোহন অধোক্ষজরূপ দেখিবার জন্য কত চেষ্টা করিলাম, আর দেখা গেল না। ভগবান্‌কে হাজার চেষ্টা করিয়া কেহ দেখিতে পায় না। তিনি যাকে দয়া করিয়া দেখা দেন, সেই দেখিতে পায়।

তখন আমাকে কে যেন খুব মধুর ও গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "নারদ! এই জন্মে তুমি আর আমার দেখা পাইবে না। যাহাদের হৃদয়ে নানা কামনা আছে, এইরূপ কুযোগীরা একবারও আমার দেখা পায় না। তুমি কুযোগী নও—আমার সেবা করাই তোমার উদ্দেশ্য, তুমি কুযোগীদের মত কেবল নিজ স্বার্থসিদ্ধি চাহ না। তাই একবার মাত্র আমার দর্শন পাইলে। তোমাকে যে একবার দেখা দিলাম তাহার কারণ এই যে, ইহাতে আমার প্রতি তোমার আরও অনুরাগ বাড়িবে। জাতরতি ভক্তদিগকে সাধকদেহে আমি একবার দেখা দিয়া থাকি—ইহাতে তাহাদের অনুরাগ বাড়িতে থাকে। তুমি আরও কিছুকাল সাধুগণের সেবা করিয়া আমাতে মতি দৃঢ় কর, তখন এই হেয় সংসারান্তে আমার পার্ষদত্ব লাভ করিবে। আমাতে একবার শুদ্ধভক্তি জন্মিলে ও

আমার সেবালাভ করিলে কখনও আমার সহিত বিচ্ছেদ হইবে না। আমার অনুগ্রহে প্রলয়ের পরও আমার সেবাই পাইবে।”

ভগবানের এই আদেশ মাথায় লইয়া আমিও কোন লজ্জা না করিয়া তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে পৃথিবীতে বেড়াইতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে আমার মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার হাড়-মাংসের দেহটা ছাড়িয়া অধোক্ষজ-সেবোপযোগী শুদ্ধা ভাগবতী তনু লাভ করিলাম। প্রত্যেক জীবেরই এরূপ চিন্ময় দেহ আছে। জীব যখন ভগবানের সেবা ছাড়া আর বিন্দুমাত্রও কিছু চায় না তখন ভগবান্ তাঁহারই অংশ শুদ্ধজীবের নিকট এই চিন্ময় দেহ প্রকাশিত করিয়া নিত্য-সেবায় নিযুক্ত করেন। কল্পান্তে ভগবান্ যখন এই বিশ্ব সংহার করিয়াছিলেন তখন আমি তাঁহার নিঃশ্বাস-যোগে তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। আবার প্রলয়ের পরে যখন তিনি যোগনিদ্রা হইতে উঠিলেন এবং পুনরায় সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন তখন আমিও উৎপন্ন হইলাম। সেই সময় হইতে আমি অদ্বয়জ্ঞান-ব্রহ্ম উপলব্ধি করিয়া কোন বাধা না পাইয়া ত্রিলোকের সব জায়গায় বিচরণ করি। শ্রীভগবানের নাম-কীর্ত্তন করিবামাত্র খুব ভালবাসার লোককে ডাকিলে সে যেমন অমনি সব ছাড়িয়া চলিয়া আসে, তিনিও সেইরকম আমার কাছে আসিয়া দেখা দেন। আমি খুব ভাল রকমে বুঝিয়াছি ও বিশেষভাবে জানিয়াছি যে হরিকীর্ত্তন ব্যতীত বিষয়ভোগে আতুর জীবগণের ভবসিন্ধু তরিবার আর অন্য কোনও উপায় নাই বা হইতে পারে না।”

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥ (ভাঃ ১।৬।৩৬)

যাহাদের চিত্ত পুনঃ পুনঃ কামলোভাদি দ্বারা ব্যথিত হইতেছে এইরূপ ব্যক্তিদের আত্মা ভগবানের সেবাদ্বারা যে-প্রকার সুপ্রসাদ লাভ করে, যম-নিয়ম প্রভৃতি যোগপথে কিংবা অন্য উপায়ে সেইরূপ শান্তি লাভ করিতে পারে না।

শ্রীনারদের এই আত্মচরিত হইতে সুবোধ ব্যক্তি কি শিক্ষা করিবেন ?

(১) ভগবানের ভক্ত বাহ্যদর্শনে নীচকুলে উদ্ভূত হইয়াও শ্রীভগবানের অতি প্রিয়তম হইতে ও জগতপাবন করিতে পারেন।

(২) নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের অনুগত-বুদ্ধিতে সেবাই ভগবানে মতি হইবার একমাত্র উপায়।

(৩) সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ ভজন।

(৪) হরিসেবার অনুকূলে কার্য্যই ভক্তি ও সংসারনাশের উপায়।

(৫) জগতে জননী পূজনীয়া এবং স্বর্গ হইতেও প্রিয়বস্তু হইলেও সর্ব্বগুরু সর্ব্বেশ্বর ভগবানের সেবার প্রতিবন্ধক হইলে জননীর আসক্তি পর্য্যন্ত ছেদন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

(৬) যাহাদের স্বর্গকামনা, মুক্তিকামনা, সিদ্ধি-কামনা থাকে,—এইসকল কুযোগিগণ সাক্ষাৎ ভগবানের দেখা পায় না।

(৭) হরিকীর্ত্তনই সর্ব্বজীবের ধর্ম্ম, তাহা ছাড়া আত্মা আর কিছুতেই শান্তি পাইতে পারে না।

'যত মত তত পথ' ঠিক কি ?

'যত মত তত পথ' নামে একটি ভ্রান্ত মতবাদ সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় বর্ত্তমানে জনজীবনে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, 'যত মত তত' পথ,-পন্থীরা বলেন,—"যেই কৃষ্ণ, সেই শিব, সেই কালী, সেইই সকল দেবতা অর্থাৎ একই কৃষ্ণ বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। তাই, নিজ নিজ রুচ্যানুসারে বিভিন্ন দেব-দেবীর ভজন করিলেও ভজনকারীদের গন্তব্যস্থল একই হইবে। উদাহরণস্বরূপ, যেমন রেল-গাড়ী, বাস, উড়োজাহাজ, স্টীমার প্রভৃতির যেকোন একটিতেই অর্থাৎ 'জল, স্থল বা অন্তরীক্ষ' যেকোন পথে অন্যস্থান হইতে কলিকাতায় পৌঁছান যায়; সেইরূপ সকলের গন্তব্যস্থল একই, কিন্তু পথ ও মত বহু।" এই ভ্রান্ত মতবাদীরা তাহাদের মতবাদের অনুকূলে প্রায়শঃ গীতার দুইটি শ্লোকের অবতারণা করিয়া থাকেন। শ্লোকদ্বয়ের প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ (গী ৯।২৩)

"হে কৌন্তেয়! যাহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্য দেবতার পূজা করেন, তাহারা অবিধিপূর্ব্বক আমারই পূজা করিয়া থাকেন।" দ্বিতীয় শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ (গীঃ ৪।১১)

"হে পার্থ! যাহারা যেরূপে আমার প্রতি শরণাগত হয়, আমি তাহাদিগকে সেইরূপে ভজন অর্থাৎ অনুগ্রহ করি; মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমার ভজনপথ অনুসরণ করেন।"

'যত মত তত পথ' পন্থীদের হৃদয়ে ভক্তিদেবীর অধিষ্ঠান না থাকায় তাহারা উপরোক্ত দুইটি শ্লোকের যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং সমগ্র গীতার তাৎপর্য্য বুঝিতে সক্ষম হন না। 'যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা'—এই শ্লোকটির দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহা হইতে অন্য দেবতার স্বতন্ত্রতা নিষেধ করিয়াছেন। যাহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্ব এবং দেবগণের তত্ত্ব যথার্থভাবে অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের 'গুণাবতার' জ্ঞানে দেবগণকে পূজা করেন, তাঁহাদের ভজনই বৈধ অর্থাৎ ভজনের উন্নতির সোপান-স্বরূপ। কিন্তু যাহারা দেবতা সকলকে 'নিত্য' ও শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্রজ্ঞানে উপাসনা করেন, তাঁহাদের ভজন অবৈধ অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তির বাধক-স্বরূপ। 'অবৈধ ভজনকারীর গতি'-সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ (গীঃ ১৬।২৩)

"হে অর্জ্জুন! যেজন শাস্ত্রবিধিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে চিত্তশুদ্ধি, সুখ বা পরাগতি কোনটীই লাভ করিতে সমর্থ হয় না।" অতএব শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনকারীর অর্থাৎ অবিধিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণভজনকারীর যেখানে সুখ ও পরাগতি হয় না, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনকারীর এবং স্বতন্ত্র-বুদ্ধিতে দেবতান্তরের ভজনকারীর একই গন্তব্য-স্থল কিরূপে হইতে পারে? এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে আবার বলিলেন,—

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥ (গীঃ ৭।২৩)

"হে অর্জ্জুন! অল্পবুদ্ধি দেবতান্তর ভক্তগণের আরাধনার ফল নশ্বর অর্থাৎ অনিত্য। যেহেতু দেবযাজিগণ সেই সেই অনিত্য দেবতাকে লাভ করিয়া অবশেষে নশ্বরতা লাভ করেন। কিন্তু আমার ভক্তগণ

নিত্যফলস্বরূপ আমাকে লাভ করে।" এখানে কৃষ্ণভক্তগণের ও দেব-ভক্তগণের প্রাপ্যবস্তু এবং আরাধনার ফলের তারতম্য স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। দেবযাজিগণকে অল্পবুদ্ধিও বলা হইয়াছে। অতএব 'যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা' শ্লোকটি 'যত পথ তত মত'—এই মতবাদকে নিরস্ত করিবার dynamite (ডিনামাইট) স্বরূপ।

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে' এই শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহের তারতম্য বুঝাইতেছে যে, যে যেইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করে, সে সেই-ভাবেই তাহা লাভ করে। অর্থাৎ সকলে কখনও একই ফল প্রাপ্ত হন না। এই শ্লোকের দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবগণের স্বতন্ত্র ভজনমার্গকেও নস্যাৎ করিয়াছেন। সখা অর্জ্জুন ও মা যশোদাকে বিশ্বরূপ দেখাইবার ছলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা হইতে দেবতা সকলের যে স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নাই—তাহাই জগজ্জীবকে দেখাইয়াছেন। তাই দেবগণের শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান না থাকায় তাহাদের স্বতন্ত্রভাবে পূজনে ব্যতিরেকভাবে 'অবিধি-পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের ভজনপথ অনুসরণ করা হয়। অতএব 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে' শ্লোকটি 'যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা' শ্লোকেরই অবতারণা অর্থাৎ 'যত মত তত পথ' মতবাদ নিরোধের মোক্ষম অস্ত্রস্বরূপ।

'যত মত তত পথ'-মতবাদ সম্পূর্ণরূপে নিরসনার্থে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥
(গীঃ ৯।২৫)

"হে অর্জ্জুন! অন্যান্য দেবতাকে যাহারা 'ঈশ্বর' বলিয়া উপাসনা করে, তাহারা অনিত্য দেবলোক প্রাপ্ত হন। যাহারা পিতৃপুরুষের উপাসক, তাহারা অনিত্য পিতৃলোক লাভ করে আর যাহারা ভূতো-পাসক, তাহারা অনিত্য ভূতলোকই লাভ করে। কিন্তু যাঁহারা নিত্য চিৎ-তত্ত্বস্বরূপ আমার উপাসনা করে, তাঁহারা আমাকেই লাভ করে অর্থাৎ আমার চিন্ময়ধাম প্রাপ্ত হয়।" এখানে কৃষ্ণভক্তগণের প্রাপ্য-স্থান নিত্য ও চিন্ময়, কিন্তু দেবভক্তগণের প্রাপ্যস্থান অনিত্য ও জড়—স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। নিম্নোক্ত গীতার তিনটি শ্লোকও 'যত মত তত পথ' মতবাদকে সুন্দরভাবে নিরসন করিয়াছেন। প্রথম শ্লোকে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি,—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না-
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ (গীঃ ৯।২১)

"হে অর্জ্জুন! কামকামিগণ প্রভূত-সুখজনক স্বর্গভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় দেবলোক হইতে মর্ত্ত্যলোকে আগমন করে। ঐ কামকামিগণ বেদত্রয়ীর অনুগত হইয়া পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতে থাকে।" দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনের প্রতি উক্তি,—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ (গীঃ ৮।১৬)

"হে কৌন্তেয়! ব্রহ্মলোক অর্থাৎ সত্যলোক হইতে সমস্ত লোকবাসী পুনরায় আবর্ত্তনশীল; কিন্তু আমাকে লাভ করিলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।" তৃতীয় শ্লোকে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি,—

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ (গীঃ ১৫।৬)

"হে পার্থ! যেস্থান প্রাপ্ত হইয়া (প্রপন্ন জনগণ) তাহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না, তাহা আমার পরমধাম অর্থাৎ চিন্ময় আবাস। আমার ধামকে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি কেহই প্রকাশ করিতে পারে না।"

উপরোক্ত তিনটি শ্লোকের প্রথম দুইটি শ্লোকে উল্লিখিত দেবযাজিগণের প্রাপ্যস্থান অর্থাৎ সত্যলোক পর্য্যন্ত সমস্ত লোক কালের প্রভাবে ধ্বংসশীল, অনিত্য ও জড়; কিন্তু কৃষ্ণভক্তগণের প্রাপ্যস্থান অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধাম—নিত্য, চিন্ময়, কালশূন্য ও শাশ্বত-শান্তির নিলয়। যেস্থলে মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মার একদিনমানে সকল দেবতার পতন হয়, সেখানে তাহাদের ধাম কিরূপে নিত্য হইতে পারে? ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদির ভক্তগণের কিরূপে নিত্যস্থানে গতি হইতে পারে? অতএব দেবভক্তগণের ও কৃষ্ণভক্তগণের গন্তব্যস্থল কখনও একই হয় না অর্থাৎ দেবভক্তগণের প্রাপ্যস্থান অনিত্য ও চৌদ্দ-ভুবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু কৃষ্ণভক্তগণের প্রাপ্যস্থান নিত্য ও চৌদ্দভুবনের উপরিভাগে বিরজার পরপারে অবস্থিত। (ক্রমশঃ)

—শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

সাধুসঙ্গে দক্ষিণ-ভারত দর্শন

গৌর আমার যে-সব স্থান করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ি ভকত-সঙ্গে॥

তীর্থ-দর্শন ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম এবং সাধুসঙ্গে তীর্থ-যাত্রাই পরম মঙ্গলপ্রদ। ভক্তসঙ্গই মানবের চরম কল্যাণ প্রদান করেন—ইহা নিখিল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভ্রমণচ্ছলে ভোগপর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান তীর্থ-যাত্রার প্রকৃত ফল নহে। সাধুসঙ্গই তীর্থ-দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য বা ফল। মহাজনবাক্যে দেখিতে পাই,—যে-তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে-তীর্থেতে নাহি যাই, কি লাভ হাটিয়া দূরদেশ।

শ্রদ্ধেয় ভক্তবৃন্দ !

আগামী ২২শে অগ্রহায়ণ রবিবার, ১৩৯২ (ইং ৮।১২।৮৫) শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** আনুগত্যে ও শ্রীমঠের সাধু-সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীবৃন্দের পরিচালনায় শ্রীমদ্ভাগত পাঠ, তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণন ও কীর্ত্তনাদিমুখে লাক্সারী সুপার বাসযোগে সমিতির মূলকেন্দ্র—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে ভোর ৫ ঘটিকায় শুভযাত্রা করা হইবে।

অতএব ধর্ম্মপ্রাণ-সজ্জন ব্যক্তিগণকে এই পরিক্রমায় উল্লিখিত নিয়মাবলী অনুযায়ী যোগদান করিতে অনুরোধ জানান হইতেছে।

দর্শনীয় তীর্থস্থান ঃ—

১। বালেশ্বর (ক্ষীরচোরা গোপীনাথ, রেমুনা), ২। ভুবনেশ্বর, ৩। কূর্ম্মাচলম্, ৪। সিংহাচলম্ (জিয়ড় নৃসিংহ), ৫। মঙ্গলগিরি (পানানৃসিংহ), ৬। মাদ্রাজ, ৭। পক্ষীতীর্থ, ৮। মহাবলীপুরম্, ৯। পণ্ডিচেরী, ১০। চিদাম্বরম্ (নটরাজ), ১১। কুম্ভকোণম্, ১২। তাঞ্জোর (বৃহদীশ্বর), ১৩। ত্রিচিনাপল্লী (শ্রীরঙ্গনাথ), ১৪। মাদুরাই (মিনাক্ষীদেবী), ১৫। রামেশ্বরম্, ১৬। ত্রিচুন্দুর, ১৭। কন্যাকুমারী, ১৮। ত্রিভেন্দ্রাম্ (অনন্ত পদ্মনাভ), ১৯। শ্রীবিষ্ণুকাঞ্চী, ২০। শ্রীশিবকাঞ্চী, ২১। তিরুপতি বালাজী, ২২। রাজমন্দ্রী, ২২। কভুর, ২৪। শ্রীপুরীধাম, ২৫। সাক্ষীগোপাল, ২৬। কোণারক, ২৭। বৃন্দাবন গার্ডেন (মহীশূর) প্রভৃতি।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সেবকবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ নিয়মাবলী ঃ—

যাত্রিগণের দুইবেলা মহাপ্রসাদ, একবেলা জলযোগ ও বাসভাড়া প্রভৃতির জন্য প্রত্যেককে ১১০৫·০০ টাকা দিতে হইবে। বাসের সামনের ২৫টি আসনের জন্য অতিরিক্ত ১০০·০০ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। জানালার ধারে যাঁহারা আসন লইবেন তাঁহাদিগকে আরও ২৫·০০ টাকা বেশী দিতে হইবে। চলিতে অসমর্থ ব্যক্তিগণকে রিক্সাদি ভাড়া নিজেকে বহন করিতে হইবে। প্রত্যেককে হাল্কা ধরণের বিছানা, একটি থালা, গ্লাস, টর্চলাইট, জলের ফ্লাস্ক, প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং কলেরার ইন্‌জেক্‌সন লইয়া সঙ্গে সার্টিফিকেট অবশ্যই লইতে হইবে।

দেয় ভিক্ষার টাকা মধ্যে ৫০৫·০০ টাকা আগামী ২২শে ভাদ্র, ১৩৯২ (ইং ৮।৯।৮৫) তারিখের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জমা দিতে হইবে। দেয় টাকা বাদে বাকী টাকা যাত্রার দিন অথবা তৎপূর্ব্বে সমিতি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে। তীর্থপাণ্ডা-বিদায়, ঠাকুর-প্রণামী প্রভৃতি যাত্রীগণের নিজস্ব ব্যয়। পরিক্রমায় আনুমানিক ২৩/২৪ দিন সময় লাগিবে।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

পরিক্রমা-বিভাগ

১ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ,
শ্রীকমলাপতি ব্রহ্মচারী;
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, ফোন—২৪৭
পোঃ নবদ্বীপ, জেলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)।

২। শ্রীতরুণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী. শ্রীকমলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী,
শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ফোন : ৫৫-৭২২৭
২৮নং হালদার বাগান লেন, কলিকাতা – ৪

৩। শ্রীলীলানন্দ ব্রহ্মচারী,
শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ, ফোন : ২১৫৯৬
শক্তিগড়, পোঃ শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং)।

বিঃ দ্রঃ —অনিবার্য্য কারণে পরিক্রমাসূচীর পরিবর্ত্তন স্বীকার্য্য এবং দৈবিদুর্বিপাক বা কোনরূপ আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না।

। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ।



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৭শ বর্ষ | ১৮ হৃষীকেশ, প্রদ্যুম্ন, ৪৯৯ গৌরাব্দ
৩১ ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৯২ ; ইং ১৭।৯।১৯৮৫ | ৭ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগৌর-বিরুদাবলী

[শ্রীল-রঘুনন্দন-গোস্বামিপাদকৃত-বিরচিতা]

বিমলিতাভিল্লান্তকখসঝল্লাতুল নবমল্লী
বরশিবমল্লী কুসুমমতল্লী-মণিসরবল্লী
বলয়িতচিল্লী চলনসুভল্লীবিদলিতসল্লী
লঘুবাতপল্লী হৃদয়কদল্যার্চিতভুজহল্যা
দৃতপদখল্যা সুনিবিড়নল্যা দহন শকল্যা
কৃতিদৃগতুল্যা ননরসকুল্যা-বিতবরকুল্যা
গমকলিশল্যোদ্ধরণ সুকল্যোল্লস হৃদি দেব ॥ ১॥

হে দেব ! ভিল্ল, অন্তক, খস ও ঝল্ল প্রভৃতি নীচ জাতিকেও আপনি ভক্তিদানে বিমল করিয়াছেন। অতুল নব মল্লিকা শ্রেষ্ঠ, প্রশস্ত শিবমল্লিকা

ও বন্যালতা-দ্বারা আপনি বলয়িত। আপনার ভ্রূসঞ্চালন, মদনের ভল্লাস্ত্র-তুল্য ; উহাতে যুবতীবৃন্দের হৃদয় ভিন্ন হইয়া যায়। কদলী (বৃক্ষ), আপনার ভুজদ্বয়কে স্তব করে। হলী (বলরাম, এখানে নিত্যানন্দ) কর্ত্তৃক আপনার পদ আদৃত আপনি খলশ্রেণীরূপ বংশের অগ্নিস্বরূপ, খণ্ডাকৃতিনয়ন, অতুল্য বদন। শৃঙ্গারাদিরসের কলা-কৌশল নদীস্বরূপ ; তদ্দ্বারা আপনি শ্রেষ্ঠ কুলোদ্ভব স্ত্রীর মনোজ্ঞ। কলিকাল প্রেরিত শল্য (দুঃখরূপ অস্ত্র) উদ্ধারে আপনি দক্ষ। আমার হৃদয়ে উল্লাস প্রকাশ করুন ॥৫৯॥

কল্লোলেন তটস্থবল্লিবলয়ং প্রোল্লাসয়ন্ত্যুল্বনং
প্রেম্না হল্লকতল্লজেন সুখহল্লাবণ্যমুল্লম্ভিতা।
লীলোল্লালিতভক্ত বুদ্ধিনলিনীবল্লীনতল্লীকুলা
শ্রীবিশ্বম্ভর লালসীতি তব সল্লীলালিকল্লোলিনী ॥৬০॥

হে বিশ্বম্ভর ! আপনার উৎকৃষ্ট লীলাসমূহরূপ নদী অতিশয় শোভা পাইতেছে। এ নদী, দাস্যসখ্যাদি-রসরূপ কল্লোলে, ভক্তরূপ তীরবর্ত্তি লতাসমূহকে অধিক উল্লাস দিতেছে। প্রেমরূপ রক্তসন্ধ্যক পুষ্প-দ্বারা সাধু হৃদয়গণের বদন ও হৃদয়ে লাবণ্য সঞ্চার করিতেছে। ঐ লীলানদী, লীলাপালিত ভক্তবৃন্দের বুদ্ধিরূপ নলিনীলতার আশ্রয়স্থল ॥৬০॥

দুর্ল্লভপাদাম্বুজযুগস্ববশিত বল্লভনামাবলিসুরবরসুত,
বল্লভবালা রতিরুচিসুবলিত, পল্লবশোভাজয়িকর-বিলসিত, ধীর ॥৬১॥

হে ধীর ! ব্রহ্মাদির ও কর্ম্মী-জ্ঞানী প্রভৃতির দুর্ল্লভ চরণ-দ্বারা আপনি ভট্ট বল্লভকে (ভট্ট বা আচার্য্যকে) বশীভূত করিয়াছেন। শ্রীহরির নামাবলি, যমুনার ন্যায় আপনার প্রিয়। বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী-প্রিয়ার রতি ও রুচি দ্বারা আপনি সুবলিত। আপনার করশোভা পল্লবের কান্তিকে জয় করে ॥৬১॥

কল্যাণধারামৃতবর্ষশীলে কল্যানমাম্ভোরুহমর্দ্দিলীলে।
সল্লোকশোকান্ধকৃতাবতন্ত্রেমল্লোচনং রজ্যতু গৌরচন্দ্রে ॥৬২॥

হে গৌরচন্দ্র ! আপনাতে আমার লোচন অনুরক্ত হউক্। কল্যাণ-অমৃত-ধারাবর্ষণে সংসারতাপ প্রশমিত করিয়া, লীলাদ্বারা কন্যাবদন-পদ্মকে পীড়া দিয়া, সৎলোকের শোকরূপ অন্ধকার বিনাশে অনলস হইয়া আপনি চন্দ্রমাধুর্য্য পাইয়াছেন ॥৬২॥

বল্লবদুহিতৃ, বল্লভমহিতৃ, সজ্জনভরক,
দুর্জ্জননরক, মন্দরশিখর, সুন্দরনখরর্ভৎ-
সিতবিধৃত, কুৎসিতমধুক, সুস্মরসহিত,
বিস্ময়রহিত, কিঙ্করসুহিত, শঙ্করমহিত,
কঙ্করকুদয়, কঙ্করচদয়, সজ্জিতবদন,
গর্জ্জিতনদন, খণ্ডিতকুনয়, পণ্ডিতবিনয়,
নন্দয় জগদ, মন্দয় ভগদ দেব ॥৬৩॥

হে দেব ! বল্লব (গোপ) কন্যাগণের বল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা পূজা করেন সেই সজ্জনবৃন্দকে প্রেমদানে আপনি ভরণপোষণ করেন। দুর্জ্জন-গণকে নাম প্রদানে ভক্তিপথে বিক্ষিপ্ত (চালিত) করেন। মন্দর পর্ব্বতের শৃঙ্গতুল্য আপনার নখতুঙ্গ। অন্য কর্ত্তৃক নিন্দিত (পতিত) লোককে আপনি নাম প্রেমদানে রক্ষা করেন। আপনার নামকীর্ত্তন শ্রবণে জগতের সমস্তমধু আত্মধিক্কার দেয় (মধু অপেক্ষা নামকীর্ত্তন মধুর বলিয়া)। হে মন্দহাস্যযুত ! হে বিস্ময় রহিত ! হে ভক্ত সদানন্দ ! হে শঙ্করসেবিত ! কঙ্করকুকে (কং = সুখ ; কু = পৃথিবী। পৃথ্বীধারী শেষের অবতারী—নিত্যানন্দ) আপনি দয়া করেন। কঙ্করব (কঙ্কর = সুখদ ; ব = মহাপ্রলয়) প্রলয়োদধিস্থ মহাবিষ্ণুর অবতারী—অদ্বৈতাচার্য্যকে আপনি দয়া করেন। হে প্রফুল্লবদন ! কুনয় (কুতর্ক) সকলকে আপনি গর্জ্জন-দ্বারা খণ্ডিত করেন। পণ্ডিতগণের নিকট আপনি বিনয় প্রাপ্ত হন। হে দেব ! হে ভগদ (কামপূরক) ! জগৎকে মঙ্গলময় ও সুখপূর্ণ করুন ॥৬৩॥

কীর্ত্তনবিলাসকর্ত্রে কলিবলহর্ত্রে প্রিয়ারুচিং ধর্ত্রে।
গঙ্গাপুলিনবিহর্ত্রে নমোঽস্তু বিষ্ণুপ্রিয়াভর্ত্রে ॥৬৪॥

কীর্ত্তন বিলাসী কলিবলহারী প্রিয়ারুচিধারী গঙ্গা-পুলিনবিহারী বিষ্ণুপ্রিয়াপতিকে প্রণাম করি ॥৬৪॥

সন্দমিতকুন্দ, বৃন্দরদশন্দ, মন্দয়িতমন্দ,
ভন্দকুলকন্দ, ধীর ॥৬৫॥

হে ধীর ! কুন্দজিত দন্ত ! শুভদ ! মূঢ়জনের দৌর্জ্জন্যনাশক ! কল্যাণবর্ষণে মেঘতুল্য ! আপনার জয় হউক। ৬৫॥

ভো বিশ্বম্ভর সার্ব্বভৌম ভবতোভক্তামহাসৈনিকাঃ
কাকল্যাভিধদিব্যকাঞ্চন-রথারূঢ়া ভ্রমন্তো ভুবি।
ত্বৎসঙ্কীর্ত্তনবাণসন্ততি মহাবৃষ্টিং তথাতন্বতে
যেন ব্যাকুলিতাঘসৈন্যনিকরঃ কুণ্ঠত্বমাপ্তঃ কলিঃ ॥৬৬॥

হে বিশ্বম্ভর মহারাজ চক্রবর্ত্তিন্। আপনার ভক্ত মহাসৈনিকগণ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন-রথে আরোহণপূর্ব্বক, হরিনাম বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন। পাপ সেনাসকলের সহিত বলী কলি ইহাতে অতি কুণ্ঠিত হইয়াছে ॥৬৬॥

জয়কলিসিন্ধুর, দলনসুবন্ধুর-হরিরবমঞ্জুল,
বিচকিনবঞ্জুল, বিরচিতমণ্ডন, কুমতবিখণ্ডন,
করিকরগঞ্জন, ভুজ জনরঞ্জন, গুণচয়পণ্ডিত, জনগণমণ্ডিত,
সদদিতিনন্দন, কুলকৃতবন্দন,
মণিময়কঙ্কণ, তিলকিতচন্দন,
হতজড়জঙ্গম, দুরিতভুজঙ্গম
গরলকচঞ্চল, পরমদৃগঞ্চল,
কুরু মম শং প্রতি, দিশ ময়ি সম্প্রতি, দেব, ।৬৭॥

হে দেব! আপনি কলিকালহস্তীর দলনকারী শ্রেষ্ঠ সিংহ। সুন্দর মালতী ও অশোক পুষ্পে আপনার ভূষণ। হে কুমত খণ্ডনকারী! আপনার ভুজ হস্তীশুণ্ড অপেক্ষা সুবলিত। হে জনরঞ্জন! আপনি গুণবান পণ্ডিত জনসমূহে বেষ্টিত। হে শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ কর্ত্তৃক বন্দিত! মণিময় কঙ্কন ও চন্দনের তিলক-দ্বারা আপনি শোভিত। জড় ও জঙ্গমগণের পাপ-সর্পের বিষনাশক। হে চঞ্চল নয়ন! আমার প্রতি সম্প্রতি সর্ব্বদিকে মঙ্গল বিস্তার করুন ॥ ৭॥

গৌড়াম্বরান্তরুদয়ন্নিজভক্তবৃন্দ-
স্বান্তেন্দুকান্ত নিকুরুম্বক মুন্দয়ন্ দ্রাক্।
মোহান্ধকারনিকরন্দময়ন্ সমন্তাৎ
শ্রীগৌরচন্দ্র তব নন্দতি কীর্ত্তিচন্দ্রঃ ॥৬৮॥

হে গৌরচন্দ্র! আপনার কীর্ত্তিচন্দ্র, গৌড়াকাশের মধ্যস্থলে উদিত হইয়া চারিদিকে নিজ অমৃতকিরণ বিকিরণ পূর্ব্বক স্বীয় ভক্তবৃন্দের চিত্ত

চন্দ্রকান্তমণি নিকরকে দ্রবীভূত করিয়া মোহান্ধকার দমন পুরঃসর দীপ্তি পাইতেছে। (আমার মোহান্ধকার দূর করিতেছেন না কেন ?) ॥৬৮॥

প্রিয়জনবাটী, ব্রজরসনাটী-
কৃতপরিপাটী, সুখিতক নাটীল-নয়ন ধীর ॥৬৯॥

হে ধীর চঞ্চল নয়ন ! প্রিয়জনের (শ্রীবাসের) বাটীতে ব্রজরসের অভিনয় পরিপাটী করিয়া আপনি সুখী হন ॥৬৯॥

হংসান্ মানসঘনরসরসনোৎকণ্ঠাকুলানকুর্ব্বত।
সারঙ্গরঙ্গজনকং তব সঙ্কীর্ত্তনগর্জ্জিতং জয়তি ॥৭০॥

হে বিশ্বম্ভর মেঘ ! আপনার সঙ্কীর্ত্তন-গর্জ্জন হংসগণকে (যোগী-পরমহংস চয়কে) মানসসরোবরের জলাস্বাদে উৎকণ্ঠিত (ভক্তিসম্মুখ মধুররসাস্বাদে উৎসুক), এবং চাতকপক্ষীগণকে (সারগ্রাহীভক্তবৃন্দকে) উল্লাসী (প্রেমানন্দযুক্ত) করিয়া জয়যুক্ত হইতেছেন ॥৭০॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৩ পৃষ্ঠার পর)

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ ॥"

অপরাধের চরম সীমাই হচ্ছে—ভগবত্তাকে নির্ব্বিশেষবিচারে স্থাপন করা। মাপ্‌তে মাপ্‌তে Tabularasa পর্য্যন্ত পৌঁছায় অর্থাৎ জড়ের সব মলিনতা—খণ্ডজ্ঞানের সব অভিজ্ঞতা হতে মুক্ত হয়ে ত্রিপুটি-বিনাশের অবস্থাই হচ্ছে সেই ভীষণ ব্যাধি। সেই ব্যাধি হতে মুক্ত হতে হলে ভাগবতের নিকট ভাগবত আলোচনা করতে হবে, ভাগবত-বিরোধীর নিকট নয়। ২৪ ঘন্টা যাঁরা ভাগবতসেবা করেন, প্রত্যেক কার্য্যই যাঁদের ভগবৎসেবা, যাঁরা চেতনদর্শনে মেপে নেওয়া ধর্ম্মকে নিযুক্ত করেছেন, অচিৎপিণ্ড-দর্শনে আবদ্ধ নন, এমন পূর্ণচেতন বিগ্রহ বৈষ্ণবগণ—পূর্ণপ্রজ্ঞের অধীন ভাগবতগণ, অচেতনের মলিনতা হতে যাঁরা জ্ঞান সংগ্রহ করেন না, তাঁরাই ভাগবত সুষ্ঠুভাবে উপদেশ করতে

পারেন। যদি ভাগবতের মধ্যে আষাঢ়ে গল্প—Archaeological research or chroniclers—ঐতিহ্যবিদগণের কোন কোন অংশ আছে, বিচার হলে ভাগবত অধ্যয়ন হল না। গৌরসুন্দর যে-প্রণালীতে ভাগবত আলোচনা করতে বলেছেন, তদনুসারে আলোচনা না হলে আগাছা রেখে মূল গাছ উৎপাটন করে দেওয়া হবে তজ্জন্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যেন শ্রবণ-কীর্ত্তন-বিচার হতে বিচ্ছিন্ন না হই। ভাগবতে এইরূপ প্রচুর কথা আছে ;—

"নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা॥"

রাত্রিকাল নিদ্রায়, প্রাপ্তকালে বয়োধর্ম্মবশে ইন্দ্রিয়-তর্পণ-চেষ্টা কিরূপ অসুবিধা করায় তা সকলেই জানেন। কামুকতা-লাভের জন্য বানরের gland দ্বারা rejuvinated হবার চেষ্টা, মকরধ্বজ খেয়ে শরীর তাজা রাখার ব্যবস্থা, 'কলপ' ব্যবহার-দ্বারা কৃষ্ণকেশ সংরক্ষণ, ভগ্নদন্তের পুনস্থাপনে বয়োধর্ম্ম রক্ষা, কার্য্যোপযোগী দর্শনের অভাবহেতু পরচক্ষুর্দ্বারা প্রয়োজন নির্ব্বাহ করে স্বাস্থ্য-সংগ্রহের চেষ্টা করি। কিন্তু "আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ"। অত্যধিক সাধন করতে গেলে বিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতাই বেশী হয়। গীতা বলেছেন, —যাঁরা আত্মকর্ষণ করেন, তাঁরা তামসিক, নিজের গালে নিজে চড় মারবার চেষ্টা করছেন, তাঁদেরও সুবিধা হয় না। আর যাঁরা প্রয়োজনীয় ব্যাপার থেকেও তফাৎ থাকতে চান প্রতিষ্ঠার জন্য, তাতেও অনিত্যতা আছে। সমস্ত দিবাই অর্থের চেষ্টায় কাটছে, কিন্তু অধিক অর্থ থাকলে কি করে লোকরঞ্জন করব, প্রয়োজন হলে তাদের কাছে আবার ভিক্ষা পাওয়া যাবে, এসব চেষ্টায় ব্যস্ত থাকি অন্যের কুটুম্ব দুর্ভিক্ষে মারা যাক, কিন্তু আমার কুটুম্বের কিছু সেবা করে প্রতিষ্ঠা পাব। কৃষ্ণচেষ্টা-ব্যতীত অন্য চেষ্টা উদিত হলে অসুবিধা হবে। অতএব যেখানে যত চেষ্টা আছে, তা পরিত্যাগ করে পরম প্রয়োজনের জন্য যত্ন করা দরকার। তাকে বাদ দিয়ে যতরকম ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র বা সাত্ত্বিক শাস্ত্রকে Standard মনে করি, সমস্ত বাদ দিয়ে রজস্তমোবিধানে কাজ চলুক, তাহলে রাজসিক-তামসিক ব্যাপারে ইউরোপ আমেরিকার যে দুর্দ্দশা এসেছে, সেইটা আমাদেরও আক্রমণ করবে। রজস্তমোগুণ-

তাড়িত হয়ে সত্ত্বগুণকে ধ্বংস করার প্রবৃত্তির ফল ভগবান পদে পদে দেখিয়ে দেন। যখন আমরা মৎস্যধর্ম্ম নিয়ে বঁড়শীতে টোপ খাই, বঁড়শীর angle এ চামড়া বিঁধিয়ে নিয়ে মৎস্যভোজীরা আমাদের মাংস খায়, তখন বুঝতে পারি যে, আমাদের বিনাশের জন্যই তারা এত দয়া করেছিল। ভাগবত ১১শ স্কন্ধ আলোচনা করলে জানা যায়, রজো-গুণের দ্বারা তমোগুণকে বিনাশ করে সত্ত্বের দ্বারা রজের প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করতে হবে এবং বিশুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা মিশ্রসত্ত্বকেও নিরাস করতে হবে। রজোগুণের কার্য্য কি? আমি—বাহাদুর, Red Cross Society-র member, দেশবিদেশের—flood relief করাই ত আমাদের ধর্ম্ম! ওতে কি হয়? না, আমি অন্যের যে উপকার করেছি তদ্বিনিময়ে তারা আমার কামুকতার ইন্ধন সরবরাহ করুক। সত্ত্বগুণের দ্বারা ঐ প্রবৃত্তিটা থামিয়ে দিতে হবে। যদি রাজসিকগণ বলেন,—বিষ্ণুভক্তিতে দেশ জাহান্নামে গেল, তাহলে তাদের তমোগুণটাই বৃদ্ধি হয়ে যাবে। ভাগবত যে উপকার করেছেন, তাঁর কার্য্য তাঁরা আলোচনা করেন না।

ভাগবত কি বিষয় আলোচনা করেছেন? কৃষ্ণের, রৌহিণেয় রামের, দাশরথি রামের, পরশুরামের, বামনের, বরাহদেবের, নৃসিংহ-দেবের, কূর্ম্মদেবের, মৎস্যদেবের, লক্ষ্মীনারায়ণ, ব্রহ্ম, পরমাত্মার ব্যাপকতা ও শক্তির বিষয় আলোচনা করেছেন। সুতরাং নির্ব্বিশেষ-ব্যাধি নিরাস করে সবিশেষ-ধর্ম্মের পূর্ণতা স্থাপিত হয়েছে। এই ডাক্তার-খানায়—যেখানে সকল ঔষধের ভাণ্ডার, চৈতন্য ও তদনুগগণের দ্বারা অকাতরে ঔষধ বিতরিত হচ্ছে। কিন্তু এমন দুর্ভাগ্য এই দেশের যেমন করে হোক্ ভাগবত এদেশ হতে চলে যায়, তজ্জন্য উঠে পড়ে লাগাই প্রধান কর্ত্তব্য হয়ে পড়েছে। ভাগবতের ছিদ্র অন্বেষণ করে কর্ম্ম-প্রবৃত্তিকে বন্ধন করা হচ্ছে। কিন্তু নশ্বরতা বিশ্বদর্শনের অঙ্গ জেনে—

"কর্ম্মাণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥"

—শ্লোকের আলোচনারহিত হলেই আমাদের ফলভোগাকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়। ভাগবতে (৪।২২।৩৯) আর একটী কথা বলেছেন,—

"যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥"

একমাত্র শরণ্য বাসুদেবের পাদপদ্মাঙ্ঘ্রি বিলাসগত-লীলারূপ ভগবদ্ভক্তিযাজনক্রমে সাধুগণ বদ্ধভোগীজীবের কর্ম্মাগ্রহিতা যেরূপ উন্মুলিত করেন, পূর্ব্বসঞ্চিত-কর্ম্মবীজদূরীকরণ-কার্য্যশূন্যবিচার-রত সংযমনপটু যতিগণের অনুষ্ঠান-দ্বারা সেরূপ সিদ্ধ হয় না। অতএব সেই বাসুদেবের সেবা করাই বিহিত।

বাসুদেবের কথা সকলেই জানেন। "সত্ত্বং বিশুদ্ধং 'বসুদেব' শব্দিতং।" যে বাসুদেব বিশুদ্ধসত্ত্ব, অন্যের ন্যায় রজোগুণে যাঁর সৃষ্টি হয় নি, তমোগুণে যাঁর বিনাশ হবে না, সেই অধোক্ষজতত্ত্বকে আমি ভজন করি। 'অরণ' শব্দে শরণ্য। একমাত্র বাসুদেবের শরণ নিতে হবে। রজোগুণ বা জড়সত্ত্ব সংরক্ষণ করতে হবে না, কিন্তু যে-সত্ত্ব কালের দ্বারা বিনষ্ট হবে না, সেই বিশুদ্ধসত্ত্বে বাসুদেবের জন্ম। তিনি পুরুষোত্তম বস্তু, ত্রিগুণকে বিতারিত করেছেন, তাঁর শরণ নিতে হবে। 'রিক্তমতি' মানে vacant—সব ছেড়ে দিয়ে Tabularasa অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ করে দাও—এরূপ বুদ্ধি নেই যাঁদের, তাঁরা ভজন করেছেন। 'নিরুদ্ধস্রোতোগণাঃ' স্রোতসকল নিরুদ্ধ করার চেষ্টা—ইন্দ্রিয়বেগ সংযত করার চেষ্টায় যাঁরা আছেন, তাঁরা সুবিধা পান না। অত্যন্ত অসংযত ব্যক্তিও ভগবৎসেবা করলে সুবিধা হয়ে যায়।

"যৎপাদপঙ্কজ.....সন্তঃ" অর্থাৎ ভগবানের পাদপদ্মের অঙ্গুলি-সকলের কান্তি স্মরণ করতে করতে ভক্তগণ পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মবাসনাময় হৃদয়গ্রন্থিকে অনায়াসে ছেদন করেন। 'পলাশ অঙ্গুলি' তাতে যে বিচিত্রতা অর্থাৎ বিলাসের যে সেবা-সাহচর্য্য ; যেমন বজ্রাঙ্গজী রাঘবেন্দ্রের সীতা-বিযুক্তিকালে যে-সাহচর্য্য করেছিলেন। ইহা ভগবানের বিলাস, ভক্তের পক্ষে সেবা। মানুষ কর্ম্মাশ্রয়ে গ্রথিত হয়ে যাচ্ছে—আমার কর্ম্মফল আমি ভোগ করব—এ রকম দুর্বুদ্ধি করছে—যেমন গ্রীসদেশে virtue & piety সংগ্রহ করার নামই ধর্ম্ম। কিন্তু ঠাকুর মহাশয় বলেছেন,—

পুণ্য সে সুখের ধাম　　তার না লইও নাম,
পাপ-পুণ্য—দুই পরিহরি।

মুণ্ডকও বলেন,—

তদা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।

পাপিষ্ঠগণ পুণ্যসংগ্রহে ব্যস্ত। Altruistic propaganda-কারীর কার্য্যই হচ্ছে—তারা বা তৎকল্প বন্ধুবর্গ যে-সব অন্যায় কার্য্য করেছে, তাকে whitewash করার চেষ্টা। উহা নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তির জন্য। কর্ম্মাশয়—স্বর্গাদিতে বাস-চেষ্টা, তাতে মানুষ কিছু শান্তিলাভ করতে পারে, কিন্তু সেটা টেঁকে না। দুই আশা-ভরসা যাঁরা ত্যাগ করেন, তাঁরা নির্ব্বিশেষজ্ঞানী বা Gnostic—Impersonal aspect of God-headকে লক্ষ্য করেন। সেই বিষম ব্যাধির চিকিৎসক হচ্ছেন ভাগবত। ভাগবত বাসুদেবের ভজনার্থ উপদেশ দিয়েছেন, উহা Phytographic, zoo morphic or anthropomorphic demonstration নয়। আমরা সময়ান্তরে এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করবো। তাহলে ভবরোগি-সম্প্রদায়ের বিষম রোগ নির্ব্বিশেষপর বেদান্তবিচারের নামে রজস্তমঃ-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করা বা সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনের নামে দরিদ্রকে নারায়ণ বলে, দাতা হয়ে জন্মান্তরে প্রশংসা বা সেবা নেবার চেষ্টা—এর মূল্য কানা-কড়ির চেয়েও কম বলে বোধ হবে। এই কথাটা বিভিন্ন দেশে বহু-মানিত হচ্ছে ভাগবত আলোচনার অভাবে। তারা বলছে—ধর্ম্মকে সোজা কথায় altruism বলা যায় অর্থাৎ সত্ত্বের পরিচয়ে তাহার অংশীদার—রজস্তমোগুণচালিত হয়ে সংসারে বাস করা। পূর্ব্বেও কিছু ছিল না, পরে থাকবে না, জড়মিশ্রণে চেতন হয়েছে, redistributed হয়ে যাবে ইত্যাদি বিচার রোগজাতীয়। ধর্ম্মজগতে যত রোগ হয়েছে, এ সকলেরই চিকিৎসাপ্রণালী ভাগবতে আছে। ভাগবত সব রোগ বিনাশ করে রোগের মূল আকর পর্য্যন্ত উপরে দেবেন—Artitheistic চিন্তাশ্রোতকে থুৎকারে উড়িয়ে দেবেন যদি মানুষের শ্রবণের কাণ হয়। যদি empericism এর কাণ হয়, তবে বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোত আমাদিগকে আক্রমণ করবে। সেটা dismantle করবার ব্যবস্থা শ্রীমদ্ভাগবত করেছেন।

কতকগুলি লোক বলেন,—"ভাগবতে দুর্নৈতিক-কথাপূর্ণ কৃষ্ণলীলা আলোচিত হয়েছে; সুতরাং ভাগবতের বিচারপ্রণালী ব্যভিচারকে পুষ্টিসাধন করবার জন্য!!" কিন্তু আমরা বলি,—এটা allegory বা history নয়। এতে কি কি সমতা ও বৈষম্য আছে, সেটা বুঝবার জন্য খানিকটা সময় দিতে হবে।

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥"

—এই বিচার গ্রহণ করলে ভাগবত কি, সেটা আমরা জানতে পারবো। চতুর্ব্বর্গপ্রয়াসী চিন্তাশীল, নিজেন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধনপ্রয়াসী—প্রত্যেককে বলা হচ্ছে যদি বাস্তবসুখ চাও, বাস্তবসুখের একমাত্র কর্ত্তা কৃষ্ণকে ছেড়ে সুখ পাবে কোথায়? (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম বৃষ্টি—চতুর্থ-ধারা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৮ পৃষ্ঠার পর)

জীব—বদ্ধজীব ও মুক্তজীব

স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ

প্রভুর শ্রীমুখ হইতে কয়েকটী কথা আমরা পাইয়াছি; সনাতন-শিক্ষায়;—

"অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বরূপশক্তিতে তাঁর হয় অবস্থান॥
স্বাংশ বিভিন্নাংশরূপে হইয়া বিস্তার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার॥
স্বাংশবিস্তার চতুর্ব্যূহ অবতারগণ।
বিভিন্নাংশে জীব তাঁর শক্তিতে গণন॥

জীব দুই প্রকার—
নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত

সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার।
এক নিত্যমুক্ত, এক নিত্যসংসার॥
নিত্যমুক্ত নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণপারিষদ নাম, ভুঞ্জে সেবাসুখ॥

নিত্যবদ্ধের দশা

নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্যবহির্মুখ।
নিত্যসংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তা'রে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তা'রে জারি' মারে॥
কাম-ক্রোধের দাস হঞা তা'র লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায়॥
তাঁ'র উপদেশমন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায়॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৭-১৫)

জীবের স্বরূপ

স্থানান্তরে পাওয়া যায় সনাতন শিক্ষায়,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ॥
সূর্য্যাংশুকিরণ যেন অগ্নিজ্বালচয়।
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১০৮-১০৯)

পুনরায় রূপশিক্ষায়;—

"এইরূপে ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশিলক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥
কেশাগ্র শতেক (১) ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্মজীবের স্বরূপ বিচারি॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৩৮-১৩৯)

---

(১) কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীব সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ধৃত শ্লোক—মধ্য ১৯।১৪৩)

ঈশ্বর ও জীব

সার্ব্বভৌমশিক্ষায় বলিয়াছেন ;—

"মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সহ কহত অভেদ ?
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে।
হেন জীবে অভেদ কর ঈশ্বরের সনে॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬২-১৬৩)

স্বাংশ-তত্ত্ব

এই মহাবাক্যগুলির নিষ্কর্ষার্থ এই যে, অবিচিন্ত্যশক্তিবিশিষ্ট ইচ্ছাময় কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় চিচ্ছক্তি-দ্বারা স্বাংশ ও বিভিন্নাংশভেদে বিবিধ বিলাস করেন। স্বাংশ-দ্বারা চতুর্ব্যূহ ও অসংখ্য অবতারগণের বিস্তার করেন। বিভিন্নাংশ-দ্বারা জীব-সমষ্টি বিস্তার করিয়াছেন (১)। স্বাংশবিস্তারে পূর্ণ চিচ্ছক্তির ক্রিয়া। সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব—সর্ব্বশক্তিমান্। পূর্ণ হইতে অংশসকল পূর্ণশক্তি প্রাপ্ত হন। যেমত এক মহাদীপ হইতে অনন্ত দীপ প্রজ্বলিত হইলেও মহাদীপের কিছু ক্ষয় হয় না (২), প্রত্যেক পৃথক দীপ মহাদীপের তুল্য ; তদ্রূপ স্বাংশবিস্তারকে বুঝিতে হইবে। স্বাংশ-প্রকাশিত পুরুষসকল মহেশ্বর, এবং কর্ম্মফল ভোগ করেন না—প্রায় কৃষ্ণতুল্য ইচ্ছাময় হইয়াও কৃষ্ণেচ্ছার অধীনমাত্র।

বিভিন্নাংশ জীবতত্ত্ব

চিচ্ছক্তির অতি সূক্ষ্ম খণ্ডাংশসকল বিভিন্নাংশরূপে জীব হয়। (৩) ইহাকে তটস্থা-শক্তি বলেন। চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যস্থিত তত্ত্বই

---

(১) ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ,
সঞ্জায়তে নতু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৫)

(২) দীপার্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেতা, দীপায়তে বিবৃতহেতু সমানধর্ম্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥
(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৬)

(৩) বালাগ্র-ভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় স চানন্ত্যায় কল্পতে॥ (শ্বেতাশ্বতর ৫।৯)
সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবো দুর্জ্জয়ানামহং মনঃ। (ভাঃ ১১।১৬।১১)

তটস্থা শক্তি। তাহাতে মায়াশক্তির কোন সত্ত্বাপ্রকাশ নাই। অথচ তাহা ক্ষুদ্রতাবশতঃ মায়াপ্রবণ। কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি হইতেই এরূপ একটী শক্তির উদয় হইয়াছে। কৃষ্ণের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাই ইহার মূল। বিভিন্নাংশ জীবসকল কর্ম্মফলভোগের যোগ্য (১)। যতদিন স্বতন্ত্র ইচ্ছাক্রমে তাঁহারা কৃষ্ণসেবায় মন করেন, ততদিন তাঁহারা মায়া বা কর্ম্মের অধীন হন না। কিন্তু যে-ক্ষণে স্বতন্ত্র ইচ্ছার অপগতিক্রমে নিজ ভোগেচ্ছা হয় ও কৃষ্ণসেবাধর্ম্ম-বিস্মৃতি হয়, তখনই তাঁহারা মায়া-মোহিত হইয়া কর্ম্মপরতন্ত্র হন। কৃষ্ণসেবা যে তাঁহাদের স্বধর্ম্ম একথা যেই মনে পড়ে, তখনই মুক্তি আসিয়া তাঁহাদিগকে কর্ম্মবন্ধন ও মায়া-পীড়া হইতে উদ্ধার করে (২)। জড়জগতে আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের বন্ধন হওয়ায়, তাঁহাদের বন্ধনকে অনাদি বলে। তাঁহারা নিত্যবদ্ধ নামে অবিহিত হন। যাঁহারা এরূপ বদ্ধ হন নাই, তাঁহারা নিত্যমুক্ত। যাহারা বদ্ধ হইয়াছেন, তাহারা নিত্যবদ্ধ।

কৃষ্ণ ও জীব

এই সকল কারণে ঈশ্বরস্বরূপ ও জীবস্বরূপে বিশেষ ভেদ দেখা যায়। ঈশ্বর মায়াধীশ ও জীব মায়াপ্রবণ এবং ফলতঃ মায়াবদ্ধ (৩)। কৃষ্ণরূপ বিভুচিৎস্বরূপের অংশ বলিয়া জীবকে বিচারস্থলে চিৎকণ ও কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন তত্ত্ব বলা যায়। কিন্তু কৃষ্ণশক্তি বলিয়া জীবের অভিন্নত্বও বিচারিত হয়। সুতরাং প্রভু জীবকে ভেদাভেদপ্রকাশ বলিয়া অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্বের শিক্ষা দিয়াছেন। সূর্য্যাংশু কিরণকণ ও অগ্নির

---

(১) আত্মানমন্যঞ্চ স বেদ বিদ্বানপি পিপ্পলাদো ন তু পিপ্পলাদঃ।
যোঽবিদ্যয়া যুক্ স তু নিত্যবদ্ধো বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্তঃ ॥
(ভাঃ ১১।১১।৭)

(২) ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥
(ভাঃ ১১।২।৩৭)

(৩) ত্বং নিত্যমুক্তপরিশুদ্ধবিশুদ্ধ আত্মা, কূটস্থ আদিপুরুষো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ।
যদ্বুদ্ধ্যবস্থিতিমখণ্ডিতয়া স্বদৃষ্ট্যা, দ্রষ্টা স্থিতাবধিমখো ব্যতিরিক্ত আস্সে
(ভাঃ ৪।৯।১৫)

বিস্ফুলিঙ্গ এই দুইটী তুলনা দিয়া জীবকে কৃষ্ণ হইতে নিত্য ভিন্ন বিভিন্নাংশ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি প্রাদেশিক বেদ-বাক্য দ্বারা জীবের পরব্রহ্মত্ব কখনও সিদ্ধ হয় না। কৃষ্ণ অর্থাৎ বিষ্ণু-তত্ত্বই একমাত্র পরব্রহ্ম। চিত্তত্ত্ববিশেষ বলিয়া জীবকে বস্তুতঃ ব্রহ্ম বলা যায়। পরব্রহ্মস্বরূপ কৃষ্ণের স্বরূপকান্তিরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব জগন্মধ্যে পরমাত্ম-রূপে এক অংশ বিস্তার করেন এবং জগতের বাহিরে ব্যতিরেক অবস্থায় নির্ব্বিশেষ আবির্ভাবরূপ অচিন্ত্য, অদৃশ্য, অপ্রাপ্য ব্রহ্মরূপে প্রতিভা বিস্তার করিতেছেন। কৃষ্ণের অচিন্ত্য বিভিন্নাংশ দেব, নর, যক্ষ, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, ভূত, প্রেত ইত্যাদি বিবিধরূপে বিস্তৃত। সকল জীবের মধ্যে মানবই ভাল, কেন না কৃষ্ণভক্তি করিবার যোগ্য। মানব হইয়াও জীব কর্ম্মদোষে স্বর্গ-নরকাদি ভোগ করে। মায়াবশীভূত জীব কৃষ্ণ ভুলিয়া নানা আশাফলের অনুসন্ধান করে।

জীবের স্বরূপ

অণুচৈতন্য জীব স্বভাবতঃ পূর্ণচৈতন্যরূপ কৃষ্ণের দাস। কৃষ্ণদাস্যই জীবের স্বরূপ। সেই নিজ নিত্যস্বরূপ ভুলিয়া জীব বদ্ধভাবে থাকেন। নিত্যস্বরূপ স্মৃতিপথে আসিলেই জীব যুক্তভাব প্রাপ্ত হন। চৈতন্য বস্তুর যে স্বাভাবিক শক্তিধর্ম্ম, তাহা অণুচৈতন্য জীবে অণুপরিমাণে অবস্থিত। তত্তন্নিবন্ধন জীব প্রায় স্বভাবতঃ নিঃশক্তি, মুক্তাবস্থায় কৃষ্ণ-শক্তি প্রাপ্ত হইয়া তৎপরিমাণে শক্তিযুক্ত হন। আমি চৈতন্য বস্তু' ইহা অধ্যাস করিয়া জীবের শক্তিলাভ হয় না; অথচ তাহাতে যে মুক্তি হয়, তাহা নির্ব্বাণরূপা মুক্তি। 'আমি কৃষ্ণদাস' এই অধ্যাসে জীবের কৃষ্ণশক্তি-দ্বারা নিত্যানন্দ পর্য্যন্ত লাভ হয়। মায়াধ্যাসরূপ ভয় দূরীভূত হইয়া যায়।

বদ্ধজীবের বিরূপাবস্থা

বদ্ধজীব নানা আকারে লক্ষিত হয়—সে কেবল নিজ কর্ম্মফলে (১)। মায়িক কোন গুণ বা ধর্ম্ম লইয়া জীবের গঠন হয় নাই। মায়িকধর্ম্মে জীবের গঠন হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিলে, মায়াবাদ আসিয়া স্থানলাভ

(১) মনঃ কর্ম্মময়ং নৃণামিন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভির্যুতম্।
লোকাল্লোকং প্রযাত্যন্য আত্মা তদনুবর্ত্ততে ॥ (ভাঃ ১১।২২।৩৭)

করে। জীব বস্তুতঃ শুদ্ধ চিদ্বস্তু ও চিদ্ধর্ম্মে গঠিত। তটস্থ-ধর্ম্মবশতঃ জীব মায়িকধর্ম্মে আবদ্ধ হইবার যোগ্য। সেও কেবল কৃষ্ণদাস্যরূপ স্বধর্ম্ম ভুলিয়া ঘটিয়া থাকে। শুদ্ধজীবের সত্তা, আকার ও বিকার সকলই চিন্ময়। তবে জীব অণুচৈতন্য বলিয়া সে সকলই এরূপ অণু যে, যখন জীব মায়াবদ্ধ হন, তখন প্রথমে তাঁহার শুদ্ধ আকারকে মনোময় লিঙ্গ-দেহ আচ্ছাদন করে এবং কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া আবার স্থূলদেহ ঐ লিঙ্গ-দেহকেও আচ্ছাদন করিয়া জড় কর্ম্মোপযোগী করিয়া ফেলে (১)। কিন্তু শুদ্ধস্বরূপের মায়িকবিকারই এই স্থূল ও লিঙ্গস্বরূপ। সুতরাং তাহাদের সৌসাদৃশ্য আছে। ভূমি, জল, অনল, বায়ু ও আকাশ—এই কয়টী মায়িক স্থূল ভূত বদ্ধজীবের স্থূলদেহকে গঠন করে। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই তিনটী লিঙ্গতত্ত্ব লিঙ্গদেহকে গঠন করে (২)। এই দুইটী আচ্ছাদন দূর হইলে জীবের মায়ামুক্তি হয়। তখন জীবের আত্মময় চিচ্ছরীর প্রকাশ পায়। যুক্তপুরুষ স্বীয় আত্মশরীরের ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কার্য্য করেন। স্থূলজগতের আহার-বিহার, স্ত্রীসঙ্গ, মলমূত্রত্যাগ, শারীরিক আঘাত, পীড়া, দূরতা-নিবন্ধন ক্লেশ ইত্যাদি চিচ্ছরীরে কিছু নাই। জীবের দেহাত্মাভিমানরূপ বিবর্ত্ত-ধর্ম্মেই তাহারা স্থূল-শরীরে যে কার্য্য করে, তাহা জীব ভ্রমক্রমে স্বীকার করিয়া সুখ-দুঃখ বোধ করেন (৩)।

---

(১) মল্লক্ষণমিমং কায়ং লব্ধবা মদ্ধর্ম আস্থিতঃ।
আনন্দং পরমাত্মানমাত্মস্থং সমুপৈতি মাম্॥ (ভাঃ ১১।২৬।১)

(২) ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ (গীঃ ৭।৪-৫)

(৩) প্রকৃতেরেবমাত্মানমবিবিচ্যাবুধঃ পুমান্।
তত্ত্বেন স্বপ্নদৃশংসংমূঢ়ঃ সংসারং প্রতিপদ্যতে॥
নৃত্যতো গায়তঃ পশ্যন্ যথৈবানুকরোতি তান্।
এবং বুদ্ধিগুণান্ পশ্যন্ননীহোঽপ্যনুকার্য্যতে॥

ভাগবতী তনু

মুক্তপুরুষের এই সম্বন্ধে আর একটী গূঢ়তত্ত্ব আছে। মুক্ত হইয়াও যতদিন জড়জ্ঞানাভিমান থাকে বা জড়-ব্যতিরেক নির্ব্বাণবুদ্ধি থাকে, ততকাল ভক্ত্যুপযোগী ভাগবতী তনুলাভ হয় না (১)। ভক্তসাধুসঙ্গ-ফলে যে অবান্তর মুক্তিদশা উপস্থিত হয়, তাহাই ভাগবতী শুদ্ধ তনু উদয় করাইতে পারে (২)। জ্ঞানিগণসঙ্গে যে মুক্তি হয়, তাহা মুক্ত্যভিমানমাত্র; তাহাও জীবের পক্ষে একটী দুর্দ্দশামাত্র (৩)। এস্থলে সংক্ষেপে জীবের শুদ্ধস্বরূপ, বদ্ধস্বরূপ ও মুক্তস্বরূপের বিষয় আলোচিত হইল। জীবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্পর্কে অন্যত্র আলোচিত হইবে। (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

যথাম্ভসা প্রচলতা তরবোঽপি চলা ইব।
চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে ভ্রাম্যতীব ভূঃ ॥
যথা মনোরথধিয়ো বিষয়ানুভবো মৃষা।
স্বপ্নদৃষ্টাশ্চ দাশার্হ তথা সংসার আত্মনঃ ॥
অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ॥
(ভাঃ ১১।২২।৫১, ৫ , ৫৬)

(১) হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্ মা মাং দ্রষ্টুমিহার্হতি।
অবিপক্ককষায়াণাং দুর্দ্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্ ॥ (ভাঃ ১।৬।২২)

(২) এবং কৃষ্ণমতের্ব্রহ্মন্নাসক্তস্যামলাত্মনঃ।
কালঃ প্রাদুরভূৎ কালে তড়িৎ সৌদামিনী যথা ॥
প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্।
আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ ॥ (ভাঃ ।৬।২৮-২৯)

(৩) যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥
(ভাঃ ১০।২।৩২)

গীতার বাণী

৭ম অধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২০১ পৃষ্ঠার পর)

পূর্ব্ব অধ্যায়ের উপসংহারে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র সমস্ত যোগিগণের মধ্যে সচ্চিদানন্দঘন সর্ব্বেশ্বর ভগবানে চিত্তবৃত্তি স্থাপনপূর্ব্বক শ্রদ্ধালু হইয়া তাঁহারই ভজন-নিরত-ব্যক্তিরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন করিয়াছেন। এক্ষণে ভজনীয় ভগবানের ঐশ্বর্য্য, ভজনশীল ও ভজনশীলের বৃত্তান্ত বলিতেছেন। বিষয়ান্তর চিন্তা-রহিত ব্যক্তি ভগবানে আসক্তমনা হইয়া ভক্তিযোগ-অনুষ্ঠানদ্বারা নিঃসংশয়ে সমগ্র ভগবানকে যেরূপে জ্ঞাত হইতে পারেন, তাহাই এই অধ্যায়ে বর্ণিত। তাহা পরমেশ্বর-বিষয়ক অনুভব-জনিত বিজ্ঞানসহ তত্ত্বজ্ঞান। এই জ্ঞানের অধিকারী হইতে আর কোন জ্ঞাতব্য অবশেষ থাকে না। অতএব পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায় ষট্‌কে বর্ণিত জ্ঞান অসমগ্র ও সংশয়যুক্ত জানিতে হইবে। তাহার কারণ, যেরূপ কোন খাদ্যদ্রব্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গোচর হইলেও ভোজনের দ্বারাই তাহার সম্যক্ জ্ঞান অবগত হওয়া যায়, তদ্রূপ ভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম, জ্ঞান বা অষ্টাঙ্গ-যোগাদিদ্বারা শ্রীভগবানের সম্যক্ প্রতীতি সম্ভব হয় না।

মনুষ্যগণের মধ্যে কদাচিৎ কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আত্মজ্ঞান-লাভার্থ যত্ন করিয়া থাকেন। তাদৃশ প্রযত্নশীল ও সিদ্ধিপথগামী ব্যক্তি-গণের মধ্যে কেহ কদাচিৎ ভগবানকে তত্ত্বতঃ অবগত হইতে পারেন। উপযুক্ত উপদেশ ও যথোচিত প্রযত্নের অভাবে অনেকে বঞ্চিত হন। শক্তিমত্তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শক্তিতত্ত্বও অবগত হওয়া প্রয়োজন বলিয়া পরা ও অপরা প্রকৃতির পরিচয়ে বলিতেছেন—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মিকা স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরদ্বয়ের কারণরূপা প্রকৃতি—অপরা। আর যাহা হইতে জীবগণের প্রকাশ হয়, তাহা পরা। জড়ত্ব ও সংসার-বন্ধনের হেতুত্ব-নিবন্ধন অপরা প্রকৃতির নিকৃষ্টত্ব আর অচেতন ও জগদ্ব্যাপারের মধ্যে অনু-প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে ধারণ করিয়া থাকায় জীবপ্রকৃতির শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু তদুভয়েরই মূল কারণরূপে পরমেশ্বর বিরাজিত আছেন। বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার- সকল কারণের তিনিই মুখ্য কারণ। অতএব

সূত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকার ন্যায় সর্ব্বকারণস্বরূপ পরমাত্মার চিৎ-জড়াত্মক সকল কার্য্যই গ্রথিত। তাঁহার জগৎস্থিতিত্বের বিশেষ জ্ঞান জানাইতেছেন—জগতের সারস্বরূপ রস, চন্দ্র-সূর্য্যের প্রভা, সর্ব্ববেদ-শাস্ত্রের মহাবাক্য ওঁকার, আকাশের শব্দ, মনুষ্যগণের পৌরুষ, পৃথিবীর পুণ্যগন্ধ, অগ্নির তেজ, সমস্ত প্রাণীর প্রাণ, তপস্বিগণের তপঃ, স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্বপ্রাণীর অনাদি কারণ, বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি, তেজস্বিগণের তেজঃ, বলবানগণের বল, সমস্ত প্রাণীর শাস্ত্রসঙ্গত কাম অর্থাৎ অভিলাষ এবং সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সমস্ত পদার্থই তাঁহা হইতে উৎপন্ন। তাই বলিয়া তিনি তাহাদের অধীন নহেন। কিন্তু ঐসমস্ত বস্তুই তাঁহার অধীন। সমস্ত বস্তুতেই তাঁহার সত্তা বর্ত্তমান থাকিলেও ত্রিগুণা মায়ার গুণপ্রভাবে আচ্ছন্ন থাকায় তাঁহাকে কেহই জানিতে পারে না যে, তিনি সর্ব্বকারণ-কারণ এবং তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব আর কিছুই নাই। তাঁহার ত্রিগুণময়ী মায়া অলৌকিক শক্তিসম্পন্না, সত্ত্ব-রজস্তমোগুণময়ী ও দুরতিক্রমা হইলেও তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিলেই মায়াকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার সর্ব্বকারণ-কারণত্ব অবগত হইতে পারা যায়।

তাহা হইলে মায়ামুগ্ধ জীবগণ তাঁহাতে শরণাগত হয় না কেন? তদুত্তরে,—পাপকর্ম্মপরায়ণ মূঢ় নরাধম, মায়াপহৃত-জ্ঞান ও আসুরভাব-বিশিষ্ট জনগণ ভগবৎ-স্বরূপের অপরিজ্ঞানহেতু তাঁহাতে শরণাগত হয় না। যাহারা ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে প্রাকৃত বিষয়ে আসক্ত হইয়া পশুবৎ জীবনযাপন করে, তাহারাই 'মূঢ়'। শ্রেষ্ঠকুলজাতিত্ব ও প্রাকৃত পাণ্ডিত্যহেতু ভগবানের প্রতি যাহারা উন্মুখ হয় নাই, তাহারা 'নরাধম'। যাহারা সাংখ্যাদি মতের প্রবর্ত্তক অথবা তদনুগত, তাহারা পরমেশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বকারণ-কারণত্ব জানিতে অক্ষম বলিয়া 'মায়াপহৃতজ্ঞান', আর যাহারা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গে শরাদি বিদ্ধ করে, তাহারা আসুর-ভাবাশ্রিত।

ঐ সকল নরাধমের বিপরীত ধর্ম্মক্রান্ত পুণ্যকর্ম্মপরায়ণ বিবেকী পুরুষগণ পরমেশ্বরের ভজন করিয়া থাকেন, তাঁহারাও চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। শত্রু, হিংস্রপ্রাণী অথবা রোগাদিতে আক্রান্ত হইয়া যাঁহারা ভগবানে প্রপন্না হন,

তাঁহারা 'আর্ত্ত'। আত্মজ্ঞানের অনুসন্ধানকারী জীবগণ 'জিজ্ঞাসু'। ঐহিক বা পারত্রিক ভোগাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ 'অর্থার্থী' এবং ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ 'জ্ঞানী'। এই চারিশ্রেণীর মধ্যে জ্ঞানী সর্ব্বদা ভগবন্নিষ্ঠ, অনন্যভক্ত ও ভগবানে একমাত্র মমতাবিশিষ্ট বলিয়া ভগবানের অতীব প্রিয়। উল্লিখিত চতুর্ব্বিধ ভক্তই উৎকৃষ্ট; যেহেতু তাঁহারা সর্ব্বকার কারণ সর্ব্বেশ্বরে প্রপন্ন; কিন্তু জ্ঞানী সর্ব্বপ্রকার কামনাশূন্য ও ভগবদ্ভজনই একমাত্র শ্রেয়ঃ বিচারে ভগবৎ-পাদপদ্মে এক ভক্তিমান বলিয়া ভগবানের নিরতিশয় প্রীতিপাত্র। জ্ঞানীভক্তের বিরলত্ব জানাইতেছেন যে, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মে কিছু কিছু জ্ঞান সংগ্রহদ্বারা জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্তিতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ব্ববস্তুই বাসুদেবময় বলিয়া জ্ঞান হইলে যিনি ভগবানে প্রপন্ন হন, তিনিই মহাত্মা এবং তাদৃশ ব্যক্তি সুদুর্ল্লভ।

পূর্ব্বোক্ত দুষ্কৃতিপরায়ণ জনগণ কামনাপরতন্ত্র হইয়া শীঘ্র কামনা-সিদ্ধির জন্য নিজ নিজ প্রকৃতিবশে অন্যান্য ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনা করে। শ্রীভগবান্ অন্তর্য্যামিস্বরূপে ঐ-সমস্ত সকাম ভক্তের হৃদয়ে অন্য দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদন করেন এবং তত্তদ্দেবতাদ্বারা কামনানুরূপ ফল প্রদানের বিধান তিনিই করেন। কারণ ঐ-সমস্ত দেবতা ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কামনাসিদ্ধিরূপ ফল প্রদানে অশক্ত। অথচ তাদৃশ দেবতার নিকট হইতে প্রাপ্ত ফলসকল নশ্বর এবং ফলপ্রাপ্তির পর সেইসমস্ত দেবতার সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না যা তাঁহারা ভবিষ্যতে কিছু মঙ্গল বিধানও করিতে পারেন না। কিন্তু ভগবানের ভজন অকাম, সকাম বা মোক্ষকাম হইলেও পরমকরুণাময় পরমেশ্বর ভক্তগণের বিষয়-বাসনাদি দূর করিয়া নিজ পাদপদ্ম প্রদানের দ্বারা কৃতার্থ করিয়া থাকেন। মন্দমতি ব্যক্তিগণ পরমেশ্বরে পরম ও অব্যয়ভাব অবগত না হওয়ায় তাঁহাকে নিরাকার বিচার করিয়া প্রপঞ্চে অবতীর্ণ স্বরূপকে মায়িক আকার-বিশিষ্ট ও লীলান্তে ধ্বংসশীল ধারণা করে। তিনি অনন্ত ও অব্যয় হইলেও যোগমায়ার আবরণে আবৃতচক্ষু ব্যক্তিগণ তাঁহার সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বত্রিক প্রকাশমান শ্যামসুন্দর-রূপ দেখিতে পায় না। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বেশ্বর বলিয়া ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—সর্ব্বকালের সর্ব্বঘটনাবলী তাঁহার জ্ঞাত।

ইচ্ছা, দ্বেষ ও সুখ-দুঃখে, লাভ-লোকসান, জয়-পরাজয়াদি দ্বন্দ্বধর্ম্মে মুগ্ধ বিষয়াদিতে আসক্ত জীবগণের জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু পুণ্যকর্ম্মের-অনুষ্ঠান দ্বারা যাহাদের পাপরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহারাই নিঃশেষে মোহ-নির্ম্মুক্ত ও দৃঢ়ব্রত হইয়া ভগবানের ভজন করিতে সমর্থ। যাঁহারা সংসারদুঃখে পীড়িত হইয়া জরা-মরণাদি নাশ-কামনায় একমাত্র ভগবানে প্রপন্ন হন এবং একান্তভাবে ভজনে যত্নবান হন, তাঁহারা ব্রহ্ম বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞ হইয়া থাকেন। যাঁহারা পরমেশ্বরকে অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ সহিত অবগত পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহারা মৃত্যুকালেও ভগবদ্বিস্মৃত হন না।

অষ্টম অধ্যায়

পূর্ব্ব অধ্যায়ের উপসংহারে শ্রীভগবান্ ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ শব্দসকলের উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছেন যে, যাঁহারা ঐসকল অবস্থার সহিত শ্রীভগবৎ-তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন, তাঁহাদের মৃত্যুকালেও ভগবদ্-বিস্মৃতি হয় না। এজন্য অর্জ্জুন উল্লিখিত শব্দসকলের প্রকৃত স্বরূপ এবং মৃত্যুকালে নিয়তাত্ম-ব্যক্তি কিরূপে ভগবানকে অবগত হইতে পারেন—তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীভগবানের উত্তর,—অক্ষর বস্তু অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর অতীত জীবাত্ম চৈতন্য এস্থলে ব্রহ্ম শব্দের উদ্দিষ্ট। কেহ কেহ ব্রহ্ম-শব্দে পরম ব্রহ্মকে উদ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু গীতা পঞ্চদশ অধ্যায়ে "যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহং" শ্লোকে অক্ষর হইতেও অতীত ব্রহ্মই 'পুরুষোত্তম' বস্তু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। জীবাত্মার স্বভাবই অধ্যাত্ম-শব্দবাচ্য। প্রাণিগণের জন্মাদি-হেতু 'কর্ম্ম'-শব্দবাচ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে যজ্ঞাদিকর্ম্মের দ্বারা যেরূপে জীবদেহের উৎপত্তি হয়, তাহা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—দ্যু, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ এই পঞ্চপ্রকার অগ্নিতে শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও রেতঃ পঞ্চ আহুতি সমর্পিত হইলে দেহের উদ্ভব হয়। জীব ইহলোকে অপ্‌ময় দধ্যাদির দ্বারা শ্রদ্ধার সহিত হোম করে। তাহার মরণান্তে দেবতারা সেই শ্রদ্ধাহুতিকে দ্যু-নামক অগ্নিতে হোম করেন, তাহাতে সোমরূপ দিব্যদেহ ধারণ করিয়া জীব চন্দ্রলোকে নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে। উহার অবসানে অপ্‌ময় দেহ পর্জ্জন্যাগ্নিতে হুত হইলে

উহা বৃষ্টির সহিত পৃথিব্যগ্নিতে পতিত হয়। তাহা ক্রমে ব্রীহি-আদি অন্নরূপে পরিণত হয়। উহা পুরুষাগ্নিতে আহুত হইলে অর্থাৎ পুরুষ-দ্বারা ভক্ষিত হইলে রেতঃরূপে পরিণত হইয়া স্ত্রীর-গর্ভে অর্পিত হইলে। ক্রমে মনুষ্যাদির উদ্ভব হয়।

বিনাশশীল পদার্থই অধিভূত শব্দবাচ্য; সমষ্টি-স্বরূপ বিরাট পুরুষ—অধিদৈব এবং দেহে বর্ত্তমান পরমাত্মা অধিযজ্ঞ শব্দের বাচ্য। মৃত্যু-কালে ভগবচ্চিন্তা-পরায়ণ দেহ ত্যাগ করিলে নিঃসন্দেহে ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাপরহিত, জরারহিত, মৃত্যুরহিত, শোকরহিত, হিংসারহিত, পিপাসাশূন্য, সত্য কামনা ও সত্যসঙ্কল্প—এই অষ্টপ্রকার গুণের আবির্ভাবই ব্রহ্ম-ভাব।

মরণাপন্ন জীব যে-বিষয়ে চিন্তা লইয়া দেহ ত্যাগ করে তদ্রূপ দেহ প্রাপ্ত হয়। তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ রাজর্ষি ভরত। হরিসেবার্থ রাজ্য ত্যাগ করিয়া হরিভজনে নিরত থাকিলেও দুর্দ্দৈবক্রমে হরিণ-শিশুর মমতাক্রান্তচিত্তে তাহারই স্মরণ করিতে করিতে মৃত্যুলাভ করিয়া হরিণযোনি প্রাপ্ত হন। এমন কি, কংস, শিশুপাল, দন্তবক্রাদি অসুরগণ ভগবদ্বিদ্বেষমূলে নিরন্তর ভগবৎস্মরণ করিয়া ভগবৎ সারূপ্যাদি মুক্তি লাভ করিয়াছিল। মানুষ জীবদ্দশায় অত্যাসক্তিবশে যে-বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন থাকে, তাহাই মৃত্যুকালে চিন্তনীয় হয় বলিয়া কৃপাময় ভগবান্ সর্ব্বক্ষণ 'তাঁহারই স্মরণ করার'—উপদেশ করিতেছেন। যুদ্ধাদি সমস্ত কার্য্যই ভগবানের স্মৃতি লইয়া করিলে তাহার আর কোন দুর্গতি হইবে না। বিষয়াবিষ্ট-চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে তাহা দুষ্কর হইলেই অভ্যাস-ক্রমে—ভগবৎকথাশ্রবণ-কীর্ত্তন ও ভগবৎসেবায় নিরত থাকলে চিত্ত ভগবানেই নিবিষ্ট হইয়া পড়িবে; সে-চিত্ত আর অন্যত্র গমন করিবে না। কাঁচপোকা তৈলপায়ী কীটকে ধারণ করিয়া ভীতিপ্রদর্শন করিতে থাকিলে উক্ত তৈলপায়ী কীট (তেলাপোকা) ভয়ে কাঁচপোকার চিন্তানিরত থাকিয়া কাঁচপোকার আকার প্রাপ্ত হয়। এইরূপ নিরন্তর ভগবচ্চিন্তা করিতে করিতে ভগবৎ সারূপ্যাদি লাভ ঘটে। সর্ব্বজ্ঞ, সনাতন, নিয়ন্তা, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর-স্বরূপ (পরমাত্মা), কর্ম্মফল বিধাতা, অচিন্ত্যরূপ, জ্যোতির্ম্ময়, প্রকৃতির অতীত পুরুষকে অন্তিমকালে ভক্তিযুক্তচিত্তে, বিক্ষেপরহিত মনে, প্রাণবায়ুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট

করিয়া চিন্তা করিতে পারিলে সেই পরমাত্মস্বরূপ দিব্য পুরুষকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এস্থলে ভক্তিলাভের জন্য কিঞ্চিৎ যোগাভ্যাসের কথা যোগীগণকে উপদেশ করিয়াছেন। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ধ্যান, ধারণা ও সমাধি—এই অষ্টাঙ্গযোগ সাধন করিতে পারিলে যে সিদ্ধি লাভ হয়, তাহার দ্বারা ক্রমশঃ পরমাত্ম-সান্নিধ্য পর্য্যন্ত প্রাপ্তি হয়। কিন্তু কলিকালে বিক্ষিপ্তচিত্ত জীবগণের পক্ষে ইহা অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়া ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের একমাত্র উপদেশ—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" অর্থাৎ হরিনাম কীর্ত্তনই কলিজীবের একমাত্র মুখ্য সাধন। তাহা ছাড়া অন্য উপায়ে সদ্গতি লাভ অসম্ভব। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ঠাকুর ইহার অনুবাদ-প্রসঙ্গে উক্তি করিয়াছেন,—

দার্ঢ্য লাগি' '**হরের্নাম**'-উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ '**এব**'-কার॥
'**কেবল**'-শব্দে পুনরপি নিশ্চয় করণ।
জ্ঞান, যোগ, তপ আদি কর্ম্ম-নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
'নাহি' 'নাহি' 'নাহি'—তিন উক্ত '**এব**'-কার॥*
(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২৩-২৫)

এক্ষণে ভগবদনুসরণ কি প্রকারে কর্ত্তব্য তাহা বলিতেছেন,—বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ ওঁকার-অক্ষরকে নিঃসন্দেহে ব্রহ্মপ্রাপ্তির অভিধেয় অর্থাৎ উপায়স্বরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাহাই বাচ্যস্বরূপ বলিয়া বীতরাগ যতিগণ ঐ প্রণবস্বরূপ ব্রহ্মে লীন হইবার যত্ন করেন, সকল প্রকার তপও তজ্জন্যই অনুষ্ঠিত হয় এবং তাঁহাকে প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করা হয়, সেই বাচ্যপদকে প্রাপ্তির জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া, মনকে হৃদয়পদ্মে সন্নিবেশপূর্ব্বক প্রাণ-বায়ুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যপ্রদেশে স্থাপন করিয়া আত্মসমাধি-সহকারে ওঁকার উচ্চারণ করিতে করিতে ভগবৎস্মৃতির সহিত দেহ ত্যাগ করিলে পরম

---

* আধুনিক নব্য মূর্খ এক যোগী-সম্প্রদায় তাহাদের ব্যবসা ভাল চলিবে না মনে করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তাহাদের সম্প্রদায়-মধ্যে লইতে চেষ্টা করিতেছেন। তাহারা মহাপ্রভুর এই শিক্ষা সর্ব্বদা স্মরণ করিবেন।

গতি লাভ হয়। ওঁকার ভগবানের অসম্প্রসারিত শ্রেষ্ঠ নামস্বরূপ। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব উহারই প্রসারিত অবস্থা 'হরে কৃষ্ণ'-মহামন্ত্রকে কলিহত জীবের তারক ও পারকস্বরূপে উপদেশ করিয়াছেন। কলি-সন্তরণ উপনিষদে দেবর্ষি নারদের প্রশ্নোত্তরে ব্রহ্মাও কলিজীবের জন্য এই তারকব্রহ্ম নামেরই উপদেশ করিয়াছেন।

অন্য ভাবনাশূন্য হইয়া যাঁহারা নিরন্তর ভগবানের স্মরণ করিতে পারেন, শ্রীভগবান্ তাঁহাদেরই সুলভ হইয়া থাকেন। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে পুনরায় ক্লেশজনক অনিত্য জন্ম প্রাপ্তি হয় না, পরন্তু পরম গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। চতুর্দ্দশ ভুবনস্থ সকল লোকই জন্মমৃত্যুর অধীন, ব্রহ্মার ধামে গমন করিলেও পুনরায় তাহাদের জন্মগ্রহণ করিতে হয়। স্বয়ং ব্রহ্মাও নির্দ্দিষ্ট পরমায়ু অতীত হইলে দেহত্যাগ ঘটে, কিন্তু সনাতন ভগবৎপাদপদ্ম-প্রাপ্তি হইলে পুনর্জ্জন্মের আশঙ্কা থাকে না।

সহস্রচতুর্যুগ পরিমিত কাল—ব্রহ্মার একদিন এবং তাদৃশ কালে তাঁহার একরাত্রি হয়। মনুষ্যপরিমাণে ৮৬৪০০০০০০০ বর্ষকালে ব্রহ্মার অহোরাত্র হয়। এইরূপে পক্ষ, মাস ও সংবৎসর সম্বলিত একশত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু। তদন্তে তাঁহার দেহ ত্যাগ হয়। সমস্ত প্রাণী ব্রহ্মার নিদ্রাকালে নামরূপবিহীন অব্যক্ত অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া ব্রহ্মার দিবসে নামরূপাদিক্রমে ব্যক্ত হয়, আবার ব্রহ্মার নিশাতে অব্যক্ত কারণে লীন হয়। এইপ্রকারে প্রাণীসকল বারংবার জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া অবশভাবে যাতায়াত করিতে থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত না ভগবৎ-পাদপদ্মে শরণাগত হয়, তাবৎকাল এই গতাগতি নিবৃত্তি হইবে না। কিন্তু পরম-পুরুষের পরম-ধাম প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে পুনরাগমন হয় না। জীবগণের ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া সেই পরমধামকেও অব্যক্ত বা অক্ষর বলা হয়।

ভূতগণ যাহার মধ্যে অবস্থিত ও যিনি সর্ব্বকারণরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, সেই পরম-পুরুষের প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ অনন্য-ভক্তিকেই বিশেষ-রূপে উল্লেখ করিতেছেন। এতদ্দ্বারা কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি-অভিধেয়কে নিরাস করা হইয়াছে।

স্বভক্তগণের অনাবৃত্তির কথা উল্লেখ করিয়া হরিবিমুখগণের পুনরাবৃত্তি ও অনাবৃত্তির কথা বলিতেছেন,—ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ

মরণান্তে অগ্নি, জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণের সম্মাস—এই সকল অভিমানী দেবতার অনুবর্ত্তনক্রমে দেবযান-পথে ব্রহ্মলোকে নীত হন। ইহার অন্য নাম অর্চ্চিরাদিমার্গ। এই মার্গে গমনশীল ব্যক্তিগণ অর্চ্চিঃ আদি দ্বাদশ দেবতার দ্বারা সেবিত হইয়া ক্রমে ঊর্দ্ধলোকে নীত হন এবং সর্ব্বান্তে কোন অমানব কর্ত্তৃক ব্রহ্মলোকে নীত হইয়া থাকেন। তথা হইতে আর পুনরাবৃত্তি হয় না। ভক্তবর ভীষ্ম দক্ষিণায়ণে শরশয্যায় পতিত থাকিয়া উত্তরায়ণকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন। অবশ্য তাঁহার দক্ষিণায়ণে অপ্রকট হইলেও অসদ্‌গতি হইত না। ভগবদ্ভক্ত বলিয়া ভগবদ্ধাম প্রাপ্তি অবশ্যই ঘটিত। তথাপি পিতার আশীর্ব্বাদে ইচ্ছামৃত্যু বর লাভ করায় লৌকিকগতির অনুসরণেই উত্তরায়ণকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছিলেন।

যাহাদের ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ণ-রূপ ছয়মাসে মৃত্যু হয়, তাহারা ধূম্রমান বা পিতৃযান-পথে চন্দ্রলোকে গমনপূর্ব্বক তথায় কিছুকাল ভোগ করিয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন। এই মার্গেও তত্তদভিমানী দেবতাকেই বুঝিতে হইবে। ছান্দোগ্যে ইহার বিষয় স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন—যাঁহারা গ্রামে গৃহস্থরূপে বাস করিয়া অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, কূপ-পুষ্করিণী খননাদি প্রতিষ্ঠা এবং সৎপাত্রে সংখ্যানুরূপ দানাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর ধূমাভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। তদনন্তর রাত্রি-দেবতা, কৃষ্ণপক্ষ-দেবতা, পিতৃলোক, আকাশ ও চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। তথায় দেবগণের উপভোগ্যরূপে কিছুকাল অবস্থিত হইয়া কর্ম্মক্ষয়ে পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন। এইরূপে শুক্ল বা কৃষ্ণ, দেবযান বা আলোকযান ও ধূম্রযান বা অন্ধকারযান নামক দুইটী মার্গ। প্রথমোক্তমার্গে গমনের যোগ্যতা হইলে পুনরাবৃত্তি হয় না, শেষোক্ত-মার্গে পুনরাবর্ত্তন ঘটে। যাঁহারা এই মার্গদ্বয় অবগত হইতে পারেন, তাহাদিগকে আর মোহগ্রস্ত হইতে হয় না। সুতরাং প্রযত্নসহকারে দেবযানপথেই গমনের উপায় করিয়া থাকেন। বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা, দানকর্ম্মাদিতে যে পুণ্যফলের কথা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে, যোগী-পুরুষ ভক্ত-সঙ্গক্রমে তাহার স্বরূপ অবগত হইয়া, ঐ সমস্ত তুচ্ছ কার্য্যে মনোনিবেশ না করিয়া ভগবদ্ভক্তিদ্বারা ভগবদ্ধামে নীত হন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

ভবঘুরের আত্মকাহিনী

ভাইসকল ! 'আমি কে' তোমরা জান কি আমার পরিচয় ?
'ভবঘুরে' নামে ঘুরছি শুধুই চৌরাশী লক্ষযোনী চক্রমালায় ॥
লাটিমেরই ঘূর্ণির মতন পাক খাই শুধু অবিরত।
চৌদ্দ ভুবনের কোথাও আমার থামে না এই চলার রথ ॥
চোখ ঢাকা কলুর বলদের মতো কেবল আমি ঘুরে যে মরি।
'স্বস্তি ও শান্তি' নাইকো মনে ব্যথায় শুধু আছয়ে ভরি' ॥
সন্ধান আমি পাই না কভু, নিত্য আমার বাসস্থানের।
আলেয়ার আলোয় মুগ্ধ হয়ে ভাবি— চৌদ্দ ভুবনে আমার ডের' ॥
গোলোকধাঁধায় পড়লে সবাই কভু না পায় সঠিক পথ।
প্রহেলিকায় পড়িয়া আমার হয়েছে যে দশা সেইমত ॥
অনাদিকাল ঘুরছি শুধুই কে জানে এর কোথায় শেষ।
নাগর দোলায় চড়েছি যেন উঠা-নামার থামেনি রেশ ॥
পুণ্যের জোরে উপরে উঠি' স্বর্গে কভু করি আরোহন।
সুখ ভোগান্তে পুণ্যক্ষয়ে ফের মর্ত্যে আমি করি আগমন ॥
পাপের ফলে কখনও হই বৃক্ষ কৃমি-কীট-পাথর।
কখনও আবার পশু হয়ে ভাই অরণ্যে বাঁধি আমার ঘর ॥
কখনও বা মানব হয়ে কোমল শয্যায় করি শয়ন।
মৈথুন-সুখে মত্ত হয়ে ভাবি —'এই বুঝি মোর নিত্যভবন' ॥
কালের স্রোতের জোয়ার-ভাঁটায় ভেঙ্গে-চুরে সকলই যায়।
নিত্যবস্তু বলি যাহারে ভাবি তাহা ত কভু নিত্য নয় ॥
'হায় ! হায় ! সব মাথার কুহক'—কখনও যে ভাবি না মনে।
'কেমন করে যাব যে আমি নিত্য আমার গন্তব্যস্থানে' ॥
নেশাখোরের মত 'ভব-ভ্রমণ' শেষ হবে কবে কেবা জানে।
অঘটন-ঘটনপটয়সী মায়া ঘুরায় মোরে সর্ব্বক্ষণে ॥
যারে পুছি নিত্য-বাসস্থলী কথা সবাই দেখায় ভ্রান্ত-পথ।
একজন অন্ধ অপর অন্ধে দেখাতে পারে কি সঠিক পথ ?

জাগতিক বিদ্যা অর্জ্জিয়া ভাবি সব থেকে আমি বুদ্ধিমান।
মায়ার মোহে গাধা হয়ে বহি সংসারের মোটখান ॥
বেশীর ভাগই ভবের-হাটে করতে এসেই বিকি-কিনি।
আমারই মত ভবঘুরে হয়ে করছে ভ্রমণ নানা যোনি ॥
শাস্ত্র হতে আমি জেনেছি যে ভাই—'ভবঘুরে নয় সাধুরাই'।
সাধু ও গুরুর শরণ বিনা কারোও কভু নিস্তার নাই ॥
সাধু বিনা আর সকলের ভাই ঘুরপাক শুধু ঘুরপাক।
চর্ব্বিত চর্ব্বণ করয়ে সদাই মরণ তাদের না করে মাফ ॥
প্রত্যেক জনমে পেয়েছিনু আমি পিতা-মাতা-ভাই-বন্ধু সব।
পরিত্যাগ করি' সবাই গিয়াছে দুঃখের কথা কাকে কব ??
এই জনমেও পেয়েছি আমি ঐ সকলের যত সঙ্গ।
তারাও আমায় ছাড়িয়া যাইবে স্নেহের প্রাচীর করিয়া ভঙ্গ ॥
'ভবঘুরে' আমি শাস্ত্র পড়ে ভাই—ইহাই শুধু জেনেছি সার।
'হরি-গুরু-বৈষ্ণবের' চরণই পারে ভবচক্র-রথ থামাবার ॥

—শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী

পঞ্চোত্তর

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮০ পৃষ্ঠার পর)

নন্দনন্দন কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ। বাসুদেব অপেক্ষা নন্দ-নন্দনে চারিটি অধিক চমৎকারিতা বিরাজমান্। যথা,—

"স্বয়ংরূপের গোপবেশ, গোপ-অভিমান।
বাসুদেবের ক্ষত্রিয় বেশ, 'আমি ক্ষত্রিয়' জ্ঞান ॥
সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধ-বিলাস।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহা অধিক উল্লাস ॥" (চৈঃ চঃ)

এক্ষণে বসুদেব-নন্দন ও নন্দ-নন্দন স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও বসুদেব-নন্দন স্বয়ংরূপ নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ নহেন। যথা,—

"কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিৎ নৈব গচ্ছতি ॥" (যামল-বচন)

শাস্ত্রের ঐ শ্লোকের অর্থে প্রতীয়মান হয় যে, নন্দনন্দন কৃষ্ণের ধামই বৃন্দাবন এবং তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যান না। তাহাতে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে, কৃষ্ণ প্রকটলীলায় বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকায় যে যাতায়াত করিতেন তাহা কিরূপে সম্ভব হইত? শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ 'লঘুভাগবতামৃতে' তাহার কারণ উল্লেখ করিয়াছেন,—

"অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণো যদুপুরীং ব্রজেৎ।
ব্রজেশজত্বমাচ্ছাদ্য স্বাং ব্যঞ্জন্ বাসুদেবতাম্॥"

(লঘু ভাঃ পূঃ খঃ ২৬৮)

অর্থাৎ,—"শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলায় নন্দ-নন্দত্ব আচ্ছাদন ও স্বীয় বাসুদেবত্ব প্রকাশ করিয়া মথুরাপুরীতে গমন করিতেন।"

এইভাবে অবতারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়া লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মর্ত্ত্যধামে আগমনের সূচনারম্ভে আরও বহু প্রামাণিক তথ্যাদি থাকিলেও এস্থলে কিঞ্চিন্মাত্র আলোচনা করা হইল।

(২) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দয়া ও শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার নিরপেক্ষ তুলনা-মূলক আলোচনা ;—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীচৈতন্যদেব—উভয়েই পরম দয়ালু। উভয়ে একই তত্ত্ব—কেহ কমও নহেন, কেহ বেশীও নহেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণ—তিনিই শ্রীচৈতন্য। তাঁহাদের কেহ দয়ালু নহেন, ইহা হইতে পারে না। জীবের প্রতি তাঁহাদের স্নেহ কম নহে। কাহারও প্রতি স্নেহ না থাকিলে তাহাকে দয়া করা যায় না। যখন কোন দুঃখীর প্রতি স্নেহ বা প্রীতির উদয় হয়, তখনই সেই দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগে। কোন হিংসাপরায়ণ ব্যক্তি কি কাহারও প্রতি দয়া করিতে পারে? শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীচৈতন্যদেব—উভয়েই সকল জীবের পালয়িতা এবং সকল জীবের প্রতি স্নেহাশীল, অতএব সর্ব্বজীবের প্রতিই দয়ালু। কোনও দয়ালু ব্যক্তির আশ্রিত কেহ দুরাচারী হইলেও ঐ দয়ালু ব্যক্তি দুরাচারী আশ্রিত ব্যক্তিকে ত্যাগ করে না। পরম দয়ালু শ্রীকৃষ্ণও তেমনি নিজ আশ্রিত ভক্তকে আদৌ পরিত্যাগ করেন না। যে জীবাত্মা শ্রীকৃষ্ণ-চরণে সমর্পিত হইয়াছে, তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই সর্ব্বদা রক্ষা করেন ও কৃপা করেন। আশ্রিত বা শরণাগত ভক্তের প্রতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের যেমন দয়া আছে, তেমনি শ্রীচৈতন্যদেবেরও দয়া আছে। শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় দয়ার অধিক প্রকাশ,—ভক্তদের লইয়া,

সিদ্ধ ও মুক্তগণকে লইয়া, যাঁহারা প্রেমধনে ধনী তাঁহাদের লইয়া! নন্দ-নন্দন কৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র ব্রজভূমিতে ব্রজবাসীগণ কেহই বদ্ধজীব নহেন।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিদ্বেষী অসুরগণকে নিধন করিয়াছেন বলিয়া তিনি নিষ্ঠুর নহেন। শিশুপুত্রকে তাহার জননী যদি তাড়না করে, তাহাতে যেমন জননীর নির্দ্দয়তা প্রকাশ না পাইয়া দয়ালুতাই প্রকাশ পায়; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের অসুরনাশন-লীলা অহৈতুকী দয়ারই পরিচায়ক। কেননা তিনি অচিন্ত্যন-স্বভাববশতঃ শত্রুকে নিধনপূর্ব্বক আধ্যক্ষিক তদ্-বিরোধমূলক জ্ঞান হইতে মোচন করিয়া মোক্ষগতি দান করিয়াছেন। তবে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-চরণে সমর্পিত হইয়া আছেন, তাঁহাদের অধিকারী জানিয়া অধিক দয়া করেন। কিন্তু জীবের প্রতি শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দয়া অপেক্ষা অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ! কলিযুগ অর্থে বিবাদের যুগ, তর্কের যুগ, সন্দেহের যুগ বা নাস্তিক্যের যুগ। এই কলিযুগে জীবের বেশী দুঃখ ও বেশী অভাব। তাই এই যুগেই রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া শুধুমাত্র যাহার আধার আছে, সেই অধিকারীজনকে দয়া করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; অনধি-কারীকেও প্রাণে নিধন না করিয়া অহৈতুকী দয়া বিতরণ পূর্ব্বক উদ্ধার করিয়াছেন। কৃষ্ণ-লীলায় অসুরগণ কৃষ্ণ-বিদ্বেষ করিয়া মৃত্যুর পর মুক্তি পাইয়াছিলেন, আর শ্রীচৈতন্য-লীলায় 'জগাই-মাধাই'-নামক মহাপাপীদ্বয় কৃষ্ণ-বিদ্বেষ অপেক্ষা কৃষ্ণসেবক 'নিত্যানন্দ'-অঙ্গে আঘাত করার ন্যায় গুরুতর অপরাধ করিয়াও 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু' ও 'শ্রীনিত্যা-নন্দপ্রভুর' অহৈতুকী নিষ্কপট কৃপা পাইয়া দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করতঃ জীবদ্দশাতেই মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রজপ্রেমের অধিকারী হইয়া সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণবতা লাভ করিলেন। মহাপ্রভু জানাইলেন,—

'ব্রহ্মার দুর্ল্লভ'—আজি এ দোঁহারে দিব।
এ দোঁহারে জগতের উত্তম করিব॥
এ দুই পরশে যে করিল গঙ্গা-স্নান।
এ দোঁহারে বলিবে সে গঙ্গায় সমান॥ (চৈঃ ভাঃ)

এইভাবে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু পাপীতাপী, বিষয়ী প্রভৃতি অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণকে নিধন না করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন।

"এবে অস্ত্র না ধরিল,　　প্রাণে কারে না মারিল,
চিত্ত শুদ্ধ করিল সবারে ॥

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, সকল জীবের উদ্ধারের জন্য মহাপ্রভুর কৃপা বর্ষিত হইলেও কোনও বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচারী ব্যক্তি নিজ অপরাধ স্বীকার করত যে বৈষ্ণবের নিন্দা করিয়াছে তাঁহার স্তুতি না করা পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর কৃপা হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যায়।

অন্যান্য অবতারে জীবের প্রতি দয়া প্রকাশের তারতম্য বিচারে শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া 'অনর্পিতচর' অর্থাৎ তৎপূর্ব্বে ঐরূপ দয়া কোনও অবতার কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় নাই। একদা জগদ্‌গুরু 'শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ' 'শ্রীচৈতন্যদেবের' দয়া সম্বন্ধে জনৈক মণীষির পরিপ্রশ্নের উত্তরে জানাইয়াছিলেন ;—"কবিরাজ গোস্বামী প্রভু চৈতন্যচন্দ্রের দয়ার সহিত অন্যান্য যাবতীয় তথা-কথিত দয়া বা অপূর্ণ দয়ার Comparative Study (তুলনামূলক বিচার) করিতে বলিয়াছেন। চিরস্থায়ী দানটা যেখানে হইতেছে না, সেখানে inadequacy, defect (অসম্পূর্ণতা)—বঞ্চনা রহিয়াছে। যদি কেহ নিরপেক্ষ-ভাবে Comparative Study করেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, চৈতন্যচন্দ্রের দয়াটা হইতেছে পরিপূর্ণ দয়া, আর যত দয়া সব limited (পরিচ্ছিন্ন)—সব বঞ্চনাময়। এজন্য কবিরাজ গোস্বামী সকলকে Comparative Study করিতে আহ্বান করিয়াছেন।"

মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহদেব—এমন কি কৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত তাঁহার আশ্রিত জনগণের প্রতি মাত্র দয়া বিতরণ করিয়াছেন, কিন্তু বিরোধিগণকে সংহার করিয়াছেন ; অথচ মহাপ্রভু বিরোধিগণকেও প্রাণে সংহার না করিয়া দয়া করিয়াছেন—যেমন কাজী ও বৌদ্ধগণকেও তিনি অমন্দোদয়-দয়া বিতরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। রামোপাসক মুমুক্ষু রামায়েৎ-গণকেও তিনি শুদ্ধবৈষ্ণব করিয়াছেন।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দয়া-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভু জানাইয়াছেন,—

"হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্য-মর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥"

অর্থাৎ,—"হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য! যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা আছে, যাহাতে পরমানন্দ (আর সকল বিষয় আচ্ছাদন করিয়া) প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্র বিবাদ শেষ হয়, যাহা রস-বর্ষণদ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহার ভক্তি-বিনোদন-ক্রিয়া সর্ব্বদা শমতা দান করে, মাধুর্য্য-মর্য্যাদা-দ্বারা তোমার অতি বিস্তারিণী সেই শুভদা দয়া আমার প্রতি উদিত হউক।"

শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার নিকট চতুর্বর্গ প্রদায়িণী দয়া ম্লান হইয়া যায়। যে-দয়া কৃষ্ণপ্রেম উদয় করায়, তাহাতে কখনও কি মন্দের উদয় করাইতে পারে? আর কৃষ্ণ-প্রেম গ্রহীতার কি কোনও অভাব বোধ থাকিতে পারে? যাহার হৃদয়ে শুদ্ধভক্ত-প্রেমের উদয় হইয়াছে, তাহার হৃদয়ে কখনও মন্দ বা অমঙ্গল উদয়ের সম্ভাবনা থাকে না। তাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেমদানরূপ মহাবদান্যতার মান অন্য সকল দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আর একটি বাণী এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতেছি,—"শ্রীগৌরভগবান্ 'স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ' হইয়াও জীবের প্রতি কৃষ্ণ অপেক্ষাও করুণাময়। শ্রীগৌরসুন্দর অচিদাশ্রিত বৃত্তি-বিশিষ্ট বদ্ধজীবেরও আরাধ্য। শ্রীগৌরারাধনা-ফলে জীবের অচিদাশ্রিত-বৃত্তি শিথিল ও লঘু হইয়া পড়ে।"

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু পাত্রাপাত্র, গুণাগুণ, যোগ্যাযোগ্য বিচার না করিয়া ধনী-দরিদ্র, পুণ্যবান্-পাপী, সতী-অসতী, ধার্ম্মিক-অধার্ম্মিক, জ্ঞানী-মূর্খ, ব্রাহ্মণ-যবন প্রভৃতি আপামর সকলকে কৃষ্ণপ্রেম-বন্যার জলে ডুবাইয়া অপ্রাকৃত ভক্ত-প্রেমিক করিয়া তুলিয়াছিলেন।

"শ্রীচৈতন্য-সম আর কৃপালু-বদান্য।
ভক্তবৎসল না দেখি ত্রিজগতে অন্য॥" (চৈঃ চঃ)
"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥" (চৈঃ চঃ)

(৩) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অবদান বৈশিষ্ট্যের নিরপেক্ষ তুলনামূলক আলোচনা ;— স্বয়ং ভগবানের অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু লেখা মাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানান্ধ অনর্থযুক্ত অধম জীবের সাধ্য নহে। লণ্ডন হইতে আগত লণ্ডনবাসী কোন ব্যক্তি লণ্ডনের খবর যেমন বলিতে

পারেন, তেমনি গোলোকধাম হইতে আগত মুক্ত পুরুষই গোলোকধাম ও গোলোকপতির তত্ত্ব এবং অবদান-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতে পারেন। ভগবানের এই প্রপঞ্চে অবতার-লীলাকে অভক্তগণ জড়মিশ্র তত্ত্বরূপে দেখিয়া থাকে, কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ তাহা শুদ্ধচিল্লীলা-স্বরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। 'ধন' যাহার আছে তাহাকে 'ধনবান' বলে, 'গুণ' যাহার আছে তাহাকে 'গুণবান' বলে; তদ্রূপ 'ভগ' যাহার আছে তাঁহাকেই 'ভগবান' বলা হয়। 'ভগ'-শব্দের অর্থ নির্ণয় করিয়া বিষ্ণুপুরাণে 'ভ'-কারের অর্থ সংভর্ত্তা ও ভর্ত্তা, আর গ-কারের অর্থ নেতা, গময়িতা, স্রষ্টা বলা হইয়াছে। আবার অন্য অর্থে—সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টি অচিন্ত্য-গুণের সমষ্টিবিশিষ্ট তত্ত্বস্বরূপ যিনি তাঁহাকে 'ভগবান্' বলা হইয়াছে। যিনি শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু—উভয়েই স্বয়ং ভগবান্ (Unrestricted God)। শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুবর "সিদ্ধান্তরত্নম্—গোবিভাষ্য-পীঠকম্"-গ্রন্থে বলিয়াছেন, —"শ্রীকৃষ্ণে সমগ্রশক্তির বিদ্যমানতা ও অনন্যাপেক্ষীরূপত্ব হেতু শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্।" যিনি অসমোর্দ্ধ, স্বরাট্‌পুরুষ, নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময় ও অন্য কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া পরম স্বতন্ত্র, সেই স্বয়ং ভগবানের অবদান কি বর্ণনা করা যায়? আমরা যে পরিদৃশ্যমান্ জগতের মধ্যে রহিয়াছি, তাহাও তো ভগবানেরই অবদান। অণু-পরমাণু হইতে যাবতীয় যাহা কিছু সবই তাঁহার অবদান। আমরা যে বাঁচিয়া আছি, কথা কহিতেছি—ইহাও তাঁহারই কৃপার অবদান। দেবীধাম ও পরব্যোম সৃষ্টির পূর্ব্বে আদি-জনক-পুরুষ পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীচৈতন্য কখনই ব্রহ্মার সৃষ্টির ভিতরের জন্ম-মরণশীল ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন। অজ ও শাশ্বত ভগবান এই প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়া অচিন্ত্যলীলার যে অবদান রাখিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করা মাদৃশ ভক্তিহীন জীবের পক্ষে পিপীলিকার দ্বারা সমুদ্রের জল মাপিবার ন্যায় ধৃষ্টতামাত্র। তবে আপনার আদেশ পাইয়া উক্ত বিষয়ে আমার যোগ্যতা আছে কিনা তাহা বিচার না করিয়া পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা প্রার্থনাপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যদেবের অবদানের তুলনামূলক আলোচনার সূত্ররূপে বর্ণনা করিতে প্রয়াসী হইতেছি। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

কর্ম্মতত্ত্ব

শ্রীমদ্ভাগবতে সৃষ্টিরহস্য বর্ণিত হইয়াছে,—

কালং কর্ম্ম স্বভাবঞ্চ মায়েশো মায়য়া স্বয়া।
আত্মন্ যদৃচ্ছা প্রাপ্তং বিবুভূষুরুপাদদে॥

মায়াধীশ ভগবানের মানসে সিসৃক্ষা সমুদিত হইয়াছে। প্রলয়ের অবসান ও সৃজনের কাল ইহাই। বিমুখ জীব-লোকের জড়োপাদান—স্বভাব বা প্রকৃতি আর জীবের সঞ্চিত কর্ম্মরূপ অদৃষ্ট।

সৃষ্টিকালে প্রকৃতির পরিণামে ও জীবের অদৃষ্টাবলম্বনে বিমুখ জৈবজগৎ রচিত হয়। সুতরাং এই জগৎ বৈষম্যময়। জীবের অদৃষ্ট-রূপ সঞ্চিত কর্ম্ম-বৈচিত্র্যই ইহার বৈষম্যের কারণ। যাঁহারা জন্মান্তর অথবা কর্ম্মফল স্বীকার করে না তাহারা এই জগৎ-বৈষম্যের সমাধানে অক্ষম। আর্য্যশাস্ত্রানুসারে সৃষ্টি অনাদি, সুতরাং কর্ম্মও অনাদি এবং জীব-প্রবাহও অনাদি।

সূক্ষ্ম ও স্থূলভেদে জীবের শরীর দ্বিবিধ। সূক্ষ্ম শরীরই মানবের মানসক্ষেত্র আর পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়-সমন্বিত বাহ্যদেহই স্থূলশরীর। মানসক্ষেত্রের দুইটী প্রধান বিভাগ—মন ও বুদ্ধি। যাবতীয় বাসনা-কামনা মনের ধর্ম্ম, আর ভাবনা বা বিচার-বিশ্লেষণ বুদ্ধির বিষয়। বাহ্যেন্দ্রিয়-দ্বারা আমাদের কর্ম্মচেষ্টা প্রকাশিত হয়। সুতরাং কর্ম্ম বলিতে আমরা বুঝি এই ত্রিবিধ ক্রিয়া—বাসনা, ভাবনা ও প্রয়াস—মন, বুদ্ধি ও দেহের সমগ্র প্রচেষ্টা।

জীবনে আমরা প্রতিনিয়তই কর্ম্ম করি। বাসনার স্রোত বহিতে থাকে আমাদের মনে। বুদ্ধি বিচার করে—গ্রহণীয় অথবা বর্জ্জনীয়। অনুকূল কামনাগুলি সফল করিবার প্রেরণা আসে আমাদের কর্ম্ম-চেষ্টার মধ্য দিয়া।

কর্ম্মত্যাগ ক্ষণমাত্রও সম্ভব নহে। প্রাকৃত গুণের তাড়নায় অবশ-ভাবে মানব কর্ম্মে নিয়োজিত থাকে।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

প্রাকৃত দেহধারী মানবমাত্রেই অনুক্ষণ কর্ম্ম করিতে বাধ্য। কর্ম্মের ফল দ্বিবিধ—স্বগত ও পরগত। এই উভয়বিধ ফলই নশ্বর ও অনিত্য। সদসৎ-ভেদে কর্ম্মেরও দুইটী বিভাগ আছে। সৎকর্ম্মের ফল শুভ-জনক। অসৎকর্ম্মের ফল অশুভ। সৎকর্ম্মের দ্বারা মানব স্বকীয় ও পরকীয় জাগতিক বা আর্থিক মঙ্গল সাধন করিতে পারে আর অসৎ-দ্বারা নিজের ও পরের অমঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। এখন দেখা যাইতেছে, মানব স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে নিজের ও অন্যের ইষ্টানিষ্ট সাধন করিতে সমর্থ। তাই সদসৎ-সঙ্গের প্রভাব জীবগঠনের প্রধান উপাদান-রূপে গৃহীত হয়। স্বগত কর্ম্মফল মানবজীবনের সংস্কাররূপে ও পরগত কর্ম্মফল অদৃষ্টরূপে ভবিষ্যতের স্রষ্টা—নরজীবনের নিয়ন্তা।

স্বগত কর্ম্ম স্বকীয় এবং পরগত কর্ম্ম স্ব-পরসম্বন্ধীয়। বর্ত্তমান জীবনে আমরা যে-সমস্ত কর্ম্ম করি তাহার নাম ক্রিয়মাণ কর্ম্ম আর পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত সঞ্চিত কর্ম্মের অংশবিশেষ যাহা ইহজীবনে অবশ্য ভোগ্য তাহাই প্রাক্তন বা প্রারব্ধ।

জন্ম-জন্মান্তরীণ কর্ম্মের স্বগত পরিণাম—আমাদের বর্ত্তমান জীবনের সংস্কারময় মনোবৃত্তি; আর পরগত পরিণাম—ফলোন্মুখ প্রারব্ধভোগ-বিধায়ক বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের বিচিত্র সমাবেশ।

বর্ত্তমান জীবনের যে সমস্ত চেষ্টা—তাহারই ফলে আমাদের ক্রিয়-মাণ কর্ম্ম। এই প্রচেষ্টাই পুরুষকার। পুরুষকারের প্রাবল্যে আমাদের জীবনের বদ্ধমূল সংস্কারের গতি অথবা প্রারব্ধের নিয়তি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

সাবিত্রীর প্রারব্ধ ছিল বৈধব্য। কিন্তু উৎকট তপস্যার ফলে বৈধব্য-বিধান নিরাকৃত হইয়াছিল। সুতরাং সংস্কারজ মনোবৃত্তি ও প্রারব্ধভোগ ইহজীবনের প্রকৃষ্ট পুরুষকার-বলে পরিবর্ত্তনযোগ্য। কিন্তু ভোগ ভিন্ন কর্ম্মফল অথবা ফলাবশেষ ক্ষয় হয় না।

"শুভাশুভঞ্চ যৎকর্ম্ম বিনা ভোগান্ন তৎক্ষয়ঃ"—ইহাই কর্ম্মজগতের বিশেষত্ব। কর্ম্মজ শুভ ও অশুভ ফল নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং সুখ ও দুঃখ অবশ্যভোগ্য। কর্ম্মজীবনে দুঃখভোগ অপরিহার্য্য; মানব তাই কর্ম্মের অবসান ঘটাইতে চাহে। কর্ম্মযুক্তি মানবজীবনের স্বাভাবিক প্রচেষ্টা। তত্ত্বজ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তিই কর্ম্মনিবৃত্তির একমাত্র উপায়।

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীঝুলনযাত্রা ও শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে সাদর আহ্বান

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন— ২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ—নবদ্বীপ-৭৪১৩০২
জিলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে সমিতির সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** আনুগত্যে আগামী ৯ই ভাদ্র (ইং ২৬।৮।৮৫) সোমবার হইতে ১৩ই ভাদ্র (ইং ৩০।৮।৮৫) শুক্রবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী **শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা** ও ২১শে ভাদ্র (ইং ৭।৯।৮৫) শনিবার **শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী** উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ছায়াচিত্রযোগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাদি প্রদর্শন এবং বিশেষভাবে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারী-জীউর মঙ্গলারাত্রিক, ভোরাগ ও পরদিবস শ্রীনন্দোৎসব হইবে।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনগণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিয়া সমিতির সেবকবৃন্দকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সেবকবৃন্দ,
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

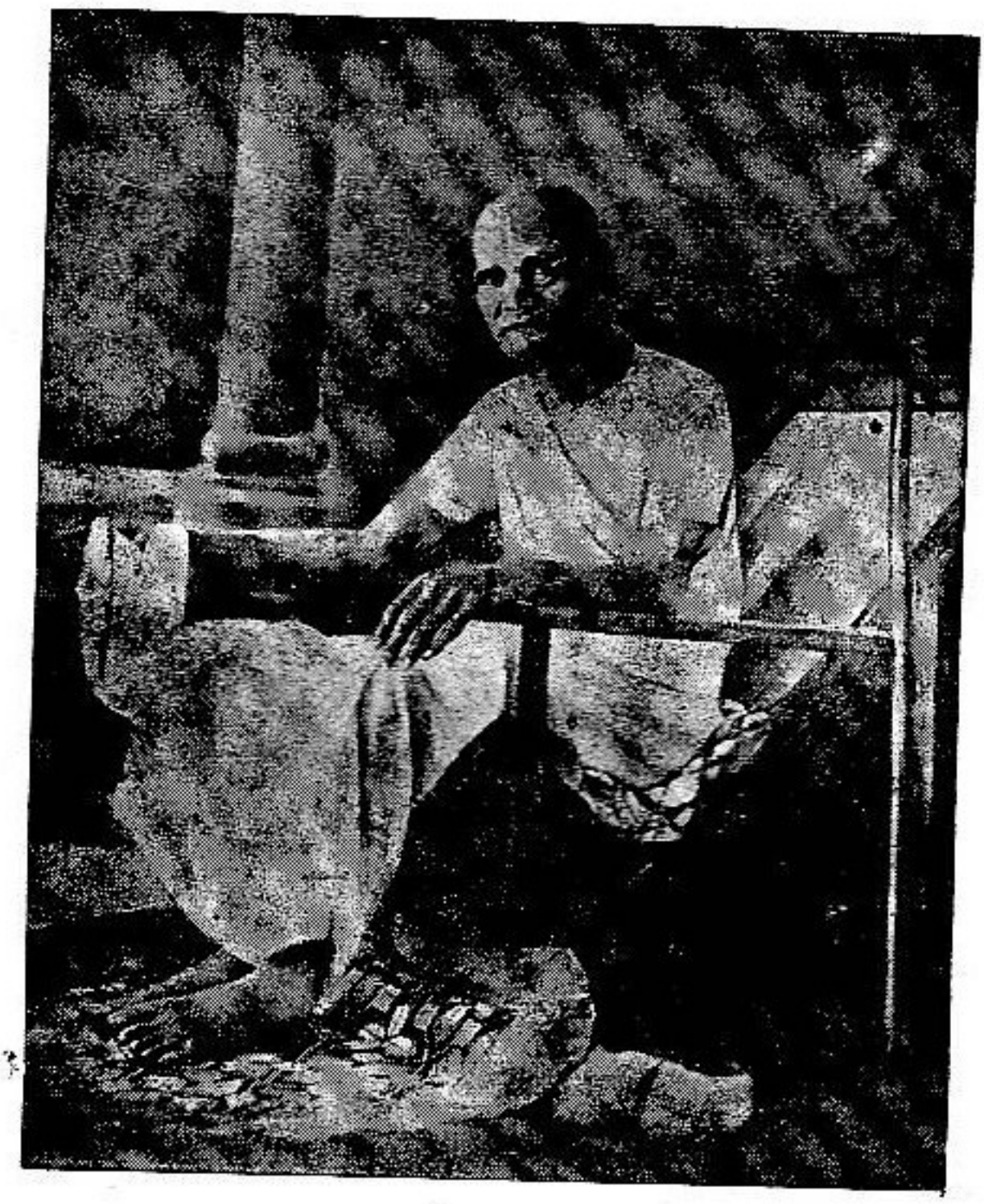
॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

২৭শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব



নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
ফোন ঃ ২৪৭

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বিকেয়ম্—

আগামী ৩০শে পদ্মনাভ, ১১ই কার্ত্তিক, '৯২ (ইং ২৮।১০।৮৫) সোমবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** তিরোভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তৎশাখা মঠসমূহে ১৭শ বর্ষপূর্ত্তি বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবাসূচী অনুসারে আপনি সবান্ধব যোগদান করত আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটী মার্জ্জনীয়। ইতি—৩রা ভাদ্র, ১৩৯২

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবা-সূচী ঃ—

১১ই কার্ত্তিক, ইং (২৮।১০।১৯৮৫) সোমবার—

প্রাতে—মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্নে—৪-৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

বিঃ দ্রঃ—পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে সেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৭শ বর্ষ | ১৯ পদ্মনাভ, কারণোদশায়ী, ৪৯৯ গৌরাব্দ
৩০ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৯২ ; ইং ১৭।১০।১৯৮৫ | ৮ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগৌর-বিরুদাবলী

শ্রীল রঘুনন্দন-গোস্বামিপাদকৃত-বিরচিতা]

মিশ্রকুলপদ্ম, মিত্রগুরু সদ্ম, লব্ধবরবিদ্য, শুদ্ধনিরবদ্য,
বন্দ্যজননম্র, ভক্তিরসকম্র, ভববুধবর্গ, দিব্যসুখমর্গ,
রুপ্তকলিধর্ম্ম, দৃপ্তখলমর্ম্ম, তপ্তকৃতিশক্ত, বন্ধুজনরক্ত,
তৃপ্তসুরসঙ্ঘ, রুচ্যতরজঙ্ঘ, সকৃথি জিতশুণ্ড, পদ্মজয়িতুণ্ড
মঞ্জুকচমুণ্ড রম্যরুচিকুণ্ড, চিত্তহরহস্ত, সর্ব্বগুণশস্ত,
সর্ব্বসমনৃত্য, কৃষ্টনিজভৃত্য, বর্গমতিমগ্ন, মদ্য মম চগ্ন, দেব ॥৭১॥

হে মিশ্রকুলপদ্মভাস্কর! আপনি গুরুগৃহে উৎকৃষ্ট বিদ্যালাভ করিয়াছেন। হে শুদ্ধ, হে অপ্রাকৃত! আপনি বন্দনীয়জনের নিকট নম্র।

হে ভক্তিরসমনোহর ! প্রশান্ত পণ্ডিতগণকে আপনি দিব্য সুখ দান করেন। কলিকালের ধর্ম্ম (শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন) প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। দর্পান্ধ-খলজনের মর্ম্মচ্ছেদ করিয়া অনুতাপদ্বারা তাহাদিগকে শুদ্ধ করেন। হে স্বজনানুরক্ত ! দেবতাগণকে সুখী করেন। হে সুন্দর জঙ্ঘাবিশিষ্ট ! হে করিশুণ্ডবিজয়ী উরুবিশিষ্ট ! হে পদ্মজয়ীমুখ ! হে চারুকুন্তল ! হে রমণীয় কান্তিজলের সরোবর-স্বরূপ ! হে মনোহর হস্তযুত ! সর্ব্বগুণে প্রশস্ত ! হে নৃত্য বিষয়ে শিবতুল্য (অথবা হে সমর্দ্দিনন্) ! নিজভৃত্য-বর্গকে আকর্ষণ কারিন্ ! হে দেব (ক্রীড়াশীল ! অদ্য আমার চিত্তরঙ্গ-মঞ্চে নৃত্য করুন ॥৭১॥

গৌরচন্দ্র তব কীর্ত্তিচন্দ্রমাশ্চিত্রতাং বহতি বিশ্বমোহিনীম্।
চেদ্গলত্যলময়ং সদা তমঃ কৃষ্ণপক্ষ মনু বর্দ্ধতে হি যৎ ॥ ৭২ ॥

হে গৌরচন্দ্র ! আপনার কীর্ত্তিচন্দ্র, বিশ্ববিমোহন বৈচিত্র্য প্রকাশ করে। উহা দিবারাত্রি সমানভাবে তমোনাশ করে, আর কৃষ্ণপক্ষে বর্দ্ধিত হয়। [গগণের চন্দ্র, কেবল রাত্রে তমোনাশ করে, কৃষ্ণপক্ষে ক্ষীণ হয়।] (তমঃ—অজ্ঞান, পাপ ও অন্ধকার। কৃষ্ণপক্ষে—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে ও অসিতপক্ষে।) ॥৭২॥

অদ্বৈতভূদেবহুঙ্কার, সম্ভূত মাধুর্য্যালঙ্কার,
সচ্ছীলাপীযূষভৃঙ্গার, পুষ্পৌঘসংরুদ্ধশৃঙ্গার, ধীর ॥৭৩॥

হে ধীর ! অদ্বৈতাচার্য্যবিপ্রের হুঙ্কারে আপনার আবির্ভাব। মাধুর্য্যই শ্রেষ্ঠ ভূষণ। আপনি সৎস্বভাব অমৃতের আধার। পুষ্প সমূহদ্বারা সুন্দর বেশধারী ॥৭৩॥

সন্নাশয়ন্ কুবলয়স্য দুরন্তদুঃখং
প্রোল্লাসয়ন্ প্রিয়তমাং ক্ষণদাং নিতান্তাম্।
স্বীয়োদয়েন দলয়ং স্তমসাং সমূহং
দেদীপ্যতে জগতি গৌরবিধুঃ প্রকামম্ ॥৭৪॥

শ্রীগৌরবিধু জগতে উদিত হইয়া কুবলয়গণের দুরন্ত দুঃখ বিমোচন-পূর্ব্বক, বিরহিণী প্রিয়তমা ক্ষণদাকে (রাত্রিকে) উল্লাসিত করিয়া, তমোরাশিকে বিদলিত করিয়া অতিশয়রূপে পুনঃপুনঃ দীপ্তি পাইতেছেন।

[কুবলয়—ভক্ত। কু-বলয়ের—পৃথিবীমণ্ডলের, দুরন্ত দুর্নিবার। দুঃখ - ত্রিতাপ। ক্ষণদা—উৎসবপ্রদা। প্রিয়তমা—ভক্তি, বিষ্ণুপ্রিয়া নিতান্তা-ক্ষীণা। তমসাং তমঃ প্রকৃতিজনগণের।] প্রিয়তমাভক্তিকে নিতান্ত ক্ষীণ দেখিয়া (লোককে অভক্ত দেখিয়া] গৌরচন্দ্র প্রকট হইলেন। সাধুগণ প্রফুল্ল, অসুরস্বভাবেরা ভগ্নোদ্যম ও পৃথিবীমঙ্গলময়ী হইলেন ॥৭৪॥

জয় জয় সুরতটিনীতটভাবক, ভাবকরিপুকলিদলন সুসজ্জিত,
সজ্জিতহৃদয়মধুপ ললিতালক, তালকবর্ণ হৃদয়হরতাকর,
তাকর নামোৎকীর্ত্তনকারক, কারক গুণভুজজিতভুজগৌরস,
গৌরস সদৃশ বলক্ষয়শোধর, শোধর হিতজন পাপ বিদারক,
দারক বাঞ্ছিত বিগতবিপল্লব, পল্লব শোভাজয়িপদ সারস,
সারসনোজ্জ্বল সকল মনোহর, নো হর ভবনাধ্বনমতিসুন্দর, দেব ॥৭৫॥

হে দেব! গঙ্গাতটে আপনার ভাব (লীলা)। ভাবনাশীল (ধ্যান-পরায়ণ)-গণের রিপু যে কলি, তাহার দলনে আপনি সুসজ্জিত। আপনার হৃদয় (মন), সৎ (সাধু)-গণ কর্ত্তৃক জিত। আপনার অলক (চূর্ণকুন্তল) ভ্রমরের ন্যায় সুন্দর। বর্ণ তালক (হরিতাল) তুল্য। হে দর্শক হৃদয়হারিন্, অনুরক্তগণের সহিত উচ্চ নামকীর্ত্তনকারিন্! হে কারকগুণযুত (সমস্ত কারকের আশ্রয়)! আপনার ভুজদ্বয় সর্পবক্ষকে পরাস্ত করে। দুগ্ধতুল্য বিশদ যশোধর! অগোধিত হৃদয়ের পাপহারিন্; হে বালকগণের প্রিয়! আপনার পাদপদ্ম কিসলয়কে ও কিঙ্কিনী পক্ষী বিশেষের রবকে পরাজয় করে। উজ্জ্বল রসদানে সকলের মনোহরণশীল! হে অতিশয় সুন্দর! আমাদের ভবভয় হরণ করুন ॥৭৫॥

ভবতা ভবতাপহারিণা, যদি নো নৈষ্যত গৌর ভূতলে।
কলিতা কলিতাপতো ব্যথা, কথমাপ্স্যদ্ বিরতিং তদা নণাম্ ॥৭৬॥

হে গৌর! যদি এই ভূতলে আপনার অবতার না হইত, তবে হে ভবতাপহারিন্! আমাদের কলিতাপ ব্যথা কিরূপে বিরতি প্রাপ্ত হইত? ॥৭৬॥

বিহিতকলিভঙ্গ　　সততনুতরঙ্গ,
চরণনতরঙ্ক　　নিহতভবশঙ্ক, ধীর ॥৭৭॥

হে ধীর ! হে কলির ভয়জনক সঙ্কীর্ত্তন প্রকাশক ! বঙ্গদেশীয়গণের স্তবনীয় ! চরণপ্রণত শরণাগতগণের ভবভীতিনাশক ! জয় হউক আপনার ॥৭৭॥

শ্রীরাঘবেন্দ্র নিজবৈভবদর্শনেন
শ্রীমন্মুরারিকবিমৌলিরতোষি যেন।
তস্যাতিদুর্গবিভবস্য তব স্বরূপং
শক্নোতি বর্ণয়িতুমত্র ন কোঽপি মর্ত্ত্যঃ ॥৭৮॥

হে গৌরচন্দ্র ! কবিকুল শিরোমণি মুরারি গুপ্তকে তদীয় উপাস্য রামচন্দ্রের অপূর্ব্ব বৈভব প্রদর্শনপূর্ব্বক তুষ্ট করিয়াছেন যে, আপনার সেই অতি দুরধিগম্য মহিমা ভবদীয় স্বরূপ বর্ণন করিতে কোন্ মনুষ্য সমর্থ হইবে ?৮॥

ত্বং ধৃতগৌরব, গৌরবচোঽমৃত,
তর্পিতসজ্জন, সজ্জনমোপন,
নৈকবিভক্তিক, ভক্তিকথামল,
সেবয়িতামর তামরসেক্ষণ,
পণ্ডিতশাতদ, শাতদশাত্রয়,
সাধুনি শাবক, শাবকনন্দন,
সৎসুখসঞ্জয়, সঞ্জয়নোদ্যত,
সর্ব্বশুভালয়, ভালযশোধৃত,
দিব্যকচামর চামরনির্জ্জিত,
গোপবধূরস, ধূরসনোৎসুক,
কান্তিজিতালক, তালকরম্বিত,
গীতমনোরম, নো রমায়িতুল, দেব ॥৭৯॥

হে গৌর ! আপনি মহামর্য্যাদাময়। বাক্যামৃতে সজ্জনকে তৃপ্ত করেন। সজ্জিত নটের ন্যায় বিবিধ ভঙ্গির অনেক আচরণ-যুক্ত। আপনার অমল ভক্তি কথামৃত দেবতারা পান করেন। হে কমললোচন ! হে পণ্ডিত সুখদ ! সাধুগণের জন্মমৃত্যু জরারূপ অবস্থাত্রয় জনক কর্ম্ম-মার্গকে, (ভক্তিপ্রচারে) নিয়ত খণ্ডন করিতেছেন। হে বালকগণের

আনন্দপ্রদ ! ব্রহ্মানন্দতুচ্ছকারী প্রেমসঞ্চয়নে (আস্বাদ-বিতরণে) উদ্যত ! হে সর্ব্বশুভের আগার ! হে ভাল (তেজ) ও যশো-বিশিষ্ট। আপনার কেশকলাপ, দিব্য অমলচামরকে পরাস্ত করিয়াছে। হে গোপবধূ (রাধা)-র স্বাদে উৎকণ্ঠীত ! হরিতালজয়িকান্তি ! তালবিশিষ্ট গীতে মনোহর ! হে অতুলক্রীড় ! আমাদিগকে আনন্দিত করুন ॥৭৯॥

শ্রেয়ঃ ষড়িন্দ্রিয়জয়ঞ্চ মলোকতাঞ্চ
হানেরভাবমপি দাসজনেষু দত্ত্বা।
উন্মার্পকোঽপি ভগবংস্তহিনীকরোষি
ত্বং ভাবিন স্তদিতি ভাসি বিচিত্রচর্য্যঃ ॥৮০॥

হে বিচিত্রলীল গৌর ! আপনি, নিজদাসবর্গকে ইন্দ্রিয়জয়, শ্রেয়ঃ (ভক্তি) সলোকতা, সর্ব্বসম্পত্তি দান করেন। বিরহজন্য তাপ দিয়াও দর্শন দানে ও দাস্যার্পণে শীতল করেন। আপনি এইরূপে বিভাত হইতেছেন ॥৮০॥

সুহৃদিশয়িত,　　সততমুদিত,
জগতি বিদিত,　　পরমচরিত, ধীর ॥৮১॥

হে ধীর ! হে পবিত্র চরিত্র ! হে সদানন্দ ! হে বিশ্ববিখ্যাত কীর্ত্তে ! আপনি ভক্তগণের হৃদয়াব্জে নিত্য শয়ান ॥৮১॥

ত্বৎকেশপাশো ননু গৌরচন্দ্র,
স্যাচ্ছম্বরারে র্লুনপাশ এব।
যতো বধূনামিহ দৃক্কুরঙ্গা
নিপত্য নোৎথাতুমলং ভবন্তি ॥৮২॥

হে গৌরচন্দ্র ! আপনার কেশপাশ মকরধ্বজের পাশ (ফাঁদ) বধূ-বৃন্দের নয়ন হরিণগণ উহাতে পতিত হইয়া আর অন্যত্র যাইতে কিছুতেই পারে না ॥৮২॥

ভবতঃ প্রভাবভানৌ ভুবনেঽভ্যুদিতে ভয়োদ্ভ্রান্তাঃ।
পাষণ্ডিপেচকৌঘা নো জানে বত পলায়িতাঃ কুত্র ॥৮৩॥

হে গৌর ! আপনার প্রভাবভানুর উদয়ে পাষণ্ড সেবকবৃন্দ কোথায় পলায়ন করিল, জানি না ॥৮৩॥ (ক্রমশঃ)

— —

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[চতুর্থ অধিবেশন]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৩০ পৃষ্ঠার পর)

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বিচারানুমোদিত ভাগবতের যে-ব্যাখ্যা, তাই আমাদের অবলম্বনীয়। যে কৃষ্ণচৈতন্যদেব পূর্ব্বে যাহা কোন দিন জীবকে দান করেন নি, সেই স্বভক্তিশোভা কৃপাপরবশ হয়ে জীবগণের সুপ্রাপ্য করেছেন, সেই সাক্ষাৎ শ্রীহরি কৃষ্ণচৈতন্যদেব আমাদের হৃদয়ে সেই সকল ভক্তির কথা—যাহা ভাগবতের মধ্যে উল্লিখিত আছে, বিস্তার করুন।

আমরা তৃতীয় দিবস যে ভাগবতের কথা বলেছিলাম, তার মধ্যে বলা হয়েছে যে, ভগবদ্‌বস্তু কখনই নির্ব্বিশেষ শব্দবাচ্য হয়ে স্তব্ধীভূত হতে পারেন না, তিনি অধোক্ষজবস্তু, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়জজ্ঞান তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। ভোগী বা ত্যাগীর নিকট প্রতিভাত বস্তুগুলি ভোগ্য পদার্থ—সেবকজাতীয়। কিন্তু সেব্য-জাতীয়, পূজা না হওয়ায় সেইসকল বস্তুদ্বারা তাঁর স্মৃতির সম্ভাবনা থাকে না। আমরা যা ভোগ্যবিচারে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে গ্রহণ করি. তা কখনই সেব্য হতে পারে না। এজন্য ভগবদ্‌বস্তুকে 'অধোক্ষজ'-শব্দে উদ্দেশ করা হয়েছে অর্থাৎ যে-বস্তু আপনাকে জৈবজ্ঞানের—বদ্ধজীবের জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করে সর্ব্বক্ষণ অবস্থিত রাখতে পারেন, তিনিই অধোক্ষজ। তিনি আরোহ, অধিরোহপন্থীদের প্রাপ্য বস্তু নহেন। তিনি যখন স্বেচ্ছাক্রমে অবতরণ করেন, তখনই আমাদের দৃগ্‌গোচর হন। এজন্য শ্রুতি বলেন,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥"

ভগবানের তনু কেহ এই চক্ষুদ্বারা দর্শনে সমর্থ হন না। এই-প্রকার চক্ষুদ্বারা সীমাবিশিষ্ট বস্তু দেখা যায়। তিনি বৈকুণ্ঠবস্তু বিধায় তাঁকে দেখা যায় না। এই কর্ণদ্বারা তাঁর কথা শোনা যায় না, এই

নাসাদ্বারা তাঁর নির্ম্মাল্যের আঘ্রাণ লওয়া যায় না, এই জিহ্বাদ্বারা তাঁর উচ্ছিষ্ট আস্বাদন করতে পারা যায় না, এই মনে তাঁর চিন্তা হয় না। তিনি যদি তাঁকে সর্ব্বকাল সর্ব্বতোভাবে বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়বৃত্তিপরিচালন-যোগ্য ভূমিকা হতে পৃথক্ না রাখতেন, তবে বাহ্য ভোগবস্তুরই অন্যতম হতেন। তাহলে তিনি পূজ্য, আমাদিগকে তাঁর আশ্রয় নিতে হবে—এসকল কথা মনোমধ্যে উদিত হত না। এজন্য আমাদের মঙ্গলের জন্যই তিনি অধোক্ষজ অর্থাৎ বদ্ধজীবের জ্ঞান-ভূমিকার ব্যাপার-বিশেষ নন। এখানে কথা হতে পারে—'অপরোক্ষ'-শব্দেও ত তাঁকে বুঝা যেতে পারে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নয় যা, তাই অপরোক্ষ। তাঁতে একত্বের সমাধান আছে, কিন্তু বহুত্ব নেই। যেখানে বিচিত্রতার বহুত্ব আমাদের চিন্তাস্রোতকে রোধ করে—সীমাবিশিষ্ট পদার্থ আমাদের আলোচ্য হয়—দ্রষ্টৃসূত্রে সেই বস্তুকে ভোগ করি—তাঁকে দৃশ্যমাত্র জ্ঞান করি, শ্রীমূর্ত্তির নিকট এসে এই পোড়া চোখ দিয়ে তাঁকে দেখতে প্রয়াস করি, সেখানে আমাদের অক্ষজজ্ঞান-প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়। সেজন্য অধোক্ষজবস্তুই দ্রষ্টব্য। ভগবদ্বস্তু সাক্ষী, কেবল, চেতা, নির্গুণ। তিনি দয়াপূর্ব্বক যদি আমাদিগকে দর্শন করেন, আমরাও যদি তাঁর দেখার উপযোগী হয়ে যেতে পারি, তবেই তাঁর দর্শন সম্ভব হতে পারে। শ্রীবিগ্রহকে যদি ভোগ্যজ্ঞান করি, পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য, অপরাধক্ষালনের জন্য, ভবরোগের ঔষধ-জ্ঞান করে দর্শন করতে যাই, তবে তিনি আমাদের মলিনচিত্ত দেখে দুঃখিত হয়ে দর্শন না করতেও পারেন। সেজন্য চিত্তের মলিনতাকে পরিমার্জ্জিত করে গেলেই ভাল হয়। চিত্তের মলিনতা পরিমার্জ্জিত কি করে হয়? চৈতন্যদেবের ভাগবতের আহৃত-তত্ত্ব থেকে একটী শ্লোক এই রকম দেখতে পাই,—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥"

তিনি উপদেশক স্বগদ্‌গুরুসূত্রে মলিনহৃদয় আমাদের মঙ্গলের জন্য বলেছেন,—শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন। কীর্ত্তন অর্থে—যাঁর বর্ণনে জীবের বৈকুণ্ঠবস্তুর শ্রবণাধিকার হয়। যদি বৈকুণ্ঠবস্তু কীর্ত্তিত হন, তবেই শ্রবণ করতে পারি। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা এমনই

সেবাবিমুখবুদ্ধিতে বাস করি যে, আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি না হলে কীর্ত্তন শুনতে প্রস্তুত নই। এজন্য তৌর্য্যত্রিকগণের মঙ্গলার্থ কৃষ্ণকথা কর্ণরসায়ন হবে বলে গীতিমুখে কীর্ত্তনের ব্যবস্থা। যারা গীতি ব্যতীত সাধারণ সাহিত্য শুনতে বিমুখ, তাদের জন্য বিভিন্ন Decoration দিয়ে (যেমন চিনির দ্বারা তিক্ত বস্তুকে আবৃত করে দেওয়া হয়, সেইভাবে) হরিকথা কীর্ত্তন করি। যদি তারা আগে থাকতেই ঠিক করে রাখে—কৃষ্ণকথা শুনবো না, শুনলে আমাদের ভোগবুদ্ধি হ্রসিত হবে, হরিকথা বাদে আর যা কিছু শুনতে উৎকর্ণ আছি, প্রভুসজ্জায় সজ্জিত হয়ে লোকের নিকট ভোগের দাবী করার কথা শুনতে প্রস্তুত আছি, তাদের মঙ্গলার্থই হরিকীর্ত্তন। যেমন গরু খড় না খেতে চাইলে খইলে নুন মেখে দেওয়া হয়, সেরূপ হরিকথা সহ কিছু রোচমানা প্রবৃত্তির ভাব সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। তাহলে গান-শোনা-প্রবৃত্তি থেকে কিছু রাইকানুর গান শুনতে পারি। শ্রবণকে আকর্ষণ করবার জন্য কীর্ত্তন।

কেউ কেউ বলতে পারেন, কৃষ্ণ একটী দুর্নৈতিক, ঐতিহাসিক নায়ক, তাঁর কথা শুনে কি হবে, তা ছেড়ে নেপোলিয়ানের বীরত্বের কথা শুনবো। সেরূপ বিভিন্ন ধর্ম্মে অবস্থিত থাকলে যাবতীয় মলিনতা দূর করবার জন্য কৃষ্ণকীর্ত্তন আবশ্যক হয়। যেমন গানে হরিণের ও সাপের চিত্তবৃত্তি স্তব্ধ হয়, সেইপ্রকার গীত-যোগে হরিকথা কীর্ত্তিত হলে কাব্য-রসামোদিগণেরও চিত্ত হরিকীর্ত্তনে আকৃষ্ট হয়।

সম্যক্ কীর্ত্তন বললে নীরস, বিরস, রসরহিত পথের পথিক যারা, তাদের বিচার-প্রণালীকে বাদ দেওয়া। এমন কি, বেদের শিরোভাগ উপনিষদে যে বিরাগ-কথা আছে, বিরাগ উপস্থিত হলেই প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করবে (যদহরেব বিরজ্যেত, তদহরেব প্রব্রজেৎ), তারও মূল্য সঙ্কীর্ত্তনের নিকট তুচ্ছ। জড়ের সীমাবিশিষ্ট কথা আমাদের আদরের বিষয়। তদ্‌বিপরীত ভাবটি বিরাগ, উহা বিলাসরহিত। জড়েন্দ্রিয়-বিলাসের স্তব্ধতাই বিরাগ। আমাদের আনন্দবর্দ্ধন হবে জেনে আমরা বিলাসে ধাবমান হই, কিন্তু বিলাসের পরবর্ত্তি-ফল ক্লেশের ভূমিকা বলে যখন আমরা বুঝতে পারি, তখন বিলাসকে স্তব্ধ বা সংযত করে থাকি, উহাই বিরাগ।

শ্রেয়ের বিচার করলে জড়বিলাস—প্রেয়ের প্রতি আমাদের যে রোচমানা প্রবৃত্তি, তা হতে নিবৃত্ত হতে হয় কিন্তু মৎস্যধর্ম্মের বশীভূত

হয়ে ভোগরূপ টোপ খেলে আনন্দ হবে মনে করে বঁড়শিবিদ্ধ হয়ে যাই। ইন্দ্রিয়ের বিলাস করতে যেয়ে এই অসুবিধা পেলে তখন বিরাগ-শাস্ত্র আলোচনা করি—উপনিষৎ, দর্শনশাস্ত্রাদির আলোচনা করে মুক্তিলাভের বিচার-বিশিষ্ট হই—আপাত-প্রেয়ঃ কাব্যরসামোদ হতে বিরত হয়ে একটা অবস্থা পাব মনে করি। উপনিষদ্ পাঠ করলে জড়বিলাস ত্যাগ করে জড়বিরাগের উৎকর্ষ ধর্ম্মে চিত্তবৃত্তি ধাবিত হয়। তখন মনে করি—ত্যাগটা বড় জিনিষ, ভোগ ক্লেশপ্রদ, ত্যাগই দরকার, সেইটিই আমাদের বেশী উপযোগী। কিন্তু পরক্ষণেই দেখি, ত্যাগের বাসনা বেশী হলে আত্মহত্যা হয়ে যায়। তাই ভাগবত বলেন—

"ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ"

উহা অত্যন্ত বিলাস বা বিরাগ নয়। অতি আসক্তি বা অতি বৈরাগ্য অপ্রয়োজনীয়। আবার বিরাগ অপ্রয়োজনীয় বলে কি আসক্ত হয়ে যাব? এর একটি সুষ্ঠু বিচার বলেছেন—কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি করতে হবে; সেই ভক্তির প্রথম সোপান—নাম-সঙ্কীর্ত্তন। 'কাঁহার কীর্ত্তন' বলতে গিয়ে শ্রীচৈতন্যদেব বললেন,—শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন। সকলে মিলে যে কীর্ত্তন, উহাই সঙ্কীর্ত্তন—'বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্।' কেউ যদি বলে, নির্জ্জনে বসে ধ্যান করবো, কিন্তু তাতে বহু বিরুদ্ধধর্ম্ম বর্ত্তমান। গমনের ভিন্ন ভিন্ন সরণি আছে, কোনটী গ্রহণ করব জানি না। যখন আমরা ধ্যান করবার জন্য কপাট বন্ধ করে বসি, তখন অন্যান্য প্রবৃত্তিসকল আমাদিগকে টেনে নেয়—পূর্ব্বসঞ্চিত অবিচারের কথা প্রবলতা লাভ করে আমাদের সর্ব্বনাশ করে। যেমন এই স্থানটী (শ্রবণসদনের প্রতি লক্ষ্য করে) 'সদন' শব্দবাচ্য, ইহা একটি গিরি-গহ্বর বা ভোগের আগার নয়। এখানে আমরা বহু লোক একত্র হয়ে কীর্ত্তন করতে পারি। বহু লোকের বিভিন্ন চিত্তবৃত্তি, তাতে যে অভাব আছে, সেটা পূর্ণ হতে পারে—সঙ্কীর্ত্তনে। যখন সকলে এক তাৎপর্য্যপর হয়ে প্রপূজ্য বস্তুর কীর্ত্তন-মুখে শব্দ উচ্চারণ করি, তখন প্রত্যেকেরই হৃদ্‌গতভাব এই যে, কাকে ডাকছি, কিজন্য ডাকছি এবং এর ফল কি? ধ্যানাদিতে পরের সাহায্য পাই না। বধির না হলে—হরিকথা শুনবার কাণ থাকলে আমরা জানতে পারি—সম্যক্ কীর্ত্তন দরকার। উহা বৈকুণ্ঠ-কথা, গ্রাম্যকথা আলোচনা নহে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম বৃষ্টি—পঞ্চম-ধারা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৩৬ পৃষ্ঠার পর)

অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব

কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি, কৃষ্ণরস, জীবস্বরূপ, বদ্ধজীব ও মুক্তজীব এই ছয়টি প্রমেয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধারাতে বিচারিত হইয়াছে। এই ধারায় অচিন্ত্যভেদাভেদসম্বন্ধ-তত্ত্ব সংক্ষেপে বিচারিত হইতেছে। এতৎসম্বন্ধে প্রভুর উপদেশগুলি অগ্রেই অবতারিত করিব। সন্ন্যাসীশিক্ষায় প্রভু বলিয়াছেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি সপ্তম পরিচ্ছেদ,—

"ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণামবাদ (১)।
ব্যাস ভ্রান্ত বলি তার উঠাইল বিবাদ॥
পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা যে করি॥
বস্তুতঃ পরিণামবাদ সেই সে প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান॥
অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম (২)॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অধিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি॥
নানারত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিও মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে॥
স্বরূপ-ঐশ্বর্যে তাঁর নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের হয় ভগবান্ সে সম্বন্ধ॥

---

(১) যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাদ্ধূমাদ্বাপি স্বসম্ভবাৎ।
অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্যথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ॥ (ভাঃ ৩।২৮।৪০)

(২) কালাদ্গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ।
কর্ম্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভূৎ॥
মহতস্তু বিকুর্ব্বাণাদ্রজঃ সত্ত্বোপবৃংহিতাৎ।
তমঃপ্রধানস্তদভবদ্দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ॥ (ভাঃ ২।৫।২২-২৩)

তাঁরে নির্ব্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতাতে হানি॥"

পুনরায় সার্ব্বভৌমশিক্ষায় প্রভু বলিয়াছেন ;—

"উপনিষৎ শব্দে যেই মুখ্য অর্থ হয়।
সেই অর্থ মুখ্য ব্যাসসূত্রে সব কয়॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
অভিধা-বৃত্তি ছাড়ি কর শব্দের লক্ষণা॥"

সন্ন্যাসীশিক্ষায় আরও বলিয়াছেন ;—

"প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বর-স্বরূপ প্রণব সর্ব্ববিশ্বধাম॥
সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ।
তত্ত্বমসি বাক্য হয় বেদের একদেশ॥
প্রণব মহাবাক্য তাই করি আচ্ছাদন। (১)
মহাবাক্যে করি তত্ত্বমসির স্থাপন॥
প্রভু কহে বেদান্তসূত্র ঈশ্বরবচন।
ব্যাসরূপে কৈল তাহা শ্রীনারায়ণ॥
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥
উপনিষৎ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্যবৃত্ত্যে সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব॥
গৌণবৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য।
তাহার শ্রবণে নাশ হয় সর্ব্বকার্য্য॥
তাঁহার নাহিক দোষ, ঈশ্বর আজ্ঞা পাঞা। (২)
গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া॥

---

(১) "ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।" (গীতা ১৭।২৩)

(২) স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় তেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥
(পদ্ম, উ, সহস্রনামকথনে শিবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্)

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥ (তত্রৈব)

ব্রহ্ম-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্।
ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান॥
তাঁহার বিভূতি দেহ-সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে নিরাকার॥
চিদানন্দ তিহোঁ তাঁর স্থান-পরিবার।
তাঁরে কহে প্রাকৃতসত্ত্বের বিকার॥
তাঁর দোষ নাহি তিহোঁ আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে তার হয় সর্ব্বনাশ॥

প্রণবই মহাবাক্য

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের এই মহাবাক্যগুলির ফলিতার্থ এই যে, প্রণব অর্থাৎ ওঁকারই কৃষ্ণের গূঢ়নাম, বেদের আদি বীজ এবং সর্ব্ব বেদময় শব্দব্রহ্ম। প্র—নু (স্তুতিকরা) + অন্ এই প্রকারে প্রণব সাধিত হইয়াছে। স্তবনীয় পরব্রহ্মের শাব্দিক অবতারই ওঁকার। ওঁকার হইতে সমস্ত বেদ উদিত হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রণবই বেদবীজ মহাবাক্য এবং বেদের তদ্ব্যতীত সমস্তই প্রাদেশিক বাক্য-বিশেষ। মায়াবাদরচয়িতা শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্বামী প্রণবের মহাবাক্যতাকে আচ্ছাদিত করিয়া (১) অহং ব্রহ্মাস্মি (আমিই ব্রহ্ম), (২) প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম (প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম), (৩) তত্ত্বমসি (তুমিই তিনি), (৪) একমেবাদ্বিতীয়ং (এক বই দুই নাই) এই চারিটী প্রাদেশিক বেদবাক্যকে মহাবাক্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বেদবীজ প্রণব শুদ্ধভক্তিপ্রচারক বলিয়া ঐ মতের আচ্ছাদন করার প্রয়োজন হওয়ায় অন্য কএকটি বাক্যকে মহাবাক্য বলিয়া কেবলাদ্বৈতাবাদ প্রচার করিয়াছেন।

নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষবাদ

মায়াবদ্ধ জীবের মায়ানির্ম্মিত সত্তা ব্রহ্মের ঈশ্বরতা মায়ার আশ্রয় মাত্র, ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা মায়াবিচ্ছেদেই জীবের মুক্তি, এই সকল কথা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে পরব্রহ্মের সহিত জীবের যে শুদ্ধ সম্বন্ধ, তাহা লুক্কায়িত করা হইয়াছে। বেদের সর্ব্বাঙ্গ বিচার ইহাতে নাই। এই জন্যই শ্রীমধ্বাচার্য্য স্বামী কোন কোন শ্রুতিবাক্য অবলম্বনপূর্ব্বক

দ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতেও বেদের সর্ব্বাঙ্গ বিচার নাথাকায় সম্বন্ধতত্ত্ব প্রস্ফুটিত হইল না। শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যও বিশিষ্টাদ্বৈতাবাদে সম্বন্ধজ্ঞানের প্রফুল্লতা প্রদর্শন করেন নাই। দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শ্রীমন্নিম্বাদিত্য স্বামীও সেইরূপ কতকটা অসম্পূর্ণতা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমদ্বিষ্ণুস্বামীও তদীয় প্রকাশিত শুদ্ধাদ্বৈত-মতে একটু অস্পষ্টতা রাখিয়া গেলেন।

অচিন্ত্যভেদাভেদ বা শক্তিপরিণামই ব্রহ্মসূত্রের মত

মহাপ্রভু প্রেমধর্ম্মের নিত্যতা স্থাপন উদ্দেশে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ দ্বারা সম্বন্ধজ্ঞানের সম্পূর্ণ শুদ্ধতা শিক্ষা দিয়া জগৎকে বিতর্করূপ অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। মহাপ্রভু বলেন,—একমাত্র প্রণবই মহাবাক্য; তাহাতে যে অর্থ, তাহা উপনিষৎগুলিতে জাজ্বল্যমান আছে। উপনিষৎ যাহা শিক্ষা দেন, তাহা ব্যাসসূত্রে সম্পূর্ণ অনুমোদিত। ব্যাসসূত্রের ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত। ব্যাসসূত্রের প্রথমেই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রে পরিণামবাদই সত্য বলিয়া শিক্ষা দেওয়া গিয়াছে। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—এই বেদমন্ত্রে তাহাই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ভাগবতেও সেই অর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে। "পরিণামবাদে ব্রহ্ম বিকারী হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কা করিয়া শঙ্করস্বামী বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করেন। বস্তুতঃ ব্রহ্ম-বিবর্ত্তই সকল দোষের মূল। পরিণামবাদই সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত বিশুদ্ধ সত্যতত্ত্ব। পরমেশ্বরের শক্তির নিত্যতা না মানিলে পরিণামবাদে পরমেশ্বরের বিবর্ত্ত-বিকারাদি মহাদোষ হয়। কিন্তু পরব্রহ্মের নিত্যস্বাভাবিকী পরাশক্তি মানিলে আর সে-সব দোষ থাকে না। শক্তির যে বিচিত্র বিকার, তাহা হইতেই বিশ্ব হইয়াছে, ইহাই সত্য। ব্রহ্ম বিকারী নন। ব্রহ্মশক্তির বিকারের ফল এই জড়জগৎ ও জৈবজগৎ। প্রভু যে মণি হইতে স্বর্ণ-প্রসব হইয়াও মণি অবিকৃত থাকে, এই উদাহরণ দিয়াছেন; ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, কৃষ্ণশক্তিই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছে, অথচ কৃষ্ণ তাহাতে বিকারী হন না। সমস্তই শক্তিপরিণাম। চিচ্ছক্তির পূর্ণ পরিণামে বৈকুণ্ঠাদি ধাম, নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও অণুপরিমাণে চিৎকণ জীবসমূহ। মায়াশক্তির পরিণামে সমস্ত জড়জগৎ ও জীবের লিঙ্গ ও স্থূল দেহ। জড়জগৎ বলিলে চতুর্দ্দশ ভুবনকেই

বুঝিতে হইবে। বেদান্তসূত্রে ও উপনিষদে এই পরিণামবাদে সর্বত্র পাওয়া যায়। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, তেজ, বায়ু, সলিল ও পৃথ্বী—এই সকলের ক্রমপরিণাম-বিকাশই পরিণামবাদ। কেবল-অদ্বৈতবাদের পেষণ করিতে করিতে চরমে কিছুই হয় নাই কেবল অবিদ্যাকল্পিত জীব ও জগৎ এরূপ প্রতীতি হইতে থাকে (১)। শুদ্ধপরিণামবাদে কৃষ্ণেচ্ছায় জৈবজগৎ ও জড়জগৎ হইয়াছে সত্য। কিন্তু সৃষ্টি কল্পিত নয়। তবে কৃষ্ণেচ্ছায় ইহা আবার লয় হইতে পারে বলিয়া জগৎকে নশ্বর বলা যায়। চিন্ময়স্বরূপ পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়া জগতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়াও স্বয়ং স্বতন্ত্র পূর্ণশক্তি-পরিসেবিত স্বেচ্ছাময় কৃষ্ণরূপে নিত্য পৃথক্ বিরাজ করেন (২)। যাঁহারা এই অপূর্ব্ব তত্ত্বকে জানিতে পারেন, তাঁহারাই কৃষ্ণের অপার ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে সমর্থ। ইহাই কৃষ্ণ ও জীবের প্রকৃত সম্বন্ধ। নশ্বর জগতের সহিত জীবের অনিত্য পান্থ-সম্বন্ধমাত্র। যুক্তবৈরাগ্যই জীবের ও জড়ের পরস্পর সম্বন্ধজনিত সদ্ব্যবহারকার্য্য। এই প্রকার নিত্যান্বিত-সম্বন্ধবুদ্ধি যে পর্য্যন্ত না জন্মে, সে-পর্য্যন্ত বদ্ধজীবের উচিত ক্রিয়ার উদয় হয় না।

অচিন্ত্যভাব তর্কাতীত

এই সিদ্ধান্তমতে কৃষ্ণের সহিত জীবের ভেদ ও অভেদ এবং কৃষ্ণের সহিত জগতের ভেদ ও অভেদ যুগপৎ সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সসীম মানবযুক্তিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না বলিয়া, এই নিত্য ভেদাভেদতত্ত্বকে "অচিন্ত্য" বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। অচিন্ত্য হইলেও যুক্তি বা তর্ক ইহাতে অসন্তোষক নয়। অবিচিন্ত্যশক্তি ভগবানের পক্ষে, ইহা যুক্তিযুক্তই বটে। সেই শক্তিতে যাহা যাহা স্থাপিত

---

(১) শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো,
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ (১১।১৪।৪)

(২) যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥ (ভাঃ ২।৯।৩৪)

হইয়াছে, তাহা আমাদের পক্ষে কৃপালব্ধ তত্ত্ব (১)। অচিন্ত্যভাবে তর্ক যোজনা করিবে না, ইহা প্রাচীন পণ্ডিতগণ উপদেশ দিয়াছেন; যেহেতু অচিন্ত্য-বিষয়ে তর্ক কখনই প্রমাণরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে না (২)। একথা যাঁহাদের মনে থাকে না, তাঁহাদের দুর্দ্দশার আর ইয়ত্তা নাই। (ক্রমশঃ)

---

(১) যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ (ভাঃ ২।৯।৩১)

(২) অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥
"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" ইত্যাদি-বেদবাক্যানি।
—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

গীতার বাণী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৪৪ পৃষ্ঠার পর)

নবম অধ্যায়

পূর্ব্ব অধ্যায়ের ভক্তি ও অষ্টাঙ্গযোগ উভয়ের মধ্যে অনন্যচেতা ভগবৎ-স্মরণকারী ভক্তের ভগবৎপ্রাপ্তি সুলভ, একথা বর্ণন করিয়া সম্প্রতি নবম অধ্যায়ে নিজভক্তি-উদ্দীপ্তিকর পারমৈশ্বর্য্য এবং ভগবদ্-ভক্তের মহোৎকর্ষ বর্ণন করিতেছেন। **এই অধ্যায়ের কথাগুলি গুহ্যতম কথা।** কেবল ভক্তিলক্ষণ জ্ঞান ও বিজ্ঞান সমন্বিত কথাসকল পরম গোপনীয় কথা। ভগবন্মূর্ত্তি অস্বীকারকারী নিরাকার-বাদী ব্যক্তিগণ অসূয়াযুক্ত; এজন্য ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তি,—

কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশানন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড ॥

কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ নির্ম্মৎসর বলিয়া তাঁহারাই এই গুহ্যতম তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের অধিকারী। ইহা লাভ করিলে সংসার-বন্ধনাদি দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এই বিদ্যা যাবতীয় বিদ্যার শ্রেষ্ঠ এবং গোপ্য বিষয়সকলের মধ্যেও অতি রহস্যযুক্ত। এই জ্ঞান বহুজন্মার্জিত পাপাদি

সমূলে নষ্ট করিয়া মানবকে পবিত্র করিয়া দেয়। পাপের কারণ-রূপ অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়। আর এই জ্ঞানের বাক্যে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি জন্মমরণরূপ অশেষ দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া অধোগতি লাভ করিতে পারে।

জ্ঞানের স্তুতি করিয়া এক্ষণে সেই জ্ঞানের কথা বলিতেছেন,—

৭ম অধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন,—তিনি সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় স্থান। এক্ষণে বলিতেছেন যে, স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত জগৎ তাঁহাতেই অবস্থিত। কিন্তু কার্য্যভূত ঘটাদিতে কারণভূত মৃত্তিকার অবস্থানের ন্যায় তিনি কখনও ভূতসমূহে অবস্থিত নহেন। তাঁহার অব্যক্ত মূর্ত্তি-দ্বারা জগৎ ধৃত ও নিয়মিত রহিয়াছে অর্থাৎ প্রাকৃত জগতে যেমন আধার-আধেয় সম্বন্ধে বস্তুসকল ধৃত হয় তদ্রূপ নহে; তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রেই সমস্ত ক্রিয়া হইয়া থাকে। অসঙ্গ অদ্বিতীয় স্বরূপ ভগবান্ কখনই ভূতসমূহকে প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় ধারণ করেন না এতৎ প্রসঙ্গে এই তৈত্তিরীয় উপনিষদ্বাক্য আলোচনা করিলে বিষয়টী ভালরূপে বুঝা যাইবে—ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ অর্থাৎ পরব্রহ্মের ভয়ে বা শাসনে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্য উদিত হইতেছে এবং অগ্নি, চন্দ্র ও পঞ্চম বস্তু মৃত্যুও ধাবিত হইতেছে। তাৎপর্য্য এই যে, জগতের পালনাদি কার্য্যের জন্য শ্রীভগবান্ বিষ্ণু বিভিন্ন আধিকারিক দেবতাগণকে নিযুক্ত রাখিয়াছেন এবং তাঁহার নিয়মন প্রভাবে সকলে যথাযোগ্য কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। আকাশে অবস্থিত বায়ু যেরূপ সর্ব্বত্র গমনাগমন করিয়াও কোন বস্তুতে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তিনিও নির্লিপ্তভাবে সর্ব্বগত। আকাশে বায়ুর অবস্থানের ন্যায় সর্ব্বভূত তাঁহাতে অবস্থিত। তাঁহারই সঙ্কল্পপ্রভাবে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার অবসান সময়ে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রাণী-সকল প্রকৃতিতে গমন করে। আবার সৃষ্টির আদিতে ভূতসমূহকে তিনি পুনরায় সৃষ্টি করেন। তিনি নিজে অসঙ্গ ও নির্ব্বিকার হইয়াও নিজ প্রকৃতিদ্বারে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন বলিয়া সেই সকল কর্ম্মের বন্ধন তাঁহার নাই; তিনি উদাসীনবৎ থাকিয়া অনাসক্তভাবে তত্তৎকার্য্য করিয়া থাকেন। এজন্য শ্রীমদ্ বেদান্ত-সূত্রকার "বৈষম্যনৈঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ" (২।১।৩৪) সূত্রে তাঁহার বৈষম্য ও নির্দ্দয়ত্ব দোষের অভাব কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার অধ্যক্ষতাক্রমে প্রকৃতি চরাচর

জগৎ প্রসব করেন। তিনি প্রকৃতিতে ঈক্ষণ করিলে প্রকৃতি সৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতির স্বতঃ কর্ত্তৃত্ব নাই। রাজা রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই নিজ অমাত্যাদিদ্বারা সকল কার্য্য সম্পাদন করাইয়া থাকেন। রাজার অবর্ত্তমানে তাঁহার পারিষদবর্গ তাহাতে অক্ষম। তদ্রূপ ভগবানের অধিষ্ঠান ও ইঙ্গিতেই প্রকৃতি কার্য্যকারিণী হইয়া থাকেন।

তাঁহার ভূতমহেশ্বর পরম ভাব বুঝিতে অসমর্থ হইয়া মূঢ় ব্যক্তিগণ তাঁহাকে 'মানুষ' বলিয়া অবজ্ঞা করে অর্থাৎ ঈশ্বর নিরাকার, কিন্তু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে সত্ত্বগুণযুক্ত পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করেন। তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। সপ্তম অধ্যায়ে এই প্রকৃতির ব্যক্তিগণকে নরাধম সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হইয়াছে। ভগবানের সচ্চিদানন্দত্ব বোধ না থাকিলে স্মৃতিতে তাহার নিন্দা শুনা যায়,—

যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
স সর্ব্বস্মাদ্‌বহিষ্কার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্তবিধানতঃ।
মুখং তস্যাবলোক্যাপি সচেলং স্নানমাচরেৎ।

অর্থাৎ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের দেহকে যে ব্যক্তি ভৌতিক (পাঞ্চভৌতিক) মনে করে তাহাকে শ্রুতিস্মৃতিবিধানক্রমে সমস্তকার্য্য হইতে বহিষ্কৃত করা কর্ত্তব্য। তাহার মুখদর্শন করিলে সবস্ত্রে স্নান করা কর্ত্তব্য। তাদৃশ ব্যক্তিগণের অনুষ্ঠিত যাবতীয় কর্ম্ম বৃথা হইয়া যায়। যাগযজ্ঞ, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, শাস্ত্রচর্চ্চা ও সদুপদেশ সকল ব্যর্থ হয়। তাহারা কোনবস্তু প্রাপ্তির আশায় কোন কর্ম্ম করিলে তাহা নিষ্ফল হয়, তাহারা শুভকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিলে তাহাও বিফল হয়; তাহারা বেদান্তাদি শাস্ত্রানুশীলন করিলেও জ্ঞানপ্রাপ্তির অভাবে অজ্ঞানে আবদ্ধ হয় এবং তাহাদের বিবেকবুদ্ধি লোপ হয়। তাহারা আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতি বলিয়াই পরমেশ্বরত্ব বোধ তাহাদের নাই। কিন্তু মহাত্মাগণ ভগবানে ভক্তিযুক্ত হইয়া তাঁহার দেবীপ্রকৃতির আশ্রয়ে ভগবৎসেবা-পরায়ণ। তাঁহারা ভগবানের সেবায় দৃঢ়ব্রত হইয়া তাঁহার কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ সকলের অনুষ্ঠানে সতত নিযুক্ত থাকেন—দেশকালাদির নিয়মের অপেক্ষা না করিয়া নিরন্তর ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্ত্তন করেন—তাঁহারা শ্রীবিগ্রহসমীপে দণ্ডবৎ-পতিত হইয়া প্রণাম করেন—পরস্পর মিলিত হইয়া ভগবত্তত্ত্ব-আলোচনায় যত্ন করেন এবং একাদশী, জন্মাষ্টমী

প্রভৃতি ব্রত সকলে অস্খলিতসঙ্কল্প সহকারে উপবাসাদিদ্বারা পালন করেন। তাঁহারা ভগবানের নিত্যসংযোগে সর্ব্বদা প্রযত্নশীল।

পূর্ব্বোক্ত মহাত্মগণ ব্যতীত জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা বহুপ্রকার ভগবদুপাসক দৃষ্ট হয়। তাহারা অহংগ্রহোপাসক, প্রতিকোপাসক ও বিশ্বরূপোপাসক নামে কথিত। আমি 'গোপাল দাস' না হইয়া আমিই 'গোপাল' অভিমান—অহংগ্রহোপাসনার অন্তর্গত; তিনি সূর্য্য বা তিনিই গণেশ—ইত্যাদি ধারণায় তাঁহার বিভূতিসকলের ভেদবিচারে উপাসনা প্রতীকোপাসনা, আর তিনিই সব ইত্যাদি ধারণায় তাঁহার বিভূতিসকলের উপাসনা বিশ্বরূপ উপাসনা। ভগবদ্ভক্তিরহিত হইলে তাদৃশ উপাসনাও মন্দরূপে পরিগণিত।

তাঁহার বিশ্বরূপ উপাসনা কিরূপ, তাহাই বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন,—তিনিই শ্রৌত ও স্মার্ত্ত যজ্ঞ, তিনিই শ্রাদ্ধীয় অন্ন, তিনিই ঔষধ, তিনিই মন্ত্র, ঘৃত, অগ্নি এবং হোম। তিনিই বিশ্বের জনক, জননী, বিধাতা, পিতামহ; তিনিই জ্ঞাতব্য বস্তু, তিনিই পবিত্র ওঁকার, তিনিই বেদ। তিনিই জগতের গতি, পোষক, স্বামী, দ্রষ্টা, ভোগস্থান, রক্ষক, হিতকর্ত্তা, স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, আধার, প্রলয়স্থান, কারণস্বরূপ ও অবিনাশী। তিনিই সূর্য্যরূপে উত্তাপ প্রদান করেন, ইন্দ্ররূপে বারি বর্ষণ করেন, তিনিই জীবন ও মৃত্যু, তিনিই স্থূল ও সূক্ষ্ম বা কার্য্য ও করাণ।

ত্রিবেদসম্মত কর্ম্মপরায়ণগণ যজ্ঞদ্বারা তাঁহারই উপাসনা করিয়া স্বর্গে গমনপূর্ব্বক দিব্যভোগসকল উপভোগ করিয়া ভোগান্তে পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্ত্য-ধামে আগমন করে এবং কর্ম্মমার্গের অনুসরণে বারবার যাতায়াত করে। কিন্তু যাঁহারা অন্য দেব বা অন্যবস্তুর চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানেরই চিন্তাপরায়ণ হইয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই উপাসনা করেন, তাঁহাদের জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্যও কোন চিন্তার প্রয়োজন থাকে না। ভগবান্ স্বয়ং তাদৃশ ভক্তের যোগক্ষেম বহন করেন অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ ভগবানের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। কিন্তু যাহারা ইন্দ্রাদিদেবতার ভক্ত, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবদিতর কোন এক দেবতার উপাসনা করেন, তাঁহাদের উপাসনা অবিধিপূর্ব্বক হয়। শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত শ্রুতিস্মৃতিবিহিত যজ্ঞাদির ভোক্তা ও ফলদাতা; অন্যদেবযাজকগণ এই তত্ত্ব অবগত না হওয়ায় স্থানচ্যুত

হইয়া পুনরাবর্ত্তন লাভ করেন। **ইন্দ্রাদিদেবতাকে ঈশ্বরবুদ্ধি করিয়া উপাসনাকারী তত্তৎ দেবলোক প্রাপ্ত হন; পিতৃগণের উপাসকগণ পিতৃলোকে গমন করেন, ভূতপূজকগণ পুনরায় ভূত অর্থাৎ পার্থিব বস্তু হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং সাক্ষাৎ ভগবদুপাসকগণই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন;** ভক্তগণ ভক্তিসহকারে পত্র, পুষ্প, ফল বা জলাদি যাহাই অর্পণ করুন, ক্ষুধাতৃষ্ণাদি-রহিততনু শ্রীভগবান্ তাদৃশ ভক্তের শ্রদ্ধায় অর্পিত দ্রব্যসকল ভোজন করিয়া থাকেন। অতএব যাহা করা যায়, ভোজন করা যায়, হোম করা হয় বা যাহা দান করা হয় সে-সমস্তই ভগবানকে অর্পণ করা কর্ত্তব্য। এইরূপে কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিলে শুভাশুভ কর্ম্মফলহেতু কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং ভগবানে কর্ম্মসন্ন্যাস করিলে ভগবানকেই প্রাপ্ত হয়। তিনি সর্ব্বভূতে সম, তাঁহার দ্বেষের বা প্রীতির বিষয় না থাকিলেও ভক্তিপূর্ব্বক ভজনকারীর প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব আছে। শুকদেব গোস্বামীও কীর্ত্তন করিয়াছেন,—"ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্"। আবার তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে, ভগবানের স্বভাব কল্পতরুর ন্যায়। কল্পতরুর নিকট প্রার্থনা পূরণ করে, নচেৎ করে না। ভগবানও তদ্রূপ। কল্পবৃক্ষের দৃষ্টান্ত এখানে সম্পূর্ণ প্রযুক্ত হয় না, কারণ ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ কল্পবৃক্ষের নিকট গমন করে। কল্পবৃক্ষ নিজ আশ্রিতকে আশ্রয় দান করিয়া আশ্রিতের শত্রুগণকে সংহার করে না। কিন্তু ভগবান্ আশ্রিত-গণের প্রতি নিরতিশয় আসক্ত হইয়া ভক্তবৈরীকে স্বহস্তে নিধন করেন। ইহাই ভক্তবাৎসল্যজনিত পক্ষপাতিত্ব, ইহাই দূষণস্বরূপ না না হইয়া ভগবানের ভূষণস্বরূপ।

শুদ্ধভক্তের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক প্রীতি ও আসক্তির কথা কীর্ত্তন করিয়া জুগুপ্সিতকর্ম্মা ভক্তের প্রতিও অবজ্ঞা প্রদর্শন না করিয়া তাহার উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকেন। যদি কোন নিন্দিতকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি অন্য দেবতার ভজন না করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিদ্বারা ভগবানেরই ভজন করেন তবে তাহাকে সাধু বলিয়া মানিতে হইবে। নৃসিংহপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা ভৃশ মলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ।
ন হি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিৎ তিমির পরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ॥

অর্থাৎ সাতিশয় মলিন হইলেও মনুষ্য যদি শ্রীহরির প্রতি অনন্য-চেতা হয় তাহা হইলে পরম শোভার সহিত বিরাজিত থাকেন; কারণ শশলাঞ্ছন হেতু চন্দ্র কখনই তিমির-পরাভবতা প্রাপ্ত হন না। অর্থাৎ শশককে অঙ্কে ধারণ করেন বলিয়া অন্ধকার নাশের যোগ্যতা আসে না।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিতেছেন,—স্বভক্তের উপর আমার স্বাভাবিক আসক্তি আছে। সে ব্যক্তি দুরাচার হইলেও তাহার প্রতি আমার যে আসক্তি অপগত হয় না এবং আমি তাহার উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকি। যদি সে ব্যক্তি হঠাৎ পরদারাসক্ত, পরহিংসাপরায়ণ, পরদ্রব্যাপহরণতৎপর হইয়া ঘোর দুষ্কৃতিশালী হয়, অথচ মদ্ব্যতীত অন্য-দেবতার ভজন করে না, মৎকামনা ব্যতীত রাজ্য-সুখাদি কামনা না করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও সাধু। এস্থলে 'মন্তব্য' বাক্য-দ্বারা বিধিসূচিত হইতেছে। এতাদৃশ দৈবাদ্ দুরাচারগ্রস্থ ব্যক্তিকেও সাধুজ্ঞান না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। এ বিষয়ে আমার আজ্ঞাই প্রমাণ। যদি বলা যায় তোমার ভজন করে এজন্য সে ব্যক্তি অংশতঃ সাধু, কিন্তু পরদার-পরায়ণতা প্রভৃতি কারণে অংশতঃ অসাধু। তদুত্তরে বলিতেছেন যে, তাহাকে সর্ব্বতোভাবে সাধু জ্ঞান করিতে হইবে। তাহার অসাধুত্ব কখনই দ্রষ্টব্য নহে। কেন না সে লোকশোভন অধ্যবসায়ে কৃতবান্। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তাদৃশ অধর্ম্মাচারী ব্যক্তির সেবা-ভজন তুমি কিরূপে গ্রহণ কর? কামক্রোধাদির দ্বারা বিমলিনচিত্ত ব্যক্তির নিবেদিত অন্নপানাদি তুমি কিভাবে ভোজন কর? উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন যে, **সে ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয়** এবং নিত্যশান্তি প্রাপ্ত হয়। ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়ার প্রয়োগ না করিয়া বর্ত্তমানকালের প্রয়োগ হইয়াছে; এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, **অধর্ম্ম অনুষ্ঠানের পরই আমার ভজনমার্গের অনুসরণ করিয়া অনুতাপ-প্রভাবে আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে**। বারংবার আপনাকে মনুষ্যসমাজের কলঙ্ক ও নিরতিশয় অধম জ্ঞান করিয়া সে পুনঃ পুনঃ

নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়। অথবা কিয়ৎকাল পরেই সে **ধর্ম্মাত্মত্ব লাভ করিবে।** তখনও তাহা সূক্ষ্মরূপে তাহাতে বর্ত্তমান আছে, এই বিবেচনায় বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ সুসঙ্গত হইয়াছে। যেমন মহৌষধ সেবন করিলে জরদাহ বা বিষদাহ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে থাকিলেও কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে অপগত হয় না, অথচ দাহ খর্ব্বীকৃত হইতেছে দেখিয়া কেহ আর তাহা ধর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে না, তদ্রূপ পাপরূপ বিষাক্ত হৃদয়ে ভক্তি-মহৌষধি প্রবেশ করিলে সে পাপকে আর কেহ গণনায় আনিতে ইচ্ছা করেন না, যেহেতু তাহা শীঘ্র দূরীভূত হইবে। তখন সেই ভক্তের দুরাচারত্ব এবং কাম-ক্রোধাদির প্রবলতাহেতু দুর্ব্যবহার সকল ভগ্নদন্ত বিষধরের ন্যায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়। অতএব তাদৃশ ভক্ত দুরাচার হইলেও সর্ব্বদাই কামক্রোধাদির উপশমরূপ শান্তি নিরতিশয় ভাবে লাভ করেন। কোন কোন গৃহস্থ ভক্ত শেষকাল পর্য্যন্ত নিজ দুর্ব্বৃত্ততা বহু চেষ্টা করিয়াও ত্যাগ করিতে পারেন না, তাহার কি দশা হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন,—হে অর্জ্জুন! আমার ভক্ত বিনষ্ট হয় না। তাহার প্রাণনাশ হইলেও অধঃপাত কখনও ঘটে না। অতএব তুমি ঢক্কা-পটহাদি বাদনপূর্ব্বক প্রতিপক্ষগণের সমক্ষে বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে সগর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিতে পার যে, বাসুদেবের ভক্ত কখনই বিনষ্ট হন না, কারণ তাহার দুরাচার নষ্ট হইয়া যাইবেই।

এস্থলে নিজে প্রতিজ্ঞা না করিয়া অর্জ্জুনকে প্রতিজ্ঞা করাইবার তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নিজ-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া থাকেন; কিন্তু অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা পাষাণ-রেখাবৎ জানিতে হইবে। যাহারা পাপযোনি-সম্ভূত অর্থাৎ অন্ত্যজ, তাহারা সহজেই দুরাচার হইলেও তাহারাও ভগবৎপাদপদ্মে শরণাগত ও দীক্ষিত হইলে ভক্তিপ্রভাবে দুর্জ্জাতিত্ব দূরীভূত হইয়া যোগীদুর্ল্লভ পরমগতি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সদাচার পরায়ণ ব্রাহ্মণ বা রাজর্ষি ভক্তগণের যে ভক্তিপ্রভাবে উত্তমা গতি লাভ অবশ্যম্ভাবী তাহাতে আর বক্তব্য নাই। অতএব অনিত্য ও দুঃখজনক মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া সর্ব্বপ্রকার দুরাচার পরিত্যাগ করত শ্রীভগবানের ভজন করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

দশম অধ্যায়

সপ্তমাদি অধ্যায়ত্রয়ে সংক্ষেপে নিজ বিভূতি বর্ণন করিয়াছেন ; অধুনা তাহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণন করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, দেবগণ বা মহর্ষিগণ কেহই তাঁহার উৎপত্তি জানেন না , যেহেতু তিনিই সকলের আদি কারণ এবং সকলের উৎপত্তি তাঁহা হইতেই। কিন্তু তিনি জন্মরহিত ও অনাদি। বুদ্ধি, জ্ঞান, অব্যগ্রত্ব, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, উদ্ভব, নাশ, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, সন্তোষ, তপ, দান, যশ, অযশাদি প্রাণিগণের যাবতীয় ভাব তাঁহা হইতেই উৎপাদিত হইয়াছে। সনকাদি ঋষিগণ, ভৃগু আদি সপ্তর্ষি তাঁহার মানসভাব হইতেই উদ্ভুত। তাঁহাদিগেরই সন্তান-সন্ততি ও শিষ্য-প্রশিষ্য-ক্রমে সকল প্রাণী সঞ্জাত।

তিনিই বিধি-রুদ্রাদি সকলের উৎপত্তিস্থান, তাঁহা হইতেই,—তাঁহার নিয়মাধীনতায় সকলের সকল কার্য্যে প্রবৃত্তি ; পণ্ডিতগণ ইহা অবগত হইয়া প্রীতিসহকারে তাঁহার ভজন করিয়া থাকেন। ভগবন্নিষ্ঠ সাধকগণ ভগবত্তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভগবৎ-প্রসঙ্গ আলোচনাদ্বারা পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হন ও পরমানন্দ উপভোগ করেন। তাদৃশ পরমেশ্বরের ভজনশীল—অবিরত ভগবচ্চিন্তনরত সাধুগণকে শ্রীভগবান্ তৎপ্রাপ্তির বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা সেই বুদ্ধিসহকারে ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিলে চরমে ভগবৎ সমীপে গমন করিতে সমর্থ হন। ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক জ্ঞানালোক-দ্বারা তাঁহার ভক্তদিগের হৃদয়স্থিত মোহ বা অজ্ঞান নাশ করিয়া থাকেন। **গীতার এই ৮ম হইতে ১১শ শ্লোক পর্য্যন্ত শ্লোকচতুষ্টয় "চতুঃশ্লোকী" বলিয়া কথিত।**

ভক্তপ্রবর অর্জ্জুন ভগবানের বিভূতি, শক্তিমত্তা ও কৃপার কথা শ্রবণ করিয়া প্রেম-বিগলিত চিত্তে বিস্তৃতভাবে ভগবদ্‌বিভূতির বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলেন, যে বিভূতির দ্বারা তিনি সমস্ত জগৎকে ব্যাপিয়া আছেন। তদুত্তরে ভগবান্ বলিলেন,—চরাচর বিশ্বে যাহা কিছু গুণৈশ্বর্য্য, রূপ-লাবণ্য-সম্পৎ, শক্তিমান্ বা তেজস্বী সবই ভগবানের বিভূতিতে তত্তদ্‌গুণে মণ্ডিত হইয়া থাকে, ইহা জানাইবার জন্য তিনি সর্ব্বাগ্রে বলিতেছেন যে, তিনি সমস্ত প্রাণীর অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজিত

এবং তিনিই প্রাণীগণের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাদি করিয়া থাকেন। দ্বাদশাদিত্যের মধ্যে তিনি বিষ্ণুনামা আদিত্য, প্রকাশকগণের মধ্যে কিরণশালী সূর্য্য, ঊনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে মরীচি নামক বায়ু, নক্ষত্রগণের মধ্যে স্নিগ্ধকিরণযুক্ত চন্দ্রমা, সামবেদের সুর-তাল-মানাদি-সংযোগহেতু শ্রেষ্ঠতা বলিয়া তিনি চারিবেদের মধ্যে সামবেদ, দেবতাসকলের শ্রেষ্ঠ দেবরাজ ইন্দ্র, একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা বলিয়া মনই শ্রেষ্ঠ, এজন্য মন তাঁহার বিভূতি, প্রাণীসকলের চেতনা না থাকিলে তাহাদের অস্তিত্ব থাকে না বলিয়া তিনিই চেতনা। একাদশরুদ্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠরুদ্র শঙ্কর, যক্ষ ও রাক্ষসগণের মধ্যে তিনি কুবের, অষ্টবসুর মধ্যে তিনি অনল, পুরোহিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবপুরোহিত বৃহস্পতি, সেনাপতি-সকলের মধ্যে কার্ত্তিকেয়, জলাশয় মধ্যে সাগর, মহর্ষিদের মধ্যে ভৃগু, বাক্যসকলের মধ্যে ওঁকার, যজ্ঞসকলের মধ্যে ধ্যানযজ্ঞ, স্থাবর-সমূহের মধ্যে হিমালয়, বৃক্ষদের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধ (অণিমাদি ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত ও ধর্ম্মতত্ত্ব জ্ঞানী) গণের মধ্যে ভগবদবতার কপিলদেব, অশ্বসকলের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, গজসকলের মধ্যে ঐরাবত, নরগণের মধ্যে নরাধিপতি, অস্ত্রসকলের মধ্যে বজ্র, ধেনুগণমধ্যে কামধেনু, পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত-কাম, সর্পগণের মধ্যে বাসুকি, বহুফণাবিশিষ্ট নাগসকলের মধ্যে তিনি অনন্ত, জলচরগণের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে পিতৃলোকাধিপতি অর্য্যমা, দণ্ডধারণকারী সকলের মধ্যে যমরাজ, দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ, গণনা-কারীর মধ্যে কাল, পশুগণের মধ্যে সিংহ, পক্ষিসকলের মধ্যে গরুড়, বেগবানসকলের মধ্যে পবন, শস্ত্রধারীদিগের মধ্যে দাশরথী রাম, মৎস্য-সকলের মধ্যে মকর, স্রোতস্বিনীগণের মধ্যে জাহ্নবী, সৃষ্ট পদার্থসকলের মধ্যে তিনি আদি, মধ্য ও অন্ত অর্থাৎ তাঁহার নিয়ন্তৃত্ব না থাকিলে কোনটীই সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হয় না। বিদ্যাসমূহের মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা (যাহাদ্বারা আত্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়), তর্ক ও বিচারস্থলে মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য বাদ, জল্পনা ও বিতণ্ডা তিনটী কথার মধ্যে বাদই সত্যনির্ণয় করে বলিয়া তিনি বাদ, অক্ষরসকলের মধ্যে আদ্যক্ষর 'অ'কার, সমাসসকলের মধ্যে দ্বন্দ্বসমাস (দুই বা ততোধিক বাক্যসংযুক্ত সমাস, ইহাতে প্রত্যেকটী বাক্যেরই প্রাধান্য থাকে বলিয়া শ্রেষ্ঠ),

আয়ুষ্কালরূপে তিনি অক্ষয় কাল। তিনি কর্ম্মফলদাতা বিধাতা, সর্ব্ব-সংহারক মৃত্যু, উদ্ভূতদিগের তিনি অভ্যুদয়, নারীগণের কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা (তত্তন্নাম্নী নারীগণ ধর্ম্মনামক প্রজাপতির পত্নী-রূপে বিখ্যাতা), সামবেদের মধ্যে বৃহৎসাম (ভগবানের স্তুতিমূলক বলিয়া বৃহৎসামই শ্রেষ্ঠ), ছন্দসকলের মধ্যে বেদমাতা গায়ত্রী (গানকারীকে ত্রাণ করেন বলিয়া ইঁহার নাম গায়ত্রী এজন্যই শ্রেষ্ঠতা), দ্বাদশ মাসের অগ্রগণ্য বলিয়া তিনি অগ্রহায়ণ মাস (শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের রাস-বিলাসাদির উপযোগী কাল, নাতিশীতোষ্ণত্বহেতু এবং বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা হয় বলিয়া এই মাসের শ্রেষ্ঠত্ব) ষড়্ঋতুর মধ্যে বসন্ত (এই সময় ভগবানের দোল-লীলা হয় এবং বৃক্ষলতাদি নব নব পল্লব-কুসুমাদি-শোভিত হইয়া রমনীয় শোভা ধারণ করে)। শ্রেষ্ঠবস্তুর মধ্যে তাঁহার বিভূতির গণনা করিয়া নিকৃষ্ট দ্যূত-ক্রীড়াতেও তাঁহার বিভূতির অস্তিত্ব জানাইতেছেন। তিনি তেজস্বী সকলের তেজ, বিজয়িগণের জয়, ব্যবসায়ীদিগের উদ্যম ও সাত্ত্বিকগণের সত্ত্ব, যাদবগণের মধ্যে তিনি বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনি-সকলের মধ্যে ব্যাস এবং কবিগণের মধ্যে শুক্রাচার্য্য (কবি অর্থে সর্ব্বশাস্ত্র-জ্ঞানী), তিনি দণ্ডকর্ত্তাদের দণ্ড, জয়েচ্ছুগণের নীতি, গোপনীয় সকলের মধ্যে মৌন, জ্ঞানবান্‌গণের জ্ঞান ও চরাচর সমস্ত ভূতের বীজস্বরূপ। তাঁহার অস্তিত্ব বিনা কোন বস্তুর অবস্থান সম্ভব হয় না। তাঁহার দিব্য বিভূতিসকলের অন্ত নাই, এজন্য সংক্ষেপে বিভূতির বর্ণনা করিয়া উপসংহারে বলিতেছেন,—ঐশ্বর্য্যশালী, শ্রীমান্ ও বলশালী পদার্থমাত্রই তাঁহার শক্তি-অংশসম্ভূত। অধিক জ্ঞানের প্রয়োজন কি, তিনি একাংশে সমগ্র জগৎকে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

— মুদ্রণ-বিভ্রাট —

৩৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২৭ পৃষ্ঠায় **'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত'** শিরনাম প্রবন্ধের ২১ পংক্তিতে 'রসতত্ত্ববিচার'-এর পরে **"৪ জীবতত্ত্ব-বিচার, ৫ জীবের সংসার-বিচার,"** সংযোজন করিয়া লইতে হইবে। তৎপশ্চাৎ ৬ জীবের নিস্তার-বিচার……প্রভৃতি পাঠ প্রযোজ্য।

—প্রকাশক

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভক্ত-প্রীতি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২০৫ পৃষ্ঠার পর)

জগন্নাথ গোপীনীরে কহিলা সম্বোধি'।—
"ক্ষুধায় কাতর মোরা, দাও কিছু দধি ॥"
তবে সেই গোয়ালিনী দধি প্রদানিল।
দুই ভাই তথা দধি ভোজন করিল ॥
'মাণিক' নামেতে সেই গোপীনী ভাগ্যবতী।
যা'র কাছে প্রভুদ্বয় চেয়ে খায় দধি ॥
ভকতেই ভগবানে দেখিবারে পায়।
ভক্ত-কাছে ভগবান্ চেয়ে চেয়ে খায় ॥
সুকৃতি-ফলে গোয়ালীনী ঈশ্বরে হেরিল।
ভগবন্মায়ায় তবুও চিনিতে নারিল ॥
তিনি না চেনালে তাঁরে কে চিনিতে পারে ?
কে জানে কখন কা'রে তিনি কৃপা করে ॥
সৈনিক-বেশী জগন্নাথে চিনিতে না পারি'।
তাঁর ঠাঁই দধির মূল্য যাচে গোপনারী ॥
জগন্নাথ কহে,—"মোদের টাকাকড়ি নাই।
কিভাবে দধির মূল্য শোধিব হেথায় ॥
উড়িষ্যা-রাজ-সৈন্য মোরা, অগ্রে চলি রথে।
সসৈন্যে আসিছে রাজা মোদের পিছনে ॥
আমাদের কথা তুমি রাজারে কহিয়া।
দধির প্রকৃত মূল্য লইও চাহিয়া ॥"
গোয়ালিনী কহে, "আমি সামান্যা স্ত্রীজাতি।
কেমনে রাজার কাছে চাহিব হাত পাতি ??
রাজা কি আমার কথায় বিশ্বাস করিবে ?
প্রমাণ না পেলে রাজা মূল্য কেন দিবে ??"
তবে জগন্নাথদেব প্রমাণের তরে।
রাজদত্ত অঙ্গুরীটি প্রদানিলা তারে ॥
কহিলা,—"রাজা এই পথে আসিবে যখন।
তবে তারে অঙ্গুরীটি করিও অর্পণ ॥

এ' অঙ্গুরী দেখি' রাজা তব কথামত।
তোমার দধির মূল্য দিবে যথাযথ ॥"

গোপীনীরে কহি' হেন প্রবোধ বচন।
দুইভাই অশ্বে চড়ি' ধাইল তৎক্ষণ ॥

গোয়ালিনী রহে তথা রাজার প্রতীক্ষায়।
কিছুক্ষণ পরে রাজা পেঁাছে সেই ঠাঁই ॥

সসৈন্যে রাজারে তথা হেরি' গোয়ালিনী।
জানাইল সৈন্যদ্বয়ের ভোজন-কাহিনী ॥

তাহার দধির মূল্য পাইবার তরে।
সৈন্যদত্ত অঙ্গুরীটি অঁপিল রাজারে ॥

অঙ্গুরী দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইল।
প্রভু তাঁর অগ্রে যায়, অন্তরে বুঝিল ॥

কহে,—"গোয়ালিনী তুমি ধন্যা এ জীবনে।
সৈনিক-বেশী ভগবানে হেরিলে নয়নে ॥

ভগবান্ প্রীত হয়ে তোমার ভক্তিতে।
তব কাছে দধি চেয়ে খাইল পথেতে ॥

কেবলমাত্র ভক্তিতেই হরি প্রীত হয়।
বিদ্যা, রূপ, ধন, বংশ, পৌরুষ কিছু নয় ॥

তোমারে মর্য্যাদা দান আমার উচিত।
একখানি গ্রাম লয়ে হও তুমি প্রীত ॥

এত কহি' রাজা তারে গ্রাম প্রদানিল।
সে' গ্রামের নাম 'মাণিক-পত্তন' রাখিল ॥

সসৈন্যে উড়িষ্যা-রাজা গিয়া কাঞ্চীপুরে!
যুদ্ধে পরাজিত করিল কাঞ্চী-রাজারে ॥

'জগন্নাথ' ও 'বলরাম' যা'র পক্ষে রয়।
তাঁর জয়লাভ সদা হয় সুনিশ্চয় ॥

পদ্মাবতীরে গজপতি রাখি' মন্ত্রী-স্থানে।
কহে,—'এর বিবাহ দিও চন্ডালের সনে ॥'

উড়িষ্যা-রাজা কাঞ্চীপুরে অবস্থান-কালে।
নেহারিল 'রাধাকান্ত' ও 'সাক্ষীগোপালে' ॥

সাক্ষীগোপাল বিগ্রহ দেখিয়া তথায়।
তাঁরে নিজরাজ্যে যেতে প্রার্থনা জানায়॥
রাত্রে রাজারে স্বপনে কহিল 'গোপাল'।
"হেথা হ'তে তব রাজ্যে মোরে নিয়ে চল॥"
'শ্রীরাধাকান্ত', 'গোপাল' আর 'গণেশেরে'।
সাথে লয়ে রাজা তবে নিজরাজ্যে ফিরে॥
রাজা-কাছে রাধাকান্ত বিগ্রহ দেখিয়া।
পুরোহিত কাশীমিশ্র লইল যাচিয়া॥
বড়দেউল পশ্চাতে 'গণেশে' রাখিলা।
'ভন্ড গণেশ' নামে তিনি প্রসিদ্ধ হইলা॥
'সাক্ষীগোপালে' প্রথমতঃ রাখিয়া কটকে।
পরে সত্যবাদী গ্রামে স্থাপিলা তাঁহাকে॥
ক্রমে এক বৎসর হইলে অতীত।
শ্রীরথযাত্রার দিন হ'ল উপনীত॥
পদ্মাবতীরে রাখি' মন্ত্রী নিজের ভবনে।
পালিলেন এতদিন পরম যতনে॥
মন্ত্রী তাঁরে লয়ে গেল রথযাত্রা-কালে।
শিখাইল মাল্য দিতে গজপতি-গলে॥
'ছেরাপহরা' সেবাকালে 'শ্রীপুরুষোত্তমে'।
হেরি' কাঞ্চীরাজকন্যা খুশী হৈল মনে॥
শ্রীপুরুষোত্তম যবে পরম প্রীতিভরে।
ঝাড়ুদারের কার্য্য করে রথের উপরে॥
তবে কাঞ্চীরাজ-কন্যা পদ্মাবতীদেবী।
মাল্য দিল তাঁর গলে নিজ পতি ভাবি'॥
উড়িষ্যারাজমন্ত্রী কহে উড়িষ্যা রাজারে।
"পত্নীরূপে গ্রহণ করুন পদ্মাবতীরে॥
তব আজ্ঞামতে আজি পদ্মাবতীমাতা।
ঝাড়ুদারে মাল্য দিয়া হইলা কৃতার্থা॥"

মন্ত্রীর এ' বুদ্ধিতে রাজা হৈল খুশী।
কহে,—'মন্ত্রী, তুমি মোর পরম হিতৈষী॥'
সুসম্পন্ন হৈল তবে বিবাহোৎসব।
কাঞ্চীরাজা সনে পুনঃ হইল সদ্ভাব॥
এই পদ্মাবতী-সুত রাজা প্রতাপরুদ্র।
মহাভাগবত যিঁহো শ্রীগৌর-কৃপাপাত্র॥
শ্রীজগন্নাথের এই লীলার স্মারক।
গরুড়-স্তম্ভপার্শ্ব-প্রাচীরে রহে চিহ্নিত॥
শ্বেত-কৃষ্ণ অশ্বারোহী সৈনিকের সাজে।
জগন্নাথ-বলরামের মূর্ত্তি সেথা রাজে॥
দধিভাণ্ড মাথে মাণিক গোপীণীর মূর্ত্তি।
তাঁদের সম্মুখে থাকি' ঘোষিছে সেই স্মৃতি॥
'মাণিক-পত্তন' নামে রাজ-দত্ত গ্রাম।
নীলাচল ধামে আজো রহে বিদ্যমান॥
জয় জয় জগন্নাথ, জয় বলরাম।
জয় মাণিক গোয়ালিনী, জয় পুরীধাম॥
জয় প্রতাপরুদ্র-পিতা শ্রীপুরুষোত্তম।
জয় নীলাচলবাসী শুদ্ধভক্তগণ॥
"যেই গৌর, সেই কৃষ্ণ, সেই জগন্নাথ।"
সদা তিনি পূরণ করে ভক্ত-মনোরথ॥
অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব তিনি সর্ব্ব দেবেশ্বর।
নিখিলের সর্ব্বজীব তাঁহার কিঙ্কর॥
তাঁহার ভক্তেরে কেহ রুখিতে না পারে।
তাঁর ভক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবনী ভিতরে॥
শ্রীজগন্নাথের মাহাত্ম্য করিয়া কীর্ত্তন।
তাঁর অহৈতুকী কৃপা যাচি অনুক্ষণ॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

'যত মত তত পথ' ঠিক কি ?

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১৮ পৃষ্ঠার পর)

'যত মত তত পথ' পন্থীদের কলিকাতা পৌঁছানোর জড় উদাহরণটিও যথার্থ নয়। আমরা যদি কলিকাতা ও বোম্বাই এক মনে করিয়া বোম্বাইয়ের টিকিট কাটি, তবে কি কখনও কলিকাতায় পৌঁছাইতে পারিব ? যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কলিকাতার টিকিট কাটি ও কলিকাতা-গামী যান-বাহনে উঠে না পরি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা কলিকাতায় পৌঁছাইতে পারি না। কৃষ্ণ ও সকল দেবতাকে সমান বা এক মনে করিয়া দেববৃন্দের পূজা করিলে পূজকের দেবলোকেই গতি হইবে, কৃষ্ণলোকে কখনই নয়। বাস, ট্রেন, উড়োজাহাজ ও স্টীমারে যেমন কলিকাতায় পৌঁছান যায়, তেমনি পদ্মপুরাণের বাক্যানুসারে 'শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক'—এই চারি সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া কৃষ্ণভজন করিলে কৃষ্ণলোকে পৌঁছান যায়। অতএব কৃষ্ণলোকে পৌঁছিতে হইলে সবাইকে কৃষ্ণ-ভজনই করিতে হইবে।

শাস্ত্রানুমোদিত ব্যতীত মনোকল্পিত মতবাদ কখনও সাধককে গন্তব্য-স্থলের সন্ধান দিতে পারে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সকল দেব-দেবীর সম্পর্ক যথাযথভাবে জ্ঞাত হইলে কখনই 'যত মত তত পথ'—এই ভ্রান্তমত সৃষ্টি হইত না। তাই দেবদেবীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের কি সম্পর্ক—তাহা আমাদের বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন। নিম্নে বিভিন্ন শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাদের সম্পর্কের কথা আলোচনা করা হইতেছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রহ্মা, শিব, কালী ও ইন্দ্রাদি দেব-দেবীগণের সমতাজ্ঞান নিরসন

ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে, "God is only one, but gods are many. অর্থাৎ ভগবান্ (God) এক, কিন্তু দেবদেবীর (gods) সংখ্যা অনেক।" ভগবান্ ও দেবতা যদি একই হইতেন, তবে ভগবান্ এক ও দেবদেবী অনেক বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল কি ? দেবদেবীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ক সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্ ।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্বিদাম্ দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥
(শ্বেতাশ্বতর ৬।৭)

অর্থাৎ, "ব্রহ্মাদি ঈশ্বরদিগেরও পরমেশ্বর ইত্যাদি দেবতাবৃন্দের পরমদেবতা, দক্ষাদি প্রজাপতিগণের পরমপতি, পর হইতে পরতম, জগতের একমাত্র ঈশ্বর ও পূজ্য সেই দেবতাকে জানিব।" এই প্রসঙ্গে প্রমেয়-রত্নাবলীতেও উল্লেখিত আছে,—

স ব্রহ্মকাঃ স রুদ্রাশ্চ সেন্দ্রা দেবা মহর্ষিভিঃ ।
অর্চ্চয়ন্তি সুরশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং হরিম্ ॥

—"বহু ব্রহ্মা, বহু রুদ্র, বহু ইন্দ্র, বহু মহর্ষির সহিত দেবতাগণ সকলেই সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীনারায়ণ হরির অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।" আবার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও (পূঃ বিঃ ২।৫৩) এই প্রসঙ্গে একই উক্তি,—

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়া কদাচন ॥ (পদ্মপুরাণ-বচন)

—"ভগবান্ শ্রীহরি সমস্ত দেবেশ্বরদিগেরও অধীশ্বর, অতএব তিনি সর্ব্বদা আরাধ্য, কিন্তু ব্রহ্মরুদ্রাদি অন্যান্য দেবতাগণও কখন অবজ্ঞার পাত্র নহেন।" উপরোক্ত তিনটি শ্লোকেই প্রমাণিত হয়, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব-শক্তিমান পরমেশ্বর এবং সকল দেবতা তাঁহার দাস ও তাঁহার বিভিন্নাংশে জীবের মধ্যে পরিগণিত। মুড়ি ও মিছরীকে যেরূপ কোনপ্রকারে এক বলা যায় না, তদ্রূপ প্রভু ও ভৃত্যকে কখনও এক বলা যাইতে পারে কি? প্রভুর আসনে ভৃত্যকে এবং ভৃত্যের আসনে প্রভুকে বসাইলে প্রভু ও ভৃত্য উভয়ে সন্তুষ্ট হইবে কি? অনেকে বলিতে পারেন, 'হরিরেব সদারাধ্য' শ্লোকে যে, ব্রহ্মাদি দেবগণকে অবজ্ঞা করিতে নিষেধ করিয়াছেন? তবে কি তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমতা করিয়া পূজা করিতে বলিয়াছেন? উহা কিন্তু নহে। পরন্তু ব্রহ্মাদি দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত বলিয়া ভক্তের যে সম্মান তাহা তাঁদিগকে প্রদান করিতে বলিয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমতা করিয়া পূজা করিতে বলেন নাই।

অনেকে আবার বিষ্ণুর সহিত দেবগণের ঐক্য দেখাইবার জন্য নিম্নোক্ত শ্রুতির শ্লোকটি লইয়া তর্ক করেন,—

ইষ্টাপূর্ত্তং বহুধা জায়মানং বিশ্বং বিভর্ত্তি ভুবনস্য নাভিঃ,
তদেবাগ্নিস্তদ্বায়ুস্তৎ সূর্য্যস্তদু চন্দ্রমাঃ, অগ্নি সর্ব্বদেবতা।

—"যিনি বহুধা জায়মান ইষ্টপূজাদি কর্ম্মসকলের সহিত বিশ্বকে পালন করিতেছেন, যিনি ভুবনের নাভিস্বরূপ তিনিই বিষ্ণু। ঐ বিষ্ণুই অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য ও চন্দ্র; ঐ বিষ্ণুই অগ্নি, উনিই সকল দেবতা।"

গীতার নিম্নোক্ত শ্লোকটিও তাহাদের তর্কের বিষয়,—

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্ক
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥ (গীঃ ১১।৩৯)

—শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুন কহিলেন, "হে শ্রীকৃষ্ণ তুমিই বায়ু, যম, বহ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও প্রজাপতি ব্রহ্মা; অতএব তোমাকে আমি সহস্রবার প্রণাম করি এবং পুনরায় নমস্কার করি।"

উপরোক্ত ঐ দুইটি শ্লোকের গূঢ়ার্থ বিভিন্ন শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ অতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত। শ্রোতাদ্বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত। নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা নারায়ণাদ্রুদ্রো জায়তে, নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ জায়তে, নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে, নারায়ণাদষ্টৌ বসবো জায়ন্তে, নারায়ণাদেকাদশ রুদ্রা জায়ন্তে, নারায়ণাদ্দ্বাদশাদিত্যা জায়ন্তে।

অর্থাৎ, নারায়ণের মন হইতে চন্দ্রমা, চক্ষু হইতে সূর্য্য, শোত্র হইতে বায়ু ও প্রাণ, তাঁহা হইতেই প্রজাপতি, ইন্দ্র, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য উৎপন্ন হইয়াছে।

স্মৃতিতেও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ রহিয়াছে,—

"ব্রহ্মাশম্ভুস্তথৈবার্কশ্চন্দ্রমাশ্চশতক্রতুঃ।
এবমাদ্যাস্তথৈবান্যেযুক্তা বৈষ্ণব তেজসা॥
জগৎকার্য্যাবসানে তু বিযুজ্যন্তে চ তেজসা।
বিতেজমশ্চ তে সর্ব্বে পঞ্চত্বমুপযান্তি তে॥

অর্থাৎ ব্রহ্মা, শম্ভু, সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাসকল বিষ্ণুর তেজেই তেজস্বী এবং জগৎকার্য্যের অবসানে তাহারা ঐ তেজ হইতে বিযুক্ত হন, ঐ তেজোহীন দেবতাসকল মৃত্যুমুখে পতিত হন।

উপরোক্ত দুইটি শ্লোককে সকল দেবতা হইতে শ্রীবিষ্ণুর পরতত্ত্বও বোধগম্য হইতেছে। সকল দেবতা বিষ্ণুর তেজে তেজস্বী ও মৃত্যুর অধীন তাহাও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। তবে কোন ক্ষেত্রে বিষ্ণুর সহিত সকল দেবতার সামাধিকরণ্য দেখা যায়, সে-ক্ষেত্রেও দেবগণের সামর্থ্য বিষ্ণুর অধীন। সকল দেবতার তেজ বিষ্ণুতেজ বলিয়া "ইষ্টাপূর্ত্তং বহুধা" ও "বায়ুর্যমোঽগ্নিবরুণঃ" শ্লোকদ্বয়ে সকল দেবতাকে বিষ্ণুর সহিত এক বলা হইয়াছে।

সকল দেবতাই ভগবান্ বিষ্ণুর আজ্ঞাধীন হইয়া নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেন। তাই শ্রুতিতে উল্লেখিত আছে,—

ভীষাস্বাদ বাতঃ পবতে . ভীষোদেতি সূর্য্যঃ; ভীষাস্বাদগ্নিশ্চেন্দ্রম্ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।" অর্থাৎ "বিষ্ণুর ভয়ে বায়ু বহন করিতেছে। ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হইতেছেন; ইঁহার ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও মৃত্যু নিজ নিজ অধিকারানুযায়ী কর্ম্মসকল সম্পাদন করিতেছেন।" (ক্রমশঃ)

—শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশত বার্ষিকী আবির্ভাব উপলক্ষে

ঝাঁসীতে হরিকথা প্রচার

উত্তর প্রদেশের প্রসিদ্ধ ঝাঁসী-নগরের ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনগণের বিশেষ আহ্বানে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহ-সভাপতি **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ** গত ৮-৮-৮৫ তারিখে শ্রীপাদ শেষশায়ী ব্রহ্মচারী, শ্রীশুভানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবীনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাসাধিকারীকে সঙ্গে লইয়া তথায় শুভবিজয় করেন। সেখানে সপ্তাহ-ব্যাপী ধারাবাহিকভাবে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে বহুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলা অত্যন্ত আকৃষ্ট হন। তাঁহারা সকলেই এত আকৃষ্ট এবং মুগ্ধ হন যে, তাঁহারা পরস্পরে বলেন ঝাঁসীতে এরূপ সুসিদ্ধান্তপূর্ণ সৎসঙ্গে হরিকথা ইতোপূর্ব্বে শ্রবণ করি নাই। প্রত্যহ সকাল হইতে কীর্ত্তনের পর শ্রীশুভানন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবতের বিভিন্ন-বিষয়ের উপর প্রবচন করিতেন। অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। রাত্রি ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাদি সম্বন্ধে মহারাজজী বক্তৃতা করিতেন। রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীনবীনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা ও শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শনমুখে হরিকথা পরিবেশন করেন। স্বামীজী মহারাজ বক্তৃতামুখে বিভিন্ন সভায় ছলধর্ম্ম, মায়াবাদ, কর্ম্মকাণ্ড ও আধুনিক নানাপ্রকার নাস্তিক্যবাদ নিরসনমুখে বেদান্তপর সুসিদ্ধান্তপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। নিম্নে কয়েকটি সভার বক্তৃতা উল্লেখ করিতেছি।

ইং ৯-৮-৮৫—স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত প্রবচনের মাধ্যমে আনন্দবৃন্দাবন-চম্পু হইতে শ্রীমতী রাধিকার শুকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামীর জন্মবৃত্তান্ত ও তাহার অপ্রাকৃত রস-সম্বন্ধীয় বিচার উত্থাপন করিয়া 'নিগম কল্পতরোর্গলিতং.....'মুখে একটি অপূর্ব্বসুন্দর ও হৃদয়-গ্রাহী ব্যাখ্যা করেন; তাহাতে শ্রোতৃমণ্ডলী অত্যন্ত মুগ্ধ হন। পরে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ.....' শ্লোকের সুসিদ্ধান্তপূর্ণ গম্ভীর ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ তাৎপর্য্যপর ব্যাখ্যা করেন। রাত্রিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্পর্কে এবং অবতারের কারণ ব্যাখ্যা করেন।

ইং ১০-৮-৮৫—শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা ও শ্রোতার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যামুখে শ্রীব্যাস-নারদ-সংবাদ ও শ্রীনারদের জীবন-চরিত্র-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তাহার মধ্যে নিহিত-শিক্ষা, ভজনের বৈশিষ্ট্য ও সৎগুরু-শিষ্যের লক্ষণ এবং বৈশিষ্ট্য, শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি সম্বন্ধে সুসিদ্ধান্তপূর্ণ সারগ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন। রাত্রিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাবদান্যতা সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন।

ইং ১১-৮-৮৫—সকালে স্বামীজী, ব্রহ্মচারী ও স্থানীয় বিশিষ্ট বহু-শ্রদ্ধালু সজ্জনগণের সহিত স্পেশাল বাসযোগে ঝাঁসী হইতে ১৮ মাইল দূরে গিরি অরণ্য মধ্যে 'ওরছা' (মধ্যপ্রদেশের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মীয় স্থান) শ্রীসীতারামের দর্শন করেন। তথায় রামচন্দ্রের ভক্তবাৎসল্যের ঐতিহ্য সম্বন্ধে বর্ণন করেন। অপরাহ্নে ধর্ম্মসভায় 'ধর্ম্মপ্রোজ্ঝিত.....' শ্লোকের ব্যাখায় ভক্তিরহিত কর্ম্ম; জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শনমুখে শ্রীমদ্ভাগবতের অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন। প্রসঙ্গক্রমে Rev. Bishop-এর একটি উক্তি,—Incia guided by God can lead the world back to the Sanity উল্লেখ করেন। সন্ধ্যা ৬টা

হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত বিরাট শোভাযাত্রাসহ নগরের প্রধান প্রধান রাজমার্গের উপর দিয়া নগর-সঙ্কীর্ত্তন ও শোভাযাত্রা বহির্গত হয়। ইহাতে নগরে একটি বিশেষ আলোড়ন পড়িয়া যায়।

ইং ১২-৮-৮৫—শ্রীভাগবতের বিবিধ লীলাবতারের প্রসঙ্গে 'এতে চাংশ কলা ·····।' শ্লোকের ব্যাখ্যা ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং সর্ব্ব অবতার অপেক্ষা এমনকি মর্য্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের এবং ঐশ্বর্য্যপ্রধান দ্বারকেশ ও মথুরেশ-কৃষ্ণ অপেক্ষাও শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের বৈশিষ্ট্য স্থাপন করেন। অন্যান্য পুরাণে ভক্তগণ ভগবানের ভজনা করেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান নিজেই ভক্তগণের আরাধনা করেন—ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। রাত্রিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাবদান্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

ইং ১৩-৮ ৮৫—পূর্ব্বাহ্নে শ্রীসরোজ ব্যানার্জ্জী মহাশয়ের গৃহে জীবের স্বরূপ বর্ণন করিতে গিয়া হরিভজনই যে জীবের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য তাহা উল্লেখ করেন। অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীহরিনাম-মাহাত্ম্য বর্ণন এবং কলিকালের মহামন্ত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন উপনিষদ হইতে উদাহরণ দেন। সন্ধ্যায় স্থানীয় মহিলা-কীর্ত্তন সমিতিতে হরিভজনের প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি সম্বন্ধে বর্ণন করেন।

ইং ১৪-৮-৮৫—পূর্ব্বাহ্নে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন-সেবা সমাজের সভাপতি শ্রীরামসেবক অগ্রওয়াল মহাশয়ের গৃহে সংসারের স্বরূপ ও সংসার হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্রের মাধ্যমে হরিভজনের বয়স সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন। রাত্রিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও উপদেশ সম্বন্ধেও বক্তৃতাপ্রদান করেন।

ইং ১৫-৮-৮৫—শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্ধব-সংবাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া অত্যন্ত ভাবপূর্ণ এবং মধুর ব্যাখ্যা করেন। বিরহ-রসের এরূপ তাত্ত্বিকপূর্ণ বর্ণন শ্রবণ করিয়া সমস্ত শ্রোতাগণের নেত্র হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল। রাত্রিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও উপদেশাবলী সম্বন্ধেও বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রত্যেক অনুষ্ঠানের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ শেষশায়ী ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী সুললিত কণ্ঠে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিতেন।

সপ্তাহব্যাপী এই প্রচারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণ' সঙ্কীর্ত্তন এবং সেবা সমাজের সভ্যগণ বিশেষ করিয়া শ্রীদৌলতরামসিং, শ্রীরামসেবক অগ্রওয়াল, শ্রীলখনলাল পুরোহিত, শ্রীসরোজ ব্যানার্জ্জী, শ্রীমতী রামেশ্বরী দেবী ও শ্রীমোহনলাল চৌবে প্রভৃতি সজ্জনবৃন্দ শ্রীবেদান্ত সমিতির বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

—শ্রীনবীনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

মথুরা শহরস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের আনুগত্যে এবং সহ-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত নারায়ণ মহারাজের পরিচালনায় শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব বিগত ৬ই সেপ্টেম্বর হইতে ৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী বিরাট সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

৬ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার অধিবাস-তিথিতে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারী ও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে একটি সুন্দর সুসজ্জিত দিব্য রথোপরি আরোহণ করাইয়া বিরাট শোভাযাত্রা ও সঙ্কীর্ত্তন-সহযোগে নগরের প্রধান প্রধান রাজমার্গ দিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে রাত্র ১০টার সময় পুনঃ শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়। নানাপ্রকারের ধ্বজা, পতাকার পর মহিলাগণের বিরাট সঙ্কীর্ত্তন পার্টি, নফিরী (সাঁনাই) ব্যাণ্ডপার্টী সুসজ্জিত হস্তীর উপরে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ও তৎপশ্চাৎ শ্রীশ্রীগৌর-রাধাবিনোদবিহারীজী বিরাট তৈলচিত্র দিব্য রথোপরি বিরাজিত ছিলেন। তৎপশ্চাৎ মঠবাসী সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী ও ISKCON-এর সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলী ও স্থানীয় নগরের শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সজ্জনগণ পরিক্রমায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে গৃহস্থ ভক্তগণ শ্রীশ্রীবিগ্রহগণের ভোগ এবং আরতি করিতে-ছিলেন। পথে বহু জায়গায় জলখাবার ব্যবস্থাও ছিল। প্রায় ৫০০০ ব্যক্তি এই নগরসঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করেন। রাত্রে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন

করিলে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। নগরে সর্ব্বত্রই এই অভূতপূর্ব্ব নগর-সঙ্কীর্ত্তনের প্রশংসা হইতেছে।

পরদিবস ৭ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলারতি, তুলসী-পরিক্রমা ও সঙ্কীর্ত্তনান্তে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ যথাক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ পাঠ আরম্ভ করেন এবং অনেক বৈষ্ণবগণও উহা পারায়ণ করিতে থাকেন ও তাহা রাত্রি প্রায় ১২টার সময় সমাপ্ত হয়। মধ্যে রাত্রি ৭টার সময় সন্ধ্যারতি, তুলসী-পরিক্রমার পর বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত চরিত্র-সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। তৎপশ্চাৎ ১২-৩০ মিঃ পর্য্যন্ত স্থানীয় প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনমণ্ডলী অত্যন্ত ভাবে বিভোর হইয়া কীর্ত্তন করেন। তৎপশ্চাৎ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক সম্পন্ন হইলে আরতি সমাপ্ত হয় এবং সকলকে শ্রীচরণামৃত ও অনুকল্প-প্রসাদ দেওয়া হয়। ঐদিন সকাল হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত দর্শনার্থীদের এত ভীড় হয় যে, মুল প্রবেশদ্বার হইতে শ্রীনাট্যমন্দিরে আসিতে এক এক ব্যক্তির প্রায় ১ঘণ্টা সময় লাগিত। বিশেষ করিয়া প্রদর্শনী দর্শন করিবার জন্য অসংখ্য দর্শনপ্রার্থী গমনাগন করিতেছিলেন। সেবকগণ দর্শনার্থীগণের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা করিতে অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিল। স্থানীয় পুলিশ বিভাগের কর্ম্মচারীগণরে সহযোগিতাও প্রশংসনীয়।

তৃতীয় দিবস ৮ই সেপ্টেম্বর বিরাটভাবে নন্দোৎসব সম্পন্ন হয়। ইহাতে পঞ্চসহস্রাধিক জনগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। বৈকাল ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নন্দোৎসব-প্রসঙ্গ পাঠ করা হয়। রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্র যোগে কৃষ্ণ-লীলা প্রদর্শিত করা হয়। এই উৎসবে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পদ্মনাভ মহারাজ, শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীকালাচাঁদ ব্রহ্মচারী, শ্রীশেষশায়ী ব্রহ্মচারী, শ্রীশুভানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুখানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীনবীনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীরঘুনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদীশ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী, শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন ব্রহ্মচারী ও আরও অনেকে এবং গৃহস্থগণের মধ্যে শ্রীনিবাস অগ্রওয়াল শ্রীরামপ্রসাদ চুণীভূষিয়ালে, শ্রীবলরামসিং বংসল প্রভৃতির সেবাপ্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

—শ্রীনবীনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ।



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩৭শ বর্ষ | ১৯ পদ্মনাভ, ক্ষীরোদশায়ী, ৪৯৯ গৌরাব্দ
৩০ কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩৯২ ; ইং ১৬।১১।১৯৮৫ | ৯ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগৌর-বিরুদাবলী

শ্রীল-রঘুনন্দন-গোস্বামিপাদকৃত-বিরচিতা]

গৌর বলৎকলিকালভয়ঙ্কর, ভৈরবপীড়িত লোকশুভঙ্কর,
ভিক্ষিতমাধবপাপকদম্বক, শিক্ষিতভক্তিকথানিকুরম্বক,
হে বনমালি মহীসুরতর্পক, যৌবনশালিবধূধৃতদর্পক,
তামরসদ্যুতিহারক চঞ্চল, কামরসার্পণকারদৃগঞ্চল,
অঙ্গবিনির্জ্জিত নির্ম্মলহাটক, রঙ্গবিরাজিমনোহরশাটক,
শোধিতদুর্ম্মতিদুষ্কৃতিপুঞ্জক, গোধিতলোজ্জ্বল চন্দনপুঞ্জক,
ধন্যমতিপ্রিয়বর্গসুসঞ্চিত, বন্যমনোহর মালিকয়াঞ্চিত,
পামরতারক চারুকৃপাময়, নামরসপ্রিয় মামনুপাময়, দেব ॥৮৪॥

হে গৌর ! হে দেব ! আমাকে পালন করুন ! কলির ভয়ানক পীড়াপ্রস্থ লোকের শুভদায়ী আপনি, মাধব (মাধাই) বিপ্রের সমস্ত পাপমোচন করিয়াছিলেন। ভক্তিকথা শিক্ষা দিয়াছেন। বনমালী বিপ্রকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। যৌবনশালী বধূর দর্পচূর্ণ করিয়াছেন। আপনার পদ্মশোভাজয়ি চক্ষুর কটাক্ষ, মদনাবেশ সঞ্চার করে। অঙ্গকান্তি নির্ম্মল স্বর্ণ পরাজয় করে। বসন, গৈরিকাদি ধাতুরাগে রঞ্জিত। আপনি পুণ্ড্রদেশের দুষ্কৃতিজনের দুর্ম্মতিশোধক। আপনার ললাট চন্দন-তিলক উজ্জ্বল। ধন্যমতি প্রিয়বর্গ কর্ত্তৃক আহৃত বন্য পুষ্প গ্রথিত-মালায় আপনি ভূষিত। হে পামরতারক ! হে অসমোর্দ্ধ করুণাময় ! আমাকে দয়া করিয়া আপনার চরণকমলের ভৃঙ্গ করিয়া লউন ॥৮৪॥

ক্ষিপ্তোচ্চণ্ডকপালখণ্ডদলিতশ্রীপাদমুণ্ডে সতি
ক্রোধাচ্চক্রমধারয়ৎ সরভসং যো মাধবং ঘ্নন্নমুম্।
তস্মিন্নেব পুনঃ প্রযাতি শরণং তদ্দুষ্কৃতানাং ততিং
যো জগ্রাহ সদক্ষিণোঽবতু সদা গৌরস্য পাণির্জ্জগৎ ॥৮৫॥

নিত্যানন্দপ্রভুর ললাটে ভগ্নমৃতপাত্র নিক্ষেপে মাধব (মাধাই) অপরাধী হইলে তাহাকে বধ করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ যিনি চক্রকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন এবং শরণাগত হইবামাত্র মাধবের সমস্তপাপ গ্রহণ করেন, গৌরের সেই দক্ষিণহস্ত জগৎকে রক্ষা করুন ॥৮৫॥

ত্রাসিতসুন্দর, ভাষিত সুন্দর,
গৌরভবঞ্জুল, সৌরভমঞ্জুল, ধীর ॥৮৬॥

হে ধীর ! আপনি ত্রাসিত মন্দ লোককে হরিভক্তিদানে কৃতার্থ করেন। হে মনোহর-বাক্যবিন্যাস দক্ষ ! হে পীতদ্যুতে ! অশোকের ন্যায় আপনার অঙ্গসুরভি ॥৮৬॥

কৃতকৌরব গৌর বন্ধুভির্লাতোদারক দারকপ্রিয়।
অনুকম্পয় কম্পয়শ্চয়ঙ্করণে মেঘ নু মেহঘমুদ্ভবম্ ॥৮৭॥

হে গৌর ! আপনিই লোককে গৌরব দেন। হে পাষদ্বর্গবেষ্টিত ! হে মনোজ্ঞ বালকপ্রিয় ! হে অপ্রাকৃতমুখ-সলিল বর্ষণে মেঘস্বরূপ ! আমার পাপ অপরাধাদি দূর করিয়া সেবাসুখ প্রদান করুন ॥৮৭॥

জয় কনককেতকীনবকুসুমপত্রক,
ব্রজবিকসচম্পকদ্যুতিবিজয়িগাত্রক,
স্ফুটদরুণপদ্মিনীকুসুমবিজয়োদ্ভট,
প্রপদনবযামিনীপতিজয়িনখচ্ছট,
দ্বিরদকরসুন্দরোরুযুগ জগদুত্তম,
ক্রশিমসুবলিত্রয়ীসুভগতমমধ্যম,
ত্রিদশগৃহভূধরপ্রততরসত্তট,
প্রবিলসদুরঃস্থলদ্বিজপতিসদৃক্‌পট,
দ্বিতয়পরিশোভিতদ্বিপকরসুহৃদ্‌ভুজ,
প্রণয়রসমাধুরীমধুরবদনাম্বুজ,
প্রকৃতিমধুরেক্ষণোন্নতরুচিরনাসিক,
প্রচলদলিমণ্ডলীললিততমকেশিক-
চ্ছবিকমণিমণ্ডনোজ্জ্বল কৃপয় রঞ্জয়,
প্রভুবৃষভ মামিমং বিহিত দুরিতঞ্জয়, দেব ॥৮৮॥

হে দেব! জয় হউক। স্বর্ণ কেতকী ও বিকসিত-চম্পক দ্যুতিজয়ি-কান্তি। আপনার চরণ, প্রফুল্ল কোকনদনিন্দী। চন্দ্রবিজয়ী নখচ্ছটা, হস্তীশুন্ড সদৃশ উরুদ্বয়। ত্রিবলী বলিত গভীরনাভি-বিশিষ্ট উদর। কৃশ কটি। সুরধুনি-তীরবিহারী! হে প্রশস্তবক্ষঃ! হে দ্বিজপতি! হে বসনযুগশোভিত! করিকর ভুজ! প্রণয়রস মাধুর্য্যমণ্ডিত প্রসন্ন-বদন! স্বভাবমধুরদৃষ্টি! উন্নতসুন্দরনাসিক! আপনার কেশপাশ অলি-মণ্ডলীদ্যুতিহারী। মণিভূষণ মণ্ডিত! হে মহাপ্রভুগৌর! আমাকে কৃপা করুন। আপনার চরণে অনুরক্ত করুন। আমার দুষ্কৃতি ক্ষয় করুন ॥৮৮॥

মাল্যশ্রীবলয়িতদিব্যকেশজালঃ
শ্রীখণ্ডদ্রবতিলকপ্রকাশিভাল।
গৌরো মে মনসি যদি স্ফুরেৎ প্রপানঃ
কি তর্হি প্রখরতরঃ করতু কালঃ ॥৮৯॥

দিব্যমালাশোভিত কেশপাশবিশিষ্ট চন্দনতিলকোজ্জ্বল ললাট গৌরাঙ্গ, যদি আমার মনোমন্দিরে প্রকাশিত হন তবে বিশ্বগ্রাসী কাল আমার কি করিতে পারে ??৮৯॥

খর্ব্বস্মিতধর, গর্ব্বক্ষয়কর,
সর্ব্বক্ষণময়, সর্ব্বস্তুত জয়, ধীর ॥৯০॥

খর্ব্বনামক (কুবেরের) নিধিতুল্যস্মিতবিশিষ্ট ! হে গর্ব্বহারিন্ ! হে নিয়ত উৎসবময় ! হে শিবস্তুত ! হে প্রশান্ত-গম্ভীর ! জয়যুক্ত হউন ॥৯০॥

নিঃসারয়ন্ দুরিতদুষ্টমৃগানশেষান্
সংত্রাসয়ন্নতিবলং কলিকুঞ্জরং দ্রাক্ ।
ত্রৈলোক্যকাননতলে বিজয়ং করোতি
শ্রীগৌরসিংহ তব কীর্ত্তনসিংহনাদঃ ॥৯১॥

হে গৌরসিংহ ! দুষ্কৃতিরূপ দুষ্ট মৃগ (পশু) সকলকে দূরীকৃত করিয়া মহাবল কলিরূপ হস্তীকে সম্যক ত্রাসিত করিয়া ত্রৈলোক্যরূপ কাননমধ্যে আপনার সঙ্কীর্ত্তনরূপ সিংহনাদ বিরাজ করিতেছেন ॥৯১॥

দুরিতনিবহমুদিরপবন, কুমতিতিমিরমিহিরভজন,
বসনপরমসলিলজলদ, বিবুধহৃদয়লসিতফলদ,
ধরণিসুখদচরণযুগল, সুরুচিবিজিতবিকচকমল,
বিমলরজনিরমণ-নখর, কিরণদমিততিমিরবিরস,
কুমুদদয়িতবিজয়িবদন, নয়নচলনচলিতমদন,
বিলসদলিকসুভগতিলক, মধুপবিততিবিচলদলক,
চিকুরবিজিতচমরবিসর, করুণনয়নমিহ নু বিতর, দেব ॥৯২॥

হে দেব ! আপনি আমার প্রতি করুণা বিতরণ করুন। আপনি দুরিতমেঘ সকলের পক্ষে প্রবল পবন। কুমতি তিমির নাশে সূর্য্য। ভক্তজলাশয়ের বৃদ্ধিকারী মেঘ। বিবুধগণের হৃদয়ের অভিলষিত উল্লাসপ্রদ ফলদাতা। আপনার চরণ স্পর্শে ধরণী সুখিত। স্ফুটপদ্ম-জয়ী কান্তি। শশধরজয়ি নখরুচিদ্বারা তিমিরহারী। চন্দ্রজয়ি বদন। কটাক্ষ মদনজয়ী। তিলকোদ্ভাসিললাট। চূর্ণকুন্তল, ভ্রমরশোভানিন্দী। চামরবিজয়ী কেশ ॥৯২॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৬৫ পৃষ্ঠার পর)

কৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। তাঁর কীর্ত্তনই সম্যক্-কীর্ত্তন। নৃসিংহ-লীলার কীর্ত্তন করলে—ভক্তবৎসল, ভক্তবিঘ্নবিনাশন ভগবানের করুণ, বৎসললীলার কীর্ত্তন করলে বল, দৃঢ়তা লাভ করতে পারি; কিন্তু তাতে ভক্তবৎসল ভগবানের সম্যক্ কীর্ত্তন হয় না—ভক্তবৎসলের সমগ্র কৃপালাভে যত্নের ত্রুটী থাকে। যদি জানতে চাই, নৃহিংহদেব কার অবতার? কেউ বলতে পারেন নির্ব্বিশেষব্রহ্মের অবতার, তা' নয়। শ্রীজয়দেব বলেছেন,—

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥

এইটিই ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়। এঁরা কৃষ্ণেরই অবতার—তাঁর অংশকলা হতে জাত। কিন্তু এঁদের দ্বারা সকল রসের সমাধান হয় না। গীতায় ভগবান্ বলেছেন,—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর—সকল ভাবেই ভগবানের উপাসনা করিতে পারা যায়। ভিন্ন ভিন্ন উপাসকগণ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-ভেদে নিজ নিজ বৃত্তিদ্বারা ঐ বস্তুরই উপাসনা করেন। শান্তরসের রসিকগণ অবতার বিশেষের উপাসনা করেন। দাস্যরসে মারুতি-বজ্রাঙ্গজী রামচন্দ্রের উপাসনা করেন। সখ্যরসে অর্জ্জুন, বাৎসল্য-রসে বসুদেব দেবকী কৃষ্ণচন্দ্রের উপাসনা করেন। উপাস্যবস্তুর যতরকম আকার হয়েছে সে-সকল স্বয়ংরূপের আকার থেকে কিছু পার্থক্য লাভ করেছে। কিন্তু তাতে পূর্ণতমতার অভাব আছে। এইজন্যই ভাগবত বলেছেন,—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।" অর্জ্জুনের কৃষ্ণসান্নিধ্য গৌরবসখ্যযুক্ত। তদপেক্ষা শ্রীদাম-সুদামাদির বিশ্রম্ভসখ্যের পরিচয় পেয়ে থাকি। তাঁরা, কান্তাগণ, পিতৃমাতৃবর্গ, চিত্রক-পত্রক প্রভৃতি দাসবৃন্দ, তাঁরা সিংহাসন, ব্যজন, পাঁচনবাড়ি যে প্রকার সেবা করেন, সেই সকল সেবাধর্ম্মে যে-কীর্ত্তন আছে, সব একত্রিত হলে সম্যক্ কীর্ত্তন হয়। পঞ্চরসরসিক একত্র হলে সম্যক্ কীর্ত্তন হয়। কেনা

টিকিটের শেষগতি পর্য্যন্ত না গেলে তা হতে দূরের কথা জানতে পারা যায় না।

ইহজগতেও আমরা পঞ্চরসের রসিক হয়ে বাস করছি, রসকে generate (রসোৎপত্তি) করছি ; কিন্তু তাতে কৃষ্ণ নেই। কৃষ্ণে যে পূর্ণরস আছে, যদি তার ভিক্ষুক হই—রসগ্রহণের ভাণ্ডার অন্য জিনিষে পূর্ণ না করি—সম্পূর্ণ রিক্ত রাখি, তবে কৃষ্ণরস পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করতে পারব। শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন,—চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়, সাংসারিক বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় কৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বারা। অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি-কৃষ্ণলীলা-শ্রবণ-দ্বারাই সম্যক্ কীর্ত্তন হবে, অন্য অবতারের কথা শুন্‌লে হবে না। লক্ষ্মীনারায়ণের কীর্ত্তন অপেক্ষা—রামের কীর্ত্তন রামের অপেক্ষা কৃষ্ণকীর্ত্তন, মথুরেশ অপেক্ষা—ব্রজেন্দ্রনন্দনের কীর্ত্তনই সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত। কৃষ্ণকীর্ত্তন হলেই পূর্ণতমতার বাকী থাকে না, যত অভাব আছে, সকল অভাব থেকেই অবসর প্রাপ্তি হয়। দশম-স্কন্ধে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন পূর্ণমাত্রায় আছে, তাহলে দশমটি লিখলেই হত, অন্যান্য স্কন্দের কি প্রয়োজন? তারতম্য নির্দ্দেশের জন্য মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ-নৃসিংহ রাম-রাম-রাম সকল অবতারেরই কথা বর্ণিত হয়েছে। রোহিণেয় রামের রাস পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে। কিন্তু কৃষ্ণের কথা পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে।

সিদ্ধান্ততত্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥

রসবিচারে কৃষ্ণের সর্ব্বোৎকর্ষ দেখান হয়েছে। কাব্যশাস্ত্র আদি-কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে বর্ণিত হয়েছিল। তাতে উরুক্রম,—'উরুক্রম' বা 'ত্রিবিক্রম' কৃষ্ণকেই উদ্দেশ করা হয়েছে। সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তির রাজ্যে তাঁর পাদপদ্ম পূজিত—"ত্রেধা নিদধে পদম্ সমূঢ়মস্য পাংশুলে তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।" তিনি কাষ্ঠের মৃগের ন্যায় অচেতনের মত রসে না থেকে তিনটি পা ফেলেছিলেন। 'নিদধে'—লিটের পদ। লীলাময় তিনি উরুক্রম। এই উরুক্রমকে কেউ নির্ব্বিশেষ করতে পারে না।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

[ব্রহ্মানন্দ-সুখমগ্ন মুনিগণ ক্রোধাহঙ্কারযুক্ত হয়েও অমিত-বিক্রম শ্রীহরির ফলাভিসন্ধান-রহিত নিষ্কাম সেবা করে থাকেন। কেন না শ্রীহরি এতাদৃশ গুণ-সম্পন্ন যে, তিনি আত্মারামগণকেও আকর্ষণ করে থাকেন।]

সেই উরুক্রমের চরণপ্রাপ্তির উপায় কি? তৎপ্রসঙ্গে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন,—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্॥
ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥
নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

কপাল-পোড়া 'উরুদাম্নি বদ্ধাঃ' জীব আমরা, উরুদাম শক্ত দড়ি দিয়ে আষ্টে-পিষ্ঠে মায়িকরাজ্যে আমাদিগকে মায়া বেঁধে রেখেছে। এ থেকে ছুটি কিরূপে হবে, তদুত্তরে বলেছেন,—নৈষাং মতিস্তাবৎ ইত্যাদি। এখানে একটি ভাল কথা বলেছেন,—"নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ"। যাঁরা জগতে কিছু আছে মনে করে দৌড়াচ্ছেন, তাঁদের কথা নয়—নিষ্কিঞ্চনগণের কথা। তাঁরা ইহজগতের কিছু দান করতে আসেন না, সেই জগতের জিনিষ, যা' ইহজগতে নেই, তাই দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। তাঁদের পায়ের ধূলিতে যে মুকুট প্রস্তুত হবে, তা পরবার জন্য যাঁদের আকাঙ্ক্ষা, তাঁরা উরুক্রমাঙ্ঘ্রি-স্পর্শাধিকার পাবেন। উরুক্রমের অঙ্ঘ্রি, যাঁর কথা শ্রীগৌরসুন্দর চৌষট্টিপ্রকার ব্যাখ্যা করলেন, সেই উরুক্রমের অঙ্ঘ্রি যে-কালপর্য্যন্ত স্পর্শ করবার যোগ্যতা না হয়, ততদিন অনর্থের শান্তি হবে না—Impersonalism থামবে না। চেতনময় সবিশেষ পাদপদ্ম, যে পা দিয়ে চলে বেড়ান, সেই পায়ের আঙ্গুল-স্পর্শযোগ্যতা না হলে তাপত্রয়ের উন্মূল হবে না। বদ্ধজীব আমরা যে মুক্তির জন্য নানাপ্রকারে চেষ্টা-বিশিষ্ট হই, সেটা 'মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রি-লাভম্"—উরুক্রমের অঙ্ঘ্রি লাভই প্রকৃত মোক্ষ। ভাগ্যহীন জীব সেই পাদপদ্ম পরিত্যাগ করে নরকের পথে—জড় বিলাসের পথে অগ্রসর হচ্ছে, চেতনময় কৃষ্ণবিলাসে যোগদানের যে বৃত্তি, সেইটিই উরুক্রমাঙ্ঘ্রি

লাভ। যে পাদপদ্ম ত্রিজগৎব্যাপ্ত, সেই চরণ ব্রজজনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু।

আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি জানি।
তাহে তোমার পদদ্বয় করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥

বাস্তববস্তুর বিচার পরিত্যাগ করে যখনই অবাস্তব দর্শন হচ্ছে, ভোগ-বিলাসিতা বৃদ্ধি হচ্ছে—প্রভুত্ব করার যত্ন হচ্ছে, সেব্যভাব গ্রহণ করে তাঁকে সেবক বিচার করে বসছি। 'তিনি আমাদের সেবক, আমাদের ভক্ত'—এ দুর্বুদ্ধি হলে অসুবিধা, তাঁর ভক্ত হলে সকল সুবিধা। তিনি বলছেন—তোমার সর্ব্বেন্দ্রিয় আমার পাদপদ্মে দাও। তোমার ইন্দ্রিয়দ্বারা আমাকে সুখ আস্বাদন করাও, তা হলে তোমাকেও আনন্দের আস্বাদন করাব। আর যাঁরা কলা দেখাবেন, Impersonal (নির্ব্বিশেষ) হবেন, তাঁর শিরশ্ছেদ, হস্তপদাদি খণ্ড খণ্ড করে অস্তিত্ব ধ্বংস করে দেবেন—চোখ গেলে দেবেন, হাত পা কেটে ফেলবেন, তাঁরাই সর্ব্বাপেক্ষা পরম শত্রু। তাঁদের পরিণাম—"সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ"। তা থেকে আরও অধিক শত্রু—যারা বিচার করছেন, নাভিদেশ হতে মস্তক পর্য্যন্ত সেবার জন্য থাকুক আর নীচের অঙ্গগুলি অন্যসেবার জন্য থাকুক। তারা 'বর্ণাশ্রমাচারবতা' বিচারে রাধাগোবিন্দের লীলাকে আক্রমণ করছেন। তাদের এই নির্বুদ্ধিতা, মূঢ়তা দূর হলে ভক্তিসদাচার জানবেন রূপসনাতনের কথা জানতে পারবেন। মহাপ্রভু দক্ষিণদেশে গেলে বহু মতবাদের লোক তাঁকে আক্রমণ করেছিল। শ্রী-সম্প্রদায়, বৈষ্ণব নামধারী মধ্ব-সম্প্রদায় কত না বাগাড়ম্বর করে অপরাধ করেছিলেন।

নানামতগ্রাহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্॥

[বৌদ্ধ-জৈন-মায়াবাদাদি বহুবিধ মতরূপ কুম্ভীরগ্রস্ত গজেন্দ্রস্থলীয় দাক্ষিণাত্যবাসী মনুষ্যদিগকে কৃপা-চক্রদ্বারা গৌরচন্দ্র উদ্ধার করে বৈষ্ণব করেছিলেন।

পরমকরুণাময় চৈতন্যদেব রাধাগোবিন্দের কথা দক্ষিণদেশে দিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু আজকাল তাঁরা "যে তিমিরে সে তিমিরে।"

আবার প্রচারের আবশ্যক। সেগুলি পুনরুজ্জীবিত করা দরকার। চৈতন্যদেব কি বলেছিলেন, তারা একেবারে ভুলে গিয়েছে। তারা বলে, আমরা খুব যুক্তিবাদী—rational বুদ্ধিমান্, বাঙ্গালীদের মত emotional নই। কিন্তু রাধাগোবিন্দের কথা তাদের মধ্যে একেবারে নেই। রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে রাধাগোবিন্দের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করার সময় অনেক লোকে বাধা দিয়েছিল। তারা বলে, চতুর্ভুজ বিষ্ণুর পরিবর্ত্তে এ মূর্ত্তি কেন? কিন্তু আজ দু'তিন বৎসর হল সেখানে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের মূর্ত্তি পূজিত হচ্ছেন। যেখানে মহাপ্রভু রায় রামানন্দের সঙ্গে রাধাগোবিন্দের কথা আলোচনা করেছিলেন, সেখানেই রাধা-গোবিন্দ বসেছেন। মাদ্রাজের লোক পার্থসারথীর কথা নিয়ে ব্যস্ত, রাধাগোবিন্দের কথা জানে না। উত্তরভারতে মহাপ্রভুর পার্ষদ-ষড়্-গোস্বামি-প্রকটিত সেবা-সৌখ্যদর্শনের যোগ্যতা তাদের হচ্ছে না, ইহা তাদের বড়ই দুর্ভাগ্য। সুব্বারাও-নামক জনৈক মধ্বসম্প্রদায়ী ভাগবতের অনুবাদ করেছেন। কিন্তু তা অসম্পূর্ণ। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা যাঁদের শুনা হয় নি, শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগ্রহ যাঁদের নিকট পূর্ণমাত্রায় পৌঁছায় নি, তাঁরা ভাগবতের আলোচনাই বুঝবেন না; যারা এ পথের পথিক নয়, তাদের দ্বারা ভাগবতের অনুবাদ হয় না।

ভাগ্যহীন পশ্চিমদেশীয় লোকগণও নানা প্রশ্ন করে; গতকল্য মথুরার একজন পণ্ডিতও প্রশ্ন করেছিলেন, ভাগবতে যখন রাধার নাম নেই, তখন গৌরসুন্দর ঐ নাম কোথায় পেলেন? কিন্তু আমরা বলি—কার জন্য থাকবে, বুদ্ধিকম লোকের জন্য থাকবে? মহাপ্রভু 'গোপী' 'গোপী' জপ করেছিলেন। সব নাম পাবে দেখা হলে।

কার নাম আছে? ললিতা, বিশাখা, রূপমঞ্জরী প্রভৃতি কারও নাম নেই বলে তাঁরা কি কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবার পূর্ণাধিকার লাভ করেন নি? চন্দ্রার নামও ত নেই? কার জন্য থাকবে? আমাদের মত নির্ব্বোধের জন্য? নাম নিয়েই বা তারা কি করছে? সাধারণের পাঠের জন্য ব্যাস-শুকাদি ঐ নাম গোপন করেছেন। যাঁদের যোগ্যতা হবে, তাঁরা যত্ন করলে দেখতে পাবেন।

তাহলে আমরা আলোচনা করলাম—ভাগবতের অধোক্ষজ আর উরুক্রমের কথা। উহাতে নির্ব্বিশেষবাদ নিরস্ত হয়েছে। তিনি

অচেতন নন। জড়জগতের জীবগণকে চৈতন্য দান করবার জন্য আশ্রয়ের ভাবগ্রহণ করে শ্রীচৈতন্যদেব এসে চৈতন্যকথা বলে গিয়েছেন এজন্য তাঁর নাম 'চৈতন্য'। আশ্রয়ের আনুগত্য ব্যতীত, গুরুপাদপদ্মের কৃপা ব্যতীত লঘুর কোন সুবিধা হয় না।

গৌরসুন্দর-রচিত "চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং"-শ্লোকে নাম-সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ভক্তি—একথা বলা হয়েছে, এই নাম-সঙ্কীর্ত্তনের অভ্যন্তরেই রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-কীর্ত্তন। কপটতাপূর্ব্বক নামকীর্ত্তন ত্যাগ করে রূপাদি কীর্ত্তন করলে চিত্তদর্পণ মলিনই থাকবে। তাহলে ভাগবত পড়াশোনা হবে না। শ্রীচৈতন্যদেবের আনুগত্যে শুনতে হবে। তা হলেই ভাগবত লাভ করতে পারব। আজকে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-সম্বন্ধে অধিক বলার সুযোগ হয় নি। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম বৃষ্টি—ষষ্ঠ-ধারা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৭১ পৃষ্ঠার পর)

সাধ্য-নির্ণয়

সাতটী প্রমেয়-বিচারে সম্বন্ধতত্ত্ব নির্ণীত হইল। সেই সম্বন্ধতত্ত্ব-জ্ঞানে জানা গেল যে, জীব নিজ নিত্য-কৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া ত্রিতাপ-জ্বলিত সংসার-সাগরে পতিত হইয়া কষ্ট পাইতেছেন। সেই কষ্ট কিসে নিবৃত্ত হয়, এই কথার বিচার হওয়ায় জানা গেল, পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ পুনঃ স্থাপন করিলে সকল দুঃখ দূরীভূত হইবে ও পরমানন্দ লাভ হইবে।

বিবর্ত্তবাদ

জীব নিত্যসিদ্ধ চিদ্বস্তু; জীবের প্রকৃত বন্ধন বা ক্লেশ নাই। কেবল দেহাত্মাভিমানরূপ বিবর্ত্তভ্রমে এত যন্ত্রণা হইতেছে। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান এবং শুক্তিতে রজতজ্ঞান, এই দুই উদাহরণকে ভালরূপে বুঝিতে না পারিয়া মায়াবাদী জীবের সত্তাকেই ব্রহ্মবিবর্ত্ত বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন। সদ্‌গুরুর কৃপায় যখন জীব জানিতে পারেন যে, ঐ দুইটী

উদাহরণ জীবের সত্তা-সম্বন্ধে বিহিত হয় নাই, কেবল জীবের স্থূল ও লিঙ্গ-দেহে যে-আত্মবুদ্ধি, তৎসম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে, তখন তিনি সুপথ দেখিতে পান। পরিণাম ও বিবর্ত্তে ভেদ এই। বস্তুই যখন অন্যপ্রকার আকার প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে বিকার (১) বা পরিণাম বলে। অম্ল-যোগে দুগ্ধ বিকৃত হইয়া দধি হয়, ইহা পরিণাম। যখন বস্তু নাই, অথচ যেস্থলে অন্য বস্তুতে অন্যথা বুদ্ধি হয়, তখনই তাহার নাম বিবর্ত্ত। যথা, সর্পরূপ বস্তু নাই, রজ্জুতে মিথ্যা সর্পভ্রম হইতেছে। রজত তথায় নাই, অথচ শুক্তিতে রজতভ্রম হইতেছে। এই দুই স্থলে "অতত্ত্বতো অন্যথাবুদ্ধিরূপ" বিবর্ত্তভ্রম। জীব শুদ্ধ চিদ্বস্তু। তিনি বস্তুতঃ মায়াবদ্ধ হন না, কেবল বিবর্ত্তবুদ্ধি যখন প্রবল হইয়া আত্মাকে দেহের সহিত ঐক্য করিয়া প্রতিপন্ন করে, তখনই বিবর্ত্তভ্রম হয় (২)। বদ্ধজীবের এই দুর্দ্দশা ঘটায়, বিবর্ত্তের স্থল লক্ষিত হয়। এই বিবর্ত্তবুদ্ধি কখন দূর হইবে? যখন সদ্‌গুরুর নিকট সদুপদেশ লাভ করিয়া 'আমি কৃষ্ণদাস' এই অভিমান দৃঢ় হইবে, তখনই ঐ বিবর্ত্ত আর থাকিবে না (৩)।

ভক্তিই অভিধেয়

সুতরাং মোক্ষাভিসন্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণভক্তি করিলে বিবর্ত্তবুদ্ধি অনায়াসে বিদূরিত হইবে। মোক্ষাভিসন্ধিতে স্বধর্ম্মের সাধন হয় না, কেবল ব্যতিরেক অনুশীলন হইয়া থাকে (৪)। অতএব ভক্তিই সাধন। অর্ব্বাচীন লোকেরা ভক্তিকে দূরে রাখিয়া হয় কর্ম্ম, নয় জ্ঞানকে সাধন

---

(১) অতত্ত্বতোঽন্যথাবুদ্ধির্বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ।
সতত্ত্বতোঽন্যথাবুদ্ধির্বিকার ইতি শব্দ্যতে॥ (কস্যচিৎ মায়াবাদাচার্য্যঃ)

(২) স এব যর্হি প্রকৃতের্গুণেষ্বভিবিষজ্জতে।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥
তেন সংসারপদবীমবশোঽভ্যেত্য নির্বৃতঃ।
প্রাসঙ্গিকৈঃ কর্ম্মদোষৈঃ সদ্বসস্মিশ্চযোনিষু॥ (ভাঃ ৩।২৭।২-৬)

(৩) এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ।
বিবৃশ্চ্য জীবাশয়মপ্রমত্তঃ সম্পাদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রম্॥
(ভাঃ ১১।১২।৮)

(৪) যস্ত্ব আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্॥ (ভাঃ ৭।১০।৬)

বলিয়া প্রতিপন্ন করেন (১)। জ্ঞান ও কর্ম্ম কথঞ্চিৎ গৌণরূপে সাধন হইতে পারে বটে, কিন্তু কখনই তাহা মুখ্য সাধন হইতে পারে না (২)। সনাতনশিক্ষায় প্রভু বলিয়াছেন ;—

"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়প্রধান।
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক—কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান॥
সেই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে বল॥
কেবলজ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখ সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥
জীব কৃষ্ণনিত্যদাস তাহা ভুলি গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥
চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে॥
জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥ (৩)

ভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান নিষ্ফল

প্রভু বলেন যে, কর্ম্ম, অষ্টাঙ্গযোগ ও জ্ঞান এই সকলকে সাধন বলিয়া কোন কোন শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং খণ্ডবুদ্ধি ব্যক্তিগণ

---

(১) নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাসুরাত্মজাং।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা॥
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্॥ (ভাঃ ৭।৭।৫১-৫২)

(২) দানব্রততপোহোমজপস্বাধ্যায়সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে॥ (ভাঃ ১০।৪৭।২৪)

(৩) মুখবাহুরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥ (ভাঃ ১১।৫।২-৩)

ঐ সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে মুখ্য অভিধেয় বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। মনুষ্যগণ অধিকারভেদে বহুবিধ এবং প্রবৃত্তনিবৃত্তভেদে দ্বিপ্রকার। সেই অধিকারস্থিত ব্যক্তি তৎপরস্থিত স্থান পাইবার জন্য যে-সাধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, সে-সাধন গৌণমাত্র, মুখ্য সাধন বা অভিধেয় নয়। সেই সব সাধনের ফল কেবল একটী সোপান আরোহণমাত্র; সুতরাং বৃহত্তত্ত্বে তাহার ফল অবান্তর ও তুচ্ছ। কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান এবং তত্তৎপন্থার অবান্তর প্রকারসমূহের ভক্তি উদ্দেশ না থাকিলে কোনপ্রকার ফল দিবার শক্তিমাত্র নাই। কৃষ্ণভক্তি চরম উদ্দেশ থাকিলে তাহারা কথঞ্চিৎ গৌণফল প্রদান করে। কেবল জ্ঞানে মুক্তি হয় না। ভক্তির উদ্দেশে যে সম্বন্ধজ্ঞান হয়, তাহার প্রাথমিক ফলই মুক্তি। ভক্তিই সে মুক্তিতে স্বীয় অনায়াস অবান্তর ক্ষুদ্র ফল বলিয়া দিয়া থাকেন। কর্ম্মসম্বন্ধে কথা এই যে, চারিবর্ণ ও চারিটী আশ্রম উপযোগী যে-সকল কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহারই নাম ধর্ম্ম। ইহাকে ত্রৈবর্গিক ধর্ম্ম বলা যায়। এই গ্রন্থের দ্বিতীয়-বৃষ্টিতে এই ত্রৈবর্গিক ধর্ম্মের বিবৃতি পাওয়া যায়। তৎসম্বন্ধে প্রভুর উপদেশ এই - দেহযাত্রা সংসারযাত্রা ইত্যাদি স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ করিতে করিতে প্রবৃত্ত পুরুষগণ মুখ্য বৈধসাধনে বলপ্রাপ্ত হন। অতএব কৃষ্ণভক্তির উপযোগী করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে অতিপ্রবৃত্ত পুরুষগণ অধিকারী। কিন্তু ভক্তি উদ্দেশ না করিয়া যাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত, তাঁহারা স্বধর্ম্ম সাধন করিয়াও নরকগামী হন। (১)

এই গ্রন্থের তৃতীয়-বৃষ্টিতে সাধনভক্তির বিবৃতি আছে। বৈষ্ণবসাধন-ভক্তি শুদ্ধভক্তি হইলে প্রেম-সাধনের যোগ্য।

প্রেম নিত্যসিদ্ধ

জীবের ঈশ্বরের প্রতি যে-প্রেম, তাহা জীবের স্বাভাবিক নিত্যধর্ম্ম। তাহাই বাস্তবিক সাধ্যবস্তু। এস্থলে একটী এই বিতর্ক হয় যে, সাধ্যবস্তু নিত্যসিদ্ধ, তবে কিরূপে সাধ্য হইতে পারে? প্রভু এ সম্বন্ধে এই কথাটী বলিয়াছেন ;—

---

(১) ষড়্বর্গসংযমৈকান্তাঃ সর্ব্বা নিয়মচোদনাঃ।
তদন্তা যদি নো যোগা ন বহ্বেয়ুঃ শ্রমাবহাঃ ॥ (ভাঃ ৭।১৫।২৮)

"এবে সাধনভক্তিলক্ষণ শুন সনাতন।
যাহা হইতে পাই কৃষ্ণপ্রেম মহাধন॥
শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপলক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণে উপজায় প্রেমধন॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥"

প্রভুবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, প্রেমই সিদ্ধবস্তু। জীবের মায়া-মোহিত দশায় সেই প্রেম তটস্থ লক্ষণে পাওয়া যায়, স্বরূপ-লক্ষণে উদয় হয় না। কৃষ্ণের নাম, গুণ, রূপ, লীলাকথা, শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ ইত্যাদি কার্য্যই সাধনভক্তির স্বরূপলক্ষণ (১)।

কৃষ্ণপ্রেম স্বপ্রকাশ

সেই সাধন করিতে করিতে লুক্কায়িত অগ্নির ন্যায় প্রেম প্রথমে তটস্থরূপে উদিত হয় এবং লিঙ্গশরীর-ভঙ্গে অর্থাৎ বস্তুসিদ্ধির সময় স্বরূপলক্ষণে প্রকাশ পায়। অতএব কৃষ্ণপ্রেম সিদ্ধবস্তু, তাহা সাধন-দ্বারা জন্মে না, কেবল শ্রবণাদি-দ্বারা শুদ্ধচিত্তে উদয় হইয়া পড়ে। ইহাতেই সাধনের আবশ্যকতা স্পষ্ট প্রতীত হইবে।

সেই সাধনভক্তি দুইপ্রকার অর্থাৎ বৈধী সাধনভক্তি ও রাগানুগ-সাধনভক্তি। প্রভু বলিয়াছেন ;—

"এই ত সাধনভক্তি, দুই ত প্রকার।
এক বৈধীভক্তি, রাগানুগ-ভক্তি আর॥
রাগহীনজন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধীভক্তি বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥"

বৈধীভক্তি

কৃষ্ণেতর বিষয় বদ্ধজীবের যখন বড় অনুরাগ, তখন তাহার কৃষ্ণের প্রতি রাগ না থাকা-প্রায় বলিয়া বোধ হয়। তখন মঙ্গলপ্রার্থী জীব

---

(১) শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥ (ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)

কেবল শাস্ত্রের আজ্ঞায় কৃষ্ণভজন করেন। এই ভজনই বৈধ ভজন। শাস্ত্রের শাসনবাক্যকে বিধি মনে করিয়া যে-সকল নিষেধবিধি দৃষ্টি করিয়া কার্য্য করেন, তাহাতেই তাঁহার প্রাথমিক শুভ উদয় হয়। এস্থলে শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধাই ইহার প্রবর্ত্তক। সেই শ্রদ্ধা প্রথমে কোমল, পরে মধ্যম এবং চরমে উত্তম হইয়া ফলসিদ্ধি করায়। যখন উত্তম হইয়া ঐ শ্রদ্ধা সাধুসঙ্গে ভজন-দ্বারা নিষ্ঠা. রুচি, আসক্তি ও ভাব পর্য্যন্ত অবস্থা লাভ করে, তখন বিধিও একটি চমৎকার আকার ধারণ করে। তখন সাধক বুঝিতে পারেন যে, কৃষ্ণই একমাত্র সর্ব্বদা স্মর্ত্তব্য এবং কখনও তাঁহাকে বিস্মরণ হওয়া উচিত নয়, সকল বিধিনিষেধই এই দুইটি মূল-বিধি-নিষেধের কিঙ্কর (১)। সে সময় ভক্তিসাধন বিধিনিষেধের নিয়মা-গ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অধিকারানুসারে কোন কোন বিধি পরিত্যাগ ও কোন কোন নিষেধকে গ্রহণ করিতে থাকেন (২)।

সাধনভক্তির বিবৃতি প্রভুবাক্যে পাওয়া যায় (চৈঃ চঃ মঃ ২৩) যথা ;—

"বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তি বহুত বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ-সার ॥

চৌষট্টি সাধক-ভক্ত্যঙ্গ

গুরুপাদাশ্রয়-১ দীক্ষা-২ গুরুর সেবন-৩।
সদ্ধর্ম্মশিক্ষাপৃচ্ছা-৪ সাধুমার্গানুগমন-৫ ॥
কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ-৬ কৃষ্ণতীর্থে বাস-৭।
যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ-৮ একাদশ্যুপবাস-৯ ॥
ধাত্রাশ্বত্থগোবিপ্রবৈষ্ণবপূজন-১০।
সেবানামাপরাধাদি দূরে বিবর্জ্জন-১১ ॥
অবৈষ্ণবসঙ্গত্যাগ-১২ বহু শিষ্য না করিব-১৩।
বহুগ্রন্থকলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিব-১৪ ॥

---

(১) স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥

(২) স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কর্ম্মণাং জাত্যশুদ্ধানামনেন নিয়মঃ কৃতঃ।
গুণদোষবিধানেন সঙ্গানাং ত্যাজনেচ্ছয়া ॥ (ভাঃ ১১।২০।২৬)

হানিলাভসম-১৫ শোকাদির বশ না হইব-১৬।
অন্যদেবে অন্যশাস্ত্রে নিন্দা না করিব-১৭॥
বিষ্ণুবৈষ্ণবনিন্দা-১৮ গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিব-১৯।
প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব-২০॥
শ্রবণ-২১ কীর্ত্তন-২২ স্মরণ-২৩ পূজন-২৪ বন্দন-২৫।
পরিচর্য্যা-২৬ দাস্য-২৭ সখ্য-২৮ আত্মনিবেদন-২৯॥
অগ্রে নৃত্য-৩০ গীত-৩১ বিজ্ঞপ্তি-৩২ দণ্ডবন্নতি-৩৩।
অভ্যুত্থান-৩৪ অনুব্রজ্যা-৩৫ তীর্থগৃহে গতি-৩৬॥
পরিক্রমা-৩৭ স্তব-৩৮ পাঠ-৩৯ জপ-৪০ সঙ্কীর্ত্তন-৪১।
ধূপ-৪২ মাল্য-৪৩ গন্ধ-৪৪ মহাপ্রসাদভোজন-৪৫॥
আরাত্রিক-৪৬ মহোৎসব-৪৭ শ্রীমূর্ত্তিদর্শন-৪৮।
নিজপ্রিয়দান-৪৯ ধ্যান-৫০ তদীয়সেবন-৫১॥
তদীয়-৫২ (ক) তুলসী-৫৩ বৈষ্ণব-৫৪ মথুরা-৫৫ ভাগবত ৫৬।
এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥
কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা-৫৭ তৎকৃপাবলোকন-৫৮।
জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ-৫৯, ৬০॥
সর্ব্বথা শরণাপত্তি-৬১ কার্ত্তিকাদি ব্রত-৬২, ৬৩, ৬৪। (খ)
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব॥
সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ—এই পঞ্চ-অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ॥

শ্রেণীবিভাগ

এই চৌষট্টি অঙ্গের মধ্যে প্রধান সাধনাঙ্গ শ্রবণাদি নয়টী, আর সমস্ত তাহার অনুষঙ্গ। প্রথম দশটী অঙ্গ প্রবেশদ্বারস্বরূপ। তাহার পর

(ক) লীলার উপকরণমাত্রই তদীয়; যথা—বৃন্দাবনে যাবতীয় উদ্দীপক ও সঙ্গী এবং নবদ্বীপের খোল-করতালাদি উপকরণ, তৎসম্মান ও আদর।

(খ) কার্ত্তিক ১, মাঘস্নান ২, বৈশাখকৃত্য ৩।

দশটী অঙ্গ ভক্তিপ্রতিকূল নিষেধ ও অনুকূল গ্রহণ। তন্মধ্যে ধাত্রী, অশ্বত্থ, গো, বিপ্র ইত্যাদির কার্য্যগুলি সমাজনিষ্ঠ কর্ত্তব্যবিশেষ। তাহারাও ভক্তির প্রথমে অনুকূল হয়। যত সাধন পরিপক্ক হয়, ততই চৌষট্টি অঙ্গের মধ্যে শেষ পাঁচটী অঙ্গমাত্র বিশেষ পালনীয় হইতে থাকে।

সাধনের রহস্য

সাধনপর্ব্বের একটী রহস্য আছে। অপ্রাকৃত জ্ঞান, ভক্তি ও ইতরবৈরাগ্য—ইহারা তিনজনেই সমমানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে-স্থলে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, সেস্থলে সাধনের মূলে দোষ আছে বলিয়া জানিতে হইবে (১)। সর্ব্বত্র সাধুসঙ্গ ও গুরুকৃপা ব্যতীত বিপথপতন হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না।

প্রভু বলিয়াছেন যে ;—

"এক অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হইতে উপজায় প্রেমের তরঙ্গ॥

একাঙ্গ ও বহু অঙ্গ সাধক

একাঙ্গ সাধকদিগের মধ্যে প্রভু পরীক্ষিৎ (শ্রবণ), শুক (কীর্ত্তন), প্রহ্লাদ (স্মরণ), লক্ষ্মী (পাদসেবন), পৃথু (অর্চ্চন), অক্রূর (বন্দন), হনুমান্ (দাস্য), অর্জ্জুন (সখ্য), বলি (আত্মনিবেদন) প্রভৃতির উদাহরণ দিয়াছেন। বহু অঙ্গ সাধনে রাজা অম্বরিষের উদাহরণ উল্লিখিত হইয়াছে।

পরমহংস অবৈধ নহে

সাধনকালে যে-পর্য্যন্ত হৃদয়ে কাম আছে, সে-পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মের অপেক্ষা থাকে। কাম ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রবিধিমতে যাঁহারা সাধন করেন, তাঁহারা ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হন (২)।

---

(১) ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥
(ভাঃ ১১।২।৪২)

(২) দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥
(ভাঃ ১১।৫।৪১)

"কাম ত্যজি কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানি।
দেব-ঋষি-পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী॥"

নিষ্কাম সাধন উপস্থিত হইলে বিধিধর্ম্ম ছাড়িয়া যায়। তথাপি নিষিদ্ধাচারে মতি হয় না। শুদ্ধসাধনভক্তের পাপাচরণ সম্ভব নয়। যদি অকস্মাৎ অজ্ঞানে পাপ কৃত হয়, তথাপি কর্ম্মপ্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক হয় না (১)।

জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির সোপান নহে

কেহ কেহ মনে করেন, প্রথমে জ্ঞান ও বৈরাগ্য করিয়া ভক্তির উন্নতিসাধন করা উচিত; একথা ভ্রম। প্রভু আজ্ঞা করিয়াছেন যথা,—

'জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।"

রাগানুগা ভক্তি

ভক্তি একটী স্বতন্ত্র-বৃত্তি। জ্ঞান-বৈরাগ্যাদির প্রায়ই ভক্তিদেবীর দাসরূপে দূরে দূরে ক্রিয়া (২)। অহিংসা, যম, নিয়মাদি ধর্ম্ম ভক্তির স্বাভাবিক সঙ্গী। তাহাদের জন্য পৃথক্ শিক্ষাপ্রয়াসের প্রয়োজন নাই। তবে প্রভু কহিলেন;—

"বৈধী ভক্তি-সাধনের কহিল বিবরণ।
রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন॥
রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিগণে।
তার অনুগত ভক্তির রাগানুগা নামে॥
ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা রাগ স্বরূপলক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থলক্ষণ কথন॥
রাগময়ী ভক্তির হয় 'রাগাত্মিকা' নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥

---

(১) স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্ট॥
(ভাঃ ১১।৫।৪২)

(২) তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥ (ভাঃ ১১।২০।৩১)

লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥
বাহ্য অভ্যন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্যে সাধকদেহে করি শ্রবণ-কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিন করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥
নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছেত লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥
দাস, সখা, পিত্রাদি, প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন॥
এই মত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তার উপজায় প্রীতি॥
প্রীত্যঙ্কুরে রতি ভাব হয় দুই নাম।
যাহা হইতে বশ হন শ্রীভগবান্॥"
এইত কহিল অভিধেয়-বিবরণ।

বৈধী সাধনভক্তি ও রাগানুগা সাধনভক্তির পার্থক্য দেখায়া প্রভুই অভিধেয় সাধনতত্ত্ব শেষ করিয়াছেন। চতুর্থ-বৃষ্টিতে রাগানুগা তত্ত্বের বিচার পরিষ্কৃত হইয়াছে।

ক্রমপথই মঙ্গলপ্রদ

অপক্কসিদ্ধান্ত কতিপয় ব্যক্তির বিবেচনায় ভক্তিসাধনের আবশ্যকতা নাই। হয় বর্ণাশ্রমধর্ম্মজীবন বা একেবারে প্রেমভক্তির কৃত্রিম লক্ষণই তাঁহাদের ভাল লাগে। আমরা ভক্তির উপদেশে দেখিতেছি, ক্রম-সোপানই ভাল ও নিশ্চয় অর্থজনক। আদৌ ধর্ম্মজীবনে বর্ণাশ্রমের নিষ্ঠা, পরে উন্নতিক্রমে বৈধ ভক্তজীবন অবশ্য হইবে এবং অবশেষে প্রেমভক্তিতে জীবনের সম্পূর্ণতা হইবে (১)। অধিকার উন্নতির স্থলে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হয়।

---

(১) সত্যচ প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো, ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি, শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥
(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

কর্ম্ম আত্মার ধর্ম্ম নহে

কেহ কেহ মনে করেন, এই ক্রম অবলম্বন করিলে মনুষ্যজীবনে অবনতিই হয়। কৃষক, সদাগর, রাজকর্ম্মচারী কায়স্থ এবং ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ—ইহারা ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়া শেষে ব্রাহ্মণত্ব ও চরমে সন্ন্যাসের সহিত ব্রহ্মত্ব পাইয়া থাকেন, এটা কেবল আত্মবঞ্চনামাত্র (১)। ঐ সকল ধর্ম্মজীবন কেবল পার্থিব উন্নতির কল্পনা করে, প্রতিজ্ঞা করিয়াও আত্মার উন্নতি সাধন করিতে পারে না। ঐ সমস্ত পার্থিব জীবনকে অতিক্রম করিয়া পারমার্থিক জীবন সহজেই লাভ করার ব্যবস্থা শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ।

সাধনভক্তিতেই আত্মধর্ম্মের প্রকাশ

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনে দেহযাত্রানির্ব্বাহ। যোগাদিতে মনের উন্নতি-সাধনপন্থা। কিন্তু সাধনভক্তিতে জীবের আত্মোন্নতি হইয়া থাকে। সাধক যদিও পাকা কৃষক, সুদক্ষ সদাগর, চতুর যোদ্ধা হইতে না পারেন, তথাপি তাঁহার অধিকারক্রমে তিনি অত্যুচ্চ মানবজীবনের কৌশলে পরিপক্ক। যদিও একজন চতুর রাজমন্ত্রী কামান ছুঁড়িতে বিশেষ সমর্থ না হইতে পারেন, তথাপি সকল যোদ্ধৃগণের মস্তকরূপে তিনিই সকল যুদ্ধাদির ব্যবস্থা করেন। সেইরূপ সাধক ভক্তের সর্ব্বত্র উচ্চতা যিনি দেখিতে পান, তিনিই প্রকৃত-প্রস্তাবে বুদ্ধিমান্—ভগবৎ-কৃপা অবশ্য লাভ করিয়াছেন (২)। (ক্রমশঃ)

— জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

---

(১) মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা, মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্ ।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং, পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্ ॥
(ভাঃ ৭।৫।৩০)

(২) যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্ ॥
(ভাঃ ৪।২৯।৪৭)

যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা, জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু ।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু, ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে ॥
(ভাঃ ৫।৫।৩)

গীতার বাণী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৮০ পৃষ্ঠার পর)

১১শ অধ্যায়

পূর্ব্বাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীমুখে তাঁহার বিভূতির বিবরণ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের হৃদয়ে শ্রীভগবানের তাদৃশ বিভূতিপূর্ণ রূপ দর্শনের অভিপ্রায় হইলে, ভক্তবৎসল ভগবান্ অর্জ্জুনের সেই বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। তিনি প্রকৃতি-অন্তর্য্যামী সহস্রশিরস্ক মহাবিষ্ণুর রূপ প্রদর্শনমুখে সেই রূপেরই কালাত্মকত্ব জানাইলেন। সেই বিশ্বরূপ প্রদর্শনের পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে জানাইয়াছিলেন যে, যে-চক্ষু নিরন্তর শ্রীভগবানের মাধুর্য্য দর্শনে অভ্যস্ত, তাদৃশ চক্ষুদ্বারা ঐশ্বর্য্যপর বিশ্বরূপ দর্শন অসম্ভব এবং তজ্জন্য তাঁহাকে ঐপ্রকার গৌরবময় রূপ দর্শনোপযোগী দিব্যচক্ষু প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাদৃশ রূপের মনোহারিত্ব আস্বাদনের উপযোগী মন প্রদান করেন নাই। অর্জ্জুন ভগবানের মুখ্য পারিষদ এবং নরাবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ; সুতরাং তাঁহার প্রাকৃত চক্ষু নাই, তথাপি যে-চক্ষু নিরন্তর নরলীলাকারী কৃষ্ণপাদপদ্ম-দর্শনে রুচিবিশিষ্ট, তাদৃশ চক্ষুতে বিশ্বরূপ দর্শন রুচিকর হয় না—সতত শর্করা আস্বাদনকারী রসনায় খণ্ডগুড় আস্বাদনে অরুচির ন্যায় অরুচিকর বুঝিতে হইবে।

ভক্তবর অর্জ্জুন ভগবানের অসংখ্য বদন, নেত্রবিশিষ্ট বহুবিধ আশ্চর্য্যের আধার, দিব্য অলঙ্কার, মাল্য-বস্ত্রাদি পরিশোভিত, দিব্যাস্ত্র-সকলের ধারণকারী ভয়ঙ্কর, সর্ব্বব্যাপী, সহস্র সূর্য্যের প্রভা একত্র সম্মিলিত হইলে যে-প্রকার তেজঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে তাদৃশ জ্যোতির্ম্ময় রূপ দর্শনে বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিয়াছিলেন, যে ভগবানের তাদৃশ বিরাট দেহে আদিত্যাদি দেবগণকে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রাণীসকলকে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে, ঋষিগণকে এবং বহু বাহু-উদর-নেত্রাদিবিশিষ্ট দেবতাকে অনন্তরূপে দেখিতেছেন, তাঁহার আদি, মধ্য, অন্ত দর্শনের যোগ্যতা নাই। তাঁহার কিরীট-গদা চক্রধারী, সর্ব্বত্র দীপ্তিমান্, দুর্নিরীক্ষ্য, প্রদীপ্ত অনল এবং সূর্য্যপ্রভাতুল্য অপরিসীম স্বরূপ দর্শনে তাঁহাকে অক্ষর ব্রহ্ম, বিশ্বের পরমাশ্রয়, সনাতনধর্ম্মের রক্ষক, আদি-মধ্যান্ত-বিহীন, অনন্ত ভুজযুক্ত, চন্দ্র-সূর্য্যনয়ন, প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় মুখবিশিষ্ট বিশ্ব সন্তপ্ত, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও

তন্মধ্যবর্ত্তী স্থানসকল ও দিক্‌সকল তাঁহা-দ্বারা ব্যাপ্ত এবং তাদৃশ রূপ-দর্শনে ত্রিভুন সন্ত্রস্ত। দেবগণ তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, কেহ কেহ ভীত হইয়া স্তব করিতেছেন, মহর্ষিগণ স্বস্তি-উচ্চারণের দ্বারা মনোহর বাক্যে তাঁহার স্তব করিতেছেন, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষ-সকল, দৈত্যসমূহ এবং সিদ্ধসকল বিস্মিতচিত্তে তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন। তাঁহার তাদৃশ বহু বদন, চক্ষু, উদর, দংষ্ট্রাদিবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর রূপদর্শনে লোকসকল এবং অর্জ্জুনও অত্যন্ত ভীত; আর আকাশস্পর্শী, বিবিধ-বর্ণযুক্ত বিস্তৃত মুখ, প্রজ্জ্বলিত বিস্তীর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট তাঁহাকে দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের অন্তর ব্যথিত, অধৈর্য্য ও অশান্ত হওয়ায় তিনি শান্তির প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি আরও দেখিতেছেন যে, কৌরবপক্ষীয় দুর্য্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণাদিসহ তাঁহার পক্ষীয় মুখ্য যোদ্ধাসকল কালরূপী তাঁহার বদনে প্রবেশ করিতেছে এবং কেহ কেহ বা তাঁহার ভীষণ দন্তমধ্যে সংলগ্ন হইয়া ঘূর্ণিতমস্তক হইতেছে। নদীসকল যেমন অবশগতিতে সমুদ্রের অভিমুখে ধাবিত হয় তদ্রূপ সমস্ত বীরগণ ভগবানের প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলে প্রবেশ করিতেছে, তিনি প্রদীপ্ত বদনের দ্বারা সকল লোককে গ্রাস করিতে করিতে শোণিতসিক্ত ওষ্ঠ লেহন করিতেছেন। তাঁহার প্রখর জ্যোতি তেজপুঞ্জ সমস্ত লোককে সন্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। অর্জ্জুন তাদৃশ রুদ্রমূর্ত্তির পরিচয় ও তাঁহার কার্য্যের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ জানাইলেন যে, তিনিই কালরূপে লোক সকলকে সংহার করিয়া থাকেন। অর্জ্জুনাদি পঞ্চপাণ্ডব ব্যতীত আর কেহই কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে জীবিত থাকিবেন না। তিনিই অর্জ্জুনের প্রতিপক্ষীয় বীরগণের সংহার পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছেন। অর্জ্জুন কেবল নিমিত্তমাত্র হইয়া বিপক্ষ দলকে বিনাশপূর্ব্বক যশঃ লাভ করিবেন।

অর্জ্জুন ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার কম্পান্বিত-কলেবরে গদ্‌গদবাক্যে বলিয়াছিলেন—ভগবানের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে জগৎ অতুল আনন্দ লাভ করে এবং তাঁহার প্রতি অনুরাগী হয়—রাক্ষসগণ ভয়ে পলায়ণ করে, আর সিদ্ধগণ ভক্তিভাবে নমস্কার করেন। তাঁহাকে নমস্কার না করিবেন কেন? তিনি যে দেবতাগণের দেবতা, জগতের আশ্রয়, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মারও পরম গুরু, আদি কারণ এবং ব্যক্তাব্যক্ত

জগৎ তাহারই প্রকাশ মাত্র। তিনিই আদিদেব, পুরাণ-পুরুষ, বিশ্বের পরমাশ্রয়, তিনিই বেত্তা, বেদ্য, পরমধাম ও অনন্তরূপ। তিনিই বায়ু, যম, অগ্নি, ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতার জনক। এই বলিয়া সর্ব্বদিকে মুখাদিবিশিষ্ট তাঁহাকে অর্জ্জুন সর্ব্বদিকেই প্রণাম করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ঈদৃশী মহিমা অর্জ্জুনের অসাবধানতাহেতু কৃষ্ণ, যাদব, সখা প্রভৃতি বাক্যে সম্বোধন জন্য, অথবা শয়ন, ক্রীড়া, ভোজন বা উপবেশনাদি-কালে পরিহাস-বাক্যের দ্বারা ভগবানের অসৎকার করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

অর্জ্জুন ভগবানের অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দর্শনে বিস্মিত, আনন্দিত ও অস্থির-চিত্ত হইয়া তাঁহার নিত্য দর্শনীয় রূপ দর্শনের প্রার্থনা করেন।

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি আত্মযোগ-প্রভাবে যে বিশ্বরূপ অর্জ্জুনকে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বেদপাঠ, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, অগ্নিহোত্রাদি-ক্রিয়া বা কঠোর তপস্যাদ্বারা তাদৃশ রূপ দর্শনে কাহারও সামর্থ্য হয় না। তৎপরে বিশ্বরূপ দর্শনে শঙ্কিত অর্জ্জুনকে নিজ শ্যামসুন্দর চতুর্ভুজ শান্তরূপ প্রদর্শন করান। অর্জ্জুন নরাকৃতি শ্যামরূপ দর্শন করিয়া স্থিরচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হওয়ার কথা জানাইলে ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার সেই শ্যামসুন্দর রূপ সুদুর্দ্দর্শ, দেবতাগণও নিত্য দর্শন বাঞ্ছা করেন; কিন্তু দর্শনলাভে অসমর্থ। বেদপাঠ, তপস্যা, দান, যজ্ঞাদিদ্বারা তাদৃশ রূপ দর্শন হয় না—যাহা অর্জ্জুন নিত্যই দর্শন করিয়া থাকেন। কেবল অনন্যা ভক্তিদ্বারাই তাদৃশ রূপ দর্শন করিতে বা জানিতে অথবা তাদৃশ অনন্তরূপবান্ তাঁহাতে প্রবেশ করিতে সামর্থ্য হইয়া থাকে।

এস্থলে কোন কোন ভাষ্যকার 'সুদুর্দ্দর্শ'-শ্লোকটীর তাৎপর্য্য বিশ্বরূপকে উদ্দেশ করেন, কিন্তু বিচার-যুক্তিতে তাহা সম্ভব হয় না। কারণ বিশ্বরূপ সম্বন্ধে উক্তি পূর্ব্বেই ('ন বেদ-যজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈঃ' ১১।৪৮ শ্লোকে) হইয়াছে। অধুনা বিশ্বরূপ যে নরাকৃতি চতুর্ভুজ কৃষ্ণরূপেরই অধীন এবং তিনি নিজ আত্মযোগ-প্রভাবে উহা প্রদর্শন করিতে পারেন, তাহাই জানাইয়া দেন। কৃষ্ণরূপ যদি বিশ্বরূপাপেক্ষা নিকৃষ্ট বা তদধীন হইতেন, তবে কৃষ্ণচন্দ্রের পক্ষে উহা প্রদর্শন অসম্ভব হইত।

ভাগবত-সন্দর্ভকার শ্রীমজ্জীবগোস্বামী-চরণ এ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বর্ণন করিয়াছেন, কাহারও মতে বিশ্বরূপই পরম স্বরূপ। তাহা ভ্রম। কারণ, 'অসদ্ব্যপদেশাৎ' ইত্যাদি ২।১।১৭ বেদান্ত-সূত্রানুসারে শাস্ত্রের উপসংহার-বাক্যই উপক্রমবাক্যের অর্থ নির্ণয় করে বলিয়া এবং উপক্রম-উপসংহার বাক্যদ্বারা নির্ণীত অর্থ সমগ্র শাস্ত্রের তাৎপর্য্যহেতু, 'মন্মনা' ইত্যাদি শ্লোকের বক্তা অর্জ্জুনের সখারূপে বিরাজমান নরাকৃতি পরম-ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই পরমস্বরূপ। বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপের অধীন। এজন্যই তিনি ইচ্ছামাত্র উহা দর্শন করাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণরূপ বিশ্বরূপের অধীন হইলে তিনি ইচ্ছামাত্র ঐ রূপ দেখাইতে পারিতেন না। বিশেষতঃ শ্রীগীতার ঐ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিয়া পুনর্ব্বার 'নিজ'-রূপ প্রদর্শন করিলেন। এস্থলে নরাকার চতুর্ভুজ রূপেরই স্বকীয়ত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এইহেতু, উক্ত বিশ্বরূপ যে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ স্বরূপ নহে তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। সুতরাং পরমভক্ত অর্জ্জুনের সেইরূপ অভীষ্ট নহে, তদীয় স্বকীয় স্বরূপই তাঁহার অভীষ্ট। বিশ্বরূপ দর্শনপূর্ব্বক অর্জ্জুন বলিয়াছেন,—"যাহা কখনও দেখি নাই, তোমার এমন রূপ দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে আমার মন স্তম্ভিভূত হইয়াছে।" এই বাক্যে বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুনের অনভিরুচি প্রকাশ পাইয়াছে।

বিশ্বরূপ দর্শন করিবার জন্য অর্জ্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দান করিয়াছেন বলিয়া তাহারা বিশ্বরূপের মাহাত্ম্য অধিক বলে, তাহাদের সেই বাক্য কাক-কোলাহলের ন্যায় অশ্রদ্ধেয়। শ্রীকৃষ্ণের নরাকার বিগ্রহই প্রকৃত দৃষ্টির অগোচর এবং ভগবচ্ছক্তি-বিশেষ-সমন্বিত দৃষ্টিবিশেষদ্বারা প্রত্যক্ষী-ভূত হইয়া থাকেন।

ব্রহ্মবস্তু কখনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে কেহই প্রাকৃত নয়ন-দ্বারা দর্শন করিতে পারে না। যে অর্জ্জুন নিজ সখারূপে সেই সর্ব্বপরতত্ত্ব-বস্তুকে নিত্য দর্শন করেন, নিশ্চয়ই তিনি অপ্রাকৃত দৃষ্টি-সম্পন্ন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। তবে বিশ্বরূপ-দর্শন-সময়ে তাঁহার দিব্যচক্ষু এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সেই চক্ষু প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া যাহা শুনা যায়, তাহার তাৎপর্য্য এই—নরাকৃতি পরব্রহ্ম দর্শনের উপযোগী অর্জ্জুনের যে স্বাভাবিকী দৃষ্টি, তাহা হইতে দেববপু অর্থাৎ বিশ্বরূপ দর্শনের উপযোগী দৃষ্টি ভিন্ন; শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনের

স্বাভাবিকী দৃষ্টি আবরণ করিয়া শেষোক্ত দৃষ্টি দান করিয়াছেন, এইজন্য দিব্যদৃষ্টি দানের কথা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু দিব্যদৃষ্টি-বিশিষ্টগণ যে নরাকৃতি পরব্রহ্ম-স্বরূপদর্শন অতি দুর্ল্লভ। দেবগণও এইরূপ দর্শন করিবার জন্য সতত আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। আবার পরে বলিয়াছেন যে, স্বরূপ (নরাকৃতি পরব্রহ্ম) ভক্তিদ্বারা সহজে দর্শন করা যায়।

কাহারও সন্দেহ হইতে পারে—"সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং" ইত্যাদি বাক্য বিশ্বরূপ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, তাহা নহে। তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অর্জ্জুনের বাক্য—হে সৌম্য, হে জনার্দ্দন, অধুনা তোমার এই মনুষ্যরূপ দর্শন করিয়া সংবৃত্ত, সুস্থচিত্ত ও স্বভাবস্থ হইয়াছি। বিশ্বরূপদর্শন প্রকরণ হইতে সুদুর্দ্দর্শ ইত্যাদি বাক্য অর্জ্জুনের উক্ত উক্তিদ্বারা ব্যবহিত আছে। সুতরাং নরাকৃতি পরব্রহ্ম সম্বন্ধেই সুদুর্দ্দর্শ ইত্যাদি বাক্য। এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তাদৃশ নরাকৃতি পরমব্রহ্মরূপ প্রাপ্তির উপায়,—ভগবৎ-কর্ম্ম অর্থাৎ মন্দির-মার্জ্জন, পুষ্প-চয়ন, পুষ্প-কানন, তুলসী-কাননাদি রচনা, পূজনাদি কর্ম্ম, ভগবদ-বিষয়ক শাস্ত্রাদি আলোচনা, ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া পরমপুরুষার্থ বলিয়া জানিয়া শ্রবণাদি নববিধা ভক্তির অনুষ্ঠান, বহির্ম্মুখ সঙ্গবর্জ্জিত, বৈরিভাবশূন্য হওয়া ইত্যাদি।

১২শ অধ্যায়

পূর্ব্ববর্ত্তী ৭ম অধ্যায় হইতে ভক্তিযোগের কথা আরম্ভ হওয়ায় এবং একাদশ অধ্যায়ে ভক্তির প্রাধান্যের কথা অবগত হওয়ায়, ভক্ত-প্রবর অর্জ্জুন এক্ষণে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মোপাসক ও শুদ্ধভক্তের মধ্যে প্রাধান্য কাহার—এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। তদুত্তরে শ্রীভগবান বলিলেন,—যাঁহারা শ্রীশ্যামসুন্দরে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়া পরম শ্রদ্ধা-সহকারে তৎপরায়ণ হইয়া অর্থাৎ ভগবৎপরায়ণ হইয়া কেবল তাঁহারই উপাসনা করেন, তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী বা উপাসক। কিন্তু যাহারা কৃষ্ণপাদপদ্মে শ্রদ্ধালু না হইয়া নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক, তাহাদের অধিকতর ক্লেশ প্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং অব্যক্তাসক্তচিত্ত তাহারা তাদৃশ উপাসনায় সিদ্ধি লাভ করিলেও ভগবৎস্বরূপকে প্রাপ্ত না হইয়া দুঃখই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কারণ দেহাভিমানী জীব আজন্ম দেহকেই আত্মবোধ করিয়া আসিতেছে, তাদৃশ পুরুষের পক্ষে সহসা অণুচৈতন্য-

স্বরূপ অনির্দ্দেশ্য, কূটস্থ, অচল, অচিন্ত্য, সূক্ষ্ম ব্রহ্মের বোধ হওয়া কঠিন। তাহাতে প্রত্যাহার, মনন, নিদিধ্যাসনাদি ব্যাপারসকল দেহাভিমানী জীবের পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর; সুতরাং ক্লেশজনক। কিন্তু যাঁহারা সকল কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ করিয়া ভগবৎপর হইয়া অনন্যযোগে তাঁহার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গসকল যাজন করিতে থাকেন,—একনিষ্ঠচিত্তে তাঁহারই ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া তাঁহারই উপাসনা করেন; পরমকারুণিক ভগবান্ তাঁহাদিগকে মৃত্যুযুক্ত সাগরবৎ দুস্তর সংসার হইতে অতিশীঘ্র উদ্ধার করিয়া থাকেন। বরাহপুরাণে কথিত হইয়াছে,—

নয়ামি পরমং স্থানমর্চ্চিরাদিগতিং বিনা।
গরুড়স্কন্ধমারোপ্য যথেচ্ছমনিবারিতঃ॥

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—আমি আমার ভক্তগণকে গরুড়স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া অবিরোধে পরমস্থানে লইয়া যাই। তাহাদিগকে অর্চ্চিরাদিমার্গে গমন করিতে হয় না। এই মার্গের কথা ৮ম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে।

অতএব শ্রীভগবানে চিত্ত স্থির করিলে—তাঁহাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট করিলে দেহান্তে তাঁহারই নিকট বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ হইবে।

যদিও তাঁহাতে চিত্ত সন্নিবেশ করা কঠিন, তথাপি অভ্যাসযোগে তাঁহাকে প্রাপ্তির জন্য অভিলাষ করাই কর্ত্তব্য। শুদ্ধ-ভক্তসঙ্গে ভগবৎ-কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিক্রমে তাদৃশ অভ্যাস ঘটিয়া থাকে। অভ্যাসেও অসমর্থ হইলে ভগবৎকর্ম্ম-পরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা যাহা কিছু করা যায়, সে-সকলই ভগবৎ-প্রীতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইলে—ভগবৎ-সেবার্থ পুষ্পাদি আহরণ, পূজন, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গসকল অনুষ্ঠান করিলে তাঁহাতে ধীরে ধীরে চিত্তবৃত্তি নিবিষ্ট হইয়া অন্তিমে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভগবৎকর্ম্ম-পরায়ণ হইতে না পারিলে সর্ব্বকর্ম্মের ফল ত্যাগ করা বিধেয়। প্রথম ষট্‌কে এই প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। তাহা অবশ্যই ভগবৎ-কর্ম্ম-পরায়ণতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং দুষ্কর। ফলাভিসন্ধিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করা মনুষ্যমাত্রেরই অতি দুষ্কর। তদপেক্ষা ভক্তিযোগানুষ্ঠান সহজ ও সুখকর। সর্ব্বপ্রকার সাধনাপেক্ষা অনাসক্ত ফলাভিসন্ধি-রহিত কর্ম্মই শ্রেষ্ঠতম। তাহাই ব্যতিরেকভাবে জানাইতেছেন। অভ্যাস-যোগাপেক্ষা

জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ। বিচার-বিবেকবলে হৃদয়মধ্যে ভগবত্তত্ত্ব প্রণিধান করিয়া তাঁহাতে চিত্তাবিষ্ট করাই জ্ঞান। জ্ঞান প্রপক্ক হইলে ধ্যান সম্ভব হয়। ধ্যেয়বস্তুর সম্যক্ স্ফুরণ ব্যতীত হৃদয়ে অন্য কোন চিন্তা না থাকা অবস্থাই ধ্যানাবস্থা। তাদৃশ ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগ করাই শ্রেষ্ঠ বলিবার তাৎপর্য্য—ফলাভিসন্ধিরহিত কর্ম্মীসকল কার্য্য-কারণাদির অনুসন্ধান না করিয়া—বা কর্ম্মের পরিণামচিন্তা না করিয়া ভোগাসক্তিও পরিত্যাগ করিয়া কেবল কর্ম্মানুষ্ঠান করেন। তাহাদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে জ্ঞানের আবির্ভাব হয় এবং ক্রমে ধ্যানাদি সর্ব্বসাধন সহজ হইয়া যায়। অতএব নিতান্ত বিচারবোধশূন্য প্রাণীসকল কর্ম্মফলাভিসন্ধি বিসর্জ্জন করিতে পারিলে সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে; কিন্তু এতাদৃশ ফলাভিসন্ধিরহিত ও অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করা জীবের পক্ষে সহজ নহে।

এক্ষণে সর্ব্বপ্রকার উপাসকগণেরই একান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞানসকল কীর্ত্তন করিতেছেন, যাহা না হইলে কোনপ্রকার উপাসনাই সম্ভব হয় না। যথা কোন প্রাণীর বিদ্বেষ না করা, সকলের প্রতি মিত্র ভাব, প্রাণী-সকলের দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত করুণহৃদয়, দেহ-গৃহ-আত্মীয়াদিতে আমি-আমার ভাবশূন্য, সুখদুঃখে সমভাব, সহিষ্ণু, লাভে অলাভে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট-চিত্ত, গুরূপদেশের অনুসরণকারী, বিজিত ইন্দ্রিয়, ভগবৎ-সেবায় দৃঢ়সঙ্কল্প এবং চিত্ত ও বুদ্ধি ভগবানে অর্পণ; এইরূপ হইলে তিনি ভগবানের প্রিয় হইতে পারেন। যাঁহা হইতে কোন প্রাণী উদ্বেগ পায় না বা যিনি কোন লোক হইতে উদ্বেগ পান না—যাহার সুখে আনন্দ নাই—তাড়নাদিতে ক্রোধ নাই—বিপদে ভয় নাই, ভীতিতে চিত্তের উদ্বেগ নাই—এতাদৃশ ভক্তই শ্রীহরির প্রিয়। যিনি কোন বস্তুর অপেক্ষা রাখেন না সর্ব্বদা বাহ্যাভ্যন্তর শুচি-সম্পন্ন, কার্য্যে আলস্য-রহিত, শত্রু-মিত্র পক্ষপাতশূন্য, ব্যথাশূন্য এবং শাস্ত্রোদ্দিষ্ট কর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য ব্যবহারিক কর্ম্মাদির আরম্ভে চেষ্টাশূন্য, তিনিও ভগবৎপ্রিয়। যিনি ধন-জনাদি লাভে আনন্দিত বা অলাভে দুঃখিত হন না, অথবা তজ্জন্য বিদ্বেষ করেন না—কোন বস্তুর বিনাশে শোক বা কোন বস্তু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাও করেন না—পাপ-পুণ্যাদি কর্ম্মসকল পরিত্যাগ করেন, তিনিও ভগবৎপ্রিয়। যিনি শত্রু ও মিত্রে সমদর্শী, মান-অপমানে তুল্যবোধ, শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখে সমভাব, সঙ্গত্যাগী, নিন্দাস্তুতিতে সমচিত্ত, বৃথালাপ বর্জ্জনকারী, যে-কোন অবস্থায়

সন্তুষ্ট, বসতিস্থান-শূন্য, নিশ্চলমতি ও ভক্তিযুক্ত, তাঁহারাই ভগবানের প্রিয়; আর যাঁহারা ভগবৎকথিত ধর্ম্মসকলের যত্নসহকারে অনুষ্ঠান করেন এবং সতত ভগবচ্চরণে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও ভগবৎপরায়ণ, তাঁহারাই ভগবানের অতীব প্রিয়। এবম্প্রকার শ্রীহরিভক্তেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয়মঠ সন্দর্শনে

ভারতের কত মঠ, কত মন্দির
কারয়া ভ্রমণ, দেখিলাম—
কত রাজকীয় বৈভব।
দেবতার নামে মহাড়ম্বর,
নানা ভেদাভেদ, মানুষে মানুষে—
নাই প্রাণখোলা ভাব॥
গৌড়ীয় মঠে দেখিলাম,
মায়ামুগ্ধ মানবের জর্জ্জরিত প্রাণের
আনন্দ-আশ্রয়।
মানুষে মানুষে, মাখামাখি
নাই ভেদাভেদ, গৌরাঙ্গের
মহান্ আদর্শ হেথায়॥
মঠের পত্রিকাখানির
প্রতি-ছন্দে, আছে ভক্ত-ভগবানে
মিলনের পথের সন্ধান।
প্রভুর চরণে তাই প্রার্থনা আমার,—
এহেন মহান্ আশ্রয়ে
পাই যেন স্থান॥

পোঃ খামারচণ্ডী (হুগলী)। —শ্রীজগবন্ধু পাত্র (দাস)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব

চরম কল্যাণের একমাত্র সেতু পরাৎপর বস্তু শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মই শ্রীচৈতন্যদেব। পরমেশ্বর বস্তু শ্রীগৌরাঙ্গদেবই সকলের মূল আশ্রয়। তিনি সচ্চিদানন্দ বস্তু, ঐতিহাসিক বা পরিণামশীল কোন বস্তু-বিশেষ নন। তিনি কালের অভ্যন্তরে আবির্ভূত নন, কালের অধীনও নন। তিনি কালের পূর্ব্বেও ছিলেন, কালের অভ্যন্তরেও আছেন, কালের পরেও তিনি থাকিবেন। তিনি ত্রিকাল সত্য, তিনি সকল কারণের কারণ। পরমাত্মা ও ব্রহ্মেরও আকর-বস্তু শ্রীকৃষ্ণ। ইহা যিনি বিশেষ করে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। "শেষ-লীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়া যিহোঁ বিশ্ব কৈল ধন্য॥"—(চৈঃ চঃ)

দ্বাপরযুগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জগৎকে বললেন—'আমি সাক্ষাৎ ভগবান্, আমাকে উপাসনা কর। তা'হলেই তোমাদের মঙ্গল হবে।' কিন্তু অনেকেই কৃষ্ণভজন বুঝ্‌ল না। তাই পরম করুণাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভজনকারিরূপে এ জগতে আস্‌লেন—শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে। শাস্ত্র বলেন,—শ্রীগৌরাঙ্গদেব সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণই, তিনি অবতারী। শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীরামনৃসিংহাদির ন্যায় অবতার মাত্র নন্। অন্যান্য অবতার তাঁরই অংশ। তিনি পরিপূর্ণ ভগবান্—স্বয়ংরূপ ভগবান্। তিনি শ্রীনিমাই, শ্রীবিশ্বম্ভর, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীগৌরহরি, শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীশচী-নন্দন বা শ্রীশচীসুত এবং শ্রীমহাপ্রভু নামে সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহার সন্ন্যাস-লীলায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম প্রকাশিত হয়েছে। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব বা শ্রীচৈতন্যদেব নামেও অভিহিত।

অজ্ঞতাবশতঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে যিনি যে-ভাবেই দেখুন, তিনি যদি তাঁর কথা শুনেন, তাঁর ভক্তগণের সঙ্গ করেন, তা'হলে তাঁর ভ্রান্তধারণা অবশ্যই দূর হ'বে। তিনি নিশ্চয়ই পরম সত্যের সন্ধান পাবেন। তখন তিনি তাঁর কৃপাতেই তাঁকে পরমেশ্বর বলে জানতে পার্‌বেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পাঁচশত বৎসর হইল এই ধরাধামে শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীশচী-জগন্নাথ-মিশ্রের গৃহে কৃপাপূর্ব্বক সকলের নয়নগোচরে প্রকটিত হ'য়েছিলেন। তাঁহার পাঁচশতবর্ষ-প্রকটন-তিথি আগতপ্রায়।

বর্ত্তমানে আমরা এখন তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিতে পারছি না। তাই বলে তিনি বর্ত্তমান নাই, একথা নহে। তিনি নিত্যকাল আছেন, এখনও আছেন। তিনি ত্রিকাল সত্য, সর্ব্বদাই তিনি বর্ত্তমান। তাঁহার প্রকট ও অপ্রকট উভয় লীলাই নিত্য। অপ্রকট প্রকাশেও তিনি নিত্যধামে নিত্যকাল লীলা করছেন। "অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরারায়। কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥"

শ্রীগৌরাঙ্গদেব সচ্চিদানন্দ, অজ বস্তু। তিনি সর্ব্বকারণ-কারণ অসমোর্দ্ধবস্তু। তাঁহার ঊর্দ্ধেও কেহ নাই, তাঁহার সমানও কেহ নাই। মহাপ্রভু বিভুবস্তু, তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, প্রত্যেকের হৃদয়ে বিদ্যমান। সর্ব্বভূত অন্তর্য্যামী শ্রীশচীনন্দন। শ্রীচৈতন্যভাগবত-শাস্ত্র বলেন,—

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি যোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥ (চৈঃ চঃ)

ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। উপনিষদে যাঁহাকে অদ্বৈত-ব্রহ্ম বলেন, তিনি মহাপ্রভুর অঙ্গকান্তি। যোগশাস্ত্রে যাঁহাকে পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি ইঁহার অংশস্বরূপ। অতএব, ব্রহ্ম পরমাত্মার আশ্রয় ও অংশীস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য অপেক্ষা জগতে আর শ্রেষ্ঠতত্ত্ব কেহ নাই।

নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলেছেন,—

"ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই,
বলরাম হইল নিতাই।
দীন হীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল,
তার সাক্ষী জগাই-মাধাই॥" (প্রার্থনা)

ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে জানিয়েছেন,—

"সেই ব্রজেশ্বর—ইঁহ জগন্নাথ পিতা।
সেই ব্রজেশ্বরী—ইঁহ শচীদেবী মাতা॥
সেই নন্দসুত—ইঁহ চৈতন্যগোঁসাঞি।
সেই বলদেব—ইঁহ নিত্যানন্দভাই॥"

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, বিষ্ণু পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণানন্দ, পরম মহত্ত্ব॥
নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গায়।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি॥" (চৈঃ চঃ)

পরম করুণাময় শ্রীভগবান্ জগদুদ্ধারার্থ প্রতিযুগেই জগতে অবতীর্ণ হ'য়ে থাকেন। গীতায় আমরা পাই,—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ (গীঃ ৪।৮)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বল্‌ছেন—আমি সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্টের বিনাশ ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হ'য়ে থাকি।

স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই কলিযুগধর্ম্ম হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন-দ্বারা জগদুদ্ধারার্থ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ। শ্রীগৌরাঙ্গদেব নাম-প্রেম প্রদাতা। কলিকালে কলিযুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধেয় শ্রীগৌরাঙ্গদেবই উপাস্য কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তনই কলিযুগধর্ম্ম বা উপাসনা—ইহাই শাস্ত্রবাক্য। এ সম্বন্ধে নিখিল শাস্ত্রসম্রাট শ্রীমদ্ভাগবত বল্‌ছেন,—

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥ (ভাঃ ১১।৫।৩১)

একাদশ স্কন্ধে যুগাবতার বর্ণন প্রসঙ্গে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীকরভাজন শ্রীনিমি মহারাজকে বল্‌ছেন,—হে মহারাজ! দ্বাপরযুগাবতার ভগবান্ জগদীশ্বরকে সজ্জনগণ যেভাবে স্তব করে থাকেন তাহা আপনাকে বল্‌লাম। এখন কলিযুগের অবতার ও তাঁহার স্তুতির কথা বল্‌ছি শ্রবণ করুন,—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩২)

কলিযুগের অবতার হ'লেন—অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরবর্ণ এবং অঙ্গ-উপাঙ্গরূপ অস্ত্র ও পার্ষদগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত; তিনি সর্ব্বক্ষণ সপার্ষদ কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন-রত। সুমেধা সজ্জনগণ কলিকালে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন-মুখে কলিযুগোপাস্য সেই গৌরাঙ্গরূপী শ্রীহরির উপাসনা করে থাকেন।

উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় জগদ্‌গুরু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও বলেছেন,—

ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে বারবার।
কলিযুগের যুগধর্ম্ম যুগ-অবতার॥
শুনহ সকল লোক চৈতন্য-মহিমা।
এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা॥
'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তিহোঁ বর্ণে নিজমুখে॥
কৃষ্ণবর্ণ শব্দের অর্থ দুই ত' প্রমাণ।
কৃষ্ণ বিনা তাঁর মুখে নাহি আইসে আন॥
কেহ যদি কহে তাঁরে কৃষ্ণবরণ।
আর বিশেষণে তাহা করে নিবারণ॥
দেহ-কান্তি হয় তেঁহো অকৃষ্ণবরণ।
অকৃষ্ণ বরণে তাঁর কহে পীতবরণ॥
জীবের কল্মষ তমো নাশ করিবারে।
অঙ্গ-উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে॥
সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥
সেই সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ সার॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৩য় পঃ)

ত্রিকালদর্শী শ্রীগর্গমুনিও কলিকালে কৃষ্ণের গৌর-অবতারে কথা শ্রীনন্দমহারাজকে (১০।৮।১৩) বলেছেন,—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥
তাঁর (শ্রীগৌরাঙ্গদেবের) যুগবতার জানি গর্গ মহাশয়।
কৃষ্ণের নামকরণে করিয়াছে নির্ণয়॥
শুক্ল, রক্ত, পীতবর্ণ—এর তিন দ্যুতি।
সত্য, ত্রেতা, কলিকালে ধরেন শ্রীপতি॥
ইদানীং দ্বাপরে তিঁহো হৈলা অবতীর্ণ।
এই সব শাস্ত্রাগম পুরাণের কর্ম্ম॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৩য় পরিঃ)

মহাভারতেও অনুশাসনপর্ব্বোক্ত দানধর্ম্মে ১৪৯ অধ্যায়ে শ্রী বিষ্ণুসহস্র নামে (২ ও ৭৫ সংখ্যায়) শ্রীগৌরাবতারের কথা সূচিত হ'য়েছে,—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥

ভগবান্ শ্রীহরি সুবর্ণ বর্ণ, হেমতনু, সুঠাম ও চন্দন-বলয়যুক্ত এবং সন্ন্যাসগ্রহণ লীলাভিনয়কারী, শমগুণযুক্ত, শান্ত ও নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ।

বেদেও সুবর্ণ বর্ণ গৌরাবতারের কথা কীর্ত্তিত আছে। যথা,—
"যদা পশ্যঃ পশ্যতি রুক্মবর্ণং; কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।"
(মুণ্ডক উপনিষৎ ৩।১।৩)

—এই মন্ত্রে জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মার ও-কারণ পরমেশ্বরকে রুক্মবর্ণ অর্থাৎ সুবর্ণবর্ণ বলা হয়েছে।

বেদে সেই ভগবান্ মহাপ্রভু বলিয়াও উল্লিখিত আছেন। যথা,—
"মহান্ প্রভু বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
(শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৩।১২)

পরম পুরুষ মহাপ্রভু সকলের অন্তঃকরণে প্রবর্ত্তক।

এ সম্বন্ধে জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন,—

বেদের প্রতিজ্ঞা　　রাখিবার তরে
রুক্মবর্ণ বিপ্রসুত।
মহাপ্রভু নামে　　নদীয়া মাতায়,
সঙ্গে ভাই অবধূত॥ (শরণাগতি)

বামন পুরাণে পাই,—

কলি ঘোর তমশ্ছন্নান্ সর্ব্বানাচারবর্জ্জিতান্।
শচীগর্ভে চ সম্ভূয় তারয়িষ্যামি নারদ॥

ভগবান্ বলেছেন,—হে নারদ! আমি শচীগর্ভে প্রকটিত হইয়া সর্ব্ব আচার বর্জ্জিত কলি-কবলিত জনগণকে উদ্ধার করিব।

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজ

পত্রোত্তর

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫১ পৃষ্ঠার পর)

(ক) অবতারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শুধুমাত্র ভূভার হরণাদির জন্য অবতীর্ণ হন নাই। কারণ ভূভার হরণাদি যুগধর্ম্ম-কার্য্য অন্য অবতার কর্ত্তৃক হইয়া থাকে। তাই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যুগধর্ম্ম-প্রচার ও অন্য উদ্দেশ্য লইয়াও স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বযোষিতের একমাত্র এক-চেটিয়া ভোক্তারূপে অসংখ্য গোপ-ললনার সহিত রাসক্রীড়ায় প্রমত্ত হইয়া প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদ ও রাগভক্তি প্রচার করিয়াছেন। আবার ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্‌রূপে ধনবিলাস প্রদর্শন করিয়াছেন। এই কলিযুগে তিনিই নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম প্রচারের গৌণ উদ্দেশ্য ও শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী-কড়চায় উল্লিখিত "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো"—শ্লোকোক্ত তিনটি মুখ্য উদ্দেশ্য লইয়া তথা ব্রজপ্রেম প্রচারের জন্য নিজ ধামসহ নবদ্বীপ-মায়াপুরে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কারণ যুগধর্ম্ম প্রচার তাঁহার অংশের দ্বারা হইলেও ব্রজপ্রেম অংশাবতার দ্বারা বিতরণ করা সম্ভব নহে এবং তিনিই রাধার মহিমা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিতে পারেন—এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি স্বয়ং এই কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও নিজ-স্বরূপ আচ্ছাদন করিয়া রাধাভাব-বিভাবিত হইয়া 'কাঁহা কৃষ্ণ, কাঁহা মুরলীবদন, কাঁহা ব্রজেন্দ্রনন্দন' বলিয়া কৃষ্ণান্বেষণে অশ্রুসিক্ত হইয়া বিপ্রলম্ভযুক্ত হইয়া লীলা করিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণের ন্যায় কখনও নাগরের পরিচয় দেন নাই। পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"শ্রীগৌরসুন্দর—শ্রীরাধা-ভাব-দ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণ, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত আশ্রয় জাতীয় শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের যে হৃদয়ভাব তাহা পরিত্যাগ করিয়া কখনই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বিষয়-জাতীয় চেষ্টাযুক্ত হইয়া অর্থাৎ ভোক্তার অভিমানে পরস্ত্রী দর্শনাদি-দ্বারা 'লম্পট নাগরের' বৃত্তির পরিচয় দেন নাই।" শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং একমাত্র ভোক্তা, তাঁহার লীলা-পুরুষোত্তমত্ব নিত্যসিদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণরূপই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রস; আর শ্রীচৈতন্যচন্দ্র স্বয়ং ভোক্তা হইয়া ভোগ্য আশ্রয়জাতীয় ভাবযুক্ত এবং শ্রীচৈতন্যরূপ ব্রজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রসের আস্বাদক ও প্রকাশক। শ্রীচৈতন্যদেব নদীয়ার উদার কৃষ্ণ,—তাঁহা হইতে ব্রজের মধুর রসের সন্ধান প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত মহাশয় অতি সরলভাষায় লিখিয়াছেন,—

"কৃষ্ণলীলার অধিক এই শ্রীচৈতন্যলীলা।
প্রণয় বিকার যা'তে উৎকৃষ্ট হইলা॥
উৎকট হইয়া কৃষ্ণে রাধাভাব-দ্যুতি।
মাখাইল প্রেমভরে আহ্লাদিনী সতী॥
ব্রজের অধিক সুখ নবদ্বীপ ধামে।
পাইল পুরট কৃষ্ণ আসি' নিজ কামে॥
*　　*　　*　　*　　*
কৃষ্ণলীলায় বাঞ্ছাত্রয় না হৈল পূরণ।
শ্রীগৌরলীলায় পূর্ণ কৈল সে সুখ সাধন॥" (শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত)

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রজ অপেক্ষা নবদ্বীপে আসিয়া অধিক সুখ পাওয়ায় তাঁহার নবদ্বীপ-লীলাই শ্রেষ্ঠ এবং নবদ্বীপ-লীলার অবদান অশ্রুতপূর্ব্ব ও অতুলনীয়।

(খ) জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'জৈবধর্ম্ম' গ্রন্থে লেখ আছে—"গোলোক, বৃন্দাবন ও শ্বেতদ্বীপ পরব্যোমের অন্তঃপুর। গোলোকে কৃষ্ণের স্বকীয় লীলা, বৃন্দাবনে পারকীয় লীলা, শ্বেতদ্বীপে সেই লীলার পরিশিষ্ট। গোলোক, বৃন্দাবন ও শ্বেতদ্বীপে তত্ত্ব-ভেদ নাই,—শ্রীনবদ্বীপ বস্তুতঃ শ্বেতদ্বীপ হইয়াও বৃন্দাবন হইতে অভেদ। শ্রীবৃন্দাবনে যে-রস অপ্রকাশ ছিল, তাহা নবদ্বীপে প্রকটিত হইয়াছেন।" শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্য-লীলাতে শ্রীরাধারাণীকে তাঁহার বিরহে কাঁদাইয়াছেন, আবার তিনিই ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্যলীলাতে শ্রীরাধা-ভাব-বিভাবিত হইয়া নিজে কৃষ্ণের জন্য কাঁদিয়াছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মাধুর্য্যপ্রধান লীলারই অবিচ্ছেদ্য পরিশিষ্ট ঔদার্য্যপ্রধান শ্রীচৈতন্য-লীলা। শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীচৈতন্যলীলার রসভেদ এই যে,—শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্ভোগ-রসময়, আর শ্রীচৈতন্যলীলা বিপ্রলম্ভ রসযুক্ত! বিপ্রলম্ভের দ্বারা সম্ভোগের পুষ্টি সাধিত হয়। বিপ্রলম্ভরসই প্রেমের সার। প্রেম-সার দান করিতে শ্রীচৈতন্যদেবই একমাত্র সমর্থ; যথা, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতিপাদ-কৃত "শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্" গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—

"প্রেম্নঃ সারং দাতুমীশো য একঃ।
শ্রীচৈতন্যং নৌমি দেবং দয়ালুম্॥"

তাই শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রেমাস্বাদন অপেক্ষা শ্রীচৈতন্যলীলার মহা-প্রেমামৃত সম্পত্তি লাভ হয়।

(গ) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কোনও লীলায় দেখা যায়, দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে গোপশিশুজ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া শিলাবৃষ্টি দ্বারা ব্রজভূমির ধ্বংস সাধন করিতে চেষ্টা করিলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রজবাসীগণকে গিরিরাজ-গহ্বরে আশ্রয় দান করিয়া রক্ষা করেন এবং তাঁহাদিগকে ইন্দ্র-যজ্ঞ বন্ধ করিয়া গোবর্দ্ধনপূজা করিতে বলিয়া নিজে গিরিরাজমূর্ত্তিতে সেই পূজা গ্রহণ-পূর্ব্বক ঐশ্বর্য্য-মদান্ধ ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করেন। কৃষ্ণের লীলায় তিনি 'সর্ব্বত্র স্থিতি'—তাহা প্রমাণ করেন এবং 'যেঽপ্যন্য দেবতা ভক্তাঃ'—গীতোক্ত এই শ্লোকের মর্ম্মানুসারে দেবতান্তরের পূজা স্মার্ত্তাচার বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে ব্রজবাসীগণকে নির্দ্দেশ দেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের সময় বাশুলীদেবী, যক্ষ প্রভৃতি ভোগপূর্ত্তির যন্ত্ররূপা তামসিক অপদেবতার পূজার প্রচলন ছিল এবং অনেকে বিষয়-সম্পত্তি বৃদ্ধি ও অধিক ধন উপার্জ্জন-দ্বারা নিজেন্দ্রিয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগই জীবনের একমাত্র কাম্য বলিয়া জানিত। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় ও কৃপায় সকলে জানিতে পারিল,—যে সকল উপাসনায় প্রত্যক্ষ কৃষ্ণ-সম্বন্ধ নাই, সেই সকল উপাসনায় তত্তৎ দেবতাগণ সুখী হন না। তিনি বৈভব-গুণাদি ও আচরণ প্রদর্শন-দ্বারা লোকের অভ্যন্তরে দানব-বৃত্তি বিদূরিত করেন এবং মুমুক্ষু, জ্ঞানী, মায়াবাদী, স্মার্ত্ত, জড়েন্দ্রিয়-তর্পণরত ব্যক্তি প্রভৃতির প্রাকৃত-বিচার সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত করিয়া উন্নত-বিচারে আনয়নপূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমা প্রদান করেন। শ্রীমন্মহা প্রভু কখনও কখনও ভক্তগণের নিকট আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। কৃষ্ণের ন্যায় মহাপ্রভুর কাছেও সেবকের দ্রোহ অসহ্য হইত। তাঁহার সেবকগণকে ভক্তদ্বেষীগণের উপদ্রুত হইতে রক্ষা করার জন্য সঙ্কীর্ত্তন প্রচার মুখে তিনি যে অবতীর্ণ, তাহা স্বয়ং বহুবার বলিয়াছেন। ভক্তগণ সমস্ত বাধা-অসুবিধা পরিত্যাগ করিয়া চিন্ময়-আনন্দে মগ্ন হইয়া পাষণ্ডগণের ভয়ে ভীত হন নাই। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ-কৃত "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্"- গ্রন্থের "ভৃত্যা স্নিগ্ধা···· জগত্যাদ্ভুতং হেমগৌরে"

—শ্লোকে স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে যে, কৃষ্ণলীলার ব্রজবাসীগণ ও নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ শ্রীচৈতন্যলীলায় এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণলীলার প্রেমাস্বাদন অপেক্ষাও অধিক মহাপ্রেমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(ঘ) লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জীবের দুর্নীতি ও নাস্তিকতা সমূলে ধ্বংস করিয়াছেন। কোনও অবতার কর্ত্তৃক ভগবদ্দ্বেষী অসুরগণ নিহত হইলে ঊর্দ্ধগতিমাত্র পাইয়া থাকে, কিন্তু মুক্তি পান না। তবে ভগবান্ কর্ত্তৃক নিহত অসুরগণ তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে মুক্তি পাইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার বিদ্বেষী দুরাচারীগণকে প্রাণে না মারিয়া তাহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি চাঁদকাজী প্রমুখ পাষণ্ডিগণের প্রতি মুক্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ 'বিশাল প্রেম-ভক্তি-বৃষ্টি' করিয়াছেন। কৃষ্ণানুশীলনের প্রতিকূল জাতীয় অনুশীলন তথা নামাপরাধীকে সাহায্য করিলে 'তৃণাদপি সুনীচতা' ও 'তরু অপেক্ষা সহনশীল'—এই বাণীর অপব্যবহার জনিত অপরাধ যাহাতে না হয়, তজ্জন্যই চাঁদ কাজীর গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে হরিনাম লওয়াইয়া ঔদার্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রেমধর্ম্ম-প্রচার যেমন মহাবদান্যতা, তেমনি পাষণ্ডদলন-লীলাও জীবের প্রতি দয়ার পরিচয় প্রকাশ করে। তিনি এ যুগে নিধন-কার্য্য না করিয়া হরিনাম-অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন। মহাজন-গীতিতে পাই,—

'এমন গৌরাঙ্গ বিনা নাহি আর।
হেন অবতার, হবে কি হয়েছে, হেন প্রেম-পরচার॥
দুরমতি অতি, পতিত পাষণ্ডী, প্রাণে না মারিল কারে।
হরিনাম দিয়া হৃদয় শোধিল, যাচি' গিয়া ঘরে ঘরে॥

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর এই প্রেমভক্তি বিতরণ অনর্পিতচর; ইহাতে সংসার-বন্ধন মোচন হইয়া কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। কৃষ্ণনামের মধ্যেই তাঁহার ঔদার্য্য শক্তির প্রকাশ। তাঁহার শিক্ষাষ্টকে অর্চ্চনেরও চরমফল শ্রীনামভজন উপদিষ্ট হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে

শ্রীঝুলনযাত্রা ও শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী

উপলক্ষে বাৎসরিক মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শাখাকেন্দ্র তুরাশহরস্থ শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে গত ৯ই ভাদ্র (ইং ২৬।৮।৮৫) হইতে ১৩ই ভাদ্র (ইং ৩০।৮।৮০) পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা এবং ২১শে ভাদ্র (ইং ৭।৯।৮৫) হইতে ২৩শে ভাদ্র (ইং ৯।৯।৮৫) পর্য্যন্ত তিনদিবস-ব্যাপী শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব অগণিত ভক্তের সমাগমে অত্যন্ত সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। সর্ব্বাকর্ষক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণে দূরদুরান্তর হইতে ভক্তবৃন্দ ঝুলনযাত্রা আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতেই শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা ও সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনিতে ঝুলনযাত্রার কয়েকদিন শ্রীমঠ আনন্দ-মুখরিত ছিল। ঝুলনযাত্রা সমাপ্তির দুইদিন পরে শ্রীল গুরুমহারাজের ফকিরগঞ্জ হইতে ট্যাক্সিযোগে শ্রীমঠে শুভ পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে বাঁধভাঙ্গা বন্যার জলের ন্যায় জনসমুদ্রের ঢেউ মঠের আঙ্গিনায় আছড়ে-পরিতেছিল। শ্রীল গুরুমহারাজকে দর্শন করিবার জন্য দর্শনার্থীরগণের মধ্যে কত আগ্রহ ও উদ্দীপনা। ক্রমে ক্রমে ঘনাইয়া আসিল ভক্তগণের চির আকাঙ্ক্ষিত সেই শুভদিন, যেইদিন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব কৃষ্ণরূপে অসুরগণকে বিনাশ ও সাধুগণকে রক্ষণ করিয়া ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য কংসকারাগারে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং মাধুর্য্যরস আস্বাদন করিবার জন্য নন্দ-নন্দনরূপে নন্দালয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিকের মধ্য দিয়েই শুরু হইয়াছিল দিনের শুভ-সূচনা। দিনকরের ঝলমলানি আলো তখনও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়-নি, এমন কি পাখী-পাখালির কলরব ও অলির গুঞ্জনও থামিয়া যায়নি, আকাশে অল্প অল্প মেঘের আনাগোনা এবং মাঝে মাঝে টিপটিপানি বৃষ্টি, তারই মাঝে আগাইয়া চলিয়াছিল অগণিত ভক্তের হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে নগর-পরিক্রমার শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রার পরে মঠে সকাল হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী পারায়ণ

হইয়াছিল। তৎপরে সর্ব্বশ্রী কানাইলাল ব্রহ্মচারী, নন্দনন্দন ব্রহ্মচারী, জগদীশ ব্রহ্মচারী, সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, ললিতমাধব ব্রহ্মচারী প্রমুখ মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন পরিবেশনপূর্ব্বক শ্রোতৃমণ্ডলীকে যথেষ্ট আনন্দ দান করেন। কীর্ত্তনের পরে সন্ধ্যা ৭টার সময় আরম্ভ হইয়াছিল ধর্ম্ম-সম্মেলন উপলক্ষে বিভিন্ন বক্তৃমহোদয়ের বক্তৃতা।

আলোচ্য-বিষয় ছিল 'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অবতারবাদ'। ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমৎ সাধু মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ ও তুরা গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তপন দাস প্রমুখ বক্তৃমহোদয় অবতারী ও অবতারের লীলাবৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য স্থাপন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের মনে বিশেষ আলোকপাত করেন। তৎপরে প্রধান অতিথির আসনে অলঙ্কৃত তুরা গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ এ. জি. মমিন (Mr. A. G. MOMIN) ইংরাজীতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গীতার বাণী বা উপদেশ বাইবেলের বিচারের সহিত তুলনামূলকভাবে আলোচনা করেন। সর্ব্বশেষে সভাপতির আসনে অলঙ্কৃত শ্রীল আচার্য্যদেব ভগবানের সাকারত্ব ও নিরাকারত্বের যথার্থ ব্যাখ্যা সমগ্র শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে নতুন আলোকের সন্ধান দেন। কবি জয়দেব তাঁহার দশাবতার-স্তোত্রে যে-অবতারবাদের একটা বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করিয়াছেন—তাহাও তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে জানাইয়া দিয়া ভূয়সী প্রশংসা অর্জ্জন করেন। সভান্তে বেতারশিল্পী শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ দাসাধিকারী, রাগভূষণ সুললিত কণ্ঠে রামায়ণ গান পরিবেশন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করেন।

শ্রীজন্মাষ্টমীর পরের দিন অর্থাৎ নন্দোৎসবের দিন ত্রিদণ্ডিস্বামী যতি মহারাজ, সর্ব্বশ্রী কমলাপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী, রঘু-নন্দন ব্রহ্মচারী, সীতানাথ দাসাধিকারী, অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী, নিত্যপদ ব্রহ্মচারী প্রমুখের তত্ত্বাবধানে জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে দুপুর ১২টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। আগের দিনের মতো কীর্ত্তনের পরে যথারীতি সন্ধ্যা ৭টার সময় ধর্ম্ম-সভা আরম্ভ হয়। আলোচ্য বিষয় "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও তাঁহার দর্শন।" ত্রিদণ্ডিস্বামী যতি মহারাজ, নন্দনন্দন ব্রহ্মচারী, রঘুনন্দন ব্রহ্মচারী প্রমুখের চিত্তাকর্ষক বক্তৃতার পরে তুরা গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক

মিঃ কে, পি, চৌধুরী শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সর্ব্বশেষে সভাপতির অলঙ্কৃত আসনে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর দর্শনের প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাপূর্ব্বক 'সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের অর্থ যে সকল ধর্ম্ম এক বা সমান নহে'—তাহা জানাইয়া দিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিরচিরায়িত ভুল ভাঙ্গাইয়া দেন। ধর্ম্মসভার পরে শ্রীকমলাপতি ব্রহ্মচারী চলচ্চিত্রযোগে ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান-দর্শন করাইয়া দর্শকবৃন্দের মনে 'ভক্তসঙ্গে তীর্থস্থান দেখিবার' লোভ সৃষ্টি করেন। সর্ব্বশেষে শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ দাসাধিকারী রামায়ণ গান পরিবেশন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে উত্তরোত্তর আনন্দ দান করেন।

সমাপ্তির দিন বৈকাল ৫টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত বিদ্যাপীঠের ছাত্রছাত্রীরা আবৃত্তি, নাচ, গান প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া দর্শকবৃন্দকে যথেষ্ট আনন্দ দান করেন ও শ্রীল আচার্য্যদেব কৃতী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। তৎপরে চলচ্চিত্রযোগে ভারতের তীর্থস্থানসকল দর্শন করানো হয়। সর্ব্বশেষে শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ দাসাধিকারী মধুরকণ্ঠে রামায়ণ গান শুনাইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে আনন্দসমুদ্রে নিমজ্জিত করান।

এবারের প্রদর্শনীও বিশেষভাবে দর্শকবৃন্দকে আকর্ষণ করিয়াছিল। উৎসবের সাজসজ্জা ও তোরণদ্বার শ্রীধর ব্রহ্মচারী, প্রভুচরণ ব্রহ্মচারী, বলিরাজ দাসাধিকারী প্রমুখের অতুলনীয় পরিশ্রম প্রশংসার যোগ্য। উৎসবের আনুকূল্য সংগ্রহে ত্রিদণ্ডিস্বামী যতি মহারাজ, সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, ললিতমাধব ব্রহ্মচারী, বিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী, অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ফণীমানন্দ দাসাধিকারী প্রমুখের সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠের ঝুলনযাত্রা ও জন্মাষ্টমী উৎসব আজ মেঘালয়ের জাতীয় উৎসবের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। প্রস্ফুটিত কমলের সৌরভের ন্যায় উহার মহিমা দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ুক—ইহাই পরমকরুণাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট আমার সর্ব্বশেষ প্রার্থনা।

—শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩৭শ বর্ষ | ১৯ কেশব, সঙ্কর্ষণ, ৪৯৯ গৌরাব্দ
৩০ অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৯২ ; ইং ১৬।১২।১৯৮৫ | ১০ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগৌর-বিরুদাবলী

[শ্রীলরঘুনন্দন-গোস্বামিপাদকৃত-বিরচিতা]

শ্রীশ্রীনিবাসদয়িতঃ সর্ব্বচক্ষুঃশ্রবণসুখকৃৎ।
বিনতানন্দনবর্দ্ধী গৌরে দ্বিজমণিরহো ভাতি ॥৯৩॥

শ্রীশ্রীনিবাসপ্রিয়, সকলে চক্ষুকর্ণের আনন্দপ্রদ, প্রণতজনের সুখদায়ী দ্বিজমণি গৌর বিরাজ করিতেছেন ॥৯৩॥

অমরহ্রদিনীকুলগ, বনিতাধৃতিহৃৎসৌভগ।
নিজনামঘটাগায়ক ভজনামৃতসম্পাদক, ধীর ॥৯৪॥

হে ধীর! হে গঙ্গাতীর বিহারিন! হে বনিতা ধৈর্য্যহারিন! হে সৌভাগ্যপ্রদ নিজনামাবলিগায়ক! হে ভজনামৃতদায়ক! জয়ী হউন ॥৯৪॥

কুবলয়মদঃ প্রকামং সরস্তোদয়তো বিদার্য্যতে যেন।
মদয়ন্ স পুণ্ডরীকং গৌরশরীরো হরির্জীয়াৎ ॥৯৫॥

যাঁহার উদয়ে, 'সংসার সরোবরের দুর্জ্জন কুমুদের গর্ব্বপ্রফুল্লতা নষ্ট এবং সজ্জন কমলের আনন্দবিকাশ পূর্ণ হইয়াছে, সেই গৌর-দিবাকরের জয় হউক ॥৯৫॥

নীরাগা অপি রাগং, নির্দ্দর্পা অপিসংদর্পকতাম্।
গৌরজনাস্ত্বৎকৃপয়া নির্ম্মায়া অপি সমায়তাং যান্তি ॥৯৬॥

হে গৌর! আপনার দয়া হইলে, অনুরাগহীন জনও রাগমার্গভজন পায়; দয়াজ্ঞানহীন ব্যক্তি সদয় ও জ্ঞানী হয়; দর্পহীন ভক্ত, ভক্তির উৎকর্ষবর্ণনাদি বিষয়ে ও অভক্তত্তুচ্ছীকরণে সম্যক অহঙ্কার প্র াশ করেন ॥৯৬॥

ত্রিভঙ্গ্যাং দণ্ডকবিভঙ্গী।
জহতি ভবভয়ং স্মরন্তো জপন্তো নমন্তো
অর্চ্চয়ন্তো ভজন্তো ধিয়ন্তো মৃশন্তঃ স্পৃশন্তোঽপি।
যং যদধিকরণকং কৃশত্বং বৃহত্ত্বং মহত্ত্বং বুধত্বং
শুভত্বং সুসত্ত্বং সমত্বং মৃদুত্বং বরম্॥
তমশুভদহনাদ্দবন্তং ত্রসন্তং ভবন্তং সুদন্তং
ব্রজন্তং নমন্তং চষন্তং পতন্তং জনম্।
মনসিজনিকরাৎ সুকান্তং প্রশান্তং সুদান্তং
মহান্তং নিতান্তং বিভ ন্তং নতান্তং সুপান্তং সতঃ॥
নিজভজনরসং দদানং সদানন্তমানন্দগানন্দধানং
প্রধানং বিধানং নিধাসং শ্রিয়াম্।
শরণমহময়ে ভবন্তং সুদন্তং দৃগন্তং নুদন্তং
স্তবন্তং দ্বিষন্তং চিতন্তং নয়ন্তং মুদম্॥
ভবসলিলনিধাবসারেঽপ্যপারে ব্যথারে ভয়ারে জকারে
সিতারে শরারেঽত্যহারেঽব মাং দেব ॥৯৭॥

হে গৌরহরে! যাঁহারা আপনাকে স্মরণ, জপ, নমস্কার, অর্চ্চন, ভজন, ধ্যান, কীর্ত্তন ও (শ্রীমূর্ত্তিরূপের) স্পর্শ করেন, তাঁহাদের ভবভয় থাকে না। ভক্তিপ্রভাবে তাঁহাদের (কৃষ্ণ-বিরহে) কৃশত্ব, (তৎসমাগমে)

পুণ্যতা, মহত্ত্ব, পাণ্ডিত্য, শুভ, চিত্তপ্রসাদ, মমতা, মৃদুতা প্রভৃতি লাভ হয়। অশুভ-অনলে দহ্যমান ভীত, পুনঃপুনঃ জন্মশীল, যমালয়ে বারংবার গমনশীল ও পতিত জনকে, আপনি আকর্ষণ ও ভক্তিরসে সর্ব্বসৌভাগ্যনিধি করেন। হে বহুবহুকন্দর্পের অপেক্ষা অধিকসুন্দর! আপনি প্রশান্ত জিতেন্দ্রিয়, মহাশয়, প্রকাশশীল, নম্র, শরণ্যগত, রক্ষক, পতিতপাবন, ভক্তপক্ষপাতী, সদা নিজভজন রসদানরত, অনন্ত, আনন্দময়, কৃষ্ণগানকারী অতি প্রধান, প্রেমের আধার, সর্ব্বলক্ষ্মীর আস্পদ, সুদন্ত, কটাক্ষ ক্ষেপক, স্তবকারী, বিদ্বেষীরও হিতকারী, সকলের আনন্দ বিধাতা ও আনন্দস্বরূপ। অসার, অপার ব্যথাপূর্ণ, ভীষণ উদ্বেগ ও জন্মবহুল, বন্ধন স্বরূপ, হিংসাসঙ্কুল, অত্যাজ্যও অহৃদ্য সংসারে আমি মগ্ন; হে দেব! আমাকে উদ্ধার করিয়া নিজগণ-মধ্যে গ্রহণ করুন ॥৯৭॥

স্বনামগুণমাধুরীহৃদয়হারিগানামৃতৈরতীব
পরিতর্পয়ন্ সুজনহৃচ্চকোরোৎকরম্।
তমস্তিমিরসন্ততীস্তত্তরয়ংস্ত্বিষা নির্ভরং
শচীতনয় তে মুখামৃতরুচির্মুদং প্রাতু মে ॥৯৮॥

হে শচীনন্দন! আপনার মুখচন্দ্র, স্বীয় নাম গুণ মাধুরীপূর্ণ শ্রবণ মনোহর গানরূপ অমৃত বর্ষণে সজ্জনগণের চিত্তচকোর নিকরকে পরম আনন্দিত করিয়া, কান্তিধারায় অজ্ঞান-মোহ, পাপরূপ অন্ধকার সুদূরে নিঃসারণপূর্ব্বক, আমার আনন্দ বিস্তার করুন ॥৯৮॥

সাধুপর, মার্ত্তিহর, পদ্মবর, রম্যকর,
পাপিচয়, যাম্যভয়, নাশিদয়, গৌর জয়, ধীর ॥৯৯॥

হে ধীর! আপনি, সাধুজনের পরমদুঃখ দূর করেন। হে পদ্মজয়ী কর! পাপীজনে যমভয় নাশক! হে গৌর! আমাকে দয়া করুন। আপনার জয় হউক ॥৯৯॥

চরণচলনলক্ষ্মীকম্পিতাশেষগোত্রং
ভুজকরিবরশুণ্ডান্দোলনাধূলিতাশম্।
অমৃতমদহরশ্রীনামসঙ্কীর্ত্তননাট্যং
তুজগদব তবৈতন্নর্ত্তনং গৌরচন্দ্র ॥১০০॥

হে গৌরচন্দ্র ! যাহাতে আপনার চরণ চালনে পৃথিবী কম্পিত হয়, করিকরতুল্য হস্তসঞ্চালনে দিক্‌সমূহ বিধূলিত হয় এবং অমৃতদ্বয়ের (স্বর্গস্থসুধার মুক্তির) অহঙ্কারচূর্ণকারী শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন-পীযূষ প্রবাহিত হয়, সেই ভবদীয়নৃত্য বিশ্বকে রক্ষা করুন ॥১০০॥

গঙ্গাতটবর, রঙ্গাহিতনর, রঙ্গাশ্রিতপদ, কিঙ্কর শঙ্কর।
পঙ্কাকুলজন, শঙ্কাভয়হর, রঙ্কাত্মককলি, বারণদারণ ॥
সঙ্কারিতদৃঢ়, সঙ্কাতুলশুভ, গঙ্গাঢ্যকুসুম, সঙ্করশঙ্কর।
কম্পানতনুক, শম্পাধিকরুগ, লম্পাপহরবি, লক্ষণ লক্ষণ ॥
ধর্ম্মোদ্যজন, বর্ত্মোপমশুভ, কর্ম্মোদয়ললি, তালকভালক।
বিদ্যাবিবিতমুদ, বিদ্যামদহর, বিদ্যাশ্রিতপদ, তামর তামর ॥
তন্ত্বামহমিহ, মন্ত্বায়তরুগ, হন্ত্বাবৃতমতি, রূক্তমবিক্তম।
বন্দে রতবত, মন্দে ময়ি নন্তু, সন্দেবয় পরি, চারক তারক,
ধীর ॥১০১॥

হে ধীর ! গঙ্গাতট অপূর্ব্ব শ্রেষ্ঠ রঙ্গস্থল (নাট্যশালা) ; তথায় আপনি নব নব রঙ্গ বিধান করেন। পদাশ্রিত ভক্তের পরম মঙ্গল সাধন করেন। পাপীজনগণের সমস্ত চিন্তা ও ভয় দূর করেন। নিষ্কিঞ্চন নিজভক্তগণের কলিভয় বিদূরিত করেন। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অতুল শুভগন্ধ-যুক্ত কুসুম ও পরমমঙ্গল ধারণ করেন। শম্পা (বিদ্যুৎ) অপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল পীতকান্তি। শাপহরণে অতিসমর্থ। অসাধারণ চিহ্নে লক্ষিত। ধর্ম্মোৎসুক জনের পথপ্রদর্শক উপদেষ্টা, শুভ কর্ম্মকারী ও শুভকর্ম্মরতের হৃদয়ে প্রতিভাত। সুন্দরচূর্ণ কুন্তলবিশিষ্ট ললাট। বিদ্যার (বিদ্যাশক্তির বা অষ্টাদশ বিদ্যার) রক্ষায় আপনার আনন্দ। হে অবিদ্যার গর্ব্বহারক ! বিদ্যা আপনার চরণ আশ্রয় করিয়া আছে। আপনি ঘৃত বা জলের ন্যায় আকাঙ্ক্ষণীয়। হে পুরুষোত্তম ! হে প্রেম-ভক্তিদাতাচূড়ামণি ! আমি অহঙ্কারাবৃতমতি ও অপরাধরূপ দীর্ঘরোগী [মন্তু = অপরাধ]। আপনাকে প্রণাম করি। হে ভৃত্যত্রাণকারী ! মন্দ আমাকে স্বীয় সেবায় আদেশ দান করুন ॥১০১॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পঞ্চম অধিবেশন]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩০২ পৃষ্ঠার পর)

হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া শমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥

[হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য, যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যাতে সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা আছে, যাতে পূর্ণ সুরভি বিস্তার লাভ করে বা পরমানন্দ (আর সকল বিষয় আচ্ছাদন করে) প্রকাশিত হয়, যার উদয়ে শাস্ত্রবিবাদ শেষ হয়, যাহা রস দান করে এবং রসবর্ষণ-দ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহা নিত্য সেবা-প্রবৃত্তি বিধান করে, সর্ব্বদা ভগবন্নিষ্ঠা দান করে, যাহা মাধুর্য্যমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, তাদৃশী—নবলক্ষণা তোমার সেই দয়া সর্ব্বাশুভ-নিরাস করে জগন্মঙ্গল বিধান করেন।]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব দয়ানিধি, তাঁর দয়া অমন্দ উদয় করায়। জীবের ভবিষ্যতে যা উদয় করায় এবং আপাত সৌখ্য সম্পাদন করে, সেপ্রকার দয়াকে নিত্যকাল শুভপ্রদানকারিণী দয়া বলা যায় না। কিন্তু দয়ানিধি—যাঁর অবিতরণীয় পদার্থ কিছু নেই, যিনি অনায়াসেই অমন্দোদয়াদয়া বিতরণ করতে পারেন, সেই চৈতন্যদেব বলছেন—শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, শ্রীমূর্ত্তির অঙ্ঘ্রি-সেবা, সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, মথুরাবাস -এই পাঁচের অল্পসঙ্গ হতেই জীবের ভক্তি বৃদ্ধি হয়ে প্রেমভক্তি লাভ ঘটে। যাঁদের বিচার ধর্ম্ম-অর্থ-কাম—ইহ ও পর জগতে নিজ সৌখ্য লাভ অথবা বিষয়-ভোগাভাবজনিত মোক্ষপ্রাপ্তি, তাঁদের ভাগবত-শ্রবণের আবশ্যকতা নেই। চতুর্ব্বর্গপ্রয়াস যেকাল পর্য্যন্ত জীব-হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, তৎকাল পর্য্যন্ত ভগবদ্‌বস্তুর কথা স্থান পায় না।

গতকল্য আমাদের কিছু উরুক্রম অধোক্ষজ ভগবানের কথা হয়েছিল। সেই উরুক্রম, পুরুষোত্তম, অধোক্ষজ ভগবানের পরিবর্ত্তে অপরোক্ষ, অতীন্দ্রিয়, নির্ব্বিশেষ প্রভৃতি যে-সমস্ত শব্দ পাই, সেইগুলি অপূর্ণতার জ্ঞাপক বলে অমন্দ উদয় করাতে অসমর্থ। তাতে বাস্তবিক

ভগবানের দয়া লাভ হয় না। কিন্তু দামোদরস্বরূপ—যিনি বেদান্তশাস্ত্রে পরম পারঙ্গত, যাঁর পূর্ব্বনাম পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য, যিনি বেদান্ত অধ্যয়ন-জন্য বারাণসীতে গিয়েছিলেন, তাঁর বিচার ছিল মানবের মঙ্গল-সাধন করা; কিন্তু যখন জানলেন চতুর্ব্বর্গপ্রয়াসে মঙ্গল হয় না, তখন হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মের স্ফূর্ত্তিক্রমে শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয়ার্থ পুরুষোত্তমে গিয়ে তাঁর নিকট ঐ অমন্দোদয়া প্রার্থনা করেছিলেন। সেই দয়া নয় প্রকারে উপস্থিত হয়—(১) হেলোদ্ধূলিত-খেদা, (২) বিশদা, (৩) প্রোন্মীলদামোদা, (৪) শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদী, (৫) রসদা, (৬) চিত্তার্পিতোন্মাদা, (৭) শশ্বদ্ভক্তিবিনোদা, (৮) শমদা এবং (৯) মাধুর্য্যমর্য্যদা।

"আসামহো……ভেজুর্ম্মুকুন্দপদবীম্" শ্লোকে যে মুকুন্দপদবীর কথা আছে, যাহা শ্রুতির বিশেষ অনুসন্ধানের পাত্র, যা বেদান্তের একমাত্র চরম প্রতিপাদ্য বিষয়, যে বস্তুটি লাভের জন্য শ্রুতিসকল অত্যন্ত ব্যস্ত, সেই বস্তু মুকুন্দপদবী। তাঁর ভজন কখন বা কার দ্বারা সম্ভব? আর্য্য-পথ ও স্বজন-পরিত্যাগের শক্তি যাঁদের হয়েছে, যাঁরা তাৎকালিক স্বজনকে নির্ভর করে কৃষ্ণ-প্রতি নির্ভরতা-পরিত্যাগের বিচার-বিশিষ্ট নন, সেই আর্য্যপথ ও স্বজন-পরিত্যাগকারী ব্যক্তিই মুকুন্দপদবী-সেবনে সমর্থ। সেইটী সকল শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয়। আমাদের বর্ত্তমান সময়ে যে জ্ঞান, তা অনেকসময় নানা অজ্ঞানে আচ্ছাদিত। অনেক সময় "তেজোবারি-মৃদাং যথা বিনিময়ঃ" শ্লোকে কথিত বিচারে প্রতারিত ও বিমূঢ় হয়ে আমি খুব বুঝেছি মনে করে অহঙ্কার-বিমূঢ় হই। তৎপ্রতীতির কর্ত্তৃত্বাভিমানে প্রকৃত সত্য বুঝতে পারি না। আমি প্রকৃত-প্রস্তাবে মঙ্গল-প্রার্থী হলে শ্রীচৈতন্যদেব আমার মঙ্গলবিধান করেন। প্রত্যেক চেতনধর্ম্মে অবস্থিত ব্যক্তিরই তিনি মঙ্গল-বিধাতা। যারা নিত্যমঙ্গলের পরিবর্ত্তে সাধারণ অমঙ্গল-লাভে তৎপর, তাদের চিন্তাস্রোতে আস্বাদন বা রসবিপর্য্যয় ঘটায়—ইহ-জগতে ভগবদ্রস-রহিত হয়ে জড়রসকে বহুমানন করে তাতে উন্মত্ত হলে চেতনময় রসকে, চেতনে যে রসের উদয় হয়, তা হতে বঞ্চিত হতে হয়।

দুই প্রকারের রস পাওয়া যায় -একটী প্রেয়ঃপন্থায় আর অপরটী শ্রেয়ঃপন্থায়। প্রেয়ঃপন্থায় জড়ভোগকারীর কাব্য-শাস্ত্রে যে রস

আস্বাদনের কথা আছে, তা আস্বাদন করতে গিয়ে বিচারভ্রান্তি উপস্থিত হয়। আস্বাদনকারীর হৃদয়ে মল-প্রবেশ-হেতু অমল রস আস্বাদিত হন না। শ্রেয়ঃপন্থায় চিদ্-রসই আস্বাদনের বিষয়। যেমন শ্রীরূপপ্রভু উপদেশামৃত-গ্রন্থে বলেছেন,—

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি সিতাঽপবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥

মানুষের যখন ব্যাধি থাকে, তখন আস্বাদনকারীর জিহ্বা নানা অসুবিধার মধ্যে থাকে। কোনটী ভাল, কোনটী মন্দ—এপ্রকার বিচার এসে ব্যাঘাত উপস্থিত করে। অনর্থযুক্ত অবস্থায় রসবিচারে প্রেয়ঃপন্থী হলে শ্রেয়ঃপন্থিগণ বলেন যে, তাদৃশ জড়রসভোগ হতে বিরাগই আশ্রয়ণীয়। বর্ত্তমান সময়ে জড়েন্দ্রিয়ই আমাদের সম্পত্তি, সেই ইন্দ্রিয়-পরিচালনা হতে যে জড়বিলাস, তা থেকে পৃথক্ বা তার বিপরীত বিরাগ; কিন্তু তা আমাদের প্রয়োজনীয় নয়। জড়বিলাস ও জড়-বিরাগকে অপরভাষায় ভোগ ও ত্যাগ বলা হয়।

শ্রীভাগবত বলেছেন,—

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

যে কিছু করব, তা ধর্ম্মের জন্য না হয়; আবার ধর্ম্ম করলেও তা ভোগের জন্য সম্পন্ন হউক, বিরাগ ভাল নয়; বিরাগও আবার তীর্থ-পদসেবার জন্য না লাগুক; এই রকম বিচার যতদিন থাকে, ততদিন—"জীবন্নপি মৃতো হি সঃ"। সেইকালে চেতনের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করতে থাকি। তাকে জীবন্মৃতের ন্যায় অবস্থা বলা হয়েছে। প্রেয়ঃ-পন্থা-দ্বারা চালিত হয়ে—ঈশ-সেবা-বৈমুখ অবলম্বন করে জড়রসে প্রমত্ত হয়ে পড়ি। আধ্যক্ষিকতাই কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় মনে হয়। আনন্দ-লাভের পন্থা দুই প্রকার, প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ। প্রেয়ঃপন্থায় আনন্দলাভে যে দোষ, সেটা বিরাগের পন্থায় ক্ষালিত হয়। আমরা কর্ত্তৃত্বধর্ম্মবশে যে কর্ম্মের আবাহন করি, তাতে যে রসের উদয় হয়, শ্রেয়ঃপন্থা বলেন—তা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। বিলাসের বিপরীত কথা বিরাগ। শ্রীচৈতন্য-

দেবের অমন্দোদয়দয়া এ উভয় বিচারের অতীত। শ্রুতিগণের বিশেষ অনুসন্ধানের পদার্থ যে মুকুন্দপদবী, তাঁকে ভজন করেছিলেন মহামহা-বৈদান্তিকাগ্রগণ্যা, বিশুদ্ধচেতনে অবস্থিতা পরমসিদ্ধা সর্ব্বোত্তমা গোপী-গণ। ইন্দ্রিয়লোলুপ ব্যক্তিগণ নিজ নিজ জড়রস আস্বাদন-জন্য যে বিচার-মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে থাকেন তাদৃশ প্রেয়ঃপন্থার অনুসরণ না করে, স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ করে অধোক্ষজ-বিচারে আশ্রয়জাতীয় গোপীগণ আত্মাভিজ্ঞান লাভ করেছেন। গুণজাত সত্ত্ব-প্রধান বিচারে যেটা নির্ণীত হয়, তাকে পরিত্যাগ করার শক্তি বিরাগের কোথায়? যাঁরা নৈসর্গিকী নিত্য উৎকট প্রীতিচেষ্টার বশে ভগবৎকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়ে সেবার জন্য যত্ন-বিশিষ্ট, বাস্তববস্তুবিচারে যাঁদের বাস্তব রস হৃদয়ে প্রাকট্য লাভ করেছে, রজস্তমঃ বাদ দিয়ে—সত্ত্বগুণের ভালকথা পর্য্যন্ত দিয়ে কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করেছেন, তাঁরাই শ্রেয়ঃপন্থী। যাঁদের জ্ঞানটি অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত, যাঁরা বিবর্ত্তগ্রস্ত হয়ে ভগবজ্‌জ্ঞান ছোট এবং স্বকপোলকল্পিত, জড়সবিশেষরহিত নির্ব্বিশেষ জ্ঞানই বড়'—এই মায়ামরীচিকায় ঢুকেছেন, তাঁদের মঙ্গলের জন্য চৈতন্যদেবের নিত্যদাস শ্রীচৈতন্যের পূর্ণা দয়াকে অমন্দোদয়দয়া বলেছেন। ভাগবতের অনু-শীলনদ্বারাই সেই বস্তু প্রাপ্তব্য। এজন্য "জন্মাদ্যস্য যতঃ" আদি শ্লোকে সম্বন্ধজ্ঞানের কথা কীর্ত্তিত হয়েছে। জড় বিশেষটা অপ্রয়োজনীয়। জড়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা হলে ভোগের বিচার হতে পরিত্রাণ-জন্য 'নেতি নেতি' বিচার এনে ভোগ থেকে অবসর নেয়। যেহেতু সুখভোগে দুঃখ, প্রেয়ঃপন্থা গ্রহণ করলে ত্রিতাপ-যন্ত্রণা পাই; সুতরাং বোধরাহিত্যই শেষ কথা বা বোধসাহিত্যের বিশেষানুসন্ধান-রাহিত্যই চরম পদবী—এতাদৃশ বোধ যাঁদের, তাঁরা অজ্ঞান-শ্রেণীরই অন্যতম ও অন্তর্ভুক্ত। সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রান্ত ব্যক্তি বিবর্ত্তবাদ আশ্রয় করে জড়তাকে বা জড়কে চিদভ্রান্তিক্রমে গ্রহণ করেন। তাতে বাস্তব-বস্তু কিছুই নেই। তাঁরা বলেন,—স্বল্প, সঙ্কীর্ণ, জড়ভোগজ্ঞানের চেষ্টার সঙ্গে জড়াতীত ভক্তি-পূর্ণ পুরুষোত্তম জ্ঞানের চেষ্টা সমজাতীয়, স্বল্পক্রমবিশিষ্টের চেষ্টার সহিত উরুক্রমের চেষ্টা সমজাতীয়। অজ্ঞতাবশে ভগবৎসেবা-বঞ্চিত হয়ে, ভগবল্লীলানুকূল বস্তুকে উপেক্ষা করে নির্ব্বিশেষবাদকেই তাঁরা শ্রেষ্ঠত্বে স্থাপন করেছেন। চৈতন্যদেব তার অপ্রয়োজনীয়তা প্রকাশ

করে মনুষ্যজাতির যে-মঙ্গল করেছেন তাই আমাদের প্রার্থনীয়। পূর্ণকে অপূর্ণ বলে স্থাপনের কুপিপাসা যাঁদের, তাঁরা মহা অসুবিধায় পড়েছেন। দামোদর-স্বরূপ নির্ব্বিশেষ-বিচার-প্রণালী, যাতে নির্ব্বিষ্ট মোক্ষই প্রার্থনীয়, তা হতে মুক্তিলাভ করে জড়সবিশেষে আসেন নি। প্রাকৃত-সহজিয়ার 'প্রকৃতজাত জগতেই বিচিত্রতা আছে, চিৎএর বৈচিত্র্য-বিচার জড়শক্তিরই অন্তর্গত'—এই বিচারে যারা প্রতিষ্ঠিত সেইসকল লোক ভাগ্যহীন। জড়সবিশেষে চিৎসবিশেষের বিবর্ত্ত হলে অভীষ্টলাভের পরিবর্ত্তে অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। জড়রসটা ধ্বংস করে দিতে হবে, শুকিয়ে দিতে হবে, কিন্তু "রসো বৈ সঃ"—সেই সচ্চিদানন্দরসই ত থাকবে। তা না হলে প্রকৃতিবাদীর বৌদ্ধবিচার বা মায়াবাদীর তর্কমাত্র হয়ে যাবে। বুদ্ধকে সচ্চিদানন্দবস্তু বিচার না করে বৌদ্ধগণ স্বতন্ত্র জড়ভোগ্য অবাস্তব-বিচার-বিশিষ্ট। জড়সবিশেষ-ধর্ম্ম যেকাল পর্য্যন্ত নষ্ট না হচ্ছে তৎকালাবধি প্রাপঞ্চিকতা নিয়ে বস্তুসান্নিধ্য হতে দূরে থাকতে হবে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে চেতনের উন্মেষ হবে, চিৎসবিশেষ বলে যে ব্যাপার, তা বুঝতে পারা যাবে তখনই ভাগবত-শ্রবণে অধিকার হবে। লীলা ক্রীয়া-মাত্র-উদ্দেশপরা নহে। 'মানবলীলা' বা 'দরিদ্রনারায়ণ'—এরূপ বিচার যাঁদের, তাঁরা ঘুরে ফিরে Henotheism (পঞ্চোপাসনা) বা Impersonalism-এ (নির্ব্বিশেষতত্ত্বে) প্রবিষ্ট হন। জড়সবিশেষ হতে পার পাবার পরে যে রসের কথা আছে, তার আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। উহা রসে জলাঞ্জলি দেওয়া মাত্র নহে। দহরোপনিষদে (ছান্দোগ্যে) যে-সকল কথা আছে, যথা—"স যদি পিতৃ-লোককামো ভবতি..... মাতৃলোককামো ভবতি.....ভ্রাতৃলোককামো ভবতি..... স্বস্রলোককামো ভবতি..... সখিলোককামো ভবতি.....গন্ধমাল্যলোক-কামো ভবতি.....যদি অন্নপান-লোককামো ভবতি.....যদি গীত-বাদিত্রলোককামো ভবতি.....স্ত্রীলোককামো ভবতি.....যং যমন্তমভি-কামো ভবতি.....যং কামং কাময়তে সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি তেন সম্পন্নো মহীয়তে।" এই সকল বাসনা হলে 'ভূতেজ্যা যান্তি ভূতানি' বিচার হবে। কামদেব-কামনা উদিত হবার পূর্ব্ব পর্য্যন্তই বাসনা মাত্র। 'শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে' বিচার যদি প্রত্যক্ষানুমানের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাহলে empericism এসে

গেল। আমাদিগকে জড়ের relativityতে আচ্ছন্ন করে 'উরুদাম্নিবদ্ধাঃ' করে রেখেছে। উরুক্রমের পাদস্পর্শযোগ্যতা হলে আধ্যক্ষিকগণের বিচার-নৈপুণ্যের ফল্গুত্ব উপলব্ধি করতে পারবো।

'হেলোদ্ধূলিতখেদয়া'—জীবহৃদয়ে যে সব অসুবিধা—তাপত্রয়াদি-জনিত মলিনতা উপস্থিত হচ্ছে, তা হতে পরিত্রাণ পাবার জন্য যত্ন করা দরকার। কেউ কেউ মনে করেন, জড়জগতের অমঙ্গল মধ্যেই থাকব, যদি জড়জগতের অমঙ্গলের মধ্যেই ঘুরে ফিরে আসতে থাকি, তাহলে ভবিষ্যতে সুখভোগলাভের সুবিধা হবে। কিন্তু পরমমুক্তপুরুষের বিচার তা নয়। ভোগরূপ ঘুমের ঘোর ছেড়ে মানুষ যদি চেতনবিশিষ্ট হন, নিজের পরিচয়, আত্মার পরিচয় পান, তাহলে অনাত্মপ্রতীতির অসুবিধা থেকে অবসর লাভ করেন। যে সময়ে মায়া সৃষ্ট হয় নি—অচিৎ-পরিণাম প্রবৃত্ত হয় নি, তখনও চিৎ-শক্তির দ্বারা প্রকটিত বৈকুণ্ঠের সকল বিচিত্রতা অবস্থিত ছিল, আছে এবং পরেও থাকবে। আধ্যক্ষিক-বিচারে আপেক্ষিকতা। ঈশ্বরকৃষ্ণের বিচার,—"অসদকরণাদুপাদান-গ্রহণাৎ সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ।"

ভাগবতসম্প্রদায়ে সাংখ্যায়ন, সনৎকুমার প্রভৃতি বিভিন্ন বিচার করেছেন। নিরীশ্বর—সাংখ্য—বহুবস্তুর সমাবেশ, বহ্বীশ্বরবাদ, Polytheism প্রভৃতি নানা বিরোধি-সম্প্রদায়েরও অভাব নেই। যখন একায়নপদ্ধতি প্রচলিত ছিল (সত্যযুগে), তখন একমাত্র নারায়ণের পূজা ছিল। 'একায়ন' মানে সংখ্যারহিত। যখন সে বিচার স্তব্ধ হল, তখনই ত্রেতায় ধ্যাননিষ্ঠা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে জীবের দুর্গতি হয়েছে। ত্রয়ী উৎপত্তি লাভ করে কর্ম্মকাণ্ড সৃষ্ট হল পুরূরবার কাছ থেকে।

এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্ব্বর্ণ এব চ॥
পুরূরবস এবাসীৎ ত্রয়ী ত্রেতামুখে নৃপ।
অগ্নিনা প্রজয়া রাজা লোকং গান্ধর্ব্বমেযিবান্॥

(ভাঃ ৯।১৪।৪৮-৪৯)

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম বৃষ্টি—সপ্তম-ধারা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩১২ পৃষ্ঠার পর)

প্রয়োজনতত্ত্ব

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র সনাতনকে কহিতেছেন ;—

"এবে শুন ভক্তিফল প্রেম প্রয়োজন।
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তি-রসজ্ঞান॥
কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে প্রেম অভিধান।
কৃষ্ণভক্তিরসের সেই স্থায়িভাব নাম॥"

সাধন-ভক্তির প্রকার

প্রভুবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তি প্রথমে সাধনাবস্থায় ভক্তি নামে অভিহিত হন, পরে সাধনের ফলোদয়কালে সেই ভক্তিই ভাবাবস্থা প্রাপ্ত হন এবং ভক্তিই চরমে প্রেমরূপে উদিত হন। সাধন-ভক্তির অবধি ভাব, রতি বা প্রীত্যঙ্কুর (১)। বৈধী ও রাগানুগা সাধনের ধর্ম্ম-ভেদ এই যে, বৈধী কিছু বিলম্বে ভাবাবস্থা প্রাপ্ত হয়। রাগানুগা ভক্তি অতি স্বল্পেই ভাবাবস্থা পাইয়া থাকেন (২)। শ্রদ্ধা রাগানুগা ভক্তদিগের হৃদয়ে নিষ্ঠাকে ক্রোড়ীভূত করিয়া রুচিরূপে উদয় হয়। সুতরাং ভাব হইতে তাহাতে বিলম্ব হয় না। (৩)

সাধকের হৃদয়ে যে সময়ে ভাবের উদয় হয়, তখনই নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভু বলিলেন ;—

---

(১) পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্‌যশঃ।
মিথো রতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ॥
স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥ (ভাঃ ১১।৩।৩০-৩১)

(২) শৃণ্বতাং গৃণতাং বীর্য্যাণ্যুদ্দামানি হরেস্মুহুঃ।
যথা সুজাতয়া ভক্ত্যা শুধ্যেন্নাত্মা ব্রতাদিভিঃ॥ (ভাঃ ৬।৩।৩২)

(৩) কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ।
যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা॥
যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যা-স্বাধ্যায়-সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্‌যত্নবানপি॥ (ভাঃ ১১।১২।৯-৯)

ভাবলক্ষণ

"এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়। (১)
প্রাকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয়॥
কৃষ্ণসম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়।
ভুক্তি, সিদ্ধি, ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায়॥
সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।
কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি জানে॥
সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা-প্রধান।
নামগানে সদা রুচি লয় কৃষ্ণনাম॥
কৃষ্ণগুণাখ্যানে করে সর্ব্বদা আসক্তি।
কৃষ্ণলীলাস্থানে করে সর্ব্বদা বসতি॥"

প্রেমলক্ষণ

পঞ্চম-বৃষ্টি আলোচনা করিলে প্রভুর এই সকল উপদেশের বিশেষ ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে। প্রেমলক্ষণ অত্যন্ত দুরূহ। অতএব তৎসম্বন্ধে প্রভুবাক্য এই যে ;—

"কৃষ্ণে রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ।
কৃষ্ণে প্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন॥
যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়।
তার বাক্য, ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়॥"

প্রেমের বিষয় ও আশ্রয় গুণ বর্ণন

প্রেম—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভেদে পঞ্চবিধ। মধুর প্রেম ও মধুর রস সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। মধুর-রসে কৃষ্ণমাধুর্য্য পরম-সীমা লাভ করিয়াছেন (২)। মধুর রসস্থিত ভক্তও প্রেমের পরাকাষ্ঠা

---

(১) ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥
(ভাঃ ১১।৩।৩২)

(২) নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রেময়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥
কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥ (ভাঃ ১০।২৯।১৫-১৫)

প্রাপ্ত হন (১)। চতুষষ্টিগুণ কৃষ্ণে সম্পূর্ণ ব্রজমধুররসে লক্ষিত হয়। ব্রজভক্তেও তদ্রূপ অনন্ত মাধুর্য্য উদিত হইয়া পড়ে। ভক্তগণচূড়ামণি-স্বরূপা শ্রীমতী রাধিকা-সম্বন্ধে প্রভু বলিয়াছেন ; —

"অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার পঁচিশ প্রধান।
যেই গুণের বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান্॥"

মধুর রস আস্বাদ্য, বিচার্য্য নহে

যাঁহারা পরমভাগ্যবলে মধুর রসের অধিকারী হইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই এ রসের আস্বাদন পান (২)। বিচার-দ্বারা ইহা কাহাকেও বুঝাইতে পারা যায় না। অতএব প্রভু বলিলেন যে ;—

"এই রস আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে।
কৃষ্ণভক্তগণ করে রস আস্বাদনে॥"

এই সমস্ত প্রভু সনাতনকে উপদেশ দিয়া অবশেষে যে প্রেম-প্রাপ্তির প্রতিকূল শুষ্কবৈরাগ্যত্যাগ, তৎপ্রাপ্তির অনুকূল যুক্ত-বৈরাগ্যের স্থিতি শিক্ষা দিয়াছেন, যথা ;—

"যুক্তবৈরাগ্যস্থিতি সব শিখাইল।
শুষ্কবৈরাগ্যজ্ঞান সব নিষেধিল॥"

ফল্গু বৈরাগ্য

যুক্তি ও যুক্তির অনুকূল বেদবাক্যে লক্ষণা-দ্বারা কতকগুলি ব্যক্তি মনে স্থির করেন যে, আমি ব্রহ্ম বটে, কিন্তু প্রপঞ্চজড়িত হইয়া ব্রহ্মানুভব হইতে দূরে পড়িয়াছি। প্রপঞ্চ হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি? মানবদেহটা ত প্রপঞ্চ, গৃহ প্রপঞ্চ, স্ত্রী-পুত্র প্রপঞ্চ, আহারাদি প্রপঞ্চ, সকলই প্রপঞ্চ। কি করিয়া এই প্রাপঞ্চিক উৎপাত হইতে উদ্ধার হই? এই ভাবনায় ব্যস্ত হইয়া দেহকে বিভূতি ইত্যাদি মাখাইয়া কৌপীনাদি-দ্বারা আচ্ছাদন করেন। শুষ্ক দ্রব্যাদি খাইয়া স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করতঃ আপনাকে মুমুক্ষু বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য গৃহাদি

---

(১) ময়ি নির্ব্বন্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥ (ভাঃ ৯।৪।৬৬)

(২) স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মণ্বপি।
ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুর্হরিঃ॥ (ভাঃ ৪।২৯।৫২)

ত্যাগপূর্ব্বক বনে বিচরণ করেন বা মঠে বাস করেন। তাহা করিয়া কি লাভ হইবে, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিয়া যে হরিসম্বন্ধ-দ্বারা উদ্ধার হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে উদাসীন হইয়া শুষ্কজ্ঞানমাত্র ভাবনা করিতে থাকেন। পাপও গেল, পুণ্যও গেল, আমি ও আমার সকলই গেল বটে, কিন্তু কি লাভ হইল, তাহা বুঝিলেন না। বেদান্তের অধিকরণের সহিত দিনযাপন করিতে লাগিলেন। মৃত্যু হইল, তাঁহার মতের আর দুই চারিজন আসিয়া তাঁহার মস্তকে নারিকেল ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে ভূমিতে রাখিলেন। কি হইল? হরি ত মিলিলেন না। তাঁহার ব্রহ্ম হওয়া সেই পর্য্যন্ত। তাহা না করিয়া যদি তিনি দেহে, গেহে, ভোজনে, শয়নে, কালে, দিক্‌সমূহে হরিসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহার অনুশীলন করতঃ ক্রমশঃ ভক্তিবৃদ্ধি করিতেন, তবে চরমফল যে প্রেম, তাহা অবশ্য লাভ করিতেন (১)। এইরূপ বৈরাগ্যের নাম ফল্গুবৈরাগ্য। প্রভু তাহা নিষেধ করিয়া সনাতনকে যুক্তবৈরাগ্য শিক্ষা দিয়াছেন এবং দাস গোস্বামীকেও সেই শিক্ষা দিয়াছেন, যথা;—

"স্থির হইয়া ঘরে যাহ, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কটবৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তর নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।২৩৭-২৩৯)

---

(১) জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্বিণ্নঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥ (ভাঃ ১১।২০।২৭-৩০)

যুক্তবৈরাগ্য

স্বচ্ছন্দে দিনযাপনমানসে গৃহে স্ত্রীপুত্রের সহিত অনাসক্তভাবে বিষয় স্বীকার করিয়া অন্তরনিষ্ঠার সহিত ভজন করিতে পারিলে ক্রমে ক্রমে প্রপঞ্চ খসিয়া পড়ে। আত্মা ভক্তিবলে বলীয়ান্ হইয়া ভগবৎসম্বন্ধে স্থিত হন (১)। নতুবা মুমুক্ষু হইয়া ক্রমত্যাগ করিলে মর্কট-বৈরাগ্য আসিয়া জীবকে কদর্য্য করিয়া ফেলে। যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার কর, এই আজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয়-প্রীতির জন্য বিষয় গ্রহণ করা উচিৎ নয়, কেবল আত্মার কৃষ্ণসম্বন্ধ স্থাপনের জন্য যতটা বিষয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা কর। আত্মপ্রসাদ ফল দিয়া বিষয় স্বয়ং প্রপঞ্চাতীত আত্মাকে ছাড়িয়া দিবে। দেহ, গেহ, কৃষ্ণার্চ্চনার উপকরণ সমাজ সকলই যুক্তবৈরাগ্যের উপকরণ হইতে পারে। কেবল সাধকের অন্তর-নিষ্ঠা হইলে সব লাভ হয়। বাহ্যনিষ্ঠা কেবল লোকব্যবহারমাত্র। অন্তরনিষ্ঠা নিষ্কপটভাবে হইলে ভববন্ধ ও প্রপঞ্চসম্বন্ধ সত্বরেই তিরোহিত হয়। ভক্তি যে-পরিমাণে শুদ্ধোদয় প্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে শুদ্ধ-জ্ঞান ও শুদ্ধবৈরাগ্য অবশ্যই বাড়িতে থাকিবে।

সরল ভক্তজীবনে কেবল কৃষ্ণনামাশ্রয়ই সর্ব্বোত্তম সাধন (২)। প্রভু সনাতনকে বলিয়াছেন ;—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লইলে হয় প্রেমধন॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৭০-৭১)

---

(১) ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥ (ভাঃ ১।২।৯-১০)

(২) এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥ (ভাঃ ২।১।১১)

আবার বলিয়াছেন ;—

"কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥
নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য (১)।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥
যেই না ভজে, সেই অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার ॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান ॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৬৫-৬৮)

বর্ণাশ্রমে হরিভজন-প্রণালী

প্রভুর বাক্যগুলির নির্গলিতার্থ এই যে, যদি ভগদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা হয়, তবে সৎসঙ্গে হরিনাম গ্রহণ কর। কর্ম্ম ও জ্ঞানের চেষ্টায় চিত্তকে চঞ্চল করিবে না। সংখ্যাবিধিক্রমে "হরে কৃষ্ণ" ইত্যাদি ষোড়শ নাম নিরন্তর কীর্ত্তন করিবার যত্ন কর। দেহ, গেহ ও সমাজকে নামানুশীলনের অনুকূল করিয়া সেই সেই পদার্থের রক্ষণাবেক্ষণে যতটা প্রয়াস প্রয়োজন হয়, তাহা নিষ্কপটে কৃষ্ণার্পণ করিয়া করিবে। আর কোন বিষয়ে প্রয়াস এবং এই এই বিষয়েও অতি প্রয়াস করিবে না। ইন্দ্রিয়-প্রিয় বস্তু আহার করিবে না বা অন্য বিষয়ে ব্যবহার করিবে না। জীবের শুদ্ধজ্ঞান এবং অনুকূল রাগাদি ইন্দ্রিয় এবং মন প্রভৃতি অন্তরেন্দ্রিয় যাহাতে নাশ বা বিকৃত না হয় এরূপ প্রাণবৃত্তিরূপ পরিমিত সাত্ত্বিক আহার দ্বারা দেহ-রক্ষা কর (২)। অধিক প্রয়াস কষ্টসাধ্য না হয়,

---

(১) ধিক্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্বিদ্যুত্তদ্ধিগ্ব্রতং ধিগ্বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্কুলং ধিক্ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে অধোক্ষজে ॥ (ভাঃ ১০।২৩।৩৯)

(২) প্রাণবৃত্ত্যা তু সন্তুষ্যেন্মুনির্নৈবেন্দ্রিয়প্রিয়ৈঃ।
জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত নাবকীর্য্যেত বাঙ্মনঃ ॥ (ভাঃ ১১।৭।৩৯)
পথ্যং পূতমনায়াস্তমাহার্য্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।
রাজসঞ্চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসঞ্চার্তিদাহশুচি ॥ (ভাঃ ১১।২৫।২৮)
বনঞ্চ সাত্ত্বিকো বাসো গ্রাম্যো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্ ॥ (ভাঃ ১১।২৫।২৫)

এরূপ নির্জ্জন আবাস স্বীকার কর। কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল না হয়, এরূপ একটী সমাজে থাকিয়া তদুন্নতির যত্ন কর। এ সমস্ত করিবার তাৎপর্য্য এই যে, নিশ্চিন্ত হইয়া নির্জ্জনে দৃঢ় যত্নের সহিত ভজন করিবে (১)। যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গিসঙ্গ একেবারে বর্জ্জন কর। অভক্তসঙ্গ না হয়, এরূপ বিশেষ সতর্ক হও (২)। পরচর্চ্চা পরিত্যাগ কর। নিজে আপনাকে নিষ্কপটে অতিশয় দীন বলিয়া জান। তিতিক্ষাপূর্ণ-হৃদয়ে সকল বিষয় সহ্য করিয়া জগতের যথার্থ উপকার কর। নিজের বর্ণ, ধন, জন, রূপ, বল, পার্থিব-বিদ্যা, পদ ইত্যাদির কোন অভিমান রাখিবে না। সকল ব্যক্তিকেই যথাযোগ্য সম্মান কর (৩)। এইপ্রকার জীবনে নিরন্তর ভাবপূর্ণ হরিনাম কর। ইহাতেই কৃষ্ণকৃপা হইতে বিশুদ্ধ প্রেম লাভ করিবে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এ সমুদায় তোমার কিঙ্করস্বরূপ কার্য্য করিবে (৪)। কিয়ৎপরিমাণে কাম যদি হৃদয়ে থাকে, তজ্জন্য দৈন্যের সহিত তাহাকে গর্হণ করিতে করিতে তাহা স্বীকারপূর্ব্বক নিষ্কপটে ভজন করিতে থাকিবে। অল্পদিনের মধ্যে

---

(১) ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥
(ভাঃ ৫।১৯।২৩)

(২) ন হ্যন্যো জুষতো জোষ্যান্ বুদ্ধিভ্রংশো রজোগুণাঃ।
শ্রীমদাদ্যভিজাত্যাদির্যত্র স্ত্রী দ্যূতমাসবঃ॥
হন্যন্তে পশবো যত্র নির্দ্দয়ৈরজিতাত্মভিঃ।
মন্যমানৈরিমং দেহমজরামৃত্যু নশ্বরম্॥ (ভাঃ ১০।১০।৮-৯)

(৩) তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ (শ্রীশিক্ষাষ্টকম্)

(৪) ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন ন ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তি স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥ (কৃষ্ণকর্ণামৃতম্)

ভগবান্ তোমার হৃদয়ে বসিয়া হৃদয়কে নিষ্কাম করতঃ তোমার প্রীতি গ্রহণ করিবেন (১)।

সাধ্যসাধন তত্ত্ব

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষিত ধর্ম্মে দুইটীমাত্র কথা অর্থাৎ "নামে রুচি ও জীবে দয়া"। এই ধর্ম্ম যাঁহার যে-পরিমাণ থাকে, তিনি ততই বৈষ্ণব (২)। অন্য সদ্‌গুণলাভের চেষ্টার প্রয়োজন নাই। ভক্তজনের সকল গুণই আপনি উদিত হয় (৩)। ভক্তগণ স্বভাবতঃ শ্রেয়ঃ আচরণে সর্ব্বদা আনন্দ লাভ করেন (৪)। কৃষ্ণদাস হইলে আর জীবের কোন দুঃখ বা ক্লেশ থাকে না (৫)। গুরু ও আত্মীয়বর্গ কোন্ সময়ে সঙ্গযোগ্য, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক (৬)। ভাবুক ভক্তের জীবন অতিশয় পবিত্র। তাহাদের রুচি সর্ব্বদা বিশুদ্ধ (৭)।

---

(১) শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥ (ভাঃ ১।২।১৭)

(২) সোঽহমেবেহচলাং ভক্তিং তস্মিন্নেবাখিলাত্মনি।
তদ্ভক্তেষু চ সৌহার্দ্দং ভূতেষু চ দয়াং পরাম্॥ (ভাঃ ১০।৪১।৫১)

(৩) যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনো রথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥
(ভাঃ ৫।১৮।১২)

(৪) এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥ (ভাঃ ১০।২২।৩৫)

(৫) তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রি নিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩৬)
শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ।
ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধেরন্, হরিসংশ্রয়ম্॥ (ভাঃ ৩।২২।৩৭)

(৬) গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যান্ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥
(ভাঃ ৫।৫।১৮)

(৭) অর্থেন্দ্রিয়ারাম-সগোষ্ঠতৃষ্ণয়া, তৎসম্মতানামপরিগ্রহেণ চ।
বিবিক্তরুচ্যা পরিতোষ আত্মনি, বিনা হরের্গুণপীযূষপানাৎ॥
(ভাঃ ৪।২২।২৩)

এই সমস্ত শিক্ষার সংক্ষিপ্তসার শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীকে শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন (যথা চরিতামৃত অন্ত্য ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে) ঃ—

"হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে বলিল।
তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব শিখ ইহার স্থানে।
আমি যত নাহি জানি, ইহ তত জানে॥
তথাপি আমার আজ্ঞায় যদি শ্রদ্ধা হয়।
আমার এই বাক্যে তুমি করিহ নিশ্চয়॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে॥
এই সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঞি ইহার পাবে সবিশেষ॥"

এই উপদেশে গূঢ়রূপে প্রভু দাসগোস্বামীকে অষ্টকাল-ভজনপ্রণালী বলিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের অন্যত্র শ্রীস্বরূপের নিকট হইতে প্রাপ্ত সবিশেষ উপদেশ প্রদত্ত হইবে। ভক্তগণ তদ্‌গ্রহণের অধিকারী হইতে যত্ন করুন।

নির্ব্বন্ধিনী-মতি

ভাবভক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বৈধ-ভক্তির যে উত্তম ও একান্তভাবে অনুশীলনবুদ্ধি, আবার প্রেমভক্তির আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়া ভাবভক্তির নির্ব্বন্ধিত অনুশীলনবুদ্ধিকে নির্ব্বন্ধিনী-মতি বলা যায়। সেই নির্ব্বন্ধিনী-মতি থাকিলে ভক্তিসিদ্ধি অতি শীঘ্র ঘটে। ইহারই অপর নাম উপযুক্ত যত্নাগ্রহ (১)। সাধকগণ প্রথমেই নির্ব্বন্ধিনী মতির আশ্রয় করিবেন। যত্নাগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া এ বিষয়ে উদাসীন হইবেন না। (ক্রমশঃ)

---

(১) সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ॥
—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

গীতার বাণী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩২০ পৃষ্ঠার পর)

১৩শ অধ্যায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আদ্য ষট্‌কে নিষ্কাম কর্ম্ম-সাধ্য জীবাত্মজ্ঞান ও মধ্য ষট্‌কে ভক্তি উপদেশ করিয়া অন্ত্যষট্‌কে প্রকৃতি, পুরুষ, তৎসৎ-যোগ-হেতু জগৎ ও ঈশ্বর এবং কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তির স্বরূপ বিচার জানাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—প্রকৃতির উপাদানে গঠিত পাঞ্চ-ভৌতিক শরীরের নাম 'ক্ষেত্র'; আর যিনি সেই সেই ক্ষেত্রকে অবগত হন, তিনি 'ক্ষেত্রজ্ঞ'। কিন্তু ঈশ্বর সমস্ত জগতের প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব অবগত হইলেই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। দেহটী ভোক্তা জীবের ভোগায়তন বলিয়া তাহার নাম ক্ষেত্র; জীব নিজ নিজ শরীরকেই ভোগ-মোক্ষ-সাধনের ক্ষেত্র বলিয়া জানে, কিন্তু সর্ব্বেশ্বর সকলের ভরণ-পোষণ ও নিয়মন কার্য্য করেন বলিয়া তিনি সর্ব্বক্ষেত্রেরই জ্ঞাতা। তৎসম্বন্ধে ঋষিগণ বহুপ্রকারে বর্ণন করিয়াছেন এবং বেদ ও বেদান্তে পৃথক্ পৃথক্ বিচার-দ্বারা হেতু-সহকারে তাহা গীত হইয়াছে।

এক্ষণে তাহা বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন,—আকাশাদি পঞ্চভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত অর্থাৎ প্রধান, দশ ইন্দ্রিয়, মন এবং রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শাদি পঞ্চ তন্মাত্র—এই ২৪টী প্রাকৃত-তত্ত্বই ক্ষেত্র। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ পঞ্চভূতের পরিণামরূপ স্থূলদেহ, চেতনস্বরূপ জীবের আধার লিঙ্গদেহ ব্যাপার ও ধৃতি—এই সকল ক্ষেত্রের বিকার। আর অমানিত্ব, দম্ভহীনতা, অহিংসা, অপমান-সহিষ্ণুতা, সরলতা, আচার্য্যোপাসনা, বাহ্য ও অভ্যন্তর শৌচ (জল-মাটি ব্যবহার-দ্বারা বাহ্য-শৌচ এবং ভাবশুদ্ধিদ্বারা অভ্যন্তর শৌচ), সদ্বর্ত্মে একনিষ্ঠারূপ স্থৈর্য্য, বিষয় হইতে মনের প্রত্যাহার-রূপ মনের নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়ভোগ্য রূপ-রসাদি বিষয়ে বৈরাগ্য, দেহাদিতে আত্মাভিমান ত্যাগরূপ অনহঙ্কার, অনুক্ষণ জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখাদির দোষদর্শন, দেহ গৃহ-স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্তিশূন্যতা, স্ত্রী-পুত্রাদির সুখ-দুঃখে উদাসীনতা, সর্ব্বদা সমচিত্তত্ব, শ্রীভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্জ্জনস্থানে অবস্থান, দুর্জ্জনাকীর্ণস্থানে অরতি, নিত্য অধ্যাত্ম-জ্ঞান আলোচনা ও তত্ত্ব-জ্ঞানের অনুসন্ধান—এই বিংশতি ব্যাপারকে জ্ঞানের স্বরূপ জানিতে

হইবে। এ-সকল ব্যতীত যাহা 'জ্ঞান' বলিয়া পরিচিত, তাহা 'অজ্ঞান'। এই বিংশতি ব্যাপারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণে অনন্যা অব্যভিচারিণী ভক্তিই একমাত্র অবলম্বনীয়া। অন্য উনিশটী ব্যাপার ভক্তির অবান্তর ফলরূপে ক্ষেত্রের শুদ্ধতা উদয় করে।

জ্ঞেয় বস্তু অনাদি ও ভগবদধীন, তাহা সৎ-অসৎ (কার্য্য-কারণ) উভয়ের অতীত জীবস্বরূপ 'ব্রহ্ম' পদবাচ্য—তাহার তত্ত্ব অবগত হইলে ভগবদ্ভক্তিরূপ অমৃত-ভোগ লাভ হয়। **গীতায় 'ব্রহ্ম'-শব্দ জীব ও মহৎ-তত্ত্বে ব্যবহৃত হইয়াছে।** তৎপরে পরম ব্রহ্মের স্বরূপ বলিতেছেন,—কিরণসমূহ যেমন সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ ভগবানের প্রভাবস্বরূপ পরমাত্ম-তত্ত্ব কিরণ-কণ-সদৃশ চিদংশ জীবের আশ্রয়স্বরূপ। তিনি অনন্ত পাণিপাদ ও অনন্ত চক্ষু, শির, মুখাদি-সংযুক্তস্বরূপে সকল বস্তুকেই আবৃত করিয়া বিরাজমান। সেই বৃহত্তত্ত্ব সকল ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ, স্বয়ং প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-বর্জ্জিত, অনাসক্ত, সর্ব্বভরণ-পোষণকর্ত্তা, প্রাকৃত গুণরহিত অথচ ত্রিগুণাতীত 'ভগ'-শব্দবাচ্য ষড়্‌গুণেরও আস্বাদক। সেই তত্ত্ব সর্ব্বভূতের অন্তর-বাহিরে বিরাজিত, তাঁহা হইতেই সমস্ত চর ও অচর জগৎ; অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া তিনি অবিজ্ঞেয়, এবং দূরস্থ ও নিকটস্থ তত্ত্ব। কিন্তু ভক্তের নিকট সুবিজ্ঞেয় ও নিকটস্থরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকেন। তিনি সমস্ত প্রাণীতে পরমাত্মরূপে পৃথক্ পৃথক্ বিরাজিত বলিয়া বিভক্তরূপে বোধ হইলেও অবিভক্ত স্বরূপ। তিনিই সমস্ত ভূতের ভর্ত্তা জন্মদাতা ও সংহারকর্ত্তা। তিনি সমস্ত জ্যোতির জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশক এবং প্রাকৃত অষ্টম আবরণ-তমের অতীত অব্যক্তস্বরূপ; তিনিই জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য স্বরূপে সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। এই জ্ঞান-জ্ঞেয়াদির তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া ভক্তগণ নিরুপাধিক প্রেমের অধিকারী হইতে পারেন। অভক্তগণ অযথা জ্ঞানাশ্রয়ে যথার্থ জ্ঞানের স্বরূপ লাভে বঞ্চিত হয়। কারণ শরণাগত না হইলে তাঁহাকে জানা যায় না। একথা শ্রীমদ্ভাগবতে বহুস্থানে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রকৃতি ও পুরুষ (জীব) উভয়ই অনাদি; জড়ীয় কালের পূর্ব্ব হইতেই তাহারা আছে। চিন্ময় অখণ্ড কাল হইতেই যাহাদের জন্ম, কিন্তু জীবের বিকার (দেহেন্দ্রিয়াদি) ও গুণসকল (সুখ-দুঃখাদি)

প্রকৃতি হইতে জাত। সুতরাং দেহ ও ইন্দ্রিয়সকলের হেতু প্রকৃতি হইলেও জীব স্বয়ং সুখ-দুঃখাদি ভোগের হেতু। জীব স্বেচ্ছায় প্রকৃতি-বশ হইয়া সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ করত প্রকৃতিজাত বিষয়-সকল ভোগ করে। পরমাত্মা জীবাত্মার নিকট অবস্থান করিয়া উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর স্বরূপে অবস্থিত থাকেন। এই প্রকৃতি-পুরুষ ও পরমাত্মতত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিলে তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। এই মহেশ্বর-তত্ত্বকে কেহ কেহ ধ্যান-দ্বারা দর্শন করেন অর্থাৎ ভক্তগণ চিদাশ্রয়-দ্বারা পরমাত্মাকে ধ্যান করেন। সাংখ্য-যোগীসকল চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব আলোচনা করিয়া পঞ্চবিংশতি তত্ত্বরূপে জীব ও ষড়বিংশতিতম-তত্ত্বরূপে পরমাত্ম-জ্ঞানের অনুশীলন করেন। আর কর্ম্মযোগীসকল নিষ্কাম কর্ম্মযোগের দ্বারা ভগবদালোচনার সুযোগ বহু বিলম্বে প্রাপ্ত হন। তদপেক্ষা ন্যূনশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ জিজ্ঞাসু হইয়া কীর্ত্তনকারীর নিকট শ্রবণ করিয়া এই তত্ত্ব অবগত হন। ইঁহারাও সাধুসঙ্গক্রমে ভক্তি লাভ করিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। স্থাবর-জঙ্গমের মধ্যে যাহা কিছু আছে, সে-সকলই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে উৎপন্ন। পরমাত্মা সমস্ত বিনশ্বর ভূতসকলে অবস্থিত হইয়াও অবিনশ্বররূপে বর্ত্তমান। যিনি এই বস্তুকে দর্শন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী। সর্ব্বভূতে সমভাবে ঈশ্বরের অবস্থান জানিয়া যিনি হিংসাবুদ্ধিরহিত হন, তিনি পরাগতি লাভ করেন।

বিজ্ঞানানন্দ-স্বভাব জীব দুঃখজনক কার্য্যসকলের কর্ত্তা নহে। কিন্তু অনাদিকাল হইতেই ভোগবাসনাক্রমে প্রকৃতি-কবলিত হওয়ায় ঈশ্বরের প্রেরণায় প্রকৃতিই জীবকে দেহেন্দ্রিয়াদি প্রদান করিয়া সুখ-দুঃখাদি ভোগ করাইতেছে; কিন্তু শুদ্ধজীব এসকলের অতীত স্বতন্ত্র বস্তু। এইভাবে জীবের শুদ্ধসত্তা অনুভব করিতে পারিলেই ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হয় অর্থাৎ **অপহৃত-পাপ্মা, বিজর, বিশোক, বিমৃত্যু, বিজিঘৎস, অপিপাস, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্পবিশিষ্ট গুণসকলের আবির্ভাব হয়। এই গুণাষ্টকের আবির্ভাবকেই ব্রহ্মসিদ্ধি বলে।** এই ভাবের উদয় হইলেই শুদ্ধ-ভক্তির অধিকার জন্মে। তখন জীব দেখিতে পান যে, এই পরমাত্মা অনাদি, নির্গুণ ও অব্যয়-তত্ত্ব এবং তিনি দেহে অবস্থান করিয়াও

ক্ষেত্রধর্ম্মে লিপ্ত হন না। আকাশ যেরূপ সূক্ষ্মত্ব-হেতু সর্ব্বত্র গমন করিয়াও কোন বস্তুতে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মা সর্ব্বদেহে স্থিত হইয়াও দেহধর্ম্মে লিপ্ত হন না। সূর্য্যের সমস্ত জগৎ-প্রকাশের ন্যায় আত্মাও সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশ করেন। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের এই ভেদ ও ভূতগণের জড়াপ্রকৃতি হইতে মোক্ষতত্ত্ব অবগত হইলে পরম ধামে গমনের অধিকার লাভ হয়। এজন্য শ্রদ্ধালু হইয়া সাধুসঙ্গে এইসকল তত্ত্ব শ্রবণ করা সমস্ত মঙ্গলকামী ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য। স্বয়ং পাঠ করিয়া অবগত হওয়া কঠিন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শ্রীভগবান্ পূর্ব্বোক্ত ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রকৃতি-পুরুষ ও পরমাত্ম-জ্ঞানের কথা এবং প্রকৃতির গুণসঙ্গ বন্ধনের হেতু, একথা বলিয়াছেন। এক্ষণে সেই গুণসকলে বিশেষ পরিচয় প্রদানের জন্য জ্ঞানসকলের মধ্যে উত্তম জ্ঞানের কথা বলিতেছেন, যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সনকাদি মুনিসকল পরাসিদ্ধিরূপা ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। সেই জ্ঞান আশ্রয় করিলে জীব নিত্য অষ্টগুণযুক্ততা লাভ করে অর্থাৎ সগুণ জগৎকে অতিক্রম করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মকে লাভ করিলে পূর্ব্ব কথিত অপহত-পাপ্মত্বাদি মুক্তজীবের গুণসকল আবির্ভূত হইবে। তাহা হইলে আর সৃষ্টিকালে জড়জগতে পুনরায় জন্মগ্রহণ এবং প্রলয়ে নাশরূপ ব্যথা লাভ করিতে হইবে না।

জড়াপ্রকৃতিকে এখানে মহদ্‌ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। প্রকৃতিই গর্ভ ধারণ করে, ভগবান্ তাহাতে জীবরূপ বীর্য্য আধান করেন। তাহা হইতেই সমস্ত জীবের জন্ম হয়। দেব-তির্য্যগাদি সমস্ত যোনিতে যত মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়, মহদ্‌ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রকৃতিই সেখানে মাতৃরূপা এবং কারণচৈতন্যবিগ্রহ-স্বরূপ পরমেশ্বর তাহাদের বীজপ্রদ পিতা।

সেই প্রকৃতি হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—তিনটি গুণ নিঃসৃত হয়, সেই সকল গুণদ্বারা প্রকৃতি দেহী জীবকে বন্ধন করে। তন্মধ্যে সত্ত্বগুণ অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল, প্রকাশকারী ও সুখব্যঞ্জক বলিয়া তাহা জীবকে জ্ঞান ও সুখে আবদ্ধ করে। রজোগুণ স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পরস্পর অভিলাষাত্মক, তাহা বিষয়াভিলাষ উৎপাদন করে বলিয়া দেহীকে ভোগাত্মক কর্ম্মসঙ্গে আবদ্ধ করে; আর তমোগুণ সমস্ত দেহীর

মোহনকারী অজ্ঞানজনক ; তাহা বস্তুর যথার্থজ্ঞান আবরণ করিয়া প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রাদ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে। যেখানে সত্ত্বগুণ প্রবল, তথায় রজঃ ও তমঃ তদ্দ্বারা পরাজিত থাকে। রজোগুণের প্রাবল্য যেখানে তথায় সত্ত্ব ও তমঃ পরাজিত, আর তমঃ যেখানে প্রবল তথায় সত্ত্ব ও রজঃ আবির্ভূত থাকে না অর্থাৎ একটি গুণ প্রবল হইলেঅন্য গুণ-দ্বয়ের কার্য্য হয় না ; প্রবল গুণটিই নিজবশে জীবকে আবদ্ধ রাখে।

পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মবশে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইলে দেহের ইন্দ্রিয়রূপ দ্বারসকলে প্রকাশগুণ বৃদ্ধি হয়। রজোগুণের বৃদ্ধিতে লোভ, প্রবৃত্তি, গৃহনির্ম্মাণাদি কার্য্যের আরম্ভ, বিষয়ভোগে অতৃপ্তি, বিষয়লিপ্সাদি বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়, আর তমোগুণের বৃদ্ধিতে অপ্রকাশ (জ্ঞানভাব), অপ্রবৃত্তি (বিষয় গ্রহণে শূন্যতা), প্রমাদ (অন্যমনস্কতা) এবং মোহ (অনিত্য বিষয়ে মমতা) উৎপন্ন হয়।

সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে হিরণ্যগর্ভাদির লোকে গমন-দ্বারা সুখ লাভ হয় ; রজোগুণযুক্তাবস্থায় মৃত্যুতে কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তির কুলে জন্ম এবং তমোগুণাবিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুতে চতুষ্পাদি মূঢ় যোনিতে জন্ম হয়।

সুকৃত সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল—নির্ম্মল ; রাজস কর্ম্মের ফল—দুঃখ ; আর তামসিক কর্ম্মের ফল—অজ্ঞান বা অচেতন।

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয়।

সত্ত্বগুণস্থ ব্যক্তি ঊর্দ্ধগতি লাভ করে, সত্যলোক পর্য্যন্ত তাঁহাদের গমন হয়। রাজসিক লোকসকল মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হয়, আর তামসিক প্রকৃতির লোক অধঃপতিত হইয়া নরকে গমন করে।

গুণসকলই কর্ত্তা, তাহাদের অন্য কর্ত্তা কেহ নাই অর্থাৎ তত্ত্ব-যাথাত্মদর্শী জীব যুদ্ধ-যজ্ঞাদি দুঃখময় কর্ম্মের কর্ত্তা নহে, কিন্তু গুণময় দেহেন্দ্রিয়বান্ হইলেই ঐসকল কর্ম্মপ্রবৃত্তি থাকে। সুতরাং গুণসঙ্গ হেতুই কর্ম্মকর্ত্তৃত্ব—এই বিচার অনুভব করিতে পারিলে গুণাতীত হইয়া শুদ্ধভক্তি লাভ করিতে পারা যায়। দেহবিশিষ্ট জীব নির্গুণদ্বারা ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখ হইতে মুক্তি লাভপূর্ব্বক নির্গুণ প্রেমরূপ অমৃত ভোগ করিতে থাকেন।

অতঃপর অর্জ্জুনের প্রশ্ন হইতেছে,—কিপ্রকারে তিনগুণের অতীত হওয়া যায়, তাহার চিহ্ন কি, তাদৃশ ব্যক্তির আচার কিরূপ এবং কি-প্রকার সাধনের দ্বারা ত্রিগুণকে অতিক্রম করা যায়।

শ্রীভগবানের উত্তর,- দ্বেষরাহিত্য ও আকাঙ্ক্ষারাহিত্যই ত্রিগুণাতীতের চিহ্ন অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ জ্ঞানীর বিষয়ে বিদ্বেষ এবং কর্ম্মীর বিষয়-ভোগের আকাঙ্ক্ষা এই উভয় যোগ-রাহিত্যই গুণাতীতের স্বরূপ। দেহ থাকা পর্য্যন্ত ত্রিগুণের মধ্যে কোন একটীর কার্য্য—প্রকাশ, প্রবৃত্তি, মোহ অবশ্য থাকিবে, কিন্তু তিনি আকাঙ্ক্ষা-দ্বারা ঐ সকলে প্রবৃত্তি হইতে বা দ্বেষদ্বারা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা করিবেন না। গুণসকল শরীর, মন ও ব্যবহারে আপনাপন কার্য্য করিবে। তিনি গুণসকলকে কার্য্য করিতে দিয়া স্বয়ং তাহাদের হইতে পৃথক্ চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া উদাসীনের মত থাকেন। তাঁহার দেহচেষ্টাদ্বারা সুখ, দুঃখ, লোষ্ট্র, প্রস্তর, কাঞ্চন, প্রিয়, অপ্রিয়, নিন্দা, স্তুতি উপস্থিত হইলে তিনি তাহাতে সমান দৃষ্টি রাখেন। তাঁহার সাংসারিক ব্যবহারে যে-সকল শত্রু-মিত্রভাব, মান-অপমানাদি সংঘটিত হয়, তাহা লৌকিক ব্যবহারে ন্যস্ত রাখিয়া নিজ চৈতন্যনিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন। আসক্তি ও বৈরাগ্যের যতপ্রকার আরম্ভ আছে, সমস্ত পরিত্যাগ করায় 'গুণাতীত' বলিয়া কথিত হন। এই সকল গুণ গৌণ, কিন্তু গুণাতীতের মুখ্যগুণ—শ্রীহরিতে অব্যাভিচারিণী ভক্তি; তাহাই সমস্ত গুণের কার্য্যকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মাবস্থাকে আনয়ন করে।

ব্রহ্ম-সম্পত্তিই জীবের সর্ব্বপ্রকার সাধনের ফল। জড় বদ্ধজীব জ্ঞান-আলোচনা-দ্বারা উচ্চাবস্থা লাভ করিতে করিতে ব্রহ্মধামে গমন করে। তখন তাহার জড়বিশেষ-ত্যাগরূপ একটী ধর্ম্ম অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ভাব উপস্থিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে সেই ভাব দূর হইলে চিদ্বিশেষ ভাব আসে। তখনই ভক্তিভাবের অধিকারী হওয়া যায়। মুমুক্ষা-রূপ দুর্ব্বাসনা থাকিলে এই সৌভাগ্যের অধিকার হয় না অর্থাৎ চরমে ভক্তি লাভ হয় না। বস্তুতঃ নির্গুণ সবিশেষ তত্ত্বই শ্রীভগবান্। তিনিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেম ও ঐকান্তিক সুখরূপ ব্রজরস —সমস্তই নির্গুণ সবিশেষ তত্ত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান।

জীব স্বভাবতঃ নির্গুণ, কিন্তু জড়া প্রকৃতির সংসর্গে সগুণপ্রায় হইয়া ত্রিগুণে আবদ্ধ হইয়াছে এবং তদ্দ্বারাই অসতৃষ্ণার উদয়। সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিফলে এই অসতৃষ্ণা দূর হইয়া সাধুসেবাদ্বারা ভক্তিমার্গে প্রবেশ লাভ হয়। তাহাই নিস্ত্রৈগুণ্য ভাব। (ক্রমশঃ)

জগন্নাথ-প্রার্থনা

দীনবন্ধু জগন্নাথ পতিতপাবন।
এ অধম তবপদে লইল শরণ॥
জগত-কারণ তুমি জগত-জীবন।
দেবকী-নন্দন তুমি যশোদা-নন্দন॥

বসুদেব-নন্দন তুমি শ্রীবাসুদেব।
নন্দের-নন্দন তুমি শ্রীকৃষ্ণ-কেশব॥
শ্রীনীলমাধব তুমি থাক নীলাচলে।
রথ যাত্রায় যাও তুমি শ্রীসুন্দরাচলে॥

নীলাচল পুরীধাম দ্বারকা-প্রকাশ।
সুন্দরাচল গুণ্ডিচা বৃন্দাবন বাস॥
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রথাগ্রে কীর্ত্তনে।
'বৃন্দাবনে গেলা কৃষ্ণ' জানাল তখনে॥

সেই বৃন্দাবনচন্দ্র মোর প্রাণনাথ।
কৃপা করি' কর প্রভু মোরে আত্মসাথ॥
তোমার দাসের দাস তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছি ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হ'য়া॥

কৃপা করি মো অধমে করহ উদ্ধার।
শ্রীচরণ-সেবা দিয়া কর ভবপার॥
শ্রীগুরুর আনুগত্যে সেবা মাগি আমি।
অভিলাষ পূর্ণ কর জগন্নাথস্বামী॥
'যাযাবর' সদা যাচে কীর্ত্তন-স্মরণ।
জগবন্ধু! কর মোর প্রার্থনা পূরণ॥

অয়ি নন্দতনুজ! কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-স্থিতধূলি-সদৃশং বিচিন্তয়॥

—বৈষ্ণবাচার্য্যবর শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ

———

পত্রোত্তর

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩২৯ পৃষ্ঠার পর)

সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-চূড়ামণি জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যাবতারের অচিন্ত্য-শক্তি, মাহাত্ম্য ও অবদান সম্পর্কে যে-সকল প্রামাণিক অকাট্য যুক্তি জানাইয়াছেন, তাহার কিঞ্চিদাংশ এস্থলে বিবৃত করিতেছি —"কৃষ্ণকে গৌর অপেক্ষা লঘু বা সঙ্কীর্ণ বলিয়া জানিলে উহাকে অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া জানিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে জীবের প্রয়োজন-বিচারে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম গ্রহণের উপযোগিতা অধিকতর। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ উদার এবং ঔদার্য্যের অভ্যন্তরে মধুর। কৃষ্ণের উদারতা কেবল মুক্ত, সিদ্ধ ও আশ্রিত জনগণের উপর। কিন্তু গৌর-নিত্যানন্দের ঔদার্য্য-স্রোতে অনর্থযুক্ত অপরাধী জীবও ভোগময় অপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গৌরকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করেন। কংস প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলন করায় সাযুজ্যরূপা নির্ব্বিশেষ গতি লাভ করিয়াছিলেন—কৃষ্ণপ্রেমে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনাম গ্রহণের ফল যে কৃষ্ণপ্রেম লাভ, কংসের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই, পরন্তু অপরাধী দৈত্য-গণের যোগ্য দণ্ড পাইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পরমৌদার্য্যময় শ্রীচৈতন্যাবতার নিজ অচিন্ত্যশক্তিবলে নির্ব্বিশেষ-গতি-প্রাপ্ত কংসকে আকর্ষণ করিয়া চাঁদ-কাজিরূপে প্রকাশিত করিলেন। উদ্দেশ্য গৌরনামের মাহাত্ম্য প্রচার। চাঁদ কাজি যখন মহাপ্রভুকে 'গৌরহরি' বলিয়া সম্বোধন করিলেন, তখন অপরাধ ক্ষয় হইল। অপরাধ ক্ষয় হইলে কাজি কৃষ্ণ-নাম গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। কৃষ্ণনাম করিবার ফলে কাজির প্রেম হইল। এই লীলাদ্বারা মহাপ্রভু কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বাক্য সার্থক করিলেন,—"চৈতন্য নিত্যানন্দ নাহি এ সব বিচার। নাম লইতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার ॥ স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার। তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার ॥"—(গৌঃ ৭।৭৪-৭৫)

(ঙ) জীব যাহাতে অবৈধ রিপুর কবলে পড়িয়া বিচলিত না হয়, সেইজন্য দয়াময় কৃষ্ণচন্দ্র কোটি কোটি গোপীর ভোক্তা হইয়া রাস-রসিকের লীলা করিয়াছেন। আর শ্রীচৈতন্যদেব সমস্ত নারীগণের বিষয় হইয়াও কৃষ্ণের ন্যায় সম্ভোগলীলার অবতারণা না করিয়া ভক্তভাব অঙ্গীকার-পূর্ব্বক স্বভাবতঃ বিপ্রলম্ভময়ী লীলা করিয়াছেন। কৃষ্ণের লাম্পট্যলীলা যে সমস্ত ভগবল্লীলার ঊর্দ্ধে তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাতেই আমরা জানিতে পারি। শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধ্যাহ্নিক-লীলার পরম চমৎকার

মহিমা ও বৃন্দাবন-মাধুরী শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাতেই আমরা সর্ব্বপ্রথম জানিয়াছি। জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের একটি উক্তি এস্থলে স্মরণ হইতেছে,—"শ্রীগৌরসুন্দর অবতীর্ণ হইলেই শ্রীরাধাভজনের কথা জগতে বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে রাধাভজনের কথা শ্রুতি বা ভাগবত—পাঞ্চরাত্রে গুহ্যতম সম্পুটে আবদ্ধ ছিল অথবা কোন বিশেষ বিশেষ ভজন-বিজ্ঞ মহাজনের হৃদয়ে ভাবরূপে তথা গুরুপরম্পরায় চেতনশুদ্ধখাতে নিহিত ছিল।" বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বে কোনও আচার্য্য কর্ত্তৃক শ্রীরাধাদাস্য-মহিমা প্রচারিত হয় নাই। শ্রীচৈতন্যদেবকে অধিরূঢ় মহাভাবরূপ শ্রেষ্ঠরস, বৃন্দাবন মাধুরী ও শ্রীরাধা-মহিমার একমাত্র প্রকাশক বলিয়া 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্'-গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীগৌর-পার্ষদপ্রবর শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ ঐ গ্রন্থের ১৩০ শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"প্রেমা নামমাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দবনবিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরম করুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার॥"

অর্থাৎ—"প্রেম-নামক পরমপুরুষার্থ কাহারই বা শ্রবণগোচর হইয়াছিল? কেই বা শ্রীনামের মহিমা জানিত? কাহারই বা বৃন্দারণ্যের গহন-মহা-মাধুরী-কদম্বে প্রবেশ ছিল? কেই বা পরমচমৎকার অধিরূঢ় মহাভাব-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীবার্ষভানবীকে (উপাস্যবস্তুরূপে) জানিত? এক 'চৈতন্যচন্দ্রই' পরম ঔদার্য্যলীলা প্রকট করিয়া এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন।"

শ্রীগৌরসুন্দরের অবদান কীর্ত্তন করিয়া মহাজন গাহিয়াছেন,—

"যদি গৌর না হইত কেমনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে'।
রাধার মহিমা প্রেম-রস-সীমা
জগতে জানাতো কে?"

তাই শ্রীগৌরহরির অবদান আমাদের কাছে বড় প্রিয়, বড় আদরের।

চ) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অবতীর্ণ হইলে তাঁহার সহিত অন্যান্য অবতার-গণ ও নিত্যপার্ষদগণ সকলেই তাঁহার লীলার সাহায্য করিতে অবতীর্ণ হন। শ্রীচৈতন্যদেবও অবতীর্ণ হইলে তাঁহার লীলাপুষ্টির জন্য নিত্য-

পার্ষদগণও ভক্তরূপে আসিয়া সকলকে কৃষ্ণপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন। শ্রীচৈতন্যদেব লীলাবিনোদনের জন্যই নিজে পঞ্চতত্ত্বাত্মক হইয়া প্রকাশিত হইলেন। পঞ্চতত্ত্বের সকলকে লইয়াই মহাপ্রভুর পূর্ণ পরিচয়। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরতত্ত্ব হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক অভিমানে সর্ব্বদা সেবারত।

"পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ চৈতন্যের সঙ্গে।
পঞ্চতত্ত্ব লৈয়া করেন সঙ্কীর্ত্তনের রঙ্গে॥"

শ্রীচৈতন্যদেব স্বরূপভ্রান্ত জীবগণকে ভক্তসঙ্গে নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে উপদেশ করিয়াছেন; আবার নিজে গম্ভীরায় স্বরূপ-দামোদর, রামানন্দ রায় প্রভৃতি শুদ্ধভক্তগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রাসলীলা আস্বাদন করিতেন। ইহাতে শিক্ষা এই যে, ভক্তির যোগ্যতা ও তারতম্য অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা আস্বাদন করা উচিত এবং কেবলমাত্র মুক্ত পুরুষ-গণের পক্ষেই শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা আলোচ্য; তদ্ব্যতীত তাহা বদ্ধজীবের আলোচনা করা উচিত নহে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু —'সঙ্কীর্ত্তনৈক পিতরৌ'। আবার শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেম-ভাণ্ডারের ভাণ্ডারী। নিত্যানন্দপ্রভু জীবকুলকে ডাকিয়া কহিলেন,— "আমারে কিনিয়া লহ, বল গৌরহরি'। অহো, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যদেব গৌর-আনা ঠাকুর, আর শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু গৌর-দেওয়া ঠাকুরদ্বয় –তাঁহাদের কি অপার করুণা! তাঁহাদের কৃপাতেই গৌরহরির কৃপা পাওয়া যায়। পঞ্চতত্ত্ব-সহ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের নৃত্য-কীর্ত্তন' প্রেমাস্বাদ প্রেমদান প্রভৃতি লীলা সম্পাদিত হইয়াছে, পার্ষদভক্তগণ তাঁহার লীলায় সহায়তা করিয়াছেন;—

"হরিদাস দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য প্রকাশ।
সনাতন-দ্বারা ব্রজের ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিলাস॥
শ্রীরূপ-দ্বারা ব্রজের রস প্রেম-লীলা।
কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা॥
শ্রীচৈতন্যের লীলা এই অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ ভাসাইতে পারে যা'র এক বিন্দু॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু যেমন উদার, তাঁহার পরিকরগণও উদার। কৃষ্ণনামে অপরাধের বিচার আছে, আর পঞ্চতত্ত্ব-কীর্ত্তনে অপরাধের বিচার নাই। পঞ্চতত্ত্ব-কীর্ত্তনে অতি সহজেই জীব-চিত্তের মলিনতা অপসারিত হইয়া ব্রজে

শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা লাভ হয়। পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় ব্যতীত আমাদের আর গত্যন্তর কোথায়? পঞ্চতত্ত্বের প্রেমদান-লীলা—মহাকারুণ্য-লীলা!—এমন পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাঅবদানের কি তুলনা আছে?

ছ) শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ না হইলে শ্রীকৃষ্ণ-লীলাস্থানাদি-বিষয়ে আমাদের অজানা থাকিয়া যাইত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্বে রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড প্রভৃতি কি আবিষ্কৃত হইয়াছিল? রাধাকুণ্ডই যে ভজনস্থানের মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বারাই আমরা জানিতে পারিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ-লীলাস্থানাদি আবিষ্কারে যেমন মহাপ্রভুর অবদান রহিয়াছে, তেমনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ক্ষেত্র শ্রীধাম-নবদ্বীপ-মায়াপুর আবিষ্কারে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অবদান অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। শ্রীব্রজধাম অনর্থমুক্ত সাধকের স্থান; কিন্তু নবদ্বীপ-ধামে অনর্থযুক্ত পাপী-অপরাধীরাও আশ্রয় পায় এবং গৌর-বিহিত ভজনের দ্বারা অনর্থমুক্ত হইয়া ব্রজধামে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলায় প্রবেশ করিতে পারেন। যে যত দরিদ্র, তাহার তত বেশী অর্থের যেমন প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ যে যত পতিত, পাপী-তাপী,—তাহার তত বেশী ভগবদ্ কৃপার প্রয়োজন হয়। এ যুগের পাপীতাপীদের করুণা করিয়া উদ্ধারের জন্যই ভগবান্ দয়ার মূর্ত্তি ধরিয়া 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন এবং ব্রজের বংশীবট, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড প্রভৃতিসহ নবদ্বীপ মায়াপুরধাম প্রকাশিত হইয়াছেন। অতএব, অনর্থযুক্ত পাপমলিন অবস্থায় ব্রজধামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয় না জানিয়া আমরা আর হতাশ হইব কেন? আমাদের তো শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ রহিয়াছেন, তাঁহারা তো পতিতজনের জন্যই আসিয়াছেন,—আচণ্ডাল সকলকেই কোল দিয়াছেন। সুতরাং মাভৈঃ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পদকমলই আমাদের আশা-ভরসা! শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্যতা-গুণে কৃষ্ণপ্রেমদান-লীলা অতি অদ্ভুত।

"পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম নবদ্বীপের অবদানের গভীরতা (intensity) সত্যই চমকপ্রদ! (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজের বিরহ-মহোৎসবে

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

পরমপূজনীয় শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজ গত ১৭ই আশ্বিন ১৩৯২, ইং ৪ঠা অক্টোবর ১৯৮৫, শুক্রবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম ও ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী প্রচারোদ্দেশ্যে কলিকাতা মহানগরীতে প্রতিষ্ঠিত ২৯বি, হাজরা রোডস্থ শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনে রাত্রি ১-১০ মিনিটে দেহরক্ষাপূর্ব্বক স্বীয় অভীষ্ট ধামে শুভবিজয় করেন। তাঁহার আশ্রিত ৪ আশ্রমের ত্যাগি-গৃহী শিষ্যবৃন্দ ও গুণমুগ্ধ সজ্জনগণ পরদিবস রাত্রি ৬টা পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি অন্তিম শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণও ঐদিন উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের অন্তরের শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন।

গত ৬ই কার্ত্তিক, ইং ২৩শে অক্টোবর বুধবার শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসনে তাঁহার বিরহ-সন্তপ্ত সেবকগণ কর্ত্তৃক আয়োজিত বিরহ-মহোৎসবে ভক্তগণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ গ্রহণে পরিতৃপ্ত হন। এতদুপলক্ষে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে শ্রীমৎ বন মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন; পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন মহারাজ প্রধান অতিথিরূপে বৃত হইয়া মাল্যদ্বারা ভূষিত হন। অন্যান্য বক্তাগণের মধ্যে ছিলেন—শ্রীমৎ পুরী মহারাজ, শ্রীমৎ পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীমৎ সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ পরানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনরোত্তম দাসাধিকারী, শ্রীকেদারনাথ দাসাধিকারী এবং শ্রীসেবানন্দ দাস।

সর্ব্বাগ্রে প্রধান-অতিথি মহোদয় তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় তাঁহার বক্তব্যের শুভারম্ভ করেন। বক্তৃতামুখে তিনি বলেন,—অদ্য যে মহাপুরুষের বিরহোৎসবে আমরা উপস্থিত হইয়াছি, তিনি ছিলেন আমার শিক্ষাগুরু। শ্রীচৈতন্য মঠ ও তদাশ্রিত গৌড়ীয় মঠে যোগদানের পর বহু সেবক তাঁহার নিকট হরিকথা, ভাগবত-কথা শ্রবণ

করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন ; আমিও তাহার ব্যতিক্রম নহি। এই বিরহোৎসবে তাঁহার কিছু গুণগান করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি আমি তাঁহার গুণগান না করি, তাহা হইলে আমি অকৃতজ্ঞ হইয়া পড়ি। শাস্ত্র বলিতেছেন,—"বৈষ্ণবের গুণগান করিলে জীবের ত্রাণ, শুনিয়াছি সাধুগুরু-মুখে।" আবার দেখিতেছি,—"হরি গুরু-বৈষ্ণব—তিনের স্মরণ, তিনের স্মরণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ।" আমার আত্ম-কল্যাণের, আত্মশুদ্ধির জন্যই সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের মহিমা কীর্ত্তন করিবার প্রয়োজন আছে।

শাস্ত্রে সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদির প্রাকৃত আলোচনা নিষেধ আছে। প্রাকৃত ঐতিহাসিক, সাহিত্যিকগণ কাহারও মৃত্যু হইলে তাহা কিভাবে হইল, তাহার অনুসন্ধান করেন। কিন্তু ভগবানের ও ভক্তের ক্ষেত্রে সে-কথা নাই। কারণ শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত নিত্য-মুক্ত, নিত্যসিদ্ধ। পদ্মপুরাণে দেখা যায়,—"ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে।" ভগবানের যেমন জন্ম-কর্ম্মবন্ধন নাই, বৈষ্ণবেরও তদ্রূপ জন্ম-কর্ম্মবন্ধন নাই। প্রাকৃত ঐতিহাসিক, সাহিত্যিকগণ জড়-দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া যেভাবে ভগবানের জন্ম-মৃত্যুর অনুসন্ধান করেন, ঠিক সেইরূপ নিত্যমুক্ত, নিত্যসিদ্ধ সাধু মহাপুরুষ-গণেরও জন্ম-মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করিয়া বঞ্চিত হন।

আজ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পঞ্চশত বার্ষিক আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে ভারতবর্ষে তথা সারা বিশ্বে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছে। দেখা যায়, যেখানে ভগবানের আবির্ভাব-তিথি পালন করা হইতেছে, কিন্তু তাহার সঠিক মর্ম্ম উপলব্ধির বিষয় হইতেছে না। যেখানেই সর্ব্বদা আমাদের প্রাকৃত চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়, সেইখানেই মূলবিষয়ে ভুল করিয়া বসি। শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিযুগে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার আবির্ভাব-তিথিও উদ্‌যাপিত হইতেছে ; শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছেন দ্বাপরযুগে, শ্রীরামচন্দ্রের শুভাবির্ভাব হইয়াছে—ত্রেতাযুগে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই আমরা তাঁহাদের এইরূপ শতবার্ষিকী পালনের শাস্ত্রীয় এবং মহাজনানুমোদিত ব্যবস্থা দেখিতে পাই না। কেবল শ্রীগুরু বৈষ্ণবের ক্ষেত্রে দেখা যায়,—অমুকের এততম আবির্ভাব-তিথি প্রাকৃত ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকগণ পূর্ব্ব হইতেই ধরিয়া লইয়াছেন,

ভগবানের জন্ম প্রাকৃত। যেহেতু ভগবানের জন্ম হইয়াছে, সেইহেতু সাধারণ মানুষের ন্যায় যেকোন একদিন তাঁহাকে মরিতেই হইবে। জড়বাদিগণ সেই তিরোধানের দিনটীও তাহার পরিবেশ আবিষ্কার করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর তিরোধান-লীলা-রহস্য লইয়া বাজারে বহু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কেবল তিরোধান-দিবস ও প্রতিকূল পরিবেশ আবিষ্কারের জন্যই কেন এত অপপ্রচেষ্টা? শাস্ত্রে এই সম্বন্ধে যতটুকু বলা আছে, আমরা ততটুকুই লইয়া কেন সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না? শ্রীরামচন্দ্রেরও তিরোভাব সম্বন্ধে যেটুকু বর্ণনা আছে তাহাও রহস্যাবৃত। শ্রীভগবান্ ও তাঁহার পার্ষদভক্তের তিরোভাব-ক্ষেত্রে আমরা এইরূপ বহু রহস্যজনক ব্যাপার লক্ষ্য করি। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর তিরোভাব লইয়াও অনেকে অনেক জল্পনা-কল্পনা করিতেছেন। শাস্ত্র বলিতেছেন,—ভগবানের যেরূপ প্রাকৃত জন্ম-মৃত্যু নাই, নিত্যসিদ্ধ-নিত্যমুক্ত মহাত্মগণেরও প্রাকৃত জন্ম-মৃত্যু নাই, ইহা যুক্তিতে স্বীকার করিয়া বা মানিয়া লইতে হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গীতায় বলিয়াছেন,—"আমি মানুষের মত চেহারা লইয়া আসিয়াছি বলিয়া তোমরা আমাকে সাধারণ মানুষ বলিয়া ভুল করিও না। তিনি আরও বলিয়াছেন,—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ (গীঃ ৯।১১)
জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নেতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥ (গীঃ ৪।৯)

আমার আকার যদিও সাধারণ মানুষের আকারের ন্যায়, তথাপি আমার অপ্রাকৃত তনুকে ভৌতিক বা জড় মনে করিলে তোমরা ভ্রান্ত হইবে। আমি নিরাকার পরব্রহ্ম, আমার জন্ম-কর্ম্ম অপ্রাকৃত। যিনি আমাকে এইভাবে অবগত হন, তিনি যথাযথ তত্ত্বদর্শন লাভের অধিকারী; তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম লাভ করিতে হয় না।

শ্রীভগবানের ক্ষেত্রে যেরূপ বর্ণনা রহিয়াছে, অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের বেলায়ও একইরূপ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। জাগতিক বিচারে শ্রীল সিদ্ধান্তী মহারাজ একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানেই আবির্ভূত হইয়াছেন। আমার

শ্রীল গুরুমহারাজ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামীর সঙ্গে ২।৩ বার পরম-পূজনীয় সিদ্ধান্তী মহারাজের আবির্ভাব-স্থান দর্শনের সুযোগ ও সৌভাগ্য হইয়াছে। স্থানটী পূর্ব্ববঙ্গের বরিশাল জেলার গাবখানা পোষ্টঅফিসের অন্তর্গত সাচিলাপুর-নামক গ্রাম। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের কিছু কথা আলোচনা করিতে দোষ নাই, কিন্তু ইহাতে যেন আমাদের কোন প্রাকৃত চিন্তা না আসে। বৈষ্ণব যে-গৃহে আবির্ভূত হন, সেই গৃহাদি ধন্য, সেকথা আমরা শাস্ত্রান্তরে জানিতে পারি,—

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা সা বসতিশ্চ ধন্যা।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোঽপি তেষাং, যেষাং কুলে বৈষ্ণব নামধেয়ঃ॥

যে-বংশে বৈষ্ণবের আবির্ভাব সেই কুল পবিত্র, গর্ভধারিণী জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা আবির্ভাবস্থলী ধন্যা। সেইজন্য বৈষ্ণবের গুণগান করিবার প্রয়োজন আছে। আচরণমুখে প্রচারই গুরুবর্গের বাস্তব শিক্ষা এবং সিদ্ধান্ত-বাণীই তাঁহাদের জীবন। শ্রীল মহারাজ শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয়ের কিছু-দিন পরেই দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দেখিলেন, শাস্ত্র-গ্রন্থ সবই দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। লেখা-পড়া ভাল করিয়া শিখিতে হইবে, নচেৎ শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনা করা অসম্ভব; এমতাবস্থায় ধর্ম্ম-প্রচার করাও চলিবে না। দেশে ফিরিয়া তিনি পুনরায় পড়া-শুনা আরম্ভ করেন এবং শেষে আইনশাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন। সুতরাং তাঁহাকে একাধারে ন্যায়কোবিদ ও নয়কোবিদ বলা যায়। অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ, যিনি মিশনে সার্ব্বজনীন 'বিনোদ দা' নামে তিনি পরিচিত, তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন.—তুমি এখানে বৃথা সময় নষ্ট করিতেছ কেন? সেই বিদ্যা নিষ্ফল যাহা ভগবৎসেবায় লাগে না। শ্রীচৈতন্যভাগবতের,—"সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥" বাক্য স্মরণ কর। যে-বিদ্যা জড়বিদ্যা, যাহা আমাদের ভগবৎসেবা হইতে বিমুখ করে, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসঙ্গ ও সেবা হইতে দূরে নিক্ষেপ করে, সেই বিদ্যার প্রয়োজন নাই। তাই নিরীশ্বর শিক্ষা যে অকিঞ্চিৎকর, তাহা জানাইবার ও বুঝাইবার জন্যই সিদ্ধান্তী মহারাজ শ্রীসরস্বতী-পাদপদ্মে

পুনরায় ফিরিয়া আসেন এবং প্রবলভাবে ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী প্রচার আরম্ভ করেন। তাঁহার সুযুক্তি-সিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিলে শ্রোতৃমণ্ডলী স্তব্ধ হইয়া যাইতেন। কঠোর ভাষায় না বলিলে সাধারণ লোকের অন্তরে প্রবেশ করিবে না, তজ্জন্য তিনি তাঁহার বক্তৃতাদিতে সমালোচনামূলক শব্দ ও ভাষাই অধিক ব্যবহার করিতেন। আমরা অনেক সময় মনে করিতাম, উনি একটু মিষ্টি কথা বলিতে পারেন না? আমরা সবাই আত্মপ্রশংসামূলক মিষ্ট কথাই পছন্দ করি। পিতা, মা তা, অভিভাবক যখন সন্তান-সন্ততিকে শাসন করেন, তখন শুনিতে খুব কঠোর মনে হয়। কিন্তু তাহার মধ্যে স্নেহ ও শাসন দুই-ই থাকে। তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তিনি নির্ভীক বক্তা ও প্রচারক ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের বগুড়ায় যখন তিনি পরমপূজনীয় শ্রীল ভারতী মহারাজের সঙ্গে প্রচারে গিয়াছিলেন; তখন টাউন হলে তাঁহার সমালোচনামূলক বক্তৃতা শ্রবণে শ্রোতৃমণ্ডলীর কিছু লোক অসন্তুষ্ট হন। তিনি বলেন,—আমি যাহা বলিয়াছি তাহাতে অসন্তুষ্ট না হইয়া উহা বুঝিবার চেষ্টা করুন। পুনরায় তিনি যুক্তপূর্ণ ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝাইয়া দিলে শ্রোতৃমণ্ডলী বিস্মিত ও স্তম্ভিত হন। শ্রীল ভারতী মহারাজ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদকে তিনি পত্র লিখিলেন,—"সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী আমাদের প্রচার ফিল্ড্ নষ্ট করিয়া দিতেছে।" শ্রীল প্রভুপাদ ঐ পত্র পাইয়া কয়েকজনকে ডাকিয়া বলিলেন,—"সিদ্ধস্বরূপ আমার লক্ষ টাকার প্রচার করিয়াছে।" আমার মনে হয়, ঐ ঘটনার পরই তিনি "বিদ্যাবাগীশ" উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি যেখানে প্রচারে গিয়াছেন, সেইখানেই তাঁহার এরূপ বাগ্মিতা ও সত্যনিষ্টা প্রকাশ পাইয়াছে।

সাধারণ মানুষের নিকট হইতে আমাদের নিকট কোন প্রশ্ন আসে না। আমরা চাই, প্রশ্ন আসুক; গৌড়ীয় মঠ তাঁহার উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত আছে। আপনারা শুনিয়া থাকিবেন, "What Goudiya Math is doing?"—"গৌড়ীয় মঠ কি করেন"-নামে একখানি পুস্তিকা ছাপা হইয়াছিল এবং উহা বিনামূল্যে বিতরণ করা হইয়াছিল। যেখানে তাঁহার শ্রীগুরুদেব স্বয়ং তাঁহাকে প্রশংসামুখে বলিতেছেন, 'আমার সিদ্ধস্বরূপ লাখ টাকার প্রচার করিয়াছে', একদিন আমিও এই মঠেই

শ্রীল মহারাজকে জিজ্ঞাসা করি,—"আপনি যেভাবে কড়াভাষায় প্রচার করিয়াছেন এখন কি সেভাবে প্রচার করা চলিবে ?" তিনি উত্তর দিয়াছেন,—এখনকার লোক অনেক বেশী ভুল বুঝাবুঝির মধ্যে থাকেন। তখন আমরা বাস্তবসত্য-প্রচারে নির্ভীককণ্ঠে যে বক্তৃতা করিয়াছি, এখন আর তাহা চলিবে না। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সে অধিকার এখন হরণ করা হইয়াছে ; সুতরাং এখন বর্ত্তমান পরিবেশ অনুসারে আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও সম্মান বজায় রাখিয়া প্রচার করিতে হইবে। পরবর্ত্তী-কালে তিনি তাঁহার প্রচারের ভাবধারা পরিবর্ত্তন করেন। (ক্রমশঃ)

সংগ্রাহক—শ্রীসত্যরাজ ব্রহ্মচারী, বি. কম্

পরলোকে শ্রীপাদ দীনদয়ার্দ্র নাথ ব্রহ্মচারী

বিশেষ বেদনার সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীপাদ দীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীপ্রভু গত ৬ই আশ্বিন সোমবার ১৩৯২ (ইং ২৩।৯।১৯৮৫) গৌর-নবমী তিথিতে বেলা প্রায় ১১৷৷০টায় আমাদিগকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়া স্বধামে গমন করিয়াছেন।

শ্রীপাদ দীনদয়ার্দ্রপ্রভুর পূর্ব্বের নাম শ্রীদীনবন্ধু অধিকারী। বর্দ্ধমান জেলার মুলতি (ওকরসা) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যজীবনেই তিনি মঠের সান্নিধ্যে আসেন এবং ১৯৫১ সালের প্রথমভাগেই নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিকট শ্রীনাম ও দীক্ষা গ্রহণ করেন। চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ ও মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের বেশ কিছুদিন সেবার গুরুদায়িত্বে ছিলেন। তাঁহার অকাল নির্য্যাণে আমরা সকলেই মর্ম্মাহত।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ।



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম।

৩৭শ বর্ষ | ১৮ নারায়ণ, প্রদ্যুম্ন, ৪৯৯ গৌরাব্দ
২৯ পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৯২ ; ইং ১৪।১।১৯৮৬ | ১১শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগৌর-বিরুদাবলী

[শ্রীল-রঘুনন্দন-গোস্বামিপাদকৃত-বিরচিতা]

বাহূষিভদরালবারণবুষাবিষ্ফারবিভ্রান্তিদৌ
বক্ত্রং বিস্ময়বর্দ্ধনং বত বিধোর্ব্বাণীং বিধূতবাধাম্।
লোলেন প্রবিলোচনেন বলিতো বাসোবসানো বরং
বিশ্বেষাং বিদধাতু বিশ্ববিদিতো বিশ্বম্ভরো বাঞ্ছিতম্ ॥১০২॥

করদলি বিজয়িবাহু, চন্দ্রবিস্মাপকমুখ, সর্ব্বদুঃখাপহরানী, রক্তলোচন ও হারিনু উৎকৃষ্ট বসন ধারণকারিনু বিশ্ববিদিত বিশ্বম্ভর, বিশ্ববাসীর বাঞ্ছিত বিতরণ করুন ॥১০২॥

মিশ্রপুরন্দরদেহজাত, বিশ্রুতসুন্দরকেলিজ্ঞাত,
নন্দিতসজ্জনচারুশীল, মন্দিতদুর্জ্জনবারলীল ধীর ॥১০৩॥

হে মিশ্রপুরন্দরাত্মজ ! হে বিখ্যাত চারুকীর্ত্তি ! আপনার সদাচরণে সজ্জনগণ আনন্দিত ও আপনার গম্ভীরলীলায় মন্দজনে পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে ॥১০৩॥

তদ্ভক্তনিন্দনকরং চপলং গদাচাং গোপালকং সমনুকম্প্য সমুদধর্থ।
বিশ্বম্ভরাতুলকৃপালয় হন্ত তত্তদ্দোষান্বিতং কথমিবেমমুপেক্ষসে মাম্ ॥১০৪॥

হে বিশ্বম্ভর ! আপনার ভক্তনিন্দাকারী মহাব্যাধিগ্রস্ত চাপাল গোপালকে অনুকম্পাগুণে উদ্ধার ও রোগমুক্ত করিয়াছেন। হে অতুল কৃপাসমুদ্র ! সেই সেই দোষযুক্ত আমাকে কেন দয়া করিতেছেন না। উপেক্ষা করিতেছেন কেন ?১০৪॥

গাঙ্গেয়ামলকান্তে গাঙ্গেয়মলমভীষ্টদং বিভ্রৎ।
দামোদর মম ন ত্বং দামোদরসুহৃদিহ স্ম কিং প্রেম ॥ ১০৫॥

হে দামোদর সুহৃৎ ! (স্বরূপ বা দামোদর পণ্ডিতের প্রিয়)। হে দামোদর (নির্ম্মাল্যমালাধারি)! আপনার কান্তি গাঙ্গেয় (স্বর্ণ) অপেক্ষাও নির্ম্মল। ভক্তাভীষ্টদ বহুবর্ণ ভূষণধারিন ! আপনিই কি আমার প্রেমানন্দ নহেন ? তবে উপেক্ষা কেন ?১০৫॥

জয় জগদীশ জগন্নাথ জননজননয়নাসেচক।
গর্গকথিতকলিমধ্যসমুদ্ভব, ভর্গরচিতপরিশুদ্ধবহুস্তব,
স্তবনীয়কভূসুরপর্ব্বপর্ব্বক, ভক্তিব্যক্তিপ্রমাথতকলিবল,
ভক্তত্যক্তপ্রণয়সদৃশফল, সর্ব্বদোষরহিতজাতরূপতরূপমদেহ।
সুরম্যপল্লব, প্রমর্দ্দিপল্লব, প্রবণলোচন, তাপনিবারণ,
বারণবুষাসদৃশোরুযুগল, জঠরসুভাণ্ড, ভ্রমদখিলাণ্ড,
প্রকৃষ্টফলক সদৃশাবিশঙ্কট কটিতটবিলসিত সিতবসনশোভিত,
সিংহমদক্ষয়, মধ্যবলিত্রয়, শ্রেণীভূতভ্রমরভ্রমররোমাবলিবলিত
রঞ্জিতযুবতিকদম্বকবিশালবক্ষঃস্থল-বিরাজমানবনমালদ্বিরদোত্তম-
করসম-দোর্দ্বয়ধর কমলিনীকরণপটুকরযুগবিদ্যোতমান।
বিমলশিখরমণিসঞ্চয় সমনখ, শশধরমদপরিলুঞ্চনপটুমুখ,
পবনাশননাশনাসিকাপুটধরধরায়িত বন্ধুজীব।

নয়নসুভঙ্গ, গ্লপিতকুরঙ্গ, প্রকাণ্ডকামকোদণ্ড-
দর্পদলনচিল্লীষু গলাকচজ্জিতচন্দ্রক দেব ॥১০৬॥

হে জগদীশ ! হে জগন্নাথনন্দন ! হে জনগণের নয়নের অসেচনক ! (যাহার দর্শনে তৃপ্তির অন্ত নাই, পুনঃ পুনঃ দর্শনে আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহাকে অসেচনক বলে)। আপনি গর্গমুনি-কথিত কলি-সন্ধ্যায় আবির্ভূত [আসন্‌বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য ইত্যাদি শ্লোকে ১০ম স্কন্ধে কলিকালে পীতবর্ণাবতার উক্ত]। ভর্গ (মহাদেব) কর্ত্তৃক আপনার বহু বহু দিব্য স্তব রচিত হইয়াছে। স্তবনীয় ব্রাহ্মণ সার্ব্বভৌম ও প্রবোধানন্দাদির গ্রন্থে আপনার মহিমা সুব্যক্ত। ভক্তির প্রকাশে কলির বল প্রমথিত করিয়াছেন। ভক্তগণকে তাঁহাদের প্রীতির অনুরূপ ফলদান করেন। হে সর্ব্বদোষ সম্পর্কশূন্য ! আপনার দেহ স্বর্ণতরু তুল্য। পদযুগল সুরম্যপল্লব-শোভা জয় করে। হে প্রশস্ত নেত্রপাতে জগতের তাপ-নাশক ! হে রম্ভাবিজয়ী উরুযুগশোভিত ! আপনার উদরভাণ্ডে অখিল ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতেছে। আপনার পরম সুন্দর কটিতটে সিতবসন শোভা পাইতেছে। সিংহের কটির ন্যায় ক্ষীণ কটি। ত্রিবলিযুত উদর। ভ্রমর শ্রেণীর ন্যায় রোমা বলিমন্ডিত। যুবতীসমূহ রূপে মোহিত হয়। বিশালবক্ষে বনমালা শোভিত। করিশুণ্ড সমভুজ। কমলবিজয়ী করযুগল শোভিত। বিমলশিখর মণির ন্যায় নখশ্রেণী। চন্দ্রগঞ্জিত মুখ। গরুড় চঞ্চুতুল্য নাসিকা। বান্ধুলী ফুলকে লজ্জা-দায়ী অধর। নয়নদ্বয় হরিণকে ধিক্কারদান করে। ভ্রূদ্বয় কন্দর্প ধনুর গর্ব্বহারী। ময়ূরপুচ্ছবিজয়ী কেশ ॥১০৬॥

ভক্তলোচনচকোরতোষিকা পাপতাপনিকুরম্বমোষিকা।
অস্তু নঃ সুখবিধাবতন্দ্রিকা গৌরচন্দ্র তব কান্তিচন্দ্রিকা ॥১০৭॥

হে গৌরচন্দ্র ! আপনার কান্তিচন্দ্রিকা (লাবণ্য জ্যোৎস্না), ভক্ত-লোচন চকোরের সন্তোষদায়িনী ও পাপ-তাপ সকলের নাশিনী। উহা আমাদের সুখদানে নিত্য উদিত থাকুন ॥১০৭॥

চরণচরণ, ধরণিপবন, গুণককথন,
সততকরণ, ধীর ॥১০৮॥

হে ধীর ! চরণচালনে ধরা পবিত্র করিয়াছেন। সতত হরিগুণ গান করেন ॥১০৮॥

যঃ সুরনিকর, প্রার্থিত বিতর, ক্ষীণিতশোক,
প্রীগিতলোক, সুমতিজনায়ং, বিদুরতিমায়ং
সুকৃতিতনুত্রং, ব্রজপতিপুত্রং, নিজগুণকথন ;
পোষণ, প্রণয়িজনরতিধারণ, প্রমুদিতবধূ-হৃদয়েন,
ক্ষিতিসুখমুদরচি যেন, শ্রীবল্লভো দেববর্য্যায়,
বিপ্রোত্তমশ্চিত্রবর্য্যায়, যস্মৈ দদৌ সদ্ভিরিষ্টায়,
কন্যামলংকৃত্য শিষ্টায় ;
রুচিক্ষিপ্ত চম্পাং, মহিষ্ঠানুকম্পাং, কলিশ্রীরকস্মাৎ, ক্ষয়ং প্রাপ যস্মাৎ
শ্রীবাসমিত্রস্য, মিশ্রেন্দ্রপুত্রস্য, চিদ্রূপকায়স্য, দিব্যা গুণা যস্য,
সতি যত্র বরে, বত রত্যন্তরে, ভুবনমাহতে, সুখিতং স্বহিতে,
স ত্বং প্রভুবর, বিশ্বংদবহর, লক্ষাধিকগুণ, রক্ষাতিনিপুণ, দেব ॥১০৯॥

যিনি দেবনিকরে প্রার্থিত (অথবা হরিদাস, অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতির বাঞ্ছিত) বিতরণার্থ অবতীর্ণ, যিনি হরিনাম দানে লোকের শোকনাশ ও উল্লাস বর্দ্ধন করিয়াছেন। (সুবন্ধি) জনগণ যাঁহাকে মায়াতীত, ভক্তজনের কবচ ও নন্দসুত বলিয়া জানেন ; নিজগুণ কথনশীল পোষণ-কারী প্রণয়ীজনের (রাধার) রতিধারী বধূহৃদয়ানন্দ যাঁহাদ্বারা পৃথিবীর সুখ বিহিত হইয়াছে ; ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ শ্রীবল্লভাচার্য্য, নিজকন্যা লক্ষ্মী দেবীকে অলঙ্কৃত করিয়া সাধুগণের কাঙ্ক্ষণীয় উৎকৃষ্টবর্য্য যে দেববর্য্যকে দান করিয়াছিলেন ; চম্পক বিজয়িকান্তি যে মহামহিমের অনুকম্পা প্রভাবে, কলি সহসা হতশ্রী হইল ; যিনি শ্রীবাসের মিত্র, মিশ্রপুরন্দরের পুত্র, চিদানন্দতনু ও দিব্যগুণ সম্পন্ন ; যে ভুবনপূজ্য অজর ভক্ত-হিতাবতীর্ণ অবতার চূড়ামণি বিদ্যমান থাকিতে অন্যত্র রতি সুখের জন্য হয় না ; সেই প্রভুবর (মহাপ্রভু) সর্ব্বতাপহর লক্ষাধিক ভগবান্

আপনি বিশ্বকে রক্ষা করুন ; আপনি সর্ব্বশক্তিমান্ নিপুণ। আমিও বিশ্বের মধ্যবর্ত্তী ॥১০৯॥

গৌরঃ সচ্চরিত্তামৃতামৃতনিধির্গৌরং সদৈব স্তবে
গৌরেণ প্রথিতং রহস্যভজনং গৌরায় সর্ব্বং দদে।
গৌরাদস্তি কৃপালুরত্র ন পরো গৌরস্য ভৃত্যোঽভবং
গৌরে গৌরবমাচরামি ভগবন্ গৌরপ্রভো রক্ষ মাম্ ॥১১০॥

গৌর সচ্চরিত্র পীযূষের সাগর। গৌরকে সদা স্তব করি। ব্রজ-রসের রহস্যভজন গৌরদ্বারা প্রকাশিত। গৌরের উদ্দেশে সমস্ত দান করি। গৌর অপেক্ষা দয়ালু অন্য কেহ নাই। গৌরের কিঙ্কর হই। গৌরে গৌরব (ভক্তি) বিধান করি। হে ভগবন্ প্রভুগৌর! আমায় রক্ষা করুন ॥১১০॥

কীর্ত্তনকল্পিত, নর্ত্তনবল্পিত, বান্ধবরাজিত,
মাং কৃপয়াঞ্জিত, ধীর ॥১১১॥

হে ধীর! আপনিই কীর্ত্তন প্রকটন করিয়াছেন। কীর্ত্তনে নৃত্যকালে অতিসুন্দর আপনি বান্ধবগণে বেষ্টিত ও শোভিত হন। হে অজিত! আমাকে দয়া করুন ॥১১১॥

গুণগণগৌরবগিরিশাগম্যোগভীরগীর্গ্রামঃ।
গতিগঞ্জিতগজরাজ গচ্ছতু গতিত্বং মে ॥১১২॥

হে গৌর! গুণগণ আপনাকে আশ্রয় করিয়া গৌরব পাইয়াছে। আপনি শিবেরও অগম্য মহিম। গম্ভীর বাক্য। গজরাজগতি জয়-গতি আমার গতি হউন ॥১১২॥

কলিখলগর্ব্বিতঘাতী চতুরশ্ছলনাজয়া ছটিত।
তারয়তু দগ্ধবিষণং নষ্টং পাপাদ্ভয়েন মাং স হরিঃ ॥১১৩॥

কলির খলজনের গর্ব্বহারী, চতুর, বঞ্চনা বিনাশ-পটু, সেই প্রসিদ্ধ গৌরহরি, দগ্ধবুদ্ধি নষ্ট আমাকে পাপভয় হইতে রক্ষা করুন ॥১১৩॥　(ক্রমশঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৪২ পৃষ্ঠার পর)

ঐ শ্রীধরস্বামীর টীকা :—"ননু অনাদির্ব্বেদত্রয়বোধিতো ব্রাহ্মণাদীনাম্ ইন্দ্রাদ্যনেকদেবযজনেন স্বর্গপ্রাপ্তিহেতুঃ কর্ম্মমার্গঃ কথং সাদিরিব বর্ণ্যতে তত্রাহ এক এবেতি দ্বাভ্যাম্। পুরা কৃতযুগে সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ সর্ব্বাসাং বাচাং বীজভূতঃ প্রণব এক এব বেদঃ। দেবশ্চ নারায়ণ এক এব। অগ্নিশ্চৈক এব লৌকিকঃ, বর্ণশ্চৈক এব হংসো নাম। বেদত্রয়ী তু পুরূরবসঃ সকাশাৎ আসীৎ। এযিবান প্রাপ। অয়ংভাবঃ—কৃতযুগে সত্ত্বপ্রধানাৎ প্রায়শঃ সর্ব্বেঽপি ধ্যাননিষ্ঠাঃ। রজঃ-প্রধানে তু ত্রেতাযুগে বেদাদিবিভাগেন কর্ম্মমার্গঃ প্রকটো বভূবেতি।"

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥

বর্ত্তমান সময়ে হরিকীর্ত্তনই একমাত্র সম্বল। তাতে জানবো বাস্তব বস্তু কি ? সত্যপ্রতিম বস্তুর সাহায্যগ্রহণ প্রয়োজনীয় নয়।

'বিশদা'—নির্ম্মলা, 'আমোদ'—সৌগন্ধ প্রকৃষ্টরূপে উন্মীলিত হয়েছে যাতে; সৌগন্ধ নেই যাতে, এমন দয়া নয়—নির্ব্বিশিষ্ট হওয়া নয়। সুরভিযুক্ত পদার্থ। ভগবদ্দয়ারূপ বায়ুতে সমস্ত ধূলো অনায়াসে উড়ে যায়—ঝাঁট দেওয়া হয়ে যায়। কর্ম্মমার্গাশ্রিত ব্যক্তিদের যত কষ্ট। তদ্বিপরীতবাদির বিচার—অব্যক্ত।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥

কৃষ্ণচেতা যারা নয়, তাদের দুঃখ অবর্ণনীয়, তারা নিজের বিচার অনুসারেই দুর্গতি লাভ করছে। তা থেকে অবসর পাওয়া দরকার। পুরূরবার কাম হতে বেদত্রয়ী আরম্ভ হল। পুরূরবা উর্ব্বশীর রূপদর্শনে মোহিত হয়ে কর্ম্মকাণ্ড আরম্ভ করেছিলেন। রূপরসাদি বাজে জিনিষে আকৃষ্ট হওয়ায় কৃষ্ণ-দর্শনে ব্যাঘাত ঘটে। Asthetic culture-এ relative activity বর্ত্তমান, উহা compericist-দের বিচার।

চৈতন্যদেবের অমন্দোদয়-দয়ার মধ্যে কর্ম্মকাণ্ডের প্রশ্রয় নেই। জীব যাতে ঐহিক আমুষ্মিক ভোগে রত না থাকে তার জন্য চেষ্টা করেছেন।

'শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদা'—জ্ঞানী শ্রেণীর যে চিন্তাস্রোতে—"অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং যেন, সেই গুরু পর্য্যন্ত ধ্বংস হয়ে যায়—গুরু ও আমি আলাদা নই, গুরু নিত্য নয়, আমি ঈশ্বরে বিলিন হয়ে যাব", বাস্তব সত্যের সন্ধান না পেয়ে হাতড়ান বুদ্ধিতে যে প্রয়াস, উহা অকর্ম্মণ্য। 'জ্ঞানে প্রয়াসমদপাস্ত, শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য, যেহন্যে-হরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ. নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং' প্রভৃতি ভাগবতের শ্লোক যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা জানেন যে, ঐকার্য্যে অগ্রসর হয়ে পরিণামে বিফলমনোরথ হতে হয়—বাস্তবিক অজ্ঞানেই স্থায়িভাবে থেকে যেতে হয়। মুক্তিকামী কপটতা আশ্রয় করে Henotheism-এ সময় কাটিয়ে Impersonal হয়ে নিজের নিজত্ব—গুরুর গুরুত্ব পর্য্যন্ত নষ্ট করে ফেলেন। চৈতন্যদেব এই সকল বিরুদ্ধ কথার সামঞ্জস্য করে দিয়েছেন। ভাগবত আলোচনা করলে শাস্ত্রীয় বিচার থেকে দূরে গমনের যে অবস্থা, তা থেকে অবসর হয়।

'রসদা'—জড়রসের সঙ্গে চিদ্রসের যে পার্থক্য আছে, সেইটি বুঝিয়ে দিয়ে প্রকৃত চিদ্রস দান করেন। উদ্ধূলিত খেদ হতে বিবদমান বিচারের শান্তি হলে ভক্তিরস উপস্থিত হয়। চিত্তে রস এলে উন্মাদ অর্পিত হয়, আস্বাদন-মত্ততা আসে, ব্রহ্মরসজ্ঞান প্রবল হয়। প্রপঞ্চে অবতীর্ণ বিষয়-সকল অধিরোহবিচারে বুঝতে গিয়ে যে অমঙ্গল হয়, তার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে চিত্তার্পিতোন্মাদা অবস্থা হয়।

'শশ্বদ্ভক্তিবিনোদা'—সেই দয়া নিরন্তর সেবাপ্রবৃত্তি দান-কারিণী।

'শমদা'—'যা মন্নিষ্ঠতা' (ভগবন্নিষ্ঠতা) বুদ্ধি দান করে। "জ্ঞানং যে পরমং গুহ্যং যদ্বিজ্ঞান-সমন্বিতম্"—ভগবৎ, পরমাত্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে 'যে জ্ঞানং' অর্থাৎ ভগবজ্জ্ঞান পরম, অন্যগুলি সাধারণ—মধ্যম ও ইতর। বিশেষ জ্ঞান নির্ব্বিশিষ্ট ব্রহ্মে নেই। কিছু পরমাত্মায় আছে, কিন্তু রহস্য নেই। ভগবজ্জ্ঞানে তদঙ্গ, রহস্য, বিজ্ঞানসমন্বিত জ্ঞান বিরাজমান। গোলে হরিবোল দিয়ে ব্যাপকতাধর্ম্মে জড়-ভোগপরতা ভগবদ্ভক্তিতে আরোপ করা উচিত নহে। যোগীদিগের বিচার-প্রণালীতে ঐশ্বর্য্যমর্য্যাদা আছে, বিভূতির আলোচনা আছে, কিন্তু মাধুর্য্য-বিজ্ঞানের অভাব থাকায়, —পরমৈশ্বর্য্য তাদের প্রয়োজনীয় ব্যাপার। ঐশ্বর্য্যের শ্রেষ্ঠতা দরিদ্রের নিকট আছে। দরিদ্র ধনবান হলে ধনে ঔদাসীন্য—বীতরাগ আসে।

মধুণিমায় আকর্ষণ বৃদ্ধি হলে সে ভাব থাকে না। ভক্তি-দ্বারা ঐশ্বর্য্যের কিছু পেতে পারি, কিন্তু পরক্ষণেই মাধুর্য্য প্রবল হলে ঐশ্বর্য্যের অপূর্ণতায় বাধ্য হই না। আমি বড় হব, অন্যে বশ্য থাক, এটা ঘুরে ফিরে অভক্তি। ভাগবতে যত শ্লোক আছে, তার সার নয় প্রকার উপলক্ষণে বিচার করে বৈদান্তিকশিরোমণি স্বরূপ-দামোদর এই স্বরচিত শ্লোকদ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় করেছেন, তাঁ'র দয়ার সর্ব্বোত্তমতা জানিয়েছেন। অধোক্ষজের সেবকই ঐ সকল কথা বুঝতে পারেন, অর্দ্ধপক্ক রসহীন জ্ঞানীর উহা বুঝবার যোগ্যতা নেই।

আমাদের ভাগবত পাঠ করতে হবে। যে-সকল কথা বল্লাম এটা মঙ্গলাচরণের অর্থ। আমি নির্ব্বিশেষবাদী নই। ভাগবত হতে নির্ব্বিশেষবাদ শতসহস্র যোজন দূরে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। কেবলাদ্বৈত-বাদের কোন কথাই ভাগবতে নেই। কেবল গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত আলোচনা করলে ভাগবতের উদ্দেশ্য কি জানতে পারা যায়। চরমে নির্ব্বিশেষকামী পঞ্চোপাসকগণ মূলের সঙ্গতি রেখে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা করতে পারেন না। করতে গেলে নিজেদের চিন্তা-স্রোতের সর্ব্বনাশ হয় জেনে একটা শ্লোকেরও টীকা করতে পারেন নি। যদি কেউ টীকা করতে যান, তার কিছু ভক্তির বিচার আসতে পারে, কিন্তু চরমে নির্ব্বিশেষ-স্থাপনপ্রয়াস ব্যর্থ হয় মাত্র। ভাগবতে কেবলাদ্বৈতাবাদের গন্ধও নেই, শুদ্ধাদ্বৈতাবাদের কথা বলেছেন, তাহাই পরম প্রয়োজনীয়, তাতে ভুল নেই, উহা ভক্তিপূর্ণ। শুদ্ধদ্বৈতবাদও জড়ভোগনাশী ও ভক্তিপূর্ণ, দ্বৈতাবাদ যেখানে জড়াবচারে পূর্ণ, সেখানে উহা শুদ্ধ নয়, বিশুদ্ধদ্বৈতবাদ আধ্যক্ষিকতা। ভাস্কর প্রভৃতি দ্বৈতাদ্বৈতবাদীর বিচার জড়ভোগ-বিচারাশ্রিত বলে ভ্রমপূর্ণ। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদেও অসম্পূর্ণতা আছে। শ্রীচৈতন্যদেব যে অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার দেখিয়েছেন, উহাতে অসম্পূর্ণতা ও বিদ্যমানতা নেই, উহাই সম্পূর্ণ বিচার। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বিচারের কথা যাদের হজম হয় নি, তারা সদর্থের পরিবর্ত্তে কদর্থ করে প্রতিমুহূর্ত্তে সত্যের অপলাপ করতে যত্ন করছেন। তা শুনতে গিয়ে ভাগবতের ভাল কথাগুলো ভুলতে হবে না। তিনি পুরুষোত্তম, উরুক্রম; অপরোক্ষ শব্দ-মাত্রদ্বারা উদ্দিষ্ট নহেন, তদতিরিক্ত 'অধোক্ষজ' প্রাকৃত নহেন—'অপ্রাকৃত'। চেতন ও অচেতনের রস এক করতে হবে না। ঈশ্বরবিমুখ ব্যক্তিগণ

কর্ম্মফলে যে-স্থান লাভ করেছেন, এটা কারাগৃহ। এস্থানে 'অনয়া মীয়তে' বিচার—মেপে নেওয়া ধর্ম্মই প্রবল। ভগবানের অঙ্গ নেই—যাঁদের বিচার, রহস্যসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তাঁরা অজ্ঞান বলেন, তাঁদের অজ্ঞতা-জন্য অসুবিধা আছে।

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ॥
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥

[ভগবদ্বস্তু যাহা, ভগবানের ভাবসমূহ যাহা, ভগবানের রূপ যাহা, গুণসমূহ যাহা এবং বিক্রমসমূহ যাহা, সেই সমস্তই ভগবদনুগ্রহক্রমে প্রকৃত প্রস্তাবে মুক্তজীবের অনুভবের বিষয় হয়। কৃপার অযোগ্য ভগবদ্বিরোধী অবজ্ঞাপরায়ণ ব্যক্তি অবৈকুণ্ঠ বস্তুতে, ভোগ্য ভাবাদিতে, ভোগ্য রূপ, ভোগপর গুণ এবং জড়ানন্দপর বিক্রান্তি-সমূহে অবস্থিত থাকায় অহঙ্কার-বিমূঢ়তা-হেতু মায়াবাদী হয়ে পড়েন।

কালের খণ্ডধর্ম্মানুভূতির পূর্ব্বে ভগবানের অধিষ্ঠান এবং পরেও তাঁরই অধিষ্ঠান। জড়সত্ত্বা ও জড়ভোগাতীত অনধিষ্ঠান হতে তিনি পৃথক্ বস্তু হয়েও ব্রহ্ম বা পরমাত্মা হতে পৃথক্ নন।

ভগবদ্বস্তুর প্রতীতির অভাবে যাহা অনুভূত হয়, বগবদ্বস্তু ব্যতীত যার অনুভূতিগত অস্তিত্ব নেই, পরমাত্মবস্তুতে যার অনুভূতি নেই তাই মায়া। মায়ার পরিচয় দ্বিবিধ—জীবমায়া আলোকময়ী ও অন্ধকারময়ী গুণময়া। শক্তিমদ্বস্তু ও শক্তির বিচারে ভ্রান্তিনিরসনার্থ এই সংজ্ঞা।

অভিধেয়-বিচারে জিজ্ঞাসার উদয়। অতাত্ত্বিকের জানবার চেষ্টা নেই। অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবদ্বয় দ্বারা সর্ব্বদা সকল স্থানে সেই ভগবদ্বস্তুর শ্রবণাদি বিধেয়।

যেরূপ মহাভূতসকল নীচোচ্চ প্রাণিসমূহে প্রবিষ্ট হয়েও অপ্রবিষ্ট-প্রতিম হয়, সেইপ্রকার ভক্তহৃদয়ে নিত্য প্রবিষ্ট হয়েও ভগবদধিষ্ঠানের স্বতন্ত্রতারক্ষণ-দ্বারা প্রেমভক্তির নিত্যপ্রাপ্তির বিষয়ে অজ্ঞান ও বিজ্ঞ-ভেদে অনধিষ্ঠিত ও অধিষ্ঠিত এই উভয় পরিচয়-বৈশিষ্ট্য।

বাস্তবিক অভক্তগণ কখনই ভাগবত পড়তে পারে না। তারা ভুক্তি ও মুক্তিপিপাসু—কর্ম্মী ও জ্ঞানী।

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্‌ভক্তিসুখাস্যোধেঃ কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

কর্ম্মিজ্ঞানীর বিচারে ভক্তির স্বরূপনির্ণয়ে ব্যাঘাত উপস্থিত হবে। প্রেয়ঃপন্থী মনোধর্ম্ম-চালিত হয়ে এই ভাল, এই মন্দ বিচারে ব্যস্ত। 'দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র'জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।' জড়নির্ব্বিশেষ জড়সবিশেষ পরিত্যাগ করে যুগপৎ চিন্নির্ব্বিশেষ ও চিৎসবিশেষ বিচারই গ্রাহ্য, উহা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচার।

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্‌ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মানায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোক-মোহ-ভয়াপহা॥

[ভক্তিযোগ-প্রভাবে স্তব্ধীভূত মন সম্যগ্‌রূপে সমাহিত হলে ব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপশক্তিসমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁর পশ্চাদ্‌ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিতা মায়াকে দর্শন করলেন। সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে জীব সত্ত্ব-রজস্তম-গুণত্রয়াত্মক জড়াতীত হয়েও আপনাকে জড়দেহ ও মনোবুদ্ধি জ্ঞান করে। তাদৃশ ত্রিগুণাত্মক অভিমান হতে জাতকর্ত্তৃত্বাদিমূলে সংসার-বাসনা লাভ করে।

শ্রীব্যাসদেব দেখলেন যে, ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত বিষ্ণুতে অব্যবহিত ভক্তি অনুষ্ঠিত হলে সংসার-ভোগদুঃখ নিবৃত্ত হয়। এই সমুদয় দর্শন করে সর্ব্বজ্ঞ বেদব্যাস এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত-নামক

পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোক-মোহ-ভয়-নাশিনী ভক্তির উদয় হয়।]

সাত্বতসংহিতা ভাগবত না পড়া পর্য্যন্ত জীব আধ্যক্ষিক থাকে। ভাগবত—পারমহংসী সংহিতা। পরমহংসগণ—পরমমুক্ত নিষ্কিঞ্চনগণ কি বলছেন, তা জানতে হলে, আলোচনার ইচ্ছা থাকলে দশম স্কন্ধ আলোচনা করতে হবে। দশম স্কন্ধ আলোচনার পরে একাদশ স্কন্ধ না পড়লে অধঃপতন হবে। সেজন্য ভাগবত-শ্রবণই আমাদের একমাত্র কার্য্য, ভাগবত শ্রবণেই অন্যান্য চারটি অঙ্গ—সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, শ্রীমূর্ত্তির অঙ্ঘ্রি-সেবা, মথুরাবাস হবে। মথুরা—জ্ঞানভূমিকা, পূর্ণজ্ঞানে বাস, অচেতন ভূমিকায় বাস না করার নাম মথুরাবাস। 'নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ' প্রভৃতি পঞ্চরাত্রের অঙ্ঘ্রি সেবার পদ্ধতিসমূহও ভাগবতে আছে।

চৈতন্যের চরণ আশ্রয় করলে 'আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে' বিচার উপলব্ধি হবে, তখন রসবোধ হবে। জড়রসবোধ থাকলে চিদ্রসমূর্ত্তি ভগবানকে বুঝা যায় না। নির্ব্বিশেষ-বিচারে জড়রস ধ্বংস হয় মাত্র। তা থেকে অব্যাহতি নিয়ে যাতে আবার জড়রস প্রবল না হয়, তজ্জন্য চিদ্রসের আলোচনা দরকার। সেটি নামকীর্ত্তন হতেই সম্ভব। নামই রসবিগ্রহ।

"নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নতান্নামনামিনোঃ॥

রসবিপর্য্যয়ে যে রসদর্শন, জড় অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে-রস, কাব্যপ্রকাশ, ভরতমুনি প্রভৃতির যে-বিচার উহা শুদ্ধ নহে। উজ্জ্বলনীলমণি, অলঙ্কার-কৌস্তুভ প্রভৃতি পাঠে চিদ্রসের উপলব্ধি হয়। চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হলে সকল অমঙ্গল দূর হবে। জড়নায়ক-নায়িকার বিচার থেকে অবসর পেতে হবে। দুটিকে এক করতে হবে না। জড়ের সঙ্গে চিদ্রসের সাম্য বিচার যাঁরা করেন, তাঁরা অপরাধী। পরবর্ত্তিসময়ে সিদ্ধ হয়ে যাব বিচার করে তাঁরা 'সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ' শ্লোকের উদ্দিষ্ট হন। ভগবান্ তাঁদের রসরহিত নীরস ব্রহ্মবিচার ধ্বংস করে দেবেন, যেমন কংস, জরাসন্ধ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির অবস্থা।

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ তাঁর রসের উরুক্রমতা দেখালে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণবুদ্ধি মনুষ্যের মস্তিষ্কে যে আধ্যক্ষিকতা, মহাজ্ঞানী মহাকর্ম্মীর যে অহঙ্কার সব ধুয়ে যাবে। চৈতন্যদেব বলেছেন, 'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।

২৪ ঘণ্টা ভগবানের আলোচনাকারীর নিকট ভাগবত শুনতে হবে। বিপথগামী হলে প্রথমে নির্ব্বিশেষবাদী, তার পরে জড় সাবশেষ। পাব পাব করে প্রত্যেক নির্ব্বিশেষবাদীর শেষে সর্ব্বনাশ—অধঃপতন হবে। সবই মায়াময় বলতে বলতে বৈকুণ্ঠকে পর্য্যন্ত মেপে নেওয়ার চেষ্টায় শেষে তিন-এর dimension-এ প্রবিষ্ট হয়ে জড়তা লাভ করে বিষম ক্লেশের মধ্যে পড়বেন। ক্লেশঘ্নী ভক্তির আশ্রয় না করলে—ভাগবতের নিকট ভাগবত শ্রবণ না করলে সর্ব্বনাশ। ভোগী ভাগবত পাঠ করতে পারেন না। তার মুখে ভগবান্ (ভগবন্নাম) আসতে পারেন না। তার পঞ্চোপাসকের বা অঘ, বক, পূতনার অনুগতজন-মুখে ভাগবত শুনতে নেই। কৃষ্ণ আঠার রকম অসুরকে যে-প্রকার গোকুলে ধ্বংস করেছিলেন, তদ্রূপ এই সমস্ত অঘ-বক-পূতনার ভৃত্যবর্গের অনুসরণে কৃষ্ণকে বিনাশ করবার চেষ্টারূপ যে পাষণ্ডমত, কৃষ্ণ তা ধ্বংস করে দেবেন। অসুরদের অনুগমন বা তাদের বহুমানন কর্ত্তব্য নয়, তাদের অনুগ্রহও প্রার্থনীয় নহে। যে-যে নামে দেবতা আছেন, তত্তন্নামে অসুরও আছে। তারা মানুষকে ভ্রান্ত করে চেতনধর্ম্ম-রহিত করে দেয়। সুতরাং ভগবদ্‌ভক্তের চরণরেণুই একমাত্র পরম প্রয়োজনীয় বস্তু। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

দ্বিতীয় বৃষ্টি—প্রথম-ধারা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৫২ পৃষ্ঠার পর)

গৌণবিধির বিভাগ

ভক্তিই মুখ্য,

কর্ম্ম ও জ্ঞান গৌণ অভিধেয়

ভক্তিই যে শাস্ত্রের অভিধেয় অর্থাৎ জীবের উপেয়রূপ প্রেম পাইবার একমাত্র শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উপায়, তাহা প্রথম বৃষ্টিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান সাক্ষাৎ অর্থাৎ মুখ্য অভিধেয় নয়, তাহাও বিচারিত হইয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞানের কথঞ্চিত প্রয়োজনও আছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান গৌণ উপায় বলিয়া অভিহিত হয় এবং মুখ্য উপায় শ্রবণাদি মুখ্য-বিধি।

গৌণ হইলেও কর্ম্ম ও জ্ঞানকে জড়বদ্ধ জীবের পক্ষে অভিধেয়-শব্দে অভিহিত করিতে হয় (১)।

জ্ঞানকর্ম্ম গৌণ অভিধেয়। জ্ঞান ও কর্ম্ম উপায়স্বরূপে ভক্তিকে সাধন করে এবং ভক্তি প্রেমকে সাধন করে। এই সম্বন্ধটী ক্রমে ক্রমে আলোচিত হইবে। শরীর, মন ও সমাজকে ভক্তির অনুকূলরূপে ব্যবস্থাপিত করিতে পারিলে কর্ম্ম ও জ্ঞানের অভিধেয়ত্ব নতুবা ঐ ঐ কর্ম্ম ও জ্ঞানের বহির্ম্মুখতা-দোষ সম্পর্কে শাস্ত্রে বিশেষ নিন্দা শ্রবণ করা যায়। প্রথমেই আমরা গৌণ-বিধির বিস্তার দেখাইয়া মূল সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করিব।

গৌণবিধি তিন প্রকার—(১) জন-নিষ্ঠ-বিধি, (২) সমাজ-নিষ্ঠ-বিধি ও (৩) পরলোক-নিষ্ঠ-বিধি।

শরীর-নিষ্ঠ-বিধি

জন-নিষ্ঠ-বিধি দুইপ্রকার অর্থাৎ শরীর-নিষ্ঠ-বিধি ও মনোনিষ্ঠ-বিধি। মানবের শরীর পুষ্ট হইয়া স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, এরূপ অভিপ্রায়ে যে-সকল ব্যবস্থা হইয়াছে, সে-সকল ব্যবস্থার নাম শরীর-নিষ্ঠ-বিধি (২)। মিতপান, মিতভোজন, মিতনিদ্রা, ব্যায়াম ইত্যাদি যতপ্রকার বিধি আছে এবং পীড়া হইলে, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে সে-সকল চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সে-সমস্তই শরীর-নিষ্ঠ-বিধি। শরীর নিষ্ঠ-বিধি প্রতিপালন না করিলে মানবগণ স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন না।

---

(১) যোগস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥ (ভাঃ ১১।২০।৬)

(২) নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ (গীঃ ৬।১৬-১৮, ২৯)

মনোনিষ্ঠ-বিধি

মনোনিষ্ঠ-বিধি অবলম্বন না করিলে মনের উপলব্ধিশক্তি, ধারণাশক্তি, কল্পনা ও বিভাবনাশক্তি ও বিচারশক্তি সম্যক্ পুষ্ট হইয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। বিজ্ঞান, শিল্প ইত্যাদিরও উন্নতি হয় না। মনের কুসংস্কাররূপ তমঃ নষ্ট হয় না। বিষয়সম্বন্ধে শুদ্ধজ্ঞানও লভ্য হয় না। জড়চিন্তা হইতে বুদ্ধিকে উদ্ধার করিয়া পরমেশ্বর চিন্তায় নিযুক্ত করা যায় না। অবশেষে পাপ-চিন্তা ও নিরীশ্বরভাব সর্ব্বদাই মনকে বশীভূত করিয়া মানবগণকে পশুর ন্যায় করিয়া রাখে। অতএব জন-নিষ্ঠ-বিধি মানব-জীবনকে সফল করিবার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

সমাজনিষ্ঠ-বিধি

মানবগণ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং সমাজকে উন্নত ও পাপশূন্য করিবার অভিপ্রায়ে সমাজ-নিষ্ঠ-বিধির ব্যবস্থা করিয়া থাকে। সমাজ-নিষ্ঠ-বিধির মধ্যে বিবাহ-বিধি একটী উৎকৃষ্ট বিধি। যদি বিবাহ-বিধি না হইত, তাহা হইলে মানবসমাজ এত উন্নত হইতে পারিত না (১)। পশুদিগের ন্যায় মানবগণও যথারুচি ভ্রমণ করিত। কোন কোন দেশে প্রথমে বিবাহ-বিধি ছিল না। সেই সকল দেশে অনেক সামাজিক উৎপাত হওয়ায়, পরে বিবাহ-বিধি প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। যথেচ্ছাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক একজন পুরুষ একটী স্ত্রীকে পরমেশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া সর্ব্বজনের সম্মতি-ক্রমে গ্রহণ করিয়া সংসার-যাত্রার ভিত্তি পত্তন করেন। ইহার নাম বিবাহ। পুত্র-কন্যা হইলে তাহাদিগকে পালন করতঃ শিক্ষাদানপূর্ব্বক জীবন-যাত্রার উপায় করিয়াদেন। সংসারে বর্ত্তমান মানববৃন্দ পরস্পর ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন, পরের কষ্ট নিবারণ, ন্যায়মতে অর্থসংগ্রহ-দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, সর্ব্বদা সত্যের পালন, মিথ্যার দমন ইত্যাদি কার্য্য-দ্বারা সংসারের উন্নতিবিধি সংস্থাপন করেন। সমাজ-নিষ্ঠ-প্রবৃত্তি মানবজাতির প্রধান ধর্ম্ম। সর্ব্ব দেশে ও সর্ব্বকালেই মানবজাতির মধ্যে ঐ ধর্ম্মের কার্য্য দেখা যায়। যে দেশে মানবগণের যতদূর সামাজিক উন্নতি ও সভ্যতার সমৃদ্ধি, সে-দেশে সমাজ-নিষ্ঠ-বিধি ততদূর পরিপক্ক ও বদ্ধমূল।

---

(১) ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥
(প্রভৃদাহৃত-স্মৃতিবচনম্)

বর্ণ ও আশ্রমবিধি

সর্ব্বজাতির মধ্যে আর্য্যজাতির সামাজিক উন্নতি ও সভ্যতা অধিক, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। আর্য্যজাতির যত শাখা-প্রশাখা হইয়াছে, তন্মধ্যে ভারতবাসী আর্য্যশাখার যে বিদ্যা, বুদ্ধি ও সামাজিক উন্নতি অধিকতর হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেই আর্য্য-শাখা আজকাল বৃদ্ধাবস্থা-বশতঃ বলহীন হইয়া অন্য জাতির অধীন হইয়াছে বলিয়া, তাঁহাদের সামাজিক সম্মানের ত্রুটী হইবে না। যদি কোন অর্ব্বাচীন লোক তাঁহাদের উন্নতি ও সভ্যতার বিষয় প্রতিবাদ করেন, তাহা হইলেই যে, ভারতীয় আর্য্য-শাখা বাস্তবিক লঘু হইবে, এমত নয়। সমাজনিষ্ঠ-বিধি ভারতীয় আর্য্য-শাখার হস্তে যে কত উন্নতি-সাধন করিয়াছে, তাহা বৈদিক ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিলেই জানা যায়। যথার্থ বলিতে গেলে, ঋষিদিগের হস্তে সমাজ-নিষ্ঠ-বিধির চরম উন্নতি হইয়াছিল, ইহা সমস্ত সহৃদয় ও বৈজ্ঞানিক ব্যক্তি-গণই স্বীকার করিবেন। তাঁহারা বৈজ্ঞানিক বিচারক্রমে সমাজ-নিষ্ঠ-বিধিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, যথা (১) বর্ণবিধি ও (২) আশ্রম-বিধি (১)। সমাজ-নিষ্ঠ মানবের দুই প্রকার অবস্থা অর্থাৎ (১) স্বভাব ও (২) অবস্থান। জননিষ্ঠ ধর্ম্ম হইতে স্বভাব ও সমাজ-নিষ্ঠ ধর্ম্ম হইতে সামাজিক হইলেই মানবের জননিষ্ঠ ধর্ম্ম লোপ পায় না, বরং সমাজসম্বন্ধ-ক্রমে তাহা পুষ্ট হয়। মানবের স্বভাবক্রমে বর্ণবিধি ও অবস্থান-ক্রমে আশ্রমবিধি ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল।

স্বভাব চারি প্রকার

মানবের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহ ক্রমশঃ অনুশীলনক্রমে উন্নত হইয়া একটী স্থায়ী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেই অবস্থায় যে প্রবৃত্তি অন্য সমস্ত প্রবৃত্তির উপর প্রভুতা স্থাপন করে, সেই প্রবৃত্তিই সেই মানবের স্বভাব। স্বভাব চারি প্রকার অর্থাৎ ব্রহ্মস্বভাব, ক্ষত্রস্বভাব, বৈশ্যস্বভাব ও শূদ্রস্বভাব। মানবের উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তিক্রমেই উক্ত চারিটি স্বভাব উদিত হয়। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিক্রমে অন্ত্যজ স্বভাব হইয়া উঠে। অন্ত্যজ স্বভাবের স্বভাব-ত্যাগ ব্যতীত অন্য বিধি নাই (২)। জন্ম হইতে প্রবল প্রবৃত্তির

---

(১) যস্ত্বয়াভিহিতঃ পূর্ব্বং ধর্ম্মস্তুদ্ভক্তিলক্ষণঃ।
বর্ণাশ্রমাচারবতাং সর্ব্বেষাং দ্বিপদামপি ॥ (ভাঃ ১১।১৭।১)

(২) অশৌচমনৃতং স্তেয়ং নাস্তিক্যং শুষ্কবিগ্রহঃ।
কামঃ ক্রোধশ্চ তর্ষশ্চ স্বভাবোঽন্ত্যাবসায়িনাম্ ॥ (ভাঃ ১১।১৭।২০)

উদয়কাল পর্য্যন্ত সংসর্গ ও অনুশীলন অনুসারেই প্রবলপ্রবৃত্তির বীজ, অঙ্কুর ও তরু উৎপন্ন হইয়া পুষ্ট হইতে থাকে। পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে স্বভাবের উৎপত্তি বলিয়া শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন। যে-বংশে যাহার জন্ম হয়, সেইবংশীয় স্বভাব শৈশবকাল হইতেই তাহার সংসর্গজ গুণস্বরূপ হইয়া উঠিবে, পরে বিদ্যাচর্চ্চা ও অপর সংসর্গক্রমে তাহার কিছু উন্নতি বা অবনতি হইবে, ইহাই নৈসর্গিক। শূদ্রস্বভাব নরের শূদ্রস্বভাব সন্তান, ব্রহ্মস্বভাব মানবের ব্রহ্মস্বভাব সন্তান উৎপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সর্ব্বত্র হইবে, এরূপ বিধি নয়। অতএব শাস্ত্রকারেরা স্বভাব নিরূপণপূর্ব্বক বর্ণবিধান করিবার অভিপ্রায়ে সংস্কার-বিধির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সংস্কারবিধি কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সেই বর্ণ-নির্ণায়ক সংস্কারবিধি আপাততঃ লুপ্ত হওয়ায়, দেশের অবনতি হইয়াছে (১)। বর্ণবিধি যে যথার্থ সামাজিক ধর্ম্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চারি অবস্থান

বিজ্ঞানমতে অবস্থান চারিপ্রকার—(১) ব্রহ্মচর্য্য, (২) গার্হস্থ্য, (৩) বানপ্রস্থ ও (৪) সন্ন্যাস। (১) যাঁহারা বিবাহের পূর্ব্বে বিদ্যোপার্জ্জন ও দেশভ্রমণ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মচারী। (২) যাঁহারা বিবাহ করিয়া সংসারে অবস্থিত, তাঁহারা গৃহস্থ। (৩) যাঁহারা অধিক বয়ঃক্রম হইলে কার্য্য হইতে বিরত হন এবং নির্জ্জনে বাস করেন, তাঁহারা বানপ্রস্থ। (৪) যাঁহারা সংসারের সমস্ত বন্ধন পরিত্যাগপূর্ব্বক বিচরণ করেন, তাঁহারা সন্ন্যাসী। বর্ণসকলের এবং আশ্রমসকলের সম্বন্ধ বিচার করিয়া যে-ধর্ম্ম স্থাপিত হইয়াছে, তাহার নাম বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। এই ধর্ম্মই ভারতীয় আর্য্য-শাখার সামাজিক-বিধি। যে-দেশে এই বিধির অভাব, সে-দেশ যে উন্নত দেশ, তাহা বলা যাইতে পারে না। সংক্ষেপতঃ এস্থলে এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করা গেল, তৃতীয়-ধারায় ইহার বিশেষ বিচার করা যাইবে। (ক্রমশঃ)

---

(১) যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ ॥ (ভাঃ ৭।১১।৩৫)
— জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

গীতার বাণী

পঞ্চদশ অধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৫৭ পৃষ্ঠার পর)

শুদ্ধ জীবের অনাদি ভোগ-বাসনামূলে কর্ম্মবন্ধন-দ্বারা সংসার প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সেই সংসারের স্বরূপ, জীবের স্বরূপ ও সংসার-বৃক্ষকে ছেদনের উপায় প্রকৃতির বর্ণনার্থ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—কর্ম্ম-নির্ম্মিত এই সংসারটী অশ্বত্থ-বৃক্ষবিশেষ। ঐ বৃক্ষ দীর্ঘজীবি বলিয়া তাহার সঙ্গেই তুলনা করা হইয়াছে। অশ্বত্থের অন্য অর্থ—ন শ্বঃ স্থাস্যতি ইতি অশ্বত্থঃ অর্থাৎ আগামীকল্য যাহা থাকিবে না, তাহাই অশ্বত্থ। সংসার অনিত্য, তথাপি ইহার নাশ নাই। যতদিন জীবের ভোগবাসনা আছে, ততদিন কর্ম্মপ্রভাবে ইহার অবস্থিতি। এজন্য 'অব্যয়' বলা হইয়াছে। কর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহার নাশ নাই। কর্ম্ম-প্রতিপাদক বেদবাক্য-সকলই ইহার পত্রস্বরূপ। যথা'—"স্বর্গায় অশ্বমেধং যজেত," "বায়ব্যাং শ্বেতমালভেত," "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্য-যাজিনঃ" অর্থাৎ স্বর্গের নিমিত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে—বায়ুকোণ হইতে শ্বেতবর্ণের পশু আনয়ন করিবে, তাহাকেই যজ্ঞে বলি দিবে—চাতুর্ম্মাস্যযাজীর অক্ষয় ফল লাভ হয়—বাক্যসকল ভোগের সমর্থক। বেদের মধুপুষ্পিত বাক্যে আকৃষ্টচিত্ত জনগণ এই-সকলেই মুগ্ধ। এই অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল ঊর্দ্ধদিকে ও শাখা অধোদিকে বিস্তৃত—ঊর্দ্ধে সত্যলোকে 'প্রধান' বীজ হইতে উত্থিত প্রথম উৎপাত্তরূপ মহত্তত্ত্বাত্মক চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার নিকট ইহার মূল। তথা হইতে ক্রমশঃ স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও মর্ত্ত্যলোকে দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবরাদি নানা-জন্মদ্বারা নানাদিকে শাখাসকল বিস্তৃত হইয়াছে। চতুর্ব্বর্গফলের আশ্রয়ত্বহেতু অশ্বত্থ উত্তম বৃক্ষ। ভক্তিপ্রাপ্তি-রূপ বিবেক অভাবে ইহার অব্যয়ত্ব কথিত। যিনি এই বৃক্ষের নশ্বরত্ব ও ছেদোপায় অবগত হইতে পারেন, তিনিই বেদজ্ঞ। এই বৃক্ষের কতকগুলি শাখা তমোগুণাশ্রয়ে অধোগামী (নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মাইয়া থাকে), কতগুলি রজোগুণাশ্রয়ে মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যরূপে জন্মাইয়া থাকে, আবার কতকগুলি সত্ত্বগুণাশ্রয়ে ঊর্দ্ধদিকে স্বর্গে দেবযোনি প্রাপ্ত হয়। সব শাখাই প্রকৃতির সত্ত্বাদিগুণত্রয়-রূপ জল-সেচনের দ্বারা পুষ্ট। জড়ীয় বিষয়-সকলই বৃক্ষের পল্লব-স্থানীয়—রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ও শব্দাদি বিষয় সকল চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া থাকে বলিয়া ঐ-সকল সুকোমল পল্লবের ন্যায়

মনোহর। আবার এই অশ্বত্থের কতকগুলি অবান্তর মূল অধোদিকে বিস্তৃত হইয়াছে। যেমন বটবৃক্ষের আগন্তুক মূলসকল শাখা হইতে নিঃসৃত হইয়া ভূমিতে প্রবেশ করিয়া বৃক্ষকে দৃঢ় করে, তদ্রূপ ভোগজনিত রাগ দ্বেষাদি-বাসনা ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবৃত্তিকারী বলিয়া উহা সংসার-বৃক্ষকে দৃঢ় করিয়া দেয়। কর্ম্মভূমি স্বরূপ এই মনুষ্যলোকে কর্ম্মহেতুমূলে পুনঃ পুনঃ অধো-ঊর্দ্ধে জন্ম-গ্রহণের সুযোগ ঘটায়। ইহার স্বরূপ এখানে অবগত হওয়া যায় না। ইহার আদি, অন্ত বা আশ্রয় দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু এই দৃঢ়মূল অশ্বত্থকে অসঙ্গ (অনাসক্তি)-রূপ শস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিয়া সেই ভগবানের পরমপদরূপ নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। তাহাতে অবস্থিত হইতে পারিলে আর এখানে আসিতে হয় না। সেই আদিপুরুষ হইতেই এই চিরন্তনী সংসার-প্রবৃত্তি প্রসূতা হইয়াছে। সেই আদিপুরুষের প্রপত্তি-ফলেই সংসারের নিবৃত্তি হইবে। প্রপত্তির উপায় বলিতেছেন,—অভিমান-হীন, মোহশূন্য, সঙ্গদোষ-জয়কারী, অধ্যাত্ম তত্ত্বালোচনাকারী, কামাদি-নিবৃত্ত, সুখ-দুঃখাদিরূপ দ্বন্দ্ব-ধর্ম্ম হইতে মুক্ত প্রপত্তিবিধিজ্ঞ ব্যক্তিসকল সেই অব্যয় পরমপদে গমন করিতে সমর্থ হন। সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি সেই অব্যয়-ধামকে প্রকাশ করিতে পারেন না, কিন্তু সেই জ্যোতির্ম্ময় বস্তুর আলোকে প্রভান্বিত হইয়াই সূর্য্যাদির আলোক জগৎকে প্রকাশ করে। অতঃপর জীবের সংসার-বন্ধনের হেতু কি তাহাই বলিতেছেন,—ভগবানের বিভিন্নাংশ জীব প্রকৃতিস্থিত মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে নিজ তত্ত্ববোধে বহন করিয়া থাকে। বায়ু যেমন পুষ্পকোষ হইতে গন্ধসকল অন্যত্র লইয়া যায়, তদ্রূপ ভোগাসক্ত জীব এক শরীর হইতে অন্য শরীরে গমনকালে পূর্ব্ব-শরীর-দ্বারা কৃত কর্ম্মের ফল, বাসনাসকল ও ইন্দ্রিয়াদি অন্য শরীরে লইয়া যায় এবং স্থূল-শরীর প্রাপ্ত হইয়া চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বগাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শাদি বিষয়-সকল উপভোগ করে। মূঢ় লোকগণ এই উৎক্রান্তি, স্থিতি বা গুণান্বিত (সুখ-দুঃখ-মোহ-দ্বারা অথবা ইন্দ্রিয়াদি-যুক্ত) হইয়া বিষয় ভোগ করিতে থাকিলেও তাহা অনুভবে অসমর্থ; কিন্তু বিবেকী পুরুষ জ্ঞানচক্ষুদ্বারা ইহার স্বরূপ দর্শন করিতে পারেন বলিয়া ইহাতে আসক্ত হন না।। যতমান যোগীসকল শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি উপায়-দ্বারা যত্নবান হইয়া শরীরে আত্মার অবস্থান অনুভব করিতে পারেন; আবার কেহ কেহ যত্নবান হইলেও অনির্ম্মল-চিত্তহেতু বিবেক উদয়ের অভাবে দর্শনে অসমর্থ হইয়া থাকেন। স্থিতপ্রজ্ঞ না হইলে চিত্তকে বশীভূত করা অসম্ভব।

জড় জগতে চিৎ-তত্ত্ব আলোচনা কি-প্রকারে হইতে পারে, তাহা জানাইতেছেন,—সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নিতে যে জগৎপ্রকাশক তেজ দেখা যায়, তাহা ভগবানেরই তেজ। তিনিই পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া নিজ শক্তিতে সমস্ত প্রাণীকে ধারণ করিয়া থাকেন তিনিই চন্দ্ররূপে ওষধি-সকলকে পুষ্ট করেন—প্রাণীদের শরীরে জঠরানলরূপে প্রাণাপানাদি বায়ুসংযোগে ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও চুষ্য চতুর্ব্বিদ ভোজ্যদ্রব্য পাক করেন। আবার তিনি সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত, তাঁহা হইতেই জীবের কর্ম্মানুসারে স্মৃতি, জ্ঞান ও তাহাদের অপগতি হইয়া থাকে। তিনি জীবের নিত্যমঙ্গল বিধানার্থ বেদ-বেদান্তাদি প্রকাশ করিয়াছেন এবং তিনি বেদ-বেদ্য ও বেদজ্ঞ।

জীব দ্বিবিধ—ক্ষর ও অক্ষর। সমস্ত বদ্ধজীবই ক্ষর, আর সদা একাবস্থাযুক্ত মুক্তজীব অক্ষর। এতদুভয়ের অতীতরূপে বর্ত্তমান ঈশ্বরই উত্তম পুরুষ। তিনি লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সকলের ভর্ত্তারূপে বিরাজিত। ক্ষর ও অক্ষর জীবের অতীত ও উৎকৃষ্ট বলিয়া তাঁহাকে 'পুরুষোত্তম' বলা হয়। সুতরাং জীবগণকে কখনই পুরুষোত্তম-শব্দে অভিহিত করা যায় না। ব্রহ্মবাদীর বিচার এস্থলে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত; যিনি এইপ্রকার বাদে মুগ্ধ হন না, তিনিই সচ্চিনানন্দ পুরুষোত্তমকে জানিতে পারেন। তিনিই সর্ব্বজ্ঞ হন এবং দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুরাদি সর্ব্বভাবে শ্রীভগবানকে ভজন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

এই পুরুষোত্তম যোগটীই গুহ্যতম যোগ। ইহার জ্ঞান লাভ হইলে বুদ্ধিমান জীব কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকেন। সংসারাসক্তি ছেদন করিয়া সাধু-সঙ্গে ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হইলে জীবের এই সৌভাগ্য ঘটে।

ষোড়শ অধ্যায়

পূর্ব্ব অধ্যায়ে সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের পরিচয় দিয়া শ্রীভগবান্ এক্ষণে সংসার-বৃক্ষের দুইটী ফলের কথা বর্ণনা করিতেছেন একটী ফল জীবের বন্ধক, অন্যটী মুক্তিজনক। এই জীব শুদ্ধসত্ত্বময় হইলেও বদ্ধ-দশায় তাহা গুণীভূত হইয়াছে। মায়ার গুণে বদ্ধ হওয়ায় জীবের প্রকৃতি দুই প্রকার হইয়াছে,—এক দৈবী প্রকৃতি, অপরটী আসুর প্রকৃতি। দৈবী প্রকৃতির জীবগণের মধ্যে ছাব্বিশটী গুণ আছে,—অভয় (ভয়শূন্যতা), সত্ত্বশুদ্ধি (চিত্ত-নির্ম্মলতা), জ্ঞানযোগ, দান, দম (বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম), যজ্ঞ, তপঃ, সরলতা, স্বাধ্যায় (বেদপাঠ), অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ,

শান্তি, পরনিন্দা-বর্জ্জন, প্রাণিগণে দয়া, অলোলুপতা (লোভশূন্যতা), মৃদুতা (কোমলত্ব), লজ্জা, অচঞ্চলতা, তেজ (তুচ্ছজন-অভিভাবকত্ব), ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, অদ্রোহ ও অনভিমানতা, এইগুলি চতুর্ব্বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম্ম। সন্ন্যাসীগণের—অভয়, মনের নির্ম্মলতা ও জ্ঞানযোগ (জ্ঞানোপায়ে পরিনিষ্ঠা); গৃহস্থগণের—দান (ন্যায়ার্জ্জিত অর্থের সৎপাত্রে যথাযোগ্য অর্পণ), বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম ও যজ্ঞ (বিহিত অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান); ব্রহ্মচারিগণের—বেদপাঠ ; বাণপ্রস্থের—তপস্যা। ব্রাহ্মণগণের—সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি (মনের সংযম), পরনিন্দা বর্জ্জন, প্রাণিগণে দয়া, নির্লোভতা, কোমলত্ব, বিকর্ম্মে লজ্জা ও (ব্যর্থক্রিয়া বিরহ) —এই ১২টী ; ক্ষত্রিয়গণের— তেজ (তুচ্ছজনগণের অভিভাবকত্ব), ক্ষমা (সামর্থসত্ত্বে নিজ-অসমান ব্যক্তির প্রতি ক্রোধের অনুদয়), ধৃতি (শরীর ও ইন্দ্রিয় অবসন্ন হইলেও অবসাদাভাব) বৈশ্যগণের—শৌচ (ব্যবসায়ে মিথ্যাদি রাহিত্য), অদ্রোহ (পরহিংসার অভাব); শূদ্রগণের—অনভিমানত্ব (নিজের পূজ্যত্ব-বুদ্ধির অভাব), বিভিন্ন বর্ণের জন্য কয়েকটি গুণ নির্দ্দিষ্ট হইলেও প্রায় সকলগুলিই বিপ্রাদি বর্ণে দৃষ্ট হয়।

অসুর প্রকৃতির লক্ষণ—দম্ভ (ধার্ম্মিকত্ব খ্যাপনার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান), দর্প (বিদ্যা-আভিজাত্যাদি-জনিত গর্ব্ব), অভিমান (নিজেকে শ্রেষ্ঠবুদ্ধি), ক্রোধ, রুক্ষভাষিত্ব এবং অজ্ঞান (কার্য্যাকার্য্যে বিবেকবুদ্ধির অভাব)।

দৈবীসম্পদগুলি মোক্ষের জনক, আর আসুর সম্পৎ বন্ধনের হেতু। জগতের সৃষ্টপ্রাণীদের মধ্যে এই দুইএর একটী অবশ্য থাকিবে। অসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিভেদ জানে না। শৌচ, আচার ও সত্য তাহাদের আদরের বস্তু নহে। তাহারা এই জগৎকে অসত্য আশ্রয়হীন, অনীশ্বর (জগৎসৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর নাই), প্রকৃতি-পুরুষসংযোগে ইহা উৎপন্ন হয় না বলিয়া থাকে। আবার কেহ বা বলিয়া থাকে, যদি কেহ ঈশ্বর থাকেন, তবে তিনি কামপরবশ হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ; অতএব আমাদের উপাসনার যোগ্য নহেন। এই প্রকার সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানহীন, অল্পবুদ্ধি ও উগ্রকর্ম্মা আসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ জগৎক্ষয়কর কার্য্যে প্রভাব বিস্তার করে। দুষ্পূর কামকে আশ্রয় করিয়া মোহবশতঃ দম্ভে, মান ও মদযুক্ত তাদৃশ ব্যক্তিগণ অশুচি-কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া (শ্মশান-সেবা ও মদ্য-মাংসাদি বিষয়ক ব্রতবিশিষ্ট হইয়া) কল্পিত দেবতা-আরাধনারূপ অশাস্ত্রীয় অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা প্রলয়-কালব্যাপী অপরিমেয়

চিন্তাকে আশ্রয়পূর্ব্বক কামের উপভোগকেই চরম কার্য্যরূপে সিদ্ধান্ত করিয়া শত শত আশাপাশে আবদ্ধ ও কাম-ক্রোধাদি-আবিষ্ট হইয়া অন্যায়রূপে কামভোগের জন্য অর্থ সঞ্চয় করে।

অজ্ঞানবশে তাহারা এইরূপ বলে—আমি অদ্য এই ধন লাভ করিলাম—আমার এই মনোরথ সিদ্ধ হইল—পুনরায় আমার এই ধন লাভ হইবে—আমি এই শত্রুকে নাশ করিলাম, আবার অন্যান্য শত্রুকেও শীঘ্রই বিনাশ করিব—আমি ঈশ্বর—আমি সিদ্ধ—আমি বলবান—আমি সুখী—আমি সম্পন্ন—আমি কুলীন—আমার ন্যায় আর কে আছে? আমি দান করিব, যাগ করিব ও স্ত্রীসম্ভোগ-আদিতে আনন্দ লাভ করিব। এইরূপ অনেক বিষয়ে বিভ্রান্তচিত্ত ও মোহজালে সমাবৃত হইয়া কামভোগে প্রসক্তচিত্ত ঐ ব্যক্তিগণ অশুচি নরকে পতিত হইয়া দুঃখ পায়। স্বয়ং নিজকে শ্রেষ্ঠ অভিমানকারী, অনম্র ও ধন-মান-মদান্বিত সেই ব্যক্তিগণ দম্ভের সহিত অবিধিপূর্ব্বক নামমাত্র যজ্ঞের যাজন করে। তাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশে নিজ ও পরদেহে অবস্থিত পরমেশ্বরকেও বিদ্বেষ করে এবং সাধুদের গুণে দোষারোপ করে। সেই বিদ্বেষী ক্রূর নরাধমগণ তাহাদের স্বভাবজনিত ক্রিয়াদ্বারা নিজেদের আসুর-স্বভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি করে। আসুরী যোনিতে অবস্থিত হইয়া সেই মূঢ়গণ ভগবানকে প্রাপ্ত হইতে না পারিয়া জন্মে জন্মে অধম গতি লাভ করিতে থাকে।

কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটি নরকের দ্বারস্বরূপ। অতএব এই তিনটিকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এই তিনপ্রকার তমোদ্বার হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্যগণ শ্রেয়ঃ আচরণ করিবে। তাহা হইলে পরম গতি লাভ হইবে।

যে-ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক কামাচারী হয়, সে সিদ্ধি-সুখ বা পরাগতি লাভে অসমর্থ। অতএব কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থায় শাস্ত্রই একমাত্র অবলম্বনীয়। শাস্ত্রবিধানোক্ত কার্য্য করাই সকলের কর্ত্তব্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৃষ্ণ কৈল বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু অন্তর্য্যামীরূপে আপনারে জানান।
"কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা" জীবের হয় জ্ঞান॥

তাৎপর্য্য এই যে, স্বতন্ত্রতাক্রমে ভগবৎসেবাবিমুখ হওয়াই বিশেষ অপরাধ ও দুর্গতিজনক। সেই জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি সাধুসঙ্গে শাস্ত্রজ্ঞান ও ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি লাভ করিয়া সংসার হইতে চিরমুক্ত হইতে পারেন ও ভগবৎ-সেবাসুখে কৃতার্থ হতে সমর্থ হন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের

সপ্তদশ বার্ষিক বিরহ-তিথি-বাসরে

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

হা হা মোর প্রভু শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান, কোথা তুমি গেছ চলে,
তোমারে হারায়ে আমার অন্তর বিরহ-আগুনে জ্বলে।
সতের বছর না হেরি তোমারে
কাঁদি অবিরত সকরুণ সুরে,
তোমার স্নেহের পরশ না পেয়ে ভাসি দু'টি আঁখিজলে।
জানি না আবার লুটাইব কবে তব রাঙ্গা পদতলে!
মাদৃশ পাপীর শত দোষ দেখি' ত্যজ নাই ঘৃণাভরে;
তোমার চরণে ঠাঁই দিলে মোরে অশেষ করুণা করে।
ভেবেছিনু আমি এ' ক্ষুদ্র জীবনে
তোমার চরণ সেবিব যতনে,
মোর সেই আশায় বজ্র হানিয়া সহসা লুকা'লে আড়ে।
তোমার চরণ-সেবা বিনা হায় বাঁচিব কেমন করে?
গৃহ ত্যজি' তুমি ত্যাগী হয়েছিলে শ্রীগুরু-সেবার তরে,
তোমার মতন শ্রীগুরুসেবক দেখি-নি অবনী' পরে।
মঠের জটিল অবস্থা দেখিলে
প্রভুপাদ তোমারে পাঠাতো সেইস্থানে,
তোমার সুন্যায্য বিচার সকলে মেনে নিত নত শিরে,
মঠের সদাচার রক্ষিলে তুমি অতীব যতন ভরে।
তুমি চিনেছিলে শ্রীপ্রভুপাদেরে, চেয়েছিলে তাঁর জয়!
গুরুর লাগিয়া সুকঠিন কাজে জীবনে করনি ভয়।
সর্ব বাধা-বিঘ্ন করি' উপেক্ষণ,
গুরু মনোঽভিষ্ট করিলে পূরণ,
শ্রীপ্রভুপাদের অনুচর বলি' দিলে নিজ পরিচয়;
তব গুরু-নিষ্ঠা এ' ক্ষুদ্র জীবের অনুভব-যোগ্য নয়।
শ্রীপ্রভুপাদের প্রেষ্ঠরূপে তুমি পরিচিত ছিলে সদা,
ভারতের বহু তীর্থে জনপদে প্রচারিলে হরিকথা।
বৈষ্ণব-সভাতে হ'লে সভাপতি,
সর্বত্র তোমার রটিল সুখ্যাতি,
তোমার চরণে পাষণ্ডগণও অবনত করে মাথা,
ভকতের হৃদে রবে যুগে যুগে তোমার আসন পাতা॥

'শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি' স্থাপন অমর কীর্ত্তি তব ;
তোমার আশীষে সারা বিশ্বে তাহা লভে মহান্ গৌরব।
মায়াবাদ-মত করি' ছারখার,
শিখা'লে সবারে গৌরবাণী সার,
পাষণ্ড দলন ও প্রেম-প্রচারণ, —তোমাতেই সম্ভব।
আজি তোমার বিরহে গৌড়ীয়াগণে করে হাহাকার রব।
কালের বিচারে পৃথিবীর বুকে সবই নশ্বর হয় ;
তব নাম কভু হয় নাকো ম্লান, —চির অনির্ব্বাণ রয়।
তুমি প্রভুপাদের মূর্ত্তবিগ্রহ,
বহাইলে সর্ব্বত্র ভক্তি-প্রবাহ,
তোমার প্রভাব ও বৈভব দেখি' সবাকার বিস্ময়।
সারা ভূ-ভারত তোমার চরণে, আজি নতজানু হয়!
তব লীলাকার্য্যে যাহা নির্দ্ধারিত তাহা শেষ যেইক্ষণে,
মোদের ত্যজিয়া গেলে নিত্যধামে শ্রীহরির আকর্ষণে।
শ্রীবামন গোস্বামীর সেবা দর্শনে
বরাবর তুমি সুখী ছিলে মনে
সেদিন তাঁহারে সঙ্ঘ-গুরুভার অর্পিলে সযতনে,
তিনি তদবধি তব নামকাম প্রচারিছে পূর্ণোদ্যমে।
তোমার প্রয়াণে বিরহের বান বহিছে ভুবন ভেদি',
কে কারে কহিবে সান্ত্বনাবাণী, —সবে কাঁদে দিবারাতি।
এ ভৌম প্রপঞ্চে আসিবে না আর
তাহা ভাবি, ব্যথা পাই বার বার,
এবে বৃদ্ধবয়সে যমদণ্ড স্মরি' হৃদয়ে উদিছে ভীতি।
তব কৃপা ছাড়া এ' মূঢ়মতির নাহি আর কোন গতি।
বিরহের ব্যথা জুড়াতে আজিকে স্মরি তব অবদান,
গৌড়ীয়-সমাজ ঋণী তব কাছে, গাহে তব জয়গান।
আচার্য্যদেবের আনুগত্যে থাকি'
তব গুণ যেন গাহি দিবারাতি,
মোর অন্তকালে তোমার চরণে দিও চিরতরে স্থান।
পুষ্পাঞ্জলি-সহ জানাই প্রণতি সঁপি' মোর মন-প্রাণ।

বিরহ-তিথিপূজা-বাসর
১১ই কার্ত্তিক, ১৩৯২

শ্রীগুরু-কৃপাপ্রার্থী—
শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩২৫ পৃষ্ঠার পর)

পদ্মপুরাণে শ্রীভগবান্ বলেছেন,—

কলেঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোঽহং মহীতলে।
ভাগরথীতটে রম্যে ভবিষ্যামি শচীসুতয়॥

আমি কলির প্রারম্ভে গৌরাঙ্গরূপে গঙ্গাতটে শচীপুত্র হয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হব।

ভবিষ্যপুরাণে,—

আনন্দাশ্রুকলা রোমহর্ষপূর্ণং তপোধন।
সর্ব্বে মামেব দ্রক্ষ্যন্তি কলৌ সন্ন্যাসি রূপিণম্॥

ভগবান্ বল্‌ছেন,—হে তপোধন! কলিকালে সকলে আমাকে প্রেমানন্দে বিহ্বল সন্ন্যাসরূপে দেখতে পাবে।

মৎস্যপুরাণে,—

মুণ্ডো গৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গস্ত্রিস্রোত স্তীর সম্ভবঃ।
দয়ালু কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলিযুগে॥

ভগবান্ বলেছেন,—আমি কলিযুগে গঙ্গাতটে সুদীর্ঘমূর্ত্তি গৌরাঙ্গরূপে প্রকটিত হ'য়ে জগতের প্রতি করুণাবশতঃ মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসিরূপে সকলকে যুগধর্ম্ম হরিনামকীর্ত্তন করাইব।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে ভগবদুক্তি,—

অহমেব কলৌ বিপ্র নিত্য প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥
দিবিজয়া ভুবি জখর্ব্বং জখর্ব্বং ভক্তরূপিণঃ।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতয়॥

ভগবান্ বল্‌ছেন,—হে বিপ্র, আমিই কলিকালে ভগবদ্ভক্তরূপে প্রচ্ছন্নমূর্ত্তিতে সকল লোককে নাম-প্রেম দান করতঃ রক্ষা করে থাকি।

হে দেবতাগণ! তোমরা সকলে শীঘ্র পৃথিবীতে ভক্তরূপে জন্মগ্রহণ কর। আমি কলিকালে শচীপুত্ররূপে প্রকটিত হ'য়ে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তক করব।

গরুড়পুরাণে,—

অহং পূর্ণঃ ভবিষ্যামি যুগসন্ধৌ বিশেষতঃ।
মায়াপুরে নবদ্বীপে ভবিষ্যামি শচীসুতয়॥

ভগবান্ বলিয়াছেন,—আমি যুগসন্ধিতে অর্থাৎ কলির প্রারম্ভে শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুরে শচীনন্দন গৌরাঙ্গরূপে স্বয়ং পূর্ণস্বরূপে প্রকটিত হইব।

বায়ুপুরাণে ভগবান্ বলেছেন,—

দিবিজয়া ভুবি জায়র্ব্বং জায়র্ব্বং ভক্তরূপিণঃ।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতং॥
পৌর্ণমাস্যাং ফাল্গুনস্য ফল্গুনীনক্ষত্রযোগতঃ।
ভবিষ্যে গৌররূপেণ শচীগর্ভে পুরন্দরাৎ॥

হে দেবগণ! তোমরা ভক্তরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কর। আমি এই কলিকালে শচীপুত্ররূপে আবির্ভূত হয়ে নিজে আচরণপূর্ব্বক জীবগকে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন করাইব।

আমি ফাল্গুনী পুর্ণিমা তিথিতে পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে মিশ্র পুরন্দর শ্রীজগন্নাথের গৃহে শচীগর্ভে গৌররূপে আবির্ভূত হ'ব।

ঊর্দ্ধাম্নায় তন্ত্রে দেখিতে পাই,—

"মায়াপুরে মহেশানি পরমেকং শচীসুতঃ।"

শ্রীশিবজী পার্ব্বতীদেবীকে বল্‌ছেন,—হে পার্ব্বতি, ভগবান্ শ্রীহরি একবার নবদ্বীপ মায়াপুরে শচীপুত্ররূপে প্রকটিত হবেন।

কপিল তন্ত্রেও আছে,—

জম্বুদ্বীপে কলৌ ঘোরে মায়াপুরে দ্বিজালয়ে।
জনিত্বা পার্ষদৈঃ সার্দ্ধং কীর্ত্তনঃ কারয়িষ্যতি॥

ভগবান শ্রীহরি ঘোর কলিকালে জম্বুদ্বীপে ভারবর্ষে শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুরে ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া পার্ষদগণের সহিত জীবগণকে হরি-নাম সঙ্কীর্ত্তন করাইবেন।

বেদপুরাণ, উপনিষদ, তন্ত্র প্রভৃতি সকল শাস্ত্র স্বয়ং ভগবানের কলি-কালে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হইবার কথা সুস্পষ্টরূপে আরও বর্ণিত হয়েছে। প্রবন্ধ বিস্তৃতি ভয়ে সে-সব প্রমাণ উল্লেখ করিতে আমরা ক্ষান্ত থাকিলাম। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলেছেন,—

ভাগবত, ভারতশাস্ত্র আগম পুরাণ।
চৈতন্যকৃষ্ণ অবতারের প্রকট প্রমাণ॥
প্রত্যক্ষে দেখহ নানা প্রকট প্রভাব।
অলৌকিক কর্ম্ম অলৌকিক অনুভাব॥

দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলুকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৩।৮৩-৮৫)

এখন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা অবলম্বনে মহাপ্রভুর শিক্ষা-সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করতঃ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

মহাপ্রভুর শিক্ষা গীতা-ভাগবতের শিক্ষা, বেদের সারশিক্ষা, মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব শিক্ষা আলোচনা করলে অন্যান্য যাবতীয় শিক্ষার অকিঞ্চিৎকরতা অবশ্যই উপলব্ধি হইবে। মহাপ্রভুর শিক্ষা বিশ্বজনীন শিক্ষা। সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে সকলের একমাত্র আচরণীয় শিক্ষা। বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও প্রকৃত বিশ্বশান্তি মহাপ্রভুর শিক্ষাতেই প্রতিষ্ঠিত। নিখিল শাস্ত্রের সার-শিক্ষাই মহাপ্রভুর শিক্ষা। পারমার্থিক জগতের গূঢ়রহস্য মহাপ্রভু কৃপাপূর্ব্বক জগৎকে জানিয়েছেন। মহাপ্রভু বলেছেন,—জীব, জগৎ ও সকলের কর্ত্তা ভগবান্। এই তিনটী তত্ত্ব ও এই তিনটীর পরস্পর সম্পর্ক কি ?—ইহা আলোচিত হওয়া দরকার। জীব আমরা কে ? এই জড়জগৎ বা কি ? এবং এই সকলের নিয়ামক ভগবানই বা কে এবং এই তিনটীর পরস্পর সম্বন্ধ কি ?—ইহারই নাম সম্বন্ধ-জ্ঞান। জীব আমাদের দুঃখত্রাতা কেন হল এবং ইহা হইতে নিষ্কৃতির প্রকৃষ্ট উপায় কি ? এবং আনন্দের ভিখারী আমরা আমাদের আনন্দের পরাকাষ্ঠা কোথায় ? এই সকল কথা শাস্ত্র-প্রমাণমূলে সুমীমাংসা হওয়া প্রয়োজন।

এ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছন,—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
কৃষ্ণের অনন্তশক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম॥
অন্তরঙ্গা-বহিরঙ্গা-তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সভার উপরে॥
কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়য়॥

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥
বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ, ভক্তি প্রাপ্তের সাধন॥
অভিধেয় নাম ভক্তি, প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন॥ (চৈঃ চঃ)

শ্রীকৃষ্ণই জীব ও জগৎশক্তি, চরাচর সকল জগতের কর্ত্তা ভগবান্। ভগবান্ শক্তিমান, তিনি অনন্ত শক্তিশালী। চরাচর চেতন, অচেতন সবই তার শক্তি। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ। তাঁহার সঙ্গেই আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ, তিনিই সকলের উপাস্য বা আরাধ্য দেবতা, পিতা, রক্ষক, পালক। কৃষ্ণই জগদীশ্বর, সকল দেবতার ঈশ্বর সকলের মূল। তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, অনাদি এবং সকলের একমাত্র আদি। তিনি অচিন্ত্য শক্তিশালী। কৃষ্ণ সকল কারণের কারণ। কৃষ্ণ সকল অবতারের অবতারী। তাঁহা হইতে সকল অবতারগণ প্রকাশিত। রাম-নৃসিংহ প্রভৃতি অবতারগণ কেহ বা অংশের অংশ, তিনি কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ মূল-তত্ত্ব। ব্রহ্ম কৃষ্ণের অঙ্গকান্তিস্বরূপ অসম্যক্ প্রকাশ। পরমাত্মা তাঁহার আংশিক প্রকাশ। তিনি পূর্ণপ্রকাশ স্বয়ংপ্রকাশ। নারায়ণ কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি বা বিলাস-মূর্ত্তি। কৃষ্ণ পরম মাধুর্য্য-বিগ্রহ। তিনি সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বরসময় স্নেহের সমুদ্র—করুণামূর্ত্তি।

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিন শক্তি প্রধান—চিচ্ছক্তিশক্তি বা অন্তরঙ্গাশক্তি, বহিরঙ্গাশক্তি বা মায়াশক্তি, তটস্থাশক্তি বা জীবশক্তি। চিচ্ছক্তি বা অন্তরঙ্গাশক্তি হইতে বৈকুণ্ঠ, গোলোক, বৃন্দাবন ও তত্রস্থ সকল উপকরণ ও পার্ষদগণ প্রকাশিত। বহিরঙ্গাশক্তি বা মায়াশক্তি হইতে এই অনিত্য জগৎ উদ্ভূত। জীব আমরা—ভগবানের তটস্থা শক্তি।

অণুস্বতন্ত্র জীব চিজ্জগৎ ও মায়িক জগতের মধ্যবর্ত্তী সীমায় অবস্থিত। এই উভয় জগতের সহিত সম্বন্ধ রাখিবার যোগ্যতা জীবের আছে বলিয়া জীব তটস্থা শক্তি। জীব পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র ভগবানের অণুচিত অংশ। সেই-হেতু পূর্ণবস্তুর গুণ অণু-অংশে জীবের মধ্যে আছে। কৃষ্ণের পরিপূর্ণ স্বতন্ত্রতা আছে, আর জীবের পরিচ্ছন্ন বা অণু স্বতন্ত্রতা আছে। জীব যখন তাহার স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করতঃ কৃষ্ণোন্মুখ হইল তখনই সে সুখে থাকিল।

আর ভগবানকে ভুলিয়া যখনই ভোগোন্মুখ হইল তখনই সে দুঃখে পড়িল। তখনই মায়া তাহাকে সংসাররূপ কারাক্ষেত্রে নানাবিধ দুঃখ-তাপ প্রদান করে। জীবের স্বতন্ত্রতা আছে বলিয়াই সে ভগবানের সেবার দিকে যাইতে পারে, আবার ভোগের দিকেও যাইতে পারে। এই জন্যই জীবকে তটস্থা শক্তি বলে। তটস্থ-অবস্থায় জীব থাকিতে পারে না। হয় জীব মায়ার দিকে, না হয় ভগবানের দিকে যেতে বাধ্য।

আমরা জীব কৃষ্ণের শক্তি হেতু কৃষ্ণের অধীন—কৃষ্ণের সেবক, কৃষ্ণের দাস। শক্তি চিরকালই শক্তিমানের অধীন। শক্তি শক্তিমানের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-বিশিষ্ট।

ভগবানের সহিত জীবের ভেদাভেদ সম্বন্ধ। ভগবান্ নিত্য শুদ্ধ চেতনময় বস্তু, আমরাও নিত্যশুদ্ধ চেতন। ভগবানের সঙ্গে জীবের এই হল অভেদ। কৃষ্ণ মায়ার অধীশ্বর, জীব মায়ার বশ্য-যোগ্য। কৃষ্ণ বিভু চেতন আর জীব অণুচেতন, কৃষ্ণ পূর্ণ স্বতন্ত্র আর জীব অণুস্বতন্ত্র। কৃষ্ণ প্রভু, জীব আমরা তাঁহার নিত্যদাস—এই হল ভগবানের সহিত জীবের ভেদ। ইহাকেই বলে ভেদাভেদ সম্বন্ধ।

জীব স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করে নিত্য পিতা পরমানন্দ ঘনমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে ভুলার দরুণ বহিরঙ্গাশক্তি মায়া এই সংসার-কারাগারে জীবকে কষ্ট দিচ্ছে। এখন এই দুঃখ-কষ্ট-তাপ হইতে নিষ্কৃতির উপায় কি? মহাপ্রভু বলেছেন,— "সাধুশাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়। সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়য়॥ (চৈঃ চঃ)" সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে ভাগ্যবশে যদি ভক্তের সঙ্গ হয় তাহলে জীব ভক্তসঙ্গ-প্রভাবে কৃষ্ণের দিকে উন্মুখ হয়ে কৃষ্ণভক্ত গুরুর আশ্রয়ে কৃষ্ণভজন করে উদ্ধার লাভ করে। ভক্ত শাস্ত্র-কথাকেই বলেন। তা'হলে আমাদের সাধনা বা উপাসনা কি? উপাসনা হল ভজন বা ভক্তি। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তিযোগ। গীতায় ভক্তিকে সর্ব্বগুহ্যতম পরম সাধন বলা হয়েছে।

কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রীতি বা প্রেমই জীবের চরম ও পরম প্রয়োজন। প্রেমের দ্বারাই আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তি হয় বলিয়া প্রেমসেবাতেই আনন্দের বা সুখের পরাকাষ্ঠা বিদ্যমান। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজের বিরহ-মহোৎসবে

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৬৮ পৃষ্ঠার পর)

একদিন এইখানে মন্দিরের কার্য্য দেখিয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—আপনি এই যে-সব চাক্‌চিক্য করিতেছেন ইহার তাৎপর্য্য কি ? তিনি বলেন, আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না ? তিনি বরাবর আমাকে 'তুমি তুমি' বলিয়া স্নেহ-সম্বোধন করিতেন ; কিন্তু আমার সন্ন্যাস-গ্রহণের পর যখনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি, তখনই তিনি আমাকে 'আপনি' সম্বোধন করিতেন। আমি ঐরূপ সম্বোধনে আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলাম,—"বৈষ্ণবের নিকট সম্মানসূচক বাক্য বা প্রশংসাবাদ শুনিতে চাই, তাহাতে আমার অমঙ্গল হইবে।" তিনি বলিলেন, মর্য্যাদা বলিয়া একটী জিনিষ আছে।' যিনি বরাবর 'তুমি তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিয়া আসিয়াছেন, তিনি এখন তাঁহার শিষ্যোপম ব্যক্তিকে "আপনি আপনি"' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। ইহা বৈষ্ণবের —অমানী-মানদ-ধর্ম্ম। আশ্চর্য্য লাগে, বৈষ্ণব কিরূপ অকিঞ্চন, নিষ্কিঞ্চন। আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদও মঠের বাল-ব্রহ্মচারিগণকে 'আপনি আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। খুব অল্প সংখ্যক ব্যক্তিকেই তিনি 'তুমি তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের নিমি-নবযোগেন্দ্র-সংবাদ আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, নিমিরাজ প্রশ্ন করিবার পর বিবেচনা করিতেছেন, আমার প্রশ্ন করিবার রীতি ঠিক আছে কিনা ? যে আদব-কায়দা (etiquette) লইয়া প্রশ্ন করা দরকার, আমি বোধ হয় তাহা রক্ষা করিতে পারি নাই ; তজ্জন্য পুনরায় তাহা সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমে তিনি জানিতে চাহিয়াছেন, আমাকে কৃপাপূর্ব্বক ভাগবত-ধর্ম্ম কথা বলুন,—

ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত যদি নঃ শ্রুতয়ে ক্ষমম্।
যৈঃ প্রসন্ন প্রপন্নায় দাস্যত্যাত্মনমস্যজঃ ॥ (ভাঃ ১১।২।৩১)

যে ভাগবত-ধর্ম্ম আলোচনা করিলে অজ ভগবান্ সন্তুষ্ট হন, আমি তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করি। আমার ভয় হইতেছে, আমি বোধ হয়

যথাযথ আদব-কায়দা রক্ষাপূর্ব্বক প্রশ্ন করিতে পারি নাই। আমি যদি ভুলবশতঃ অনধিকার-চর্চ্চা করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাকে ক্ষমা করুন, আমার ধৃষ্টতা মাপ করুন। শ্রীভাগবত কিরূপ সুন্দর 'এটিকেট' শিক্ষা দিতেছেন। আমার তখনই কোনরূপ প্রশ্ন করিবার অধিকার আসিবে, যখন আমি তিনটি সদ্‌গুণের অধিকারী হইব। এবিষয়ে গীতা বলেন, —

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ (গীঃ ৪।৩৪)

তত্ত্বদর্শী সদ্‌গুরু তখনই উপদেশ করিবেন, যখন তিনি এই তিনটি সল্লক্ষণই শিষ্যের মধ্যে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি বা প্রশ্নকারী ব্যক্তির মধ্যে দেখিতে পাইবেন।—(১) প্রণিপাত—আমি জানিনা, বুঝিনা, আমাকে দয়া করিয়া বলুন; (২) পরিপ্রশ্ন—আমি জানিব, শিখিব, বুঝিব এইরূপ ভাব; (৩) সেবা—সেবাবৃত্তি। এই তিনটি সদ্‌গুণ যদি থাকে তাহা হইলে আমি প্রশ্নের উত্তর পাইবার বাস্তব অধিকারী।

প্রাকৃত বস্তু দিবার জন্য সাধু-মহাপুরুষগণ এ জগতে আসেন না। যখন প্রশ্ন করিয়াছিলাম যে, আপনি এখানে এত খরচ-খরচা করিয়া এইসব মূর্ত্তি প্রকাশ করিতেছেন কেন? শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের সময়ে প্রথমদিকে তাঁহার লোক-সংগ্রহের প্রয়োজন ছিল—মঠ-মিশন চালাইবার জন্য যোগ্যতা-সম্পন্ন লোকের দরকার। কিন্তু আপনি ত অনেক কিছু করিতেছেন, ইহাও লোক সংগ্রহের জন্য? তাহার উত্তরে তিনি জানান—শ্রীমন্মহাপ্রভু ও ষড়্‌গোস্বামী যাহা বলিয়াছেন তাহা কাহারও মাথায় প্রবেশ করে নাই। সেইকথা পরিষ্কারভাবে জানাইবার জন্য পরবর্ত্তিকালে আচার্য্যগণ—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ ইত্যাদি আসিয়াছেন। জন-সাধারণ ইঁহার ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে না পারিয়া বঞ্চিতই হইয়াছেন। আমি চিন্তা করিতেছি, দুনিয়ার মানুষ যখন দুনিয়াদারীই ভালবাসেন, বাহিরের চাকচিক্যই বেশী পছন্দ করেন. আমি সেই চাকচিক্যই রক্ষাপূর্ব্বক ভগবল্লীলাসমূহ শ্রীমূর্ত্তিপ্রকাশের মাধ্যমেই উহাদিগকে শিক্ষা দিয়া যাইব। ইহার দ্বারাই ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীই প্রকাশিত ও প্রচারিত হইবে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন,—"টাকা-পয়সা যদি বেশী জমে, তাহা হইলে অধিক গণ্ড-গোল-ঝগড়া-বিবাদ-বিসম্বাদ দেখা দিতে পারে।" গুরুসেবৈকনিষ্ঠ ভক্ত—

অকিঞ্চন হইলেও সর্ব্বসমর্থ। তাহার প্রমাণ শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ। তিনি কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় মিশন হইতে বাহির হইয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু পরবর্ত্তিকালে বিরাটভাবে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও মঠ মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দুনিয়ার লোক যাহা দেখিতে চায় আমি টাকা-পয়সা খরচ করিয়া তাহা করিয়া দিয়া যাইব, যদিও ইহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ভাগবতধর্ম্ম বা সিদ্ধান্তবাণী-প্রচার।

আমরা যখন অ-আ, ক-খ শিখিয়াছিলাম, তখন উহা শিখিতে আমাদের ছড়াগান প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু এখন শিশুগণকে অ-আ, ক-খ ইত্যাদি ছড়াগানের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। তাহারা গল্প-গুজবের প্রতি এতটা আসক্ত হইয়াছে, নীতি-আদর্শ কিরূপে শিখিবে? তত্ত্বদর্শন বুঝাইবার জন্যই শাস্ত্রে আখ্যান-উপাখ্যানের অবতারণা। কিন্তু সেই তত্ত্বদর্শন কেহই বুঝিতে চেষ্টা করেন না। কেবল গল্পটা আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন। শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ জগতে কেন আসিয়াছিলেন, কি শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা জগতের লোক কেহই অনুসন্ধানে প্রবৃত্তিলাভ করেন নাই। আমি তাঁহার বাণীসকল মন্দির-গাত্রে লিখিয়া রাখিয়া যাইব, যদি কাহারও ধৈর্য্য এবং শ্রদ্ধা থাকে, বুঝিবার চেষ্টা করিবেন। "হরিকথা শুনিলেই সন্দেহ আসে।" তত্ত্বদর্শন আপাত-বিরোধজনক ও হতবুদ্ধিকর, উহাতে বিদ্রোহ-ঘোষণাকারী চিন্তাধারার স্থান নাই। দুনিয়াদারীর যে দুশ্চিন্তা ও অশান্তি লইয়া আমরা কষ্ট পাইতেছি তাহাকে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত করিয়া যাহা নিত্যকাল শান্তি প্রদান করে, তাহাই হরিকথা বা ভগবৎকথা। সেই দুর্লভ বস্তু গ্রহণের কাহারও বাস্তব প্রচেষ্টা নাই। যদি বলা যায়, অখিল-লোকশিক্ষক শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর অসীম ক্ষমতা—তিনি স্বয়ং ভগবান্, সেই ক্ষমতা ত আর সকলের নাই; আমাদের দুর্ব্বল-অবস্থা বুঝিয়া তদনুরূপ সহজ-সরল ব্যবস্থা দিতে হইবে।

সাধু-মহাপুরুষগণের চরিত্রে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়,—'বজ্রাদপি কঠোরাণি, মৃদূনি কুসুমাদপি।' বজ্রের ন্যায় কঠোর কোথায়? —যেখানে অসিদ্ধান্ত-কুসিদ্ধান্ত, সেখানে ঘোরতর প্রতিবাদ। আবার কুসুমের ন্যায় কোমল কোথায়? যেখানে কেহ যথাযথভাবে সাধন-ভজনের পথ অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন, শাস্ত্র-সিদ্ধান্তানুসারে জীবনযাত্রা অতিবাহিত হইতেছে, তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিয়া বলিতেছেন,—বেশ বেশ,

তুমি যেরূপ করিতেছ ঐরূপ সকলকে বল ও শিক্ষা দাও। শ্রীল মহারাজ তাঁহার চিন্তাধারার মাধ্যমে ঠিক এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন।

অস্মদীয় গুরুপাদপদ্মের সহিত তাঁহার যে কি একটা অদ্ভুত ধরম-মরম ও নিগূঢ় শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল, তাহার কিছুটা হৃদয়ঙ্গমের চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু আপনাদিগকে তাহা আমি বুঝাইতে অক্ষম। যখন আমাদের শ্রীল গুরুমহারাজ অসুস্থ অবস্থায় ৩৩/২ বোসপাড়া লেনে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শ্রীল সিদ্ধান্তী মহারাজ তাঁহার গাড়ীতে করিয়া প্রায়ই প্রচুর ফল ইত্যাদি লইয়া সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। তখন তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কি কথা আলোচনা হইত, তাহা বুঝিতে পারিতাম না দেখিতাম দুজনেই কাঁদিতেছেন। শ্রদ্ধায় বলুন, স্নেহেই বলুন, মমতায় বলুন, এই পরিবেশ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। শ্রীল গুরু-মহারাজের দেহরক্ষার পূর্ব্বেও তিনি প্রায়ই তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন; শ্রীল গুরুমহারাজের দেহরক্ষার সংবাদ পাইবামাত্র তিনি নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ছুটিয়া আসেন। কাঁদিতে কাঁদিতে সমাধি-প্রদানাদি সমস্ত করণীয় কার্য্য নিজহস্তে সম্পন্ন করিয়াছেন; সম্বন্ধ হইলে মিলন হইলে, তবেই ক্রন্দন বা বিরহ; যাঁহার সম্বন্ধ-জ্ঞানই নাই—স্নেহ-মমতা নাই, তাঁহার কান্না আসিবে কেন? মিলনেই বিপ্রলম্ভ বা বিরহ স্বাভাবিক। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব আমাদের বিশেষ আলোচ্য বিষয়।

শ্রীল সিদ্ধান্তী মহারাজ বৃহৎমৃদঙ্গের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া শ্রীউদ্ধব-সংবাদ, শ্রীকিরণ-বিন্দুকণা, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (শ্রীবিশ্বনাথ, বলদেব-টীকাসহ), উপনিষদাবলী (গৌড়ীয় ব্যাখ্যাসহ), শ্রীবেদান্তদর্শন (শ্রীবলদেব-ভাষ্যসহ) প্রভৃতি মৌলিক গ্রন্থাদি প্রকাশ ও প্রচার করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ বিধান করিয়াছেন।

আমার পরে বহু বক্তা রহিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের প্রতি আর্ত্তিজ্ঞাপন ও বিরহ-কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিবেন। আমি অধিক সময় লইতে চাহি না; এইখানেই আমার বক্তব্য সমাপন করিতেছি।

বাঞ্ছা-কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

—সংগ্রাহক, শ্রীসত্যরাজ ব্রহ্মচারী, বি. কম্

৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও
উর্জ্জব্রত-পালন

"প্রদক্ষিণঞ্চ বৈ কুর্য্যাৎ কার্ত্তিকেয় বিষ্ণুসদ্মনি।
বিষ্ণোঃ পূজাকথা বিষ্ণোর্বৈষ্ণবানাঞ্চ দর্শনম্॥
নগৃহে কার্ত্তিকে কুর্য্যাদ্বিশেষেণ তু কার্ত্তিকম্।
তীর্থে তু কার্ত্তিকীং কুর্য্যাৎ সর্ব্বযত্নেন ভাবিনী॥"
"গৌর আমার যে-স্থান সব করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ি ভকত-সঙ্গে॥"

অর্থাৎ কার্ত্তিকমাসে (উর্জ্জব্রতকালে) ভগবানের লীলাস্থলী, শ্রীবিষ্ণু-মন্দির পরিক্রমা করিলে, ভগবদর্চ্চন বিধান, ভগবানের লীলাকথা শ্রবণ এবং বৈষ্ণব দর্শন করিবে। কার্ত্তিকমাসে বিশেষ করিয়া কার্ত্তিকব্রত নিয়মসেবা গৃহে করিবে না; সর্ব্বপ্রকার যত্নসহকারে মথুরা প্রভৃতি তীর্থে কার্ত্তিকব্রত পালন করিবে। আরো বিশেষ করিয়া শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শচীনন্দন গৌরহরি যে-সকল স্থানে মহারঙ্গ-সহকারে ভ্রমণ করিয়াছেন আমিও সেই-স্থান প্রণয়ি ভক্তসঙ্গে দর্শন করিব।"

উপরিউক্ত সাত্বত-বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বাণী মস্তকে ধারণ করিয়া পরমারাধ্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের পদাঙ্কানুসরণ করত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি অদ্যাবধি প্রতি বৎসরেই কার্ত্তিকমাসে শ্রীদামোদরব্রত পালনোপলক্ষে শ্রীভগবৎ ও শ্রীভাগবতধাম-পরিক্রমার ব্যবস্থা করিয়া জীবগণের পারমার্থিক কল্যাণলাভে সাহায্য করিয়া থাকেন। এবৎসরও সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের অধ্যক্ষতায় ও সমিতির সহ-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের পরিচালনায় ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার আয়োজন করিয়া শ্রদ্ধালু জনসাধারণকে ভক্ত্যানুখী সুকৃতি অর্জ্জনের সুবর্ণ সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

এই পরিক্রমায় সমিতির সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, খড়্গপুরস্থ (মেদিনীপুর) শ্রীগৌরবাণী বিনোদ আশ্রমের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজ, সমিতির সহ-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, সমিতির সাধারণ সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত

বিষ্ণু মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিগ্রহ আশ্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পদ্মনাভ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মঙ্গল মহারাজ, শ্রীকানাইলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীশেষশায়ী ব্রহ্মচারী ও শ্রীকমলাপতি ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ১০জন সন্ন্যাসী, ৫৪ জন ব্রহ্মচারী ও প্রায় ২৫০ জন গৃহস্থভক্ত পুরুষ ও মহিলা নির্ব্বিশেষে যোগদান করিয়াছিলেন। এই পরিক্রমার বৈশিষ্ট্য এই যে— ইহাতে পূজ্যপাদ মহারাজগণ প্রচুর সারগর্ভ বীর্য্যবতী হরিকথা পরিবেশন করিয়া যাত্রীগণের বিশেষ কল্যাণ-বিধান করিয়াছেন।

এই কার্ত্তিকব্রত নিয়মসেবায় পূজ্যপাদ সভাপতি মহারাজ ইং ৪।১১।৮৫ তারিখ হইতে ১৪.১১.৮৫ তারিখ পর্য্যন্ত প্রতিদিন অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের মাধ্যমে ভক্তিবিরুদ্ধ আধুনিক মতবাদসমূহ, তথাকথিত জড়-কর্ম্মবাদ এবং ভোগবাদের বিচারসমূহের শাস্ত্রীয় প্রণাম এবং সদ্যুক্তিমূলে খণ্ডন করতঃ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের স্থাপনা করিতেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজ, সন্ধ্যারতি-কীর্ত্তনাদির পর রাত্রিকালে শ্রীমদ্ভাগবতের এক-একটি প্রসঙ্গ লইয়া গুরুতত্ত্ব, বৈষ্ণবতত্ত্ব, গৌরতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, বৈধী এবং রাগানুগাভক্তিতত্ত্ব এবং বিশেষ করিয়া ব্রজরসের সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বিচার পরিবেশন করিয়া সকল শ্রোতাগণকে মুগ্ধ করিয়া দিতেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ তাঁহার স্বভাব-সুলভ বৈদান্তিক বিচারের মাধ্যমে ভক্তিসিদ্ধান্তসমূহের পরিবেশন-দ্বারা প্রবুদ্ধ এবং বিচারপ্রিয় শ্রোতাগণকে চমৎকৃত করিতেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ মঙ্গলারতি-কীর্ত্তনের পর পর্য্যায়ক্রমে শ্রীদামোদরাষ্টক, শিক্ষাষ্টক, শ্রীমনঃশিক্ষা ও উপদেশামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যার দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দকে ভাববিভোর করিয়া দিতেন। এতদ্ব্যতীত ব্রজমণ্ডল পরিক্রমাকালে যে-যে লীলাস্থলীতে যাত্রীগণ উপস্থিত হইতেন তিনি সে-স্থানের মাহাত্ম্য বর্ণন-প্রসঙ্গে তৎসম্বন্ধিত লীলাকথা এবং তাহার গূঢ়রহস্য এমনভাবে ভাবমগ্ন হইয়া বর্ণন করিতেন যাহাতে যাত্রীগণ ভাববিভোর হইয়া উঠিতেন।

পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয়, অরুণাচলপ্রদেশ প্রভৃতি স্থান হইতে যাত্রীরা শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইলে ২৮ অক্টোবর শারদীয়া পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় পরমারাধ্য শ্রীল গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের সপ্তদশবর্ষ-পূর্ত্তি বিরহ-মহোৎসব পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজের অধ্যক্ষতায় সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল। তাহাতে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিগ্রহ আশ্রম মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবেদান্ত পদ্মনাভ মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ (বৃন্দাবনের) শ্রীমৎ পুরী মহারাজ এবং সর্ব্বশেষে সভাপতি-মহারাজ শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত জীবন-চরিত্র এবং তাঁহার উপদেশাদি বিষয়ে বিদ্বৎপূর্ণ বিচারের মাধ্যমে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। তৎপশ্চাৎ উপস্থিত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, যাত্রীগণ এবং উপস্থিত প্রায় পাঁচশত সজ্জনগণকে বিবিধপ্রকারে সুস্বাদু মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত কার্য্যক্রমানুসারে পরিক্রমা-পার্টি নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভা-যাত্রাসহ মথুরায় শ্রীযমুনার প্রসিদ্ধ বিশ্রামঘাটে স্নান করিয়া ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও কার্ত্তিকব্রত পালনের সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন।

৩০শে অক্টোবর—পরিক্রমা-পার্টি সঙ্কীর্ত্তন ও বিরাট শোভাযাত্রাসহ মথুরার পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা সম্পন্ন করেন। পথে শিবতাল কঙ্কালীদেবী (মহামায়া) যিনি কংসের হাত ফসকাইয়া অষ্টভুজা দুর্গারূপ ধারণ করিয়াছিলেন। বলভদ্রকুণ্ড, বলদেব, নৃসিংহদেব বদ্রীনাথ, ভূতেশ্বর মহাদেব, পাতালদেবী, পোতরাকুণ্ড (পুত্রদাকুণ্ড), আদিকেশব, শ্রীকৃষ্ণের-জন্মভূমি, মহাবিদ্যাদেবী, অম্বিকাদেবী, সরস্বতীকুণ্ড, চামুণ্ডাদেবী, রজক-বধটিলা, গোকর্ণেশ্বর মহাদেব, অম্বরীষটিলা, চক্রতীর্থ, কৃষ্ণগঙ্গা, সোমতীর্থ, বৈকুণ্ঠ-ঘাট, বসুদেবঘাট, মণিকর্ণিকাঘাট, অবিমুক্ততীর্থ, বিশ্রামঘাট, গুহ্যতীর্থ, পিপ্পলেশ্বর মহাদেব, প্রয়াগতীর্থ, কনখল, তিন্দুকতীর্থ, সূর্য্যতীর্থ, বটস্বামী-তীর্থ, ধ্রুবতীর্থ, ধ্রুবটিলা, ঋষিতীর্থ, মোক্ষতীর্থ, সপ্তর্ষিটিলা, বলি মহারাজের স্থান, অক্রূরভবন, কুব্জামহল, রঙ্গেশ্বর মহাদেব, কংসটিলা (কংসবধস্থান) প্রভৃতি স্থান দর্শন করান হয়।

৩১শে অক্টোবর—মথুরার অন্তর্গৃহী পরিক্রমান্তে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-স্থল (জন্মভুমি), দীর্ঘবিষ্ণু, মথুরাদেবী এবং পদ্মনাভ দর্শন ও পরিক্রমা করিয়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করা হইল। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মভূমি—কংস-কারাগারে যেখানে দেবকী ও বসুদেবের সমক্ষে বাসুদেবকৃষ্ণ চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং মহামায়া অষ্টভূজা দুর্গারূপে যেখানে কংসকে দেবকীর অষ্টমগর্ভের জন্ম হইবার কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দীর্ঘবিষ্ণু—কৃষ্ণের ব্রজসখাগণ কৃষ্ণের সহিত মথুরা উপস্থিত হইলে কৃষ্ণের সুকুমার এবং কিশোররূপ দর্শন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, কৃষ্ণ মহাবলবান কংসকে কি প্রকারে বধ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা অবগত হইয়া যে দীর্ঘ চতুর্ভুজ শ্রীবিগ্রহ সখাগণকে দেখাইয়া তাহাদের সংশয় দূর করিয়াছিলেন তাহাই শ্রীদীর্ঘবিষ্ণু, তাহা ভরতপুর গেটের নিকট মনোহরপুর মহল্লায় অবস্থিত।

মথুরাদেবী—দীর্ঘবিষ্ণু শ্রীমন্দিরের নিকটে পূর্ব্বদিকে মথুরাধামের অধিষ্ঠাত্রীদেবী মথুরাদেবী অবস্থিতা। তিনি যমুনার প্রিয়সখী।

শ্রীপদ্মনাভ—মথুরার মধ্যস্থলে বর্ত্তমান চৌবেপাড়ার ভিতরে প্রাচীন শ্রীপদ্মনাভজীউর মন্দির অবস্থিত। ইহারই নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি।

১লা নভেম্বর—অদ্য মথুরার অন্তর্গৃহী পরিক্রমাতে শ্রীপার্থজী, শুক্র-বরাহ, কৃষ্ণবরাহ, দ্বারকাধীশ, গতাশ্রমটিলা দর্শন ও পরিক্রমা করা হইল।

শ্রীনাথজী—মথুরার সাতঘড়া মহল্লার ঐ স্থানে অবস্থিত। শ্রীল রূপগোস্বামীকে দর্শন দিবার জন্য গোবর্দ্ধন পর্ব্বতোপরি-স্থিত শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর দ্বারা প্রকাশিত শ্রীশ্রীনাথজী ম্লেচ্ছভয়ের বাহানা করিয়া এই স্থানে বল্লভাচার্য্যের পুত্র বিঠ্‌লদেবের ঘরে উপস্থিত হইয়া একমাসকাল যাবৎ দর্শন দিয়াছিলেন। ঐ সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মথুরায় উপস্থিত হইয়া শ্রীরূপগোস্বামীর সহিত কয়েকদিন এইস্থানে শ্রীনাথজী—গোলালজীউকে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীবিঠ্‌লনাথের সাতজন পুত্র সাতটি ঘর নির্ম্মাণ করিয়া ঐস্থানে থাকিতেন বলিয়া ঐ স্থানের নাম সাতঘড়া। গোস্বামিগণ শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতোপরি চড়িয়া গোপালের দর্শন করিতেন না, তাহা অপরাধজনক মনে করিতেন; তাই ভক্তবৎসল শ্রীনাথজী স্বয়ং এখানে আসিয়া দর্শন দিয়াছিলেন।

আদিবরাহ—ইহাকে কৃষ্ণবরাহ বলে। মাণিকচক চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবরাহ বিগ্রহের দন্তে ধরণী, পদে হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে দলন করিতেছেন। নিকটেই অন্য মন্দিরে শ্রীশ্বেতবরাহমূর্ত্তি বিরাজিত। কপিল নামে জনৈক বিপ্র আদি-বরাহের উপাসক ছিলেন। দেবরাজইন্দ্র উক্ত ঋষির নিকট হইতে সেই বরাহবিগ্রহ প্রাপ্ত হন। রাবণ ইন্দ্রকে জয় করিয়া ঐ বিগ্রহ লঙ্কায় প্রতিষ্ঠিত করে। শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধান্তে ঐ বরাহবিগ্রহকে অযোধ্যায়

লইয়া আসেন। পরে শ্রীশত্রুঘ্নজী লবণাসুরকে বধ করিয়া শ্রীমথুরানগরী বসাইয়া সেইখানে ঐ বিগ্রকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

শ্রীদ্বারকাধীশ—প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীবল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া বল্লভ-সম্প্রদায়কে অর্পিত করেন। বর্ত্তমানে ইহা মথুরার একটি প্রধান মন্দির, বিশ্রামঘাটের নিকট অবস্থিত।

গতাশ্রমটিলা—শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া ধ্রুবঘাটের সন্নিকটে তার অগ্নিসংস্কার করাইয়া বিশ্রামঘাটে স্নান করিয়া অনতিদূরে অবস্থিত একটি উঁচু টিলার উপরে শ্রম দূর করিয়াছিলেন—তাহাই গতাশ্রমটিলা।

২রা নভেম্বর—অন্তর্গৃহী-পরিক্রমাতে অক্রূরের স্থান, কুব্জামহল, ধনুকভঙ্গস্থান, কুবলয়পীড়-বধস্থান, কংসের রঙ্গস্থলে রঙ্গেশ্বর মহাদেব, মঞ্চস্থান, কংসটিলা—কংসবধ-স্থান এবং কংস-সখার যাহাতে কৃষ্ণ কংসকে টানিয়া যমুনাতে লইয়া গিয়াছিলেন। ইত্যাদি দর্শন করিয়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়।

৩রা নভেম্বর—৪টি বাস-যোগে প্রাতঃ ৫ ঘটিকায় মধুবন ও তালবন পরিক্রমা ও দর্শন করিয়া দ্বিপ্রহরে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়।

মধুবন—(ক) মধুদৈত্যের পুত্র লবণাসুরকে শত্রুঘ্নজী এই স্থানে বধ করিয়াছিলেন। এইখানে শ্রীশত্রুঘ্নজী তাহার পত্নীসহ বিরাজমান আছেন।

(খ) নিকটেই শ্রীবলদেবের শ্রীবিগ্রহ ও কৃষ্ণকুণ্ড অবস্থিত। তাহার (গ) অনতিদূরে বনের ভিতরে একটি উঁচু টিলার উপরে ভক্ত ধ্রুবের তপস্যাস্থলী অবস্থিত। বালক ধ্রুব মথুরায় ধ্রুবঘাটে নারদের দর্শন ও উপদেশ লাভ করিয়া সেই স্থানে স্নান করিয়া গভীর অরণ্যে (এইস্থানে) কঠোর তপস্যা করিয়া ভগবৎ দর্শন ও বরলাভ করেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বনভ্রমণ সময়ে এইসকল স্থান দর্শন করিয়া প্রেমমূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তালবন—এইস্থানে শ্রীবলদেবপ্রভু ধেনুকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। এখানে শ্রীবলদেবের প্রাচীন মন্দির ও বলভদ্রকুণ্ড অবস্থিত। তালফল খাবার জন্য সখাগণের যে উৎকণ্ঠা ছিল ধেনুকাসুর এবং তাহার পরিবারবর্গ ও সৈন্যবর্গের বধ-জন্য রুধিরযুক্ত মৃতদেহ পড়িয়া থাকায় ঘৃণা হওয়ায় আর তালফল খাওয়া হইল না। তাহারা ঐস্থান পরিত্যাগ করিয়া গৃহে স্নানাদি করিয়া তাহাদের জননীর প্রদত্ত সুস্বাদু লাড্ডু ইত্যাদি খাইয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

—নিজস্ব সংবাদদাতা

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
১৮ই পৌষ, ১৩৯২ ; ইং ৪।১।১৯৮৬

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥"

ব্যাসকুল-শ্রমণসজ্ঞারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে নবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৪৯৯ গৌরাব্দ ; ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৯২ সাল (ইং ২৭।২।৮৬) বৃহস্পতিবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদবর নিত্য-লীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব মাঘী-কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথি** হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী** ৫ই গোবিন্দ, ১৭ই ফাল্গুন (ইং ১।৩।৮৬) শনিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী **শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-পঞ্চক, আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, গুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ হরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—১৫ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি, তদনন্তর শ্রীগুরু-মহিমাসূচক বন্দনাদি, মহাজন-গীতি-কীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অঞ্জলিপ্রদান ও মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগারতি এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ ; অপরাহ্নে বিশেষ সভা, কীর্ত্তন এবং শ্রীগুরু-মহিমাসূচক ভক্ত্যঞ্জলিরূপ-প্রবন্ধাদি পাঠ ও বক্তৃতা।

১৬ই ফাল্গুন, শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবদান সম্পর্কে ভাষণ।

১৭ই ফাল্গুন, শনিবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান ; অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং সন্ধ্যারতি অন্তে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বন্ধশূন্য।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হর-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম

৩৭শ বর্ষ | ১৮ মাধব, অনিরুদ্ধ, ৪৯৯ গৌরাব্দ
২৯ মাঘ, বুধবার, ১৩৯২ ; ইং ২২।২।১৯৮৬ | ১২শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগৌর-বিরুদাবলী

[শ্রীল-রঘুনন্দন-গোস্বামিপাদকৃত-বিরচিতা]

অদ্ভুতগুণজয়, আহিতকলিভয়, ইষ্টজনায়ক, ঈশ্বরসেবক,
উদ্ধতদণ্ডন, উঢ়সুমণ্ডন, ঋজুজনশ্রিত ঋষিগণস্তুত,
দিব ৯মিত, ৯বদসাধিত, এজন দুর্জ্জন, ঐশ্বনিকেতন,
ওড্রসমাধর, ঔজ্জ্বল্যাকর, অংশুকভূষণ, অন্তকদূষণ,
কনকসমপ্রভ, খলজনদুর্ল্লভ, গণনা বিরহিত, ঘনকচবিলসিত,
ঙুতিজিতকোকিল, চূড়িতবিচকিল, ছলিতকমলমদ, জগতীপ্রিয়কপদ,
ঝনদিতি নূপুর, ঞাঙয়াপদকর, টীকননিস্তল ঠয়িনখাঞ্চল
ডমরুগর্জ্জনহারক, ঢুণ্ঢাকৃপাভরতান্ত্রক' ণরূপবিগ্রহ, তত্ত্ববিদাগ্রহ,
থুৎকৃতমুক্তিক, দরপদভঙ্গিক, ধর্ম্মহ্রদাদর, নর্ম্মরসাকর,
পদ্মবিজয়িকর, ফুল্লকমলধর, বন্ধবিমোচন, ভাস্কররোচন,

মধুরতরানন, যমজয়িসেবন, রসভরদায়ক, ললিতবিধায়ক,
বলদনুপমদয়, শমিতভুবনভয়, ষড়্ভুজরক্ষক, সাধুমতশিক্ষক,
হরিগুণকথন, ক্ষণনন্দিতজন, দেব ॥১১৪॥

হে দেব ! হে অদ্ভুতগুণ ! আপনার জয় হউক। হে কলিভয় নাশন ! আশ্রিত রক্ষক ! হে হরিসেবনরত ! হে উদ্ধতদণ্ডদাতা ! হে গৃহীতভূষণ ! হে সরলজনাশ্রিত ! হে ঋষিগণের স্তবনীয় ! আপনি [ভক্ত পক্ষে] ৯ দিব (দেবমাতা) তুল্য ; ৯ মিত ; [পাষণ্ডের প্রতি] ৯ (অসুর মাতা) তুল্য ; দুষ্টজন আপনার ভয়ে এজন্য (কম্পিত) হয় ; আপনি ঐশ্য (ঐশ্বর্য্য) নিকেতন ; আপনার অধর ওড্র (ওড় = জবা) পুষ্পতুল্য ; হে ঔজ্জ্বল্যের (লাবণ্যের বা উজ্জ্বলরসের) আকর ! হে অংশুক (গৈরিক বা পট্ট বস্ত্র) ভূষিত ! হে অন্তক (মুক্তি) নিন্দক ! ভক্তির উৎকর্ষবাদিন্ !] ; হে স্বর্ণদ্যুতিধর ! হে খলের দুর্লভ ! হে গণনা বিরহিত (অবিরত নামকীর্ত্তক) ! ঘন (মেঘতুল্য) কেশশোভিত ! আপনার ভূতিতে (কণ্ঠস্বরে) কোকিল পরাস্ত। বিচকিল (মল্লিকা-পুষ্প) দ্বারা চূড়া (কেশাবন্যাস) রচনাকারিন্) কমলশোভজয়ি জগৎ-প্রিয় পদে নূপুরদ্বয় ঝন্ ঝন্ রবে পুনঃ পুনঃ বাজিয়া লোকের ভবভয় দূর করিয়া পরিত্রাণ করিতেছে। টীকনে (হরিনামার্থ বিবরণ) ই আপনার নিস্তল স্বভাব ঠ (শব) ললাটে গমনকারী চন্দ্রকে আপনার নখশ্রেণী লজ্জা দেয়। ডমরুগর্জ্জননিন্দি গভীর কণ্ঠস্বর ! চুণ্ট্য (অন্বেষণীয়) কৃপা-দ্বারা, ভরত (পোষক) স্বরূপ। ন (আনন্দ) বিগ্রহ ! হে তত্ত্ববিদ্গণের আসক্তিস্থান ! বা তত্ত্ববেত্তৃগণ-গ্রহণীয় ! ! মুক্তি ফুৎকারকারিন্ ! আপনার কৃপায় লোকের দরপদ (আদরের আস্পদ-[প্রেম]-ভক্তি হয়। ধর্ম্মহ্রং (ধর্ম্মনাশক) গণের আ (সম্যক্) দর (দানকারী) ! নর্ম্ম (পরিহাস) রসের খনি। পদ্মজয়িকর ! বিকচ কমল হস্ত ! বন্ধন নাশক ! ভাস্কর দীপ্তিদাতা [বা লোহিতলোচন] সুমধুরানন। আপনার সেবক যমকে জয় করে। রসভর (প্রেমাত্মক-ভাব সমৃত)-দাতা। ললিত (বাঞ্ছিত) প্রদায়ক ! অতুল অতি দয়াময় ! ভুবনভয়বারণ ! ভক্তকে ষড়্ভুজ প্রদর্শক ! সাধুমত শিক্ষক ! হরিগুণ কথক ! ক্ষণে (প্রতি মুহূর্ত্তে অবিরাম অথবা উৎসব কীর্ত্তনে) জনগণকে আনন্দদাতা ! আপনার জয় হউক ॥১১৯॥

গৌরাঙ্গোঽগলিতং গতো গুণগণৎগীর্ব্বাণগোত্র গবাং
গ্লানিং গাঢ়তমাং গিলন্ গুহরুচির্গান্ধারগীতেগুর্রুঃ।

গঞ্জন্ গোত্রসমং গজং গতিরুচা গাম্ভীর্য্যতোঽম্ভোনিধিং
গাঙ্গেয়ং গুরুগৌরবেণ গদতোগীঃপদ্ধতিং গাহতাম্ ॥১১৫॥

যিনি অগণিত গুণবান্, গীর্ব্বান (দেব) ও গো (স্বর্গ) রক্ষা করেন, গোগণের (প্রাণিগণের) প্রগাঢ় গ্লানি (তাপভয়) নাশ করেন, যিনি গুহ (গুপ্ত) রুচি অন্তঃকৃষ্ণবর্ণ], গান্ধার গীতের গুরু (উচ্চকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক), গোত্র (পর্ব্বত তুল্য গজকে গতি-দ্বারা, গাঙ্গেয় (স্বর্ণ) কে রুচি (কান্তি) দ্বারা এবং সমুদ্রকে গাম্ভীর্য্য দ্বারা গঞ্জনা করিতেছেন, সেই গৌরাঙ্গ, মহা আদরে বিরুদাবলীবর্ণনরত আমার গীঃ (বাণী) পদ্ধতিতে (পথে) উদিত হউন ॥১১৫॥

শ্রীরাজিততর, হীরাঞ্চিতকর,
ধীরাবৃতবর, গীরাদ্রিতনর, ধীর ॥১১৬॥

শ্রী (অধিক শোভা বা লক্ষ্মী) কর্ত্তৃক উজ্জ্বল ! হীরক ভূষণ ভূষিতকর ! অথবা হীরা = লক্ষ্মী ; তৎকর্ত্তৃক অঞ্চিত = পূজিত কর যাঁর ; ধীর (পণ্ডিত) বর্গে আবৃত (পরিবৃত) [বা ধীর = ব্যাস-শুকাদি ; তৎকর্ত্তৃক আবৃত অপ্রকাশিত লীলা ; হে বর (শ্রেষ্ঠাবতার) ! গীঃ বাক্য দ্বারা জনগণকে সমাদৃতকারিন্ ! হে ধীর জয় হউক ॥১১৬॥

নিজজনহৃদ্ভ্রমরততিশ্রিতমরুণচ্ছবিসুরভি ।
নন্থ ভবতঃ পদকমলং হৃদি সরসি স্ফুরতু মম ॥১১৭॥

হে নাথ ! আপনার ভক্তগণের মানসভ্রমরবৃন্দ যাহাতে সমাসক্ত, যাহা অরুণবর্ণ ও সুগন্ধ-বিশিষ্ট, সেই পদকমলযুগল, আমার হৃদয় সরোবরে প্রস্ফুটিত হউক ॥১১৭॥

কলিবনহুতবহ হতমনুজগহন, দবহর সুখকর, সুনিবিড়নবঘন,
কনকসদৃশরুচি, কৃতজনসুখভর, চরণকমলহৃত, ধরণিপদবথুদর,
শশধরসমসিত, নুততরবসনক, শিখরমণিবিজয়ি, সুমধুরদশনক,
করিকররিপুভুজ, যুগনবকিশলয়, সমকররুচিবিল, সিতকনকবলয়,
বদনকমলগত, নয়নমদিরবর, গণধৃতকনক, খচিতবরমণিসর,
শরণসমুপগত, জনসকরুণতর, ময়ি সকরুণদৃশ, মনবধি সুবিতর দেব ॥১১৮॥

কলির বল (সেনা, কাম, ক্রোধ, প্রতারণাদি), অগ্নিস্বরূপ। তদ্দ্বারা হত মনুষ্যগণ গহন বন) স্বরূপ। তাহাদের দর (বনাগ্নি) নির্ব্বাপক সুখদাতা নিবিড় মেঘস্বরূপ গৌর ! হে কনককান্তিজন সুখ-দাতা, চরণ-কমলের স্পর্শে পৃথিবীর ত্রাস তাপ অপহারক ! চন্দ্রশুভ্র সূক্ষ্মবসনধারিন্ ! দারিম্ব-বীজ ও মুক্তাজয়ি দন্ত শোভিত ! হে করিশুণ্ড

জয়ি ভুজ ! নবপল্লবসম করশোভিত ! হে কনক-বলয় শোভিত ! আপনার বদন-কমলে নয়ন ভঙ্গীমধু মদিরার ন্যায় জনমন উন্মাদক। ভক্তদত্ত স্বর্ণহার ধারিন্ ! হে শরণাগত-প্রতি অধিকতর কৃপায়ু ! হে ক্রীড়াময় ! আমাতে নিয়ত সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন ! ১১৮ ॥

প্লুষ্টাষ্টাপদজিদ্বিষ্ট স্ফুটনটন শ্রীঃ প্রকাণ্ডদোর্দ্দণ্ডঃ।
খণ্ডিতযমদণ্ডদরো গৌরো হৃন্মণ্ডপং প্রমণ্ডয়তু ॥১১৯॥

প্লুষ্ট (দাহোত্তীর্ণ) অষ্টাপদ (স্বর্গ) জয়ি কান্তিধর, নৃত্যকালে অধিক কান্তি প্রকাশক, দীর্ঘবাহু, যমতীতিহর শ্রীগৌরাঙ্গ, আমার হৃদয়-মণ্ডপে আগমনপূর্ব্বক মণ্ডিত করুন ॥১১৯॥

বিমলকমল, চরণযুগল
শমিতসকল, জগদবিরল, ধীর ॥১২০॥

হে ধীর ! আপনি বিমলকমল তুল্য চরণ-যুগল নিয়ত জগৎ রক্ষা করিতেছেন ॥১২০॥

বিপুলভয়দরূপে সংসৃতিধ্বান্তকূপে,
পতিতমধিককষ্টং কালসর্পেণ দষ্টম্।
স্বচরণরসলেশং পায়য়িত্বা সুপেশং
জনমিমমনিতান্তং জীবয়ারাদ্গতন্তম্ ॥১২১॥

হে গৌর ! মহাভয়দ সংসার অন্ধকূপে পতিত, (কলি) কাল-সর্পদষ্ট, কষ্টদ্বারা ম্রিয়মান, ভজনরহিত এইজনকে (আমাকে), স্বচরণ কমলের সুধারস উত্তমরূপে পান করাইয়া জীবিত করুন ॥১২১॥

যেয়ং তে বিরুদাবলী কলিখলীকারস্য হেতোর্ব্বলী,
ত্বল্লীলাগুণমাধুরীবিষমসংসারস্য ভীজিস্বরী।
এনাং যঃ খলু ভাষিতা প্রথয়িতা ভক্তিগিরাং বেদিতা
শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভো ভবশুভোল্লাসায় তস্যাশু ভোঃ ॥১২২॥

হে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ! কলিনাশিনী, ভবভয় নিবারণী ও আপনার গুণ বর্ণন মাধুর্য্যময়ী এই বিরুদাবলী, যিনি ভক্তিসহকারে পড়িবেন, ভক্তগণকে শ্রবণ করাইবেন, প্রচার করিবেন. তাহার প্রতি আপনি শীঘ্র উৎকৃষ্ট শুভ (প্রেমভক্তি) ও উল্লাস (স্বচরণ দাস্য ও ব্রজরস) দান করিয়া কৃতার্থ করুন ॥১২২॥

গোবিন্দস্য প্রকাশোঽভূদ্ যথা শ্রীগৌরসুন্দরঃ।
গোবিন্দবিরুদাবল্যাস্তথেয়ং বিরুদাবলী ॥১২৩॥

শ্রীগৌর, যেমন শ্রীগোবিন্দের প্রকাশ (অভিন্নমূর্ত্তি-বিশেষ) । গৌরবিরুদাবলীয়ও তদ্রূপ গোবিন্দ বিরুদাবলীর প্রকাশ ॥১২৩॥

যেষাং নিদেশবশতো বিরুদাবলীং
গৌরপ্রভোর্ব্বিরচিতা রঘুনন্দনেন।
গোবর্দ্ধনক্ষিতিভৃদন্তিকবাসিনস্তে
গৃহ্ণন্তি মাং কৃতকৃপাঃ কৃপণে মহান্তঃ ॥১২৪॥

যাঁহাদের আদেশক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর এই বিরুদাবলী রঘুনন্দন কর্ত্তৃক বিরচিত হইল, সেই গোবর্দ্ধন গিরিতট নিবাসী দীনবৎসল মহোদয় বৈষ্ণববৃন্দ প্রসন্ন হইয়া আমাকে গ্রহণ করুন (প্রেম-সেবাদানাথ" নিকটে রাখুন ॥১২৪॥

ইতি শ্রীকলিযুগ-পাবনাবতার ভগবন্নিত্যানন্দকুলজ
শ্রীরঘুনন্দন-গোস্বামি-কৃতা শ্রীশ্রীগৌরবিরুদাবলী সমাপ্তা ॥

কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীভগবন্নিত্যানন্দকুলজ
শ্রীরঘুনন্দন-গোস্বামি-কৃত শ্রীশ্রীগৌরবিরুদাবলী সমাপ্ত ॥

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৮০ পৃষ্ঠার পর)

[ষষ্ঠ অধিবেশন]

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্ ।
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥

আমি সেই মহাপুরুষের চরণ বন্দনা করি, যিনি শিব-বিরিঞ্চি-নমস্কৃত অর্থাৎ মহাদেব-ব্রহ্মাদি যাঁকে সর্ব্বদা প্রণাম করেন। তিনি জগদ্বরেণ্য, তাঁর আশ্রয় সকলেই আকাঙ্ক্ষা করেন। তিনি সংসারের মলিনতা সর্ব্বতোভাবে দূর করতে পারেন। আমাদের যে-রূপ প্রার্থনা, তিনি তদনুসারে ফল দান করেন। তিনি ধ্যানযোগ্য। জড়-পদার্থগুলি ভোগ্য, তাহারা ধ্যেয় নহে। তুমিই তোমার সেবাকারী ব্যক্তির ক্লেশ মুক্ত করিয়া থাক। তুমিই প্রণতজনগণের পালনকর্ত্তা। তোমার চরণ ভবসমুদ্র পারের নৌকা-স্বরূপ। তুমি সেই মহাপুরুষ,

তোমার চরণ বন্দনা করি। এই মহাপুরুষটি কে? শ্রীমদ্ ভাগবতের আদি শ্লোকে ইঁহারই ধ্যানোপদেশ পেয়ে থাকি,—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

সেই পরমেশ্বর বস্তু আমাদের ধ্যানের বিষয় হউন। বশ্য বস্তু—অধীন জগৎ ঈশ্বর নন; কিন্তু পরমেশ্বরই ধ্যানের বিষয়, যে মহাপুরুষের কথা পরে 'ধেয়ং সদা শ্লোকে বলেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন—

"বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।"

ভাগবত নিগমশাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান পুস্তক। উহাই বাস্তব-বস্তুর সন্ধান দিয়েছেন, যাতে আমাদের মত লোক সেই ভগবদ্বস্তুর সেবা করবার জন্য উৎসাহ-বিশিষ্ট হয়। আমরা সেবা-বিমুখ। সেবোর দর্শনে সেবকের সেবোৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করে।

ভাগবতে ব্রজেন্দ্রনন্দনের কথা বলেছেন। বেদশাস্ত্র যে-সম্বন্ধের কথা বলেছেন, সেই সম্বন্ধ নির্ণীত হয়েছে প্রথম শ্লোকে 'সত্যং পরং ধীমহি' বাক্যে। সেই পরম ও সত্যবস্তু আমাদের ধ্যানের বিষয় হউন। ভোগ্য জগৎ ধ্যান করতে করতে আমাদের বহু জন্ম কেটে গেছে। ভাগবত-লেখক ব্যাসদেব বলেন,—"ধীমহি" অর্থাৎ ধ্যায়েম—আমরা সকলে মিলে ধ্যান করি। ধ্যানের যোগ্যতা আমাদের আছে; কিন্তু যেকাল পর্য্যন্ত সেবা পরমেশ্বর ব্যতীত ভোগ্যজগতের কোন ইতর বিষয়ের ধ্যান করি, তৎকাল পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের ধ্যান হয় না, ভোগ হয় মাত্র। যা আমাদের অধীনবস্তু, যাকে ভোগ বা ত্যাগ করতে পারি তারই ধ্যান হয়ে যায়। 'আমাদের'—বহুবচনের পদ। আমরা অনেক, কিন্তু সেবা এক। 'পরম্' —একবচন। একমাত্র বস্তু তিনিই ধেয়। আমরা সকলে ধেয়পদার্থের সেবা করি। ধ্যাননিষ্ঠা সত্যযুগের ব্যাপার। যখন একপাদ ধর্ম্মও হ্রাস হয় নি, দ্বিপাদ বা ত্রিপাদ ধর্ম্ম নাশ হয় নি' তখন ধ্যাননিষ্ঠাই ছিল, কিন্তু তাতে ব্যাঘাত হয়েছে ভগবদ্-বিস্মৃতি-হেতু।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

সত্যের প্রারম্ভে ভক্তিপরের পরমেশ্বর বিষ্ণুর ধ্যানের সম্ভাবনা ছিল। তখন সর্ব্বকালভোগ্য ইতরবস্তু ধ্যেয় ছিল না বলে নারায়ণের ধ্যান সম্ভব

হ'ত। কিন্তু পাপ প্রবেশ করায়—একপাদ ধর্ম্মের হানি হওয়ায় জীবের সত্যের ধ্যাননিষ্ঠা কিছু বিপন্ন হয়েছিল। তাতে যজ্ঞের ব্যবস্থা। তখন কতকগুলি লোকের সৎকর্ম্মনিষ্ঠা প্রবল হয়েছিল। জীবের নিত্যকৃত্য কর্ম্মনিষ্ঠার মধ্যে যজ্ঞদ্বারা যজনকার্য্য হত। একপাদ-ধর্ম্মক্ষয়ে ধ্যান করতে হলে যজ্ঞসাহচর্য্যে পূর্ণতা লাভ করত। পরবর্ত্তিকালে দ্বাপরে পরিচর্য্যা—শ্রীমূর্ত্তিসেবার বিচার প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। এই হস্তের দ্বারা অর্চ্চার সেবা করে সেবোন্মুখতা প্রকাশ করতে পারি। হস্তদ্বারা আহৃত উপকরণ দিয়ে পূজা করতে পারি। অর্চ্চা পঞ্চম স্তরে অবস্থিত ভগবৎপ্রকাশমূর্ত্তি। যা আমরা সম্মুখে দেখছি (শ্রীমূর্ত্তির দিকে লক্ষ্য করে) ইনি অর্চ্চা অবতার। যেকালে অর্চ্চনীয় বিচারে সচ্চিদানন্দবস্তুর নিকট উপস্থিত হই, তখন অসৎ, অচিৎ নিরানন্দের কল্পনা সেই ভগবদ্‌বস্তুতে আরোপ করি না। অর্চ্চনের পূর্ব্বে 'ভূতশুদ্ধি' বলে একটা ব্যাপার আছে, যাতে করে বর্ত্তমান অর্চ্চার অধিষ্ঠানটি সেবনোপযোগী ভাবে পরিণত হয়। উপচারগুলির প্রোক্ষণকার্য্য দরকার হয়। অর্চ্চা ভগবানই ; কিন্তু পাঁচটি স্তর অতিক্রম করলে সেই পরতত্ত্বের ধ্যান হয়। পরিচর্য্যাবিধানে পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চন-পদ্ধতি। সকল বস্তুর অভ্যন্তরে অন্তর্য্যামিসূত্রে ভগবদধিষ্ঠান। তিনি অপর ভাষায় পুরুষাবতার বলে কথিত।

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপাস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥"

অর্চ্চার উপাসনা সব সময়ে করতে পারি। সাক্ষাদ-বিগ্রহজ্ঞানে কালোচিত সেবা করার যোগ্যতা আমাদের সকলের আছে, কিন্তু অন্তর্য্যামীকে সর্বসময় চিত্ত ধারণা করতে সমর্থ হয় না। অর্চ্চা প্রত্যক্ষের উপযোগী। সেবা-অর্চ্চা ভোগ্য বা ত্যাজ্য বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত নয়, তাঁতে সেবা বিচার থাকা দরকার। যেমন বিগ্রহ-সমক্ষে চেঁচিয়ে কথা বললে, বিষয়কার্য্য করলে, তাঁর সম্মুখে ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণ করলে অপরাধ হয়, কোন বেয়াদপি চলে না। সেবাপরাধ ৩২ প্রকার বিচার্য্য হয়। যখন তাঁর ধ্যান নানাপ্রকারে বিঘ্ন হয়েছিল, তখন অর্চ্চনের বিধান হয়েছে। যদিও উপরিচর বসু সত্যযুগে শ্রীবিগ্রহের উপাসনা করতেন,

কিন্তু দ্বাপরেই উহা প্রসার-লাভ করেছে। অর্চ্চনে ধ্যান বলে একটা ব্যাপার আছে, উহা অন্তর্য্যামী, বৈভব ও ব্যূহ অতিক্রম করে পরতত্ত্ব-জ্ঞান-সহ সেবা। ভোগের চিন্তা না করে সেবার চিন্তা করলে ধ্যান সুষ্ঠু হওয়া সম্ভব। অর্চ্চাকে পার্থিব ব্যাপারে গঠিত মনে করলে ভোগাবিচার আসে। যখন ধর্ম্মের ত্রিপাদ অধর্ম্মে গ্রাস করে, তখন একমাত্র কীর্ত্তনই গতি। উদরভরণ জন্য অর্চ্চের পূজায় ব্যস্ত থাকলে বিপথগামী না হই, এটা দেখা দরকার। দ্বাপরীয় অর্চ্চন যখন নানাপ্রকার তর্কের দ্বারা অভিভূত হয়েছিল, তখন হরিকীর্ত্তনের ব্যবস্থা হয়েছে,—'কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ'। হরিকীর্ত্তনেই অর্চ্চন হয়, তদ্দ্বারাই যজ্ঞ ও ধ্যানের সুষ্ঠুতা সম্পাদিত হয়। কলিতে ত্রিপাদধর্ম্মের বিপর্য্যয়হেতু একমাত্র হরিকীর্ত্তনেরই ব্যবস্থা। তৎপ্রভাবে সবই হয়, ধ্যাননিষ্ঠাও লাভ হয়।

"কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥"

আমরা কীর্ত্তন করতে করতে সেই পরমেশ্বরের নিকট উপস্থিত হতে পারি। ধ্যাননিষ্ঠা, যজননিষ্ঠা, অর্চ্চননিষ্ঠা—সবই কীর্ত্তনে হয়। 'কলি'-অর্থ বিবাদ। যে কোন কথা বলা যায়, তার প্রতিবাদ-যোগ্যতা আছে। একপক্ষ অপরপক্ষকে আক্রমণ করবে। কলি দোষসমুদ্র। তার বহু দোষ থাকলেও একটি মহাগুণ আছে যা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে ছিল না। অত্যন্ত অযোগ্য বলে দুর্ব্বলের জন্য যে ঔষধি, সেটি এমন তীব্রশক্তিসম্পন্ন যে, ঐ তিনপাদ ধর্ম্মের অযোগ্যতা পর্য্যন্ত বিনষ্ট করে ফল প্রদান করতে সমর্থ হয়। কৃষ্ণলীলা দ্বাপরান্তে গুপ্ত হয়েছিল। কৃষ্ণকীর্ত্তন সকল লোকেই জানতে পেরেছিল। যেমন কাল্‌কের সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্ত, আজকের সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্ত লক্ষ্য করলে খুবই টাটকা মনে হয়, সেরূপ দ্বাপরের শেষে কলির প্রবৃত্তিতে কৃষ্ণ নিত্য-প্রকটলীলা সঙ্গোপন করে বর্ত্তমানে কীর্ত্তন-মুখেই অবস্থান করছেন। অষ্টা-বিংশতি চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে কৃষ্ণপ্রাকট্যকালে কৃষ্ণের নিত্য গুণ, লীলা, পরিকর, রূপ ও নাম—এগুলি সৌভাগ্যবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের চেতনের দর্শনে দেখবার সুবিধা হয়েছিল। কলি-প্রবৃত্ত হওয়ার পরে কৃষ্ণের কীর্ত্তন-দ্বারাই কর্ম্ম বা জ্ঞান-প্রবৃত্তিরূপ সমস্ত অমঙ্গল হতে অনায়াসে মুক্ত হয়ে নিত্য রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরাদির দর্শন-সৌভাগ্য ঘটে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

দ্বিতীয় বৃষ্টি—দ্বিতীয়-ধারা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৮৪ পৃষ্ঠার পর)

পুণ্যকর্ম্ম

পাপ ও পুণ্য

পরলোক-নিষ্ঠ-বিধিক্রমে মানবের কর্ম্মানুসারে পারলৌকিক ফলের বিচার করা যায়। এই সমাজে অবস্থিত হইয়া যিনি সৎকর্ম্ম করেন, তিনি মরণান্তে স্বর্গলাভ করিবেন. যিনি অসৎকর্ম্ম করেন, তিনি নরকভোগ করিবেন। সৎকর্ম্মের নাম পুণ্য, অসৎকর্ম্মের নাম পাপ। পুণ্যসঞ্চয়ের বিধিসকল এবং পাপ-নিবারণের নিয়মসকল একত্রিত হইলেই পরলোক নিষ্ঠ-বিধি বলিয়া সঙ্গীত হয়।

অধিকারিভেদে কর্ম্মবিধি

যতপ্রকার সৎকর্ম্ম ও বর্ণাশ্রমগত ধর্ম্ম কথিত হইতেছে, ইহাতে অনুষ্ঠাতাদিগের অধিকারভেদে তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়। ঐ শ্রদ্ধা প্রবৃত্তিপরা ও নিবৃত্তিপরা। কনিষ্ঠাধিকারিগণ প্রবৃত্তিপরা শ্রদ্ধা অবলম্বন করেন। মধ্যমাধিকারিগণ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি উভয়পরা শ্রদ্ধা অবলম্বন করেন। উত্তমাধিকারিগণ কেবল নিবৃত্তিপরা শ্রদ্ধার দ্বারা কার্য্য করেন (১)। যেখানে যেখানে বহুদেবতা পূজার বিধি আছে, সেই সমস্ত কর্ম্মে কেবল ভগবৎপূজা সাত্ত্বিক জৈনদিগের জন্য বিধি। বৈষ্ণব-বর্ণীদিগের পক্ষে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিরূপ ভোগের উদ্দেশ নাই। কেবল যাহাতে অপ্রাকৃতগতি লাভ হয়, তদনুসারে কর্ম্ম স্বীকার করিবেন (২)। কর্ম্মের

---

(১) ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥
যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ (গীঃ ১৭।২,৪)
অস্মিল্লোকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া॥ (ভাঃ ১১।২০।১১)

(২) ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥ (ভাঃ ৯।১৯।১৪)
কুর্য্যাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মদর্থং শনকৈঃ স্মরন্।
ময্যর্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ধর্ম্মাত্মা মনোরতিঃ॥ (১১।২৯।৯)

নাম জীবনযাত্রা। তত্ত্বজ্ঞানীদিগের কর্ম্ম-সম্বন্ধে গীতায় ভগবান্ স্থির করিয়াছেন যে, যে-কর্ম্ম ভক্তির অনুকূল, তাহা করিবে। যে-কর্ম্ম ভক্তির প্রতিকূল, তাহা ত্যাগ করিবে (১)।

স্বরূপগত ও সম্বন্ধগত পুণ্য

আমরা যথাগত পুণ্য ও পাপ সকলের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি ও বিচার করিব। তাহাদিগকে বৈজ্ঞানিকরূপে বিভাগ করা অতিশয় কষ্টসাধ্য। কোন কোন ঋষি পাপপুণ্যকে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিকরূপে বিভাগ করিয়াছেন। কেহ কেহ উহাদিগকে কায়িক, বাচিক ও মানসিক বলিয়া বিভাগ করিয়াছেন। কেহ বা কায়িক, ঐন্দ্রিয়িক ও আন্তঃকরণিকরূপে উহাদিগকে সজ্জিত করিয়াছেন। ফলতঃ আমরা দেখিয়াছি যে, ঐ সকল বিভাগ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। আমরা পুণ্য-সকলকে দুইভাগে বিভক্ত করি, যথা,—স্বরূপগত-পুণ্য ও সম্বন্ধ-গত পুণ্য। ন্যায়, দয়া, সত্য, পবিত্রতা মৈত্রী, আর্জ্জব ও প্রীতি—ইহারা স্বরূপগত পুণ্য। ইহাদিগকে এইজন্য স্বরূপগত পুণ্য বলি, যেহেতু ঐ সকল পুণ্য জীবের স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বকালে তাহার অলঙ্কার-স্বরূপে থাকে। বদ্ধাবস্থায় কিয়ৎপরিমাণে স্থূল হইয়া পুণ্য নাম প্রাপ্ত হয়, এই মাত্র। আর সমস্ত পুণ্যই সম্বন্ধ-গত, যেহেতু তাহারা জীবের জড়সম্বন্ধবশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে। সিদ্ধাবস্থায় তাহাদের প্রয়োজন নাই। পাপ কখনই জীবের স্বরূপ-গত তত্ত্ব নয়,—বদ্ধাবস্থায় জীবকে আশ্রয় করে। স্বরূপগত-পুণ্যবিরোধিরূপ যে-সকল পাপ, তাহাদিগকে স্বরূপবিরোধী পাপ বলা যায়। দ্বেষ, অন্যায়, মিথ্যা, চিত্তবিভ্রম, নিষ্ঠুরতা, ক্রূরতা, লাম্পট্য—এই কয়েকটী স্বরূপবিরোধী পাপ। আর সমস্ত পাপ জীবের সাম্বন্ধিক পুণ্য-বিরোধী। আমরা নিতান্ত সংক্ষেপে পাপপুণ্যের বিচার করিব বলিয়া

---

(১) ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ (গীঃ ৩।৫)
কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহণা কর্ম্মণো গতিঃ ॥
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ (গীঃ ৪।১৭-১৮)

তাহাদিগকে স্বরূপ-সম্বন্ধ-বিভাগপূর্ব্বক দেখাইলাম না। কেবল তাহাদের সংখ্যা করিয়া অল্প বিচার লিখিলাম। যে সঙ্কেত দেওয়া গেল, যৎকিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিয়া পাঠক মহাশয় অনায়াসে উপযুক্ত বিভাগ করিয়া লইবেন।

প্রধান প্রধান পুণ্যকর্ম্ম দশবিধ, যথা ;—

১। পরোপকার। ২। গুরুজনসেবা। ৩। দান। ৪। আতিথ্য। ৫। পাবিত্র্য। ৬। মহোৎসব। ৭। ব্রত। ৮। পশুপালন। ৯। জগদ্বৃদ্ধি। ১০। ন্যায়াচারণ।

পুণ্যের শ্রেণীবিভাগ।

পরোপকার দুই প্রকার, যথা ;—

১। পরের কষ্টনিবারণ। ২। পরের উন্নতিসাধন।

আত্মীয় ও পর বিবেচনা না করিয়া সর্ব্বলোকের উপকার করিতে যথাসাধ্য প্রবৃত্ত হইবে। জগতে যতপ্রকার কষ্ট আছে, সেই সমুদয় কষ্ট যেমত নিজের হয়, তদ্রূপ অপরেরও হইয়া থাকে। নিজের যখন কষ্ট হয়, তখন মনে হয় যে, পরে যত্ন করিয়া আমার কষ্ট নিবারণ করুক। অতএব নিজের ন্যায় পরের কষ্টনিবৃত্তির যত্ন পাওয়া উচিত। স্বার্থপরতা যদিও তৎকার্য্যে ব্যাঘাত করে, তথাপি তাহাকে যতদূর পারা যায়, স্থগিত করিয়া পরের কষ্ট-নিবারণে যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। পরের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্বপ্রকার কষ্ট নিবৃত্তি করিতে যত্ন করিবে। (১) পীড়া, ক্ষুধা প্রভৃতি শারীরিক কষ্ট। (২) দুশ্চিন্তা, হিংসা, শোক ও ভয় প্রভৃতি মানসিক কষ্ট। (৩) সংসার-পালনে অক্ষমতা, কন্যা-পুত্রের বিদ্যাভ্যাস ও বিবাহ দিতে না পারা, মৃত ব্যক্তির সৎকার জন্য অর্থ ও লোকাভাব এই সকল সামাজিক কষ্ট। (৪) সংশয়, নাস্তিকতা ও পাপস্পৃহা এই সকল আধ্যাত্মিক কষ্ট। যেমত পরের কষ্ট নিবারণের যত্ন করা উচিত, তদ্রূপ পরের উন্নতি সাধনেও যত্ন করিবে। যথাসাধ্য অর্থ-দ্বারা, দৈহিক সাহায্য-দ্বারা, উপদেশ-দ্বারা এবং অপর আত্মীয়ের সাহায্য-দ্বারা অপরের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন করা কর্ত্তব্য।

গুরুজনসেবা তিনপ্রকার, যথা ;—

১। মাতা-পিতার পালন ও সেবা।

২। উপদেষ্টাদিগের পালন ও সেবা।

৩। সর্ব্ব গুরুজন সম্মাননা ও সেবা।

মাতাপিতার আজ্ঞা পালন ও তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য সেবা করা সকলেরই প্রধান কর্ত্তব্য। নিরাশ্রিত, অক্ষম ও শৈশবকালে যাঁহারা প্রাণপণে রক্ষা ও পালন করিয়াছেন, তাঁহাদের সেবা করিতে নিজে সমর্থ হইলে সর্ব্বতোভাবে তাহা করা উচিত, ইহা বলা বাহুল্য। বালককাল হইতে যাঁহারা বিদ্যা ও সদুপদেশ প্রদান করেন, তাঁহাদিগকে পালন ও সেবা করা উচিত। যাঁহারা পরমার্থ, মন্ত্র ও জ্ঞান উপদেশ করেন, তাঁহারা সমস্ত উপদেষ্টা অপেক্ষা অধিক বরণীয় ও সেব্য (১)। সম্পর্কে যাঁহারা বড় এবং বয়সে ও জ্ঞানে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহারাও গুরুজন, তাঁহাদিগকে সম্মাননা ও আবশ্যকমতে সেবা করিবে। গুরুজনের অন্যায় উপদেশ প্রতিপালন করিবে এরূপ নয়, কিন্তু রূঢ়বাক্য ও অপমানসূচক ব্যবহার দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রতি তৃণা প্রকাশ করিবে না। মিষ্ট বচন, নম্রতা, উপযুক্ত সময়ে বিনয়পূর্ণ বিচার দ্বারা তাঁহাদিগের অন্যায়াচরণের অনুমতি স্থগিত করিতে হইবে।

অর্থ ও দ্রব্য যোগ্য পাত্রকে দেওয়ার নাম দান। যাহা অপাত্রে দেওয়া যায়, তাহা নিরর্থক অপব্যয়িত হয়। তাহা পাপ-মধ্যে পরিগণিত। (ক্রমশঃ)

---

(১) অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জ্জনাৎ।
অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্ত্বাবমর্ষণাৎ॥
আন্বীক্ষিক্যা শোকমোহৌ দম্ভং মহদুপাসয়া।
যোগান্তরায়ান্মৌনেন হিংসাং কামাদ্যনীহয়া॥
কৃপয়া ভূতজং দুঃখং দৈবং জহ্যাৎ সমাধিনা।
আত্মজং যোগবীর্য্যেণ নিদ্রাং সত্ত্বনিষেবয়া॥
রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ॥
যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥
যথা বার্ত্তাদয়ো হ্যর্থা যোগস্যার্থং ন বিভ্রতি।
অনর্থায় ভবেয়ুঃ স্ম পুর্ত্তমিষ্টং তথাঽসতঃ॥
(ভাঃ ৭।১৫।২২-২৬,২১)

— জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

গীতার বাণী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৮৯ পৃষ্ঠার পর)

সপ্তদশ অধ্যায়

শাস্ত্রবিধি-অনুসারে কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য—পূর্ব্ব অধ্যায়ে এই কথা শ্রবণে অর্জ্জুনের প্রশ্ন হইল,—যাহারা শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া লোকাচারজাত শ্রদ্ধাক্রমে দেবাদির যজন করে, তাহাদের নিষ্ঠাকে কি বলা যাইবে ? তাহা সাত্ত্বিকী, রাজসী বা তামসী।

শ্রীভগবানের উত্তর—দেহীদিগের স্বভাবজনিত শ্রদ্ধা ত্রিবিধ—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। যাহার যেরূপ সত্ত্ব (অন্তঃকরণ-বৃত্তি) তাহার সেইরূপই শ্রদ্ধা; সুতরাং সে তৎস্বরূপ। জীব স্বভাবতঃ নির্গুণ হইলেও ভগবৎ-সম্বন্ধ বিস্মৃতি-ফলে মায়াগুণে আবদ্ধ হইয়া একটী সগুণ-স্বভাব লাভ করিয়াছে। সেই স্বভাব হইতেই তাহার অন্তঃকরণ গঠিত। তাহারই নাম সত্ত্ব। উহার সংশুদ্ধিই অভয়পদ, তাহার শ্রদ্ধাই নির্গুণভক্তির বীজ। আর অসংশুদ্ধ সত্ত্বের শ্রদ্ধা সগুণ। শ্রদ্ধা নির্গুণ না হওয়া পর্য্যন্ত কামাত্মিকা থাকে; তাহার পরিচয় বলা হইতেছে—সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ দেবগণকে, রাজসিক শ্রদ্ধাবিশিষ্ট লোক যক্ষ-রাক্ষসকে ও তামসিক শ্রদ্ধাবিশিষ্টগণ ভূত-প্রেত-পিশাচের যজন করে। শাস্ত্রে যে-সকল ঘোর তপস্যার বিধান নাই, কাম, রাগ, বলযুক্ত, দম্ভাহঙ্কার বিশিষ্ট লোকেরা তাহাই অবলম্বন করে। তাহারা বৃথা উপবাসাদিরূপ কঠিন তপস্যা-দ্বারা শরীরস্থ ভূতসকলকে আকর্ষণ করে এবং অন্তঃ শরীরস্থ পরমাত্মাকে (অথবা ভগবদ্‌বিভিন্নাংশ জীবকে) দুঃখ দেয়। তাহাদিগকে আসুরনিষ্ঠ বলিয়া জানিতে হইবে।

মনুষ্যগণের আহার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। যজ্ঞ, দান, তপস্যাও তাদৃশ ভেদে ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক প্রকৃতির প্রিয় খাদ্যসকল আয়ুঃ, সত্ত্ব (চিত্তধৈর্য্য), বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবর্দ্ধক। তাহা রসকারী, স্নেহকারী, চিত্তের স্থৈর্য্যজনক ও শরীরের হিতকর। অতিকটু নিম্বাদি, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ লঙ্কা-মরিচাদি, অতিবিদাহী পিষ্টসর্ষপাদি দুঃখ, শোক ও রোগের জনক আহার সকলই রাজস প্রকৃতির প্রিয়। আর এক প্রহরের অধিককাল পূর্ব্বে পাক করায় শৈত্যলাভকারী, নীরস, পূতিগন্ধ, পর্য্যুষিত, গুরুজন ব্যতীত অন্যের উচ্ছিষ্ট এবং মৎস্য-মাংস-মদ্যাদি অমেধ্য খাদ্যসকল তামস ব্যক্তির প্রিয়।

ফলাকাঙ্ক্ষাহীন, বিধিসম্মত ও কর্ত্তব্যবোধে অনুষ্ঠিত যজ্ঞসকল সাত্ত্বিক। ফলাভিসন্ধিযুক্ত ও দম্ভসহকারে কৃত যজ্ঞ—রাজস এবং বিধিহীন, অন্নদান-রহিত, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাহীন ও শ্রদ্ধারহিত যজ্ঞ—তামস যজ্ঞ।

দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞব্যক্তির পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা শারীর তপঃ। অপরের অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের ব্যবহার, বেদপাঠ ও অভ্যাসই বাঙ্ময় তপঃ। আর চিত্তপ্রসন্নতা, সরলতা, মৌন, মনোনিগ্রহ ও ভাবসংশুদ্ধি (মনের নিষ্কপটতা) মানস তপঃ। ফলাকাঙ্ক্ষারহিত তপস্যাই সাত্ত্বিক। নিজ সৎকার, সম্মান ও পূজা-লাভাদি বাসনায় দম্ভসহ কৃতা তপস্যা—অনিত্য ও অনিশ্চিত রাজস। আর মূঢ় বুদ্ধির সহিত নিজপীড়া-দ্বারা পরের বিনাশার্থ যে তপঃ, তাহা তামস।

প্রত্যুপকার লাভের উদ্দেশ্যরহিত হইয়া কর্ত্তব্যবোধে দেশ, কাল ও পাত্র বিচারপূর্ব্বক দানই সাত্ত্বিক দান। অর্থাৎ দেশ—তীর্থাদি, কাল—গ্রহণাদি শুভসময় এবং পাত্র—সদাচারনিষ্ঠ সৎকুলজাত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণাদি। তাদৃশ পাত্রকে দান করিলেই উহা প্রচুর ফল প্রদান করে। আবার ভগবৎ সেবককে দান করিলে তাহা ভগবৎসেবায় অর্পিত হইয়া দাতার অক্ষয় সুকৃতি উৎপাদিত ও ভগবদ্ভক্তি লাভের সুযোগ হইয়া যায়। ইহা সাত্ত্বিক হইতেও উন্নত অর্থাৎ নির্গুণ।

প্রত্যুপকারের আশায় বা স্বর্গাদি লাভের উদ্দেশে অথবা দান করিয়া পরে তজ্জন্য মনস্তাপ করা প্রভৃতি যে দান, তাহা রাজস দান। আর যেখানে দানের প্রয়োজন নাই সেইস্থানে দান, যেকালে দান করিলে কাহারও উপকার হয় না, তাদৃশ দান, নর্ত্তক, বেশ্যা ও অভাবশূন্য ব্যক্তি প্রভৃতি অপাত্রে দান এবং সৎপাত্রকে অসৎকার ও অবজ্ঞার সহিত দান—তামসিক দান।

শাস্ত্রে 'ওঁ তৎসৎ' এই তিনটী ব্রহ্ম নির্দ্দেশক ব্যবস্থা। সেই নির্দ্দেশের সহিত ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞসকল বিহিত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মবাদিগণ 'ওঁ'-শব্দ উচ্চারণ করিয়া সমস্ত যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠান করেন। জড় অতৎবস্তুর অতীত 'তৎ' বস্তুকে (ব্রহ্মকে) লক্ষ্য করিয়া জড়ীয় ফলাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাদৃশ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান মোক্ষকাঙ্ক্ষীরা করিয়া থাকেন।

সৎ-শব্দে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবাদীকে বুঝায়। আর প্রশস্ত কর্ম্মসকল সৎ শব্দবাচ্য। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ব্রহ্ম-উদ্দেশক হইলেই সৎ-সংজ্ঞায় সজ্ঞিত হয়। সমস্তজাতীয় কর্ম্মই জীবের স্বরূপ-বিরোধী, কিন্তু ঐ সকল কর্ম্ম ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলেও ভক্তির উদয় করাইয়া জীবের চরম কল্যাণ সাধন করে। কিন্তু অশ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি সকলই অসৎ শব্দবাচ্য। তদ্দ্বারা ইহলোক বা স্বর্গাদিতে কোন স্থানেই কোনকালে কোন উপকার সাধিত হয়না।

অষ্টাদশ অধ্যায়

গীতাশাস্ত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে শ্রীভগবানের শ্রীমুখে ত্যাগ ও সন্ন্যাস-শব্দের উল্লেখ শ্রবণ করিয়া ভক্তপ্রবর অর্জ্জুন তদুভয়ের তত্ত্ব জানিবার বাসনায় প্রশ্ন করিলে শ্রীভগবান্ প্রথমে সংক্ষেপে পণ্ডিতগণের মতের উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, কামাকর্ম্মের ত্যাগকে 'সন্ন্যাস' এবং সর্ব্বকর্ম্মের ফল-ত্যাগকে 'ত্যাগ' বলে। এতদুভয় সম্বন্ধে মতদ্বৈত থাকিলেও তদ্বিষয়ে শ্রীভগবানের স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, যজ্ঞ, দান ও তপঃ-স্বরূপ কর্ম্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করা উচিত নহে, বদ্ধজীবের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ ও সত্ত্বশুদ্ধির জন্য ঐসকল অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। তাৎপর্য্য এই যে, ঐসমস্ত কর্ম্ম আসক্তি ও ফল পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ত্তব্যবোধে অনুষ্ঠান করা উচিত। (যজ্ঞাদি) নিত্যকর্ম্মের সন্ন্যাস অকর্ত্তব্য। যাহারা ভ্রম-বশে নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তাহাদের ত্যাগকে 'তামস'-ত্যাগ বলে। যাহারা নিত্যকর্ম্মকে ক্লেশজনক ভাবিয়া ত্যাগ করে, তাহারা 'রাজস'-ত্যাগী; আর যিনি কর্ম্মের ফল ও আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যবোধে নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি 'সাত্ত্বিক' ত্যাগী। তিনি দুঃখজনক কর্ম্মের বিদ্বেষ করেন না বা সুখজনক-কর্ম্মে আসক্ত হন না তাদৃশ ধীর মেধাবী ব্যক্তির কর্ম্মসম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না। দেহধারী জীবের পক্ষে সমস্তকর্ম্ম পরিত্যাগ করা সম্ভব নহে; কিন্তু যিনি সমস্ত কর্ম্মের ফল ত্যাগ করেন, তিনিই বাস্তবিক ত্যাগী। যাহারা কর্ম্মফল ত্যাগ করেন নাই—তাহাদের পরকালে অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র (অনিষ্ট=নরকপ্রদ, ইষ্ট=স্বর্গপ্রদ এবং মিশ্র=মনুষ্যলোকপ্রদ) তিন প্রকার ফল প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে; কিন্তু কাম্যকর্ম্ম ফলত্যাগী সন্ন্যাসীদের তাহা ভোগ করিতে হয় না।

বেদান্তাদি-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্ম্মসকলের সিদ্ধির উদ্দেশে পাঁচটী হেতু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—অধিষ্ঠান (দেহ), কর্ত্তা (চিজ্জড়গ্রন্থিরূপ অহঙ্কার), বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, বহুবিধ চেষ্টা এবং দৈব অর্থাৎ ভগব্যাপার-নিয়ামক ঈশ্বরের প্রেরণা। এই পঞ্চকারণ ব্যতীত কোন কার্য্যই অনুষ্ঠিত হয় না।

জগদীশ্বর জলধরের ন্যায় কারণমাত্র হইয়া জীবসকলকে ধর্ম্মাধর্ম্ম সমুত্থিত বিষমতা-প্রযুক্ত বিষম ফল প্রদান করেন। জলধর যেমন অসাধারণ নিজ বীজ হইতে সমুৎপন্ন বৃক্ষলতাদির সাধারণ নিমিত্ত হয়, জলধর না থাকিলে উহাদের রস-প্রসূনাদির সম্ভাবনা সদ্ধ হয় না ও বীজ

না থাকিলে উহারা সমুৎপন্ন হইতে পারে না, সেইরূপ জগদীশ্বরও জীবকৃত কার্য্যানুসারেই কারণ-স্বরূপে তাহাদিগকে ফলাদি দান করেন। জগদীশ্বর যদি কাষ্ঠ-লোষ্ট্রাদির ন্যায় জীবগণকে নিয়োগ করেন, তাহা হইলে বিধি-নিষেধ-শাস্ত্রের প্রমাণতা হানি হয় (—গোবিন্দভাষ্য)।

শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা মনুষ্য যে-কার্য্যই করুক না কেন, তাহা ন্যায্য বা অন্যায্য হউক, উক্ত পঞ্চবিধ কারণ-দ্বারাই উহা সাধ্য হয়। এ-স্থলে যিনি কেবল নিজকেই কর্ত্তা মনে করেন, তিনি অকৃতবুদ্ধি অতএব দুর্ম্মতি। তিনি যথার্থ দেখেন না। যাহার অহংকৃতভাব নাই, তিনি সমস্ত লোককে হনন করিলেও কাহারও হন্তা হন না। এবং হননরূপ কর্ম্মফলে আবদ্ধ হন না।

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—তিনটী কর্ম্মচোদনা অর্থাৎ (প্রেরণা) আর করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা তিনটী কর্ম্মসংগ্রহ। মানবকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সকল কর্ম্মেরই দুইটী অবস্থা আছে—চোদনা ও সংগ্রহ। কর্ম্ম কৃত হইবার পূর্ব্বের অবস্থা—চোদনা অর্থাৎ প্রেরণা। ক্রিয়ার পূর্ব্ব অবস্থায় তদনুষ্ঠান-বিষয়ে জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে। তাহা পরিজ্ঞাতার জ্ঞেয়। পরিজ্ঞাতা মনুষ্য ঐ কর্ম্মটী করণীয় কি না—ইহা জানিয়া করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-দ্বারা উক্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠানের নিমিত্ত কর্ত্তৃত্ব অভিমান করেন। নতুবা কর্ম্ম-সিদ্ধ হয় না। এবম্ভূত জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তার তিনপ্রকার ভেদ আছে। এক জীবাত্মাই ফলভোগের জন্য মনুষ্যাদি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান—এইরূপ জ্ঞানকে 'সাত্ত্বিক' জ্ঞান বলে। সর্ব্বভূতে যে-সকল জীব আছেন, তাঁহারা পৃথক্ জাতীয় এবং তাঁহাদের স্বরূপ পৃথগ্বিধ—এইরূপ জ্ঞান 'রাজসিক' আর যিনি স্নান-ভোজনাদি ব্যাপারকেই বৃহৎ কার্য্য মনে করিয়া তাহাতেই আসক্ত হন, আত্মজ্ঞানের কোন সন্ধান রাখেন না, তিনি 'তামস' জ্ঞানী। তাঁহার জ্ঞান নিতান্ত অল্প। যেহেতু তাহা অযথাভূত। তাৎপর্য্য এই যে, দেহাদির অতিরিক্ত তৎপদার্থের জ্ঞানই সাত্ত্বিক-জ্ঞান; নানা-বাদ-প্রতিপাদক জ্ঞান—রাক্ষস জ্ঞান, আর দেহেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াজনক ব্যবহারিক জ্ঞান—তামস জ্ঞান।

ফলাকাঙ্ক্ষা-শূন্য ব্যক্তিকর্ত্তৃক আসক্তিশূন্য ভাবে অনুরাগ ও দ্বেষরহিত হইয়া যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহা সাত্ত্বিক কর্ম্ম; ফলাভিলাষ অথবা অহঙ্কার-যুক্ত হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে বহু আয়াস ও ক্লেশজনক তাদৃশ-কার্য্য

রাজস কর্ম্ম এবং শুভ অশুভ ধনক্ষয়, পরপীড়া এবং নিজ সামর্থ্য অপেক্ষা না করিয়া অবিবেচনাযুক্ত হইয়া যে কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহা তামস কর্ম্ম।

ফলাভিসন্ধানরহিত, অহঙ্কারশূন্য, ধৈর্য্য ও উদ্যমসম্পন্ন এবং সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে হর্ষ-বিষাদশূন্য কর্ত্তা সাত্ত্বিক-কর্ত্তা; অনুরাগী, লোভী, হিংসক, শৌচশূন্য ও হর্ষ-শোকসম্পন্ন কর্ত্তা রাজস-কর্ত্তা; আর অসমাহিত, অবিবেকী, অনম্র, শঠ, পরবৃত্তিছেদক, অলস, বিষাদী ও দীর্ঘসূত্রী ব্যক্তি তামস কর্ত্তা।

যে-বুদ্ধি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য্য-অকার্য্য, ভয়-অভয় ও বন্ধ-মোক্ষকে অবগত হয়, তাহা সাত্ত্বিকী; যাহা ধর্ম্ম-অধর্ম্ম ও কার্য্যাকার্য্যকে যথার্থরূপে জানিতে পারে না—প্রকৃষ্ট জ্ঞানের অভাবে ধর্ম্মাধর্ম্মাদি বিষয়ে কর্ত্তাকে সন্দিগ্ধচেতা করিয়া তোলে, প্রকৃত পথ ত্যাগ করাইয়া অধোগামী করায়, তাদৃশী বুদ্ধি রাজসী; আর যে-বুদ্ধি অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া জানাইয়া দেয় এবং সকল বিষয়ে বিপরীত ধারণা করায়, তাহা তামসী।

চিত্তের একাগ্রতাহেতু যে ধৃতি, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকলকে নিয়মিত করে, তাহা সাত্ত্বিকী; যাহা কর্ত্তৃত্বাদি-অভিনিবেশবশে ফলাকাঙ্ক্ষী করিয়া ধর্ম্মার্থকামকে অবধারণ করায়, তাহা রাজসী এবং যাহা বিবেকশূন্য করাইয়া স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ এবং মদকে ত্যাগ না করায়, তাহা তামসী। যে-সুখ প্রথমে বিষের ন্যায়, কিন্তু পরিণামে অমৃততুল্য, আত্ম-বুদ্ধির প্রসন্নতাজনক, তাহা সাত্ত্বিক; বিষয় ও ইন্দ্রিয়-সংযোগহেতু যে-সুখ ভোগকালে অমৃততুল্য প্রতীয়মান হয় কিন্তু পরিণামে বিষতুল্য কার্য্য করে—ঐহিক, পারত্রিক দুঃখ আনয়ন করে, তাহা রাজস সুখ এবং যাহা আরম্ভে ও অবসানে আত্মার মোহকর—নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে সঞ্জাত, তাদৃশ সুখ তামস-সুখ।

এইপ্রকারের চারি বর্ণের জীবগণ সকলেই ত্রিবিধ বর্ণের অন্তর্গত। সত্ত্বগুণ প্রকৃতির জীব ব্রাহ্মণ, সত্ত্ব-রজঃ গুণ প্রকৃতি ক্ষত্রিয়, রজস্তমঃ প্রকৃতি বৈশ্য এবং তমঃ প্রকৃতির ব্যক্তি শূদ্র।

শম (অন্তর ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ), দম (বাহ্য ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ) তপস্যা, শৌচ (বাহ্য ও অন্তর), ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান (শাস্ত্রীয়), বিজ্ঞান (পরতত্ত্ব-গত অসাধারণ জ্ঞান বা অনুভব) ও আস্তিক্য—ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম্ম। শৌর্য্য, তেজ, ধৈর্য্য, কার্য্যকুশলতা, দান ও নিয়মন-সামর্থ্য ক্ষত্রিয়ের স্বভাব-জাত কর্ম্ম। কৃষিকার্য্য, গো-পালন ও বাণিজ্য বৈশ্যের স্বভাবজ কর্ম্ম; আর অন্য ত্রিবর্ণের সেবা শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম্ম। এইসকল গুণ-দর্শনে

তত্তৎ বর্ণ নিরূপণ করাই শাস্ত্রীয় বিধি; কিন্তু শৌক্রধারায় বিচার ভ্রমাত্মক। বর্ণান্তর্গত মানবগণ নিজ নিজ স্বভাবজ কর্ম্মে নিরত থাকিয়া জ্ঞাননিষ্ঠা লাভে সমর্থ হয়। অতএব স্বধর্ম্মে তৎপর হইয়া চরাচর জগতের উৎপত্তি-কর্ত্তা ও সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বরকে আরাধনা করিলে জীব চরমে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। গুণহীন স্বধর্ম্ম সুন্দর-অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে শ্রেয়ঃ। অর্থাৎ স্বধর্ম্ম সম্যকরূপে অনুষ্ঠিত না হইলেও সুন্দররূপে আচরিত পরধর্ম্ম হইতে তাহা শ্রেষ্ঠতর। মানব তাহার নিজ স্বভাবজাত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে পাপভাগী হয় না। অর্জ্জুন ভগবদিচ্ছা সত্ত্বেও আত্মীয় নাশ-ভয়ে যুদ্ধে পরামুখতা প্রদর্শন করায় উহা ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের বিপরীত বলিয়া নিন্দনীয়। অতএব স্বভাবজাত কর্ম্ম দোষজনক হইলেও তাহা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু সকল কর্ম্মই ধূমদ্বারা আচ্ছন্ন অগ্নির দোষের ন্যায় দোষজনক, কিন্তু মমত্ব বুদ্ধিরহিত, নিরহঙ্কার, বিষয়-তৃষ্ণাশূন্য জ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাসদ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি প্রাপ্ত হইলে সংশয়-বিপর্য্যয়-রহিত বুদ্ধিযুক্ত, সাত্ত্বিকী ধৃতিদ্বারা শরীর ও ইন্দ্রিয় নিয়মনে সমর্থ, শব্দাদি-বিষয় ও রাগদ্বেষ পরিত্যাগী, নির্জ্জন ও পবিত্রদেশে বাসকারী, মিতাহারী, বাক্য, মন ও দেহকে সংযতকারী, সর্ব্বদা আত্মধ্যান-পরায়ণ ও বিষয়-বিতৃষ্ণ, অহঙ্কার-দুরাগ্রহ, মদ-কাম-ক্রোধাদি পরিহার পূর্ব্বক মমতাশূন্য ও শান্তভাবে অবস্থিত জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি ব্রহ্ম-ভাব লাভে সমর্থ হন।

আত্মার স্ব-স্বভাবে অবস্থানই (অপহত-পাপ্মাদিগুণের আবির্ভাব) ব্রহ্ম-ভাব প্রাপ্তি, তাহা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত ব্যক্তিই শোক ও আকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়া সর্ব্বভূতে সমদর্শিতাগুণে বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন। ভগবানের যে স্বরূপ, তাহা কেবল ভক্তি-দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে তত্ত্বতঃ অবগত হওয়া ও তাঁহার ধামে প্রবেশ করা যায়। সর্ব্বদা সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও ভগবদাশ্রিত থাকিলে তাঁহার প্রসাদে অক্ষয় বৈষ্ণবপদ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাদিধাম প্রাপ্তি ঘটে। অতএব দৃষ্টাদৃষ্ট যাবতীয় কর্ম্ম বিশেষ বিচারপূর্ব্বক শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া ভগবৎপর হইয়া সর্ব্বদা সমাহিত-চিত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। ভগবৎগতচিত্ত হইলে সমস্ত সাংসারিক বাধা-বিপত্তি বা দুঃখ ভগবৎকৃপায় অতিক্রম করিতে পারা যায়, আর অহঙ্কারবশে ভগবদুপদেশ গ্রহণ না করিলে বিনাশপ্রাপ্তি ঘটে। জীবগণ অহঙ্কার-বশে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক না থাকিলেও প্রকৃতি-বশে তাহা করিতে বাধ্য হয়।

যিনি সাংসারিক সকল ব্যাপারে কর্ত্তা, যাঁহার বিধানে জগতের সমুদয় ব্যাপার নির্ব্বাহিত হয়, সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর সর্ব্ব জীবের হৃদয়-গুহায় অবস্থিত থাকিয়া যন্ত্রে পুত্তলী স্থাপিত করিয়া ঘুরাইবার মত মায়া-দ্বারা জীব-গণকে কর্ম্মবশে পরিচালিত করিয়া থাকেন। ঈশ্বর কর্ম্ম-বিষয়ে প্রযোজক কর্ত্তা, জীব অবশভাবে কর্ম্ম সম্পাদনে বাধ্য হয়। অতএব সেই সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বরের সর্ব্বতোভাবে শরণ গ্রহণ করিলে তাহার প্রসাদে পরমা শান্তি ও নিত্যস্থান বৈকুণ্ঠ লাভ হইবে। এইজ্ঞান গুহ্য হইতেও গুহ্যতর।

তৎপরে সর্ব্বগুহ্যতম জ্ঞানের কথা বলিতেছেন—পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়সকলে গুহ্য, গুহ্যতর, গুহ্যতম প্রভৃতি জ্ঞানের উপদেশ করিয়া এক্ষণে সর্ব্ব গুহ্যতম অর্থাৎ পূর্ব্বে যে-সকল জ্ঞানের কথা উপদেশ করিতেছেন, সে-সকল অপেক্ষা ইহা আরও শ্রেষ্ঠ। অর্জ্জুন তাঁহার প্রিয়তম বলিয়া তাঁহার হিতের নিমিত্ত বলিতেছেন। সখা ও প্রিয় না হইলে অন্যত্র তাহা উক্ত হয় না বা হইত না। শ্রবণকারী অর্জ্জুনকে "শৃণু মে পরম বচঃ" বাক্যের দ্বারা ইহাও জানাইতেছেন যে, এই বাক্যই তাহার পরম বাক্য; সুতরাং ইহা অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ করা উচিত। অন্যান্য পূর্ব্বকথিত বাক্য-সকল ইহা হইতে অপরম অর্থাৎ নিকৃষ্ট। এই বাক্য শ্রবণের পর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতেছেন—আমাতে মন দিয়া আমার ভক্ত হও, আমাকে পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর অর্থাৎ অনন্যভাবে ভক্তির অঙ্গসকল তাঁহার নিমিত্ত অনুষ্ঠান করিলে তাঁহাকে অবশ্যই পাওয়া যাইবে—ইহা তিনি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছেন। উপসংহারে বলিতেছেন, মনুষ্য মধ্যে অনেকে স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-পালনেই তৎপর, সে-সকল ধর্ম্ম-পালনে অভিলাষিত ফল পাওয়া কঠিন, অথবা বহু বিলম্ব ঘটিবে। এজন্য ভগবান্ বলিতেছেন, সে-সকলই সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শরণ গ্রহণ করিলে তিনি পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসকল অনুষ্ঠানজনিত পাপ হইতে মুক্ত করিবেন অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান-কালে দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞাদি পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান গৃহস্থের পঞ্চসূনা নাশের জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

দেবর্ষি-ভূতাপ্ত-নৃণাং পিতৃনাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥ (ভাঃ ১১।৫।৪১)

হে রাজন্, (নিমিরাজার প্রতি নবযোগেন্দ্র) যিনি অহংভাব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে পরম-শরণীয় শ্রীহরির শরণাগত হন, তিনি সাধারণ মানবের ন্যায় দেবতা, ঋষি, ভূতগণ, স্বজন বা পিতৃলোকের কিঙ্কর বা ঋণগ্রস্ত হন না। শ্রীভগবানের সেবা ও সন্তোষ-বিধানের দ্বারা সকলেরই তৃপ্তি হইয়া থাকে। ইহাই গীতার চরম ও পরম উপদেশ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৯৬ পৃষ্ঠার পর)

পরমার্থ বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্রপ্রমাণ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের কথা তন্নিজজন জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একটী শ্লোকে সুস্পষ্ট করে এই বাণী প্রকাশ করেছেন,—

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহপরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদ প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপাদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই দশটী তত্ত্ব আমাদিগকে উপদেশ করিতেছেন,—

যাহাদ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় হয় তাহাকে প্রমাণ বলে। প্রমাণ-দ্বারা যে তত্ত্ব নির্ণিত হয় তাহাকে প্রমেয় বলে।

১। আম্নায় বলিতে বেদ এবং বেদ তাৎপর্য্যজ্ঞাপক শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রকে বুঝায়। আম্নায়-বাক্যই প্রধান প্রমাণ। তদ্দ্বারা নয়টী সিদ্ধান্ত উপদিষ্ট হইয়াছে।

২। শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব বা পরমেশ্বর।

৩। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্।

৪। তিনি অখিল রসামৃত সমুদ্র।

৫। জীবসকল হরির ভিন্ন অংশ তটস্থ শক্তিতত্ত্ব।

৬। তটস্থ গঠন-বশতঃ জীবসকল বদ্ধদশায় মায়া-কর্ত্তৃক কবলিত।

৭। তটস্থ ধর্ম্মবশতঃ জীবসকল মুক্তদশায় প্রকৃতি হইতে মুক্ত।

৮। জীব ও জড়াত্মক সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ।

৯। শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন।

১০। শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রীতি বা প্রেমই জীবের সাধ্য বা প্রয়োজন।

বেদ বলেন—রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।
—(তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ২,৭)

অর্থাৎ সেই পরমতত্ত্ব ভগবানই রসস্বরূপ। সেই রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভ করলেই জীব প্রকৃত আনন্দ লাভ করতে পারবে।

প্রীতি বা প্রেমের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ হয়। সেই রসময় বস্তুকে চারিভাবে পাওয়া যায়—প্রভুরূপে, সখা বা বন্ধুরূপে, লাল্য-পালা

সন্তানরূপে ও পতিরূপে প্রেমে চারি ধারায় প্রবাহিত। যেভাবে পাই না কেন সবই উত্তম। তথাপি "তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তর-তম।' ব্রজগোপীগণের ন্যায় সেই রসময় শ্রীশ্যামসুন্দরকে পতিরূপে প্রাপ্তই প্রাপ্তির পরাকাষ্ঠা। ইহাতে প্রেমের বা প্রীতির পরিপূর্ণতা। পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।" (চৈঃ চঃ)

ভগবদ্ রাজ্যে প্রাকৃত কোন ব্যাপার নাই। এই মায়িক অনিত্য হেয় জগতের সঙ্গে ভগবদ্রাজ্যের কোন তুলনা হয় না। ভগবদ্রাজ্যে অনিত্যতা বলিয়া কিছু নাই, হেয় বলিয়া কিছু নাই। তথায় সবই চিন্ময়, নিত্য বিশুদ্ধ আনন্দময়। সেখানে কাম নাই, সেখানে কেবল প্রেম—অপ্রাকৃত চিন্ময় ভালবাসা। সেখানে সবই চিরসুন্দর, পরম মধুর। সেখানে স্বার্থপরতা বা নিজসুখ বাঞ্ছা নাই।

মহাপ্রভু কৃপাপূর্ব্বক পরমার্থ রাজ্যের এই জড়রহস্য ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ অধিকারী সর্ব্বোচ্চ উন্নত মাধুর্য্যময় ব্রজপ্রেমের কথা জগতে জানিয়েছেন। মহাজন বলেছেন,—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধামবৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমলং প্রেমা পুমার্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভো মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

(শ্রী বি শ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর)

স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই আরাধ্য বস্তু। শ্রীবৃন্দাবনই তাঁহার ধাম। ব্রজবধূগণ যেভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করেছেন সেই উপাসনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থই নির্ম্মল প্রমাণ এবং প্রেমই পুরুষার্থ—ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত। সেই সিদ্ধান্তেই আমাদের পরম আদর, অন্য মতে আদর নাই।

প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকার মাধুর্য্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার ॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১৩০)

প্রেম নামক-পরম অদ্ভুত পুরুষার্থ কাহারই বা শ্রবণগোচর হয়েছিল? কেই বা শ্রীনামের মহিমা জানিত? কাহারই বা বৃন্দাবনের গহন মহামাধুরী সমূহে প্রবেশ ছিল। কেই বা পরম চমৎকার মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীরাধা-বাণীকে উপাস্যরূপে জানিত? একমাত্র শ্রীচৈতন্যচন্দ্রই এই সকল পরম কৃপা বিস্তার করিয়া জগৎকে জানিয়েছেন।

জীব কখনও ভগবান্ হয় না। ভগবানও কখনও জীব হন না। জীব নিত্যকালই ভগবানের শক্তি, ভগবানের দাস। যাঁহারা জীবের সহিত ব্রহ্মের মিশে যাওয়া-রূপ নির্ব্বাণমুক্তিকে কাম্য বলেন, তাঁহাদের সেই মুক্তিতে আনন্দ কোথায়? আমার নিজস্ব সত্তা বলিয়া যদি কিছু না থাকিল, তাহা হ'লে আনন্দ কে অনুভব করিবে? কেই বা তাহাকে আনন্দ দিবে? চিনি হওয়া অপেক্ষা চিনি আস্বাদন করিতেই সকলেই চায় এবং তাহাই ভাল। ভগবৎপাদপদ্মে প্রেম বা প্রীতিতেই নিত্য নবনবায়মান আনন্দের চমৎকারিতা বিদ্যমান।

ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন, সর্ব্বগুহ্যতম সাধন, অবার্থ সাধন। ভগবৎ-সেবক জীবের ভগবৎপাদপদ্মে ভক্তি করাই সহজ স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ভক্তি জীব মাত্রের একমাত্র পরম ধর্ম্ম। ভক্তি জৈবধর্ম্ম, ভক্তি প্রেম লাভের, ভগবৎপাদপদ্ম লাভের একমাত্র সাধন। ভক্তি-দ্বারাই প্রেম লাভ হয়। ভক্তি কাহাকে বলে? তদুত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন.—

অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান-কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে প্রেমা হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥ (চৈঃ চঃ)

সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়পূর্ব্বক তদীয় আনুগত্যে কৃষ্ণসুখের জন্য চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-দ্বারা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি ক্রিয়াকে ভক্তি বলে। তাহাতে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি চেষ্টা থাকিবে না। কৃষ্ণসুখ কামনা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ থাকিবে না। ইহাই শুদ্ধভক্তি। ইহা হইতেই প্রেম লাভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতাদি সকল শাস্ত্রে ইহাকেই ভক্তির লক্ষণ বলেছেন। ভক্তির ফলে পরমানন্দ-ঘনমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিয়া জীব কত-কৃতার্থ বা ধন্যাতিধন্য হয়।

সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় ব্যতীত ভক্তিতে কাহার অধিকার আসে না। সেজন্য সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়ই ভক্তির প্রথম কথা। ৬৪ প্রকার ভক্ত্যাঙ্গের

মধ্যে প্রথমেই সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ের কথা বলা আছে। সুতরাং সাধুসঙ্গ-দ্বারা শ্রদ্ধা হইবামাত্র মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় করিবেন। তদীয় দীক্ষায়-শিক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে শ্রবণকীর্ত্তনাদি প্রভৃতি ভক্তি-যাজন করিবেন। ভক্তির যত অঙ্গ আছে, তাহার মধ্যে শ্রীনাম-ভক্তি কীর্ত্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হরিনামকীর্ত্তনই সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এবং ইহাই কলিযুগধর্ম্ম। শ্রীমহাপ্রভু বলেছেন,—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম' 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥ (চৈঃ চঃ অন্ত। ৪।৭০-৭১)
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র-সার নাম,—এই শাস্ত্র-মর্ম্ম॥
হরের্নাম হরের্নাম হরেনামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ-নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি, হরে নাম,—উক্তি তিনবার।
জড় লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'-কার॥
'কেবল'-শব্দে পুনরপি নিশ্চয়করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ আদি কর্ম্ম-নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি—তিন উক্ত এবঃ-কার॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১৭ পঃ)

উড়িষ্যার রাজপণ্ডিত প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করে,—

ভক্তি-সাধন শ্রেষ্ঠ কহিতে হইল মন।
প্রভু উপদেশ কৈল নাম সঙ্কীর্ত্তন॥

কাশীর অনেক বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর গুরু শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীকে মহাপ্রভু উপদেশ করেছেন,—

নিরন্তর কর কৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে প্রেমধন॥

মহাপ্রভু নিজের পরম অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীস্বরূপদামোদর ও শ্রীরায় রামানন্দপ্রভুকে বলেছেন,—

হর্ষে প্রভু কহেন শুন, স্বরূপ রাম রায়।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন—কলৌ পরম উপায়॥
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।
সেই সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নাম-সঙ্কীর্ত্তন হৈতে সর্ব্বানির্থ নাশ।
সর্ব্ব-শুভোদয় কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস॥ (চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০ পঃ)

মহাপ্রভু শ্রীতপন মিশ্রকে বলেছেন,—

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥

মহাপ্রভু গৃহস্থ ভক্তগণকে উপদেশ করেছেন,—

প্রভু কহে কৃষ্ণসেবা, গুরু-বৈষ্ণব-সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥
প্রভু কহে, গুরু-বৈষ্ণব-সেবা নামসঙ্কীর্ত্তন।
দুই কর শীঘ্র পাবে কৃষ্ণের চরণ॥ (চৈঃ চঃ)

মহাপ্রভু ত্যাগীভক্তগণকে বলেছেন,—

বৈরাগী করিবে সদা নামসঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে উদর ভরণ॥
ভাগবত পড় সদা লহ কৃষ্ণ-নাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্॥ (চৈঃ চঃ)

মহাপ্রভুর উপদিষ্ট তত্ত্ববস্তু পুনরায় আমরা স্মরণ করি,—

তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেমরূপ।
নামসঙ্কীর্ত্তন সর্ব্ব আনন্দ-স্বরূপ॥ (চৈঃ চঃ আদি)

'যেই নাম সেই কৃষ্ণ', 'কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার', সেজন্য হরিনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বা উপাস্য হরিনাম-কীর্ত্তনই সাক্ষাৎ ভক্তি বা উপাসনা। আর হরিনাম কীর্ত্তন প্রেম লাভে অব্যর্থ অন্তরঙ্গ সাধন বলিয়া হরিনামই প্রয়োজন। তাই নামসঙ্কীর্ত্তন :—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনকে ক্রোড়ীভূত করে বিদ্যমান এবং সাক্ষাৎ আনন্দস্বরূপ ও আনন্দপ্রদ। সেই-জন্য মহাপ্রভু বলেছেন,—

"পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনম্"।

কেবল শ্রীকৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন বিশেষভাবে জয়যুক্ত হউন।

পরিশেষে ইহাই নিবেদন,—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥ (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৯০)

[হে সজ্জনবৃন্দ! আমি দন্তে তৃণধারণপূর্ব্বক আপনাদের পদযুগলে নিপতিত হইয়া দৈন্যের সহিত প্রার্থনা করি যে, আপনারা সকল বিচার দূরে পরিহারপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণকমলে অনুরক্ত হউন]।

— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজ

পত্রোত্তর

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৬২ পৃষ্ঠার পর)

(জ) শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার তুলনা করিতে গিয়া জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণলীলায় ভজন-বিষয় প্রতিভাত, গৌরাঙ্গ-লীলায় সেই ভজনের প্রণালী প্রকাশিত হইয়াছে। প্রণালী ছাড়িয়া ভজন ও ভজন ছাড়িয়া প্রণালী কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। গৌরকে পরোপাস্য বলিয়া যখন বিশ্বাস করা যায়, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণলীলা সম্পূর্ণরূপে উদয় হয়।" শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—"যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।" কীর্ত্তনাখ্য ভজন-তৎপর হওয়ার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দেশ। শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের মাধ্যমেই শ্রীমন্মহাপ্রভু অসুরকে প্রেমিক করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীশিক্ষাষ্টকে শ্রীনাম-ভজনের প্রণালী-সহ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের-মধ্যলীলায় মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংলাপের মধ্যে শুদ্ধভজনের তর-তম সিদ্ধান্তসমূহ ব্যক্ত হইয়াছে। সর্ব্বদোশক চিৎসমন্বয়াত্মক অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত ও রাগমার্গীয় ভজনের মহিমা প্রকাশ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু যে অবদান রাখিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট জগৎ চিরঋণী। শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরে আসিয়া নিজেকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়া জানাইয়াছিলেন, তাহাতে অনেকে তাঁহার

ভজন সম্পর্কে উপলব্ধি করিতে পারে নাই; সেইজন্য এই কলিযুগে তিনি ভজনকারী ভক্তরূপে আসিয়া আচরণ-দ্বারা অশ্রুতপূর্ব্ব method অনর্পিত-চর উন্নতোজ্জ্বল প্রেমভক্তি প্রকাশ করিয়া সকলকে শ্রীকৃষ্ণভজনে উদ্বুদ্ধ হইতে সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা দিয়াছেন। এইভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়া নিজ-আরাধনার প্রণালী শিক্ষা দিয়া সর্ব্বজীবের নিত্যমঙ্গল বিধান করিয়াছেন। তাই অনর্থগ্রস্থ পতিতাধম জীবের পক্ষে শ্রীচৈতন্য ভজনই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। অনর্থগ্রস্থ পতিত জীব শুদ্ধ কৃষ্ণনামের ফল কৃষ্ণপ্রেম পাইতে পারে না, তাই এইরূপ অবস্থায় শ্রীগৌর-নাম ও শ্রীগৌরভজন-দ্বারা অতি সহজেই অনর্থসকল দূরীভূত হইয়া শুদ্ধ কৃষ্ণ-নামের উদয় হয় ও কৃষ্ণ-প্রেম লাভ হয়। জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—"যেই গৌর, সেই কৃষ্ণ—কৃষ্ণ স্বয়ং গৌর হইয়া নিজ কৃষ্ণরস আস্বাদন করত জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। নিরন্তর শ্রীগৌরাঙ্গের নাম করি, তাহাতে দোষ নাই; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণভজন নিষেধ করিতে পারি না; বিশেষতঃ কেবল গৌরভজনের দ্বারা পরে গৌরাঙ্গের কৃপায় তাহাদেরও কৃষ্ণভজন দৃঢ় হইবে—ইহাই ফল বলিয়া বোধ হয়।" অস্মদীয় শ্রীল গুরু-পাদপদ্ম শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যকেশরী ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের উপদেশাবলীর মধ্যে অন্যতম উপদেশ এই যে,—"শ্রীরূপানুগত্যে গৌরভজনই শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিপ্রলম্ভ ভজন। ইহাই শ্রেষ্ঠ।" শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব—একই তত্ত্ব দুইভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র দ্বাপরে আসিয়া যে-লীলা ও অবদান প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বাঞ্ছা পূরণ হয় নাই বলিয়াই তো এই কলিযুগে পুনরায় পরিশিষ্ট-লীলা ও অবদান প্রকাশ করিতে আসিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় "পূর্ব্ব-পর বিধি-মধ্যে পর বলবান্"—এই শাস্ত্রবাক্য অনুসারে স্বয়ং ভগবানের দ্বাপর যুগের অবদান অপেক্ষা তৎপরবর্ত্তী কলিযুগের অবদান অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে—সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাবদান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মৎপ্রণীত "গৌরকথা-মালা" গ্রন্থে "কৃষ্ণ-গৌর-প্রসঙ্গে শুক-সারী-দ্বন্দ্ব"-নামক কবিতাটিতে কিঞ্চিদাভাস আলোচিত হইয়াছে, তাহাও আপনি ইচ্ছা করিলে দেখিয়া লইতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের লীলার পাথারে যিনি যত সাঁতার দিতে সক্ষম হইবেন, তিনিই তত তাঁহাদের অবদানের তাৎপর্য্য বুঝিতে সক্ষম হইবেন। মাদৃশ অনর্থগ্রস্থ পতিতাধম-জীব স্বয়ং ভগবানের অবদানের

কণিকামাত্রও বুঝিতে সক্ষম নহে, তবে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় তদীয় শিক্ষামূলে কিঞ্চিন্মাত্র আলোচনা করিলাম।

পরিশেষে বিনীত নিবেদন, প্রপূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব আসাম প্রদেশে হরিকথা প্রচারান্তে নবদ্বীপ-ধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে আপনি তাঁহার নিকট প্রশ্নগুলির আরও প্রমাণসহ বিস্তারিত সদুত্তর জানিয়া লইবেন,—আশা করি। তাঁহার শ্রীচরণকমলে আমার অসংখ্য ভক্তিপূর্ণ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাইতেছি। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ শ্রীমঠে অবস্থান করিলে তাঁহার শ্রীচরণেও আমার সভক্তি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাইবেন। শ্রীমঠস্থ বৈষ্ণববৃন্দসহ আপনি আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—

প্রণত—**শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল,** কবিভূষণ

প্রচার-প্রসঙ্গ

মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহরের সন্নিকট চকচাঁন্দপোতা গ্রাম-নিবাসী ভক্তপ্রবর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিহারী সামন্তদাস মহাশয়ের সাদর আহ্বানে সমিতির অন্যতম বিশিষ্ট-প্রচারক পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্ব্বতক মহারাজ সদলবলে গত ইং ২-১১-৮৫ তারিখে শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীহরিভক্তি প্রচারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ঐদিন দ্বিপ্রহরে তমলুক নিবাসী ভক্তবর শ্রদ্ধেয় শ্রীপাদ নরহরি দাসাধিকারী (শ্রীনরেন্দ্রনাথ পড়ুয়া) প্রভুর বাস-ভবনে উপস্থিত হন। তাঁহার আগ্রহে তমলুক শহরস্থ শ্রীহরিসভায় বৈকালে শ্রীহরিকথা পরিবেশন করেন এবং রাত্রে উক্তদিন শ্রীনরহরিপ্রভুর বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হয়। পরদিবস সকালে পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ তৎসঙ্গী ব্রহ্মচারীবৃন্দ সমভিব্যাহারে পূর্ব্বোক্ত চকচাঁন্দপোতা নিবাসী শ্রীযুত বিহারী সামন্তদাস মহাশয়ের শ্রীশ্রীরাধা-শ্যামসুন্দরজীউর শ্রীমন্দিরে উপনীত হন। সেই দিন হইতে ৯-১১-৮৫ পর্য্যন্ত শ্রীবিহারীবাবুর সহানুভূতিতে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজজী শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আলোচনামুখে মনুষ্য-জীবনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করাই যে একমাত্র শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য তাহা প্রমাণ করেন। অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই যে শ্রেষ্ঠ তাহাও

বিশেষভাবে বিচার করিয়া আলোচনা করেন। পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজের শাস্ত্র-যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত শ্রবণ করতঃ চকচাঁন্দপোতা গ্রাম-নিবাসী তথা পার্শ্ব-বর্ত্তী উত্তর সাউতানচক, বৈঁচবেড়িয়া, সিঙ্গুলিয়া ও মার্জ্জাপুর প্রভৃতি গ্রাম-নিবাসী শ্রোতৃবৃন্দ পরমাহ্লাদিত হন। তৎপর দিবস অর্থাৎ ১০-১১ ৮৫ তারিখ শ্রীবিহারীবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীনারায়ন সামন্তদাস মহাশয়ের সৌজন্যে উক্ত শ্রীমন্দিরে পাঠ-কীর্ত্তন হয়। ১১-১১-৮৫ তারিখে উক্ত গ্রামের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত পঞ্চানন মান্না ও শ্রীযুত কার্ত্তিকচন্দ্র মান্না মহাশয়ের প্রচেষ্টায় তাঁহাদের বাসভবনে পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ সন্ধ্যাবেলায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। ১২-১১-৮৫ তারিখে শ্রীল মহারাজ সকালে উত্তর সাউতানচক নিবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীপতিচরণ মির্দা মহাশয়ের বাসভবনে পদার্পণ করেন এবং তিন দিন যাবৎ সেখানে পাঠ-কীর্ত্তনাদি করেন। ১৫-১১-৮৫ তাং পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ চকচাঁন্দপোতা গ্রাম-নিবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত সুবল-চন্দ্র মহাশয়ের একান্ত আগ্রহে তাঁহার বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা-মুখে ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষা ভক্তগণ-সমক্ষে পরিবেশন করেন। তৎপরে তিনি তমলুক শহরস্থ পূর্ব্বোক্ত শ্রীপাদ নরহরি দাসাধি-কারী প্রভুর আমন্ত্রণক্রমে তাঁহার বাসভবনে পুনরায় আগমন করেন এবং উক্ত ভবনে ২০-৫-৮৫ তারিখ পর্য্যন্ত শহরস্থ বহু শিক্ষিত জনগণের সম্মুখে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। সেখান হইতে যাত্রা করিয়া শ্রীল মহারাজ চুঁচুড়ায় ময়নাডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুত গোরাচাঁদ নন্দী ও পরে ইছাপুর-নবাবগঞ্জের গোপাল ভট্টাচার্য্য লেনস্থ ভক্তবর শ্রীপাদ কৃষ্ণকিঙ্করপ্রভুর বাড়ীতে এক-দিন ও তাঁহার সৌজন্যে শ্রীশ্রীগোবিন্দ মন্দিরে আর একদিন, এইরূপে দীর্ঘ ত্রয়োবিংশ দিবসব্যাপী ওজস্বিনী ভাষায় বিপুলভাবে শ্রীহরিকথা প্রচারান্তে শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ মূলকেন্দ্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজের সঙ্গী সর্ব্বশ্রী শচীনন্দন ব্রহ্মচারী, মদনমোহন ব্রহ্মচারী, মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভবানন্দ ব্রহ্মচারী ও মুকুন্দদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি প্রভুগণ প্রত্যহ পাঠের আদি-অন্তে সুললিত ছন্দে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন।

—শ্রীবিশ্বকসেনদাস ব্রহ্মচারী

পরমারাধ্যতম পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা *

৮ই পৌষ মঙ্গলবার তিনি শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ, ২য় অধ্যায়ের নিমি-নবযোগেন্দ্র সংবাদ পাঠ ও সুসিদ্ধান্তপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের পূর্ব্বে তাঁহার মহিমা-মাহাত্ম্য আলোচনা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা-মাহাত্ম্য বর্ণন-প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস যেশিক্ষা দিয়াছেন তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শিক্ষা জগতে আর নাই, হইতেও পারে না। "যাহা নাহি বেদে তাহা নাহি পৃথিবীতে", আবার "যাহা নাহি ভাগবতে তাহা নাহি পৃথিবীতে।"

শাস্ত্র কাহাকে বলে? শাস্ ধাতু+স্ট্রণ্ প্রত্যয় করিয়া 'শাস্ত্র' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। শাস্ত্র হইল—শ্রীভগবানের শাসনবাণী, সুযুক্তিপূর্ণ বাক্য, Spiritual Constitution. শাস্ত্র বলেন,—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন-বিচারে তু, ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

শাস্ত্র—সুযুক্তিপূর্ণ ভগবদ্বাক্য, Universal truth বর্ত্তমান জগতের যে সংবিধান তাহা পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনযোগ্য কিন্তু পারমার্থিক সংবিধান অপরিবর্ত্তন ও অপরিবর্দ্ধনীয়।

শ্রীমদ্ভাগবত হইল সর্ব্বগ্রন্থসার, গ্রন্থ-চক্রবর্ত্তী। দ্বাদশ স্কন্ধ ও অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক সমন্বিত এই ভাগবতের গায়ত্রী-দ্বারা শুভারম্ভ।

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ।
(হঃ ভঃ বিঃ ১০।৩৯৪ অঙ্কধৃত গরুড়পুরাণ বচন)

শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনাদ্বারা ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য্য-নির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। "বিদ্যা ভাগবতাবধিঃ"—পার্থিব জগতের বিদ্যা-বুদ্ধি-দ্বারা, টীকা-টিপ্পনীর দ্বারা ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। ভক্তির দ্বারা ভাগবতের তাৎপর্য্য অনুধাবন হইবে। এইজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন,—

"অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া॥"

---

* কলিকাতাস্থ 'বঙ্গীয় ভাগবত-সমাজ'-এর ঊনত্রিংশতম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে ৮ই পৌষ, ১৩৯২ (ইং ২৮।১২।৮৫) মঙ্গলবার গৌরীবাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও প্রদত্ত ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত-সার। -শ্রীসত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

তিনি আরও বলেন যে,—শ্রীমদ্ভাগবত জাগতিক কর্ম্মফল বাধ্য ও ভ্রম-প্রমাদি দোষচতুষ্টয়যুক্ত ব্যক্তির লেখনি-নিসৃত সাধারণ পুস্তক নহে। আদৌ শ্রীনারায়ণ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা নারদকে, নারদ ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে এই চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশ করেন। চতুঃশ্লোকী ভাগবতের মধ্যে গুরুতত্ত্ব, বৈষ্ণবতত্ত্ব, নামতত্ত্ব, ভগবৎতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব প্রভৃতি একাধারে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীভগবানের বিগ্রহ যেমন পূর্ণ অবয়ববিশিষ্ট তদ্রূপ এই শ্রীমদ্ভাগবত। ইহা শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় শাব্দিক অবতার। প্রাকৃত জগতের কল্পনার তুলির প্রলেপ ইহাতে লেশমাত্র নাই। শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনপতি কৃষ্ণচন্দ্র যখন স্বীয় প্রপঞ্চগত লীলা অপ্রকট করিলেন, তখন জীবের মঙ্গল-সাধনের জন্য তাঁহা হইতে অভিন্ন এই পুরাণ-প্রভাকরকে উদিত করেন।

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥ (ভাঃ ১।৩।৪৫)

শ্রীনামের আরাধনাদ্বারা নামই পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ কৃপা, দর্শন ও সেবা লাভ হয়। কলিযুগে শ্রীনামেরই বিশেষ সমাদর ও প্রাধান্য।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন,—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ এবং দ্বাপরযুগে অর্চ্চনদ্বারা যাহা প্রাপ্তি হয় কলিযুগে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনদ্বারাই তাহা প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

শ্রীভাগবতের মহিমা বর্ণন করিতে গিয়া অনেক মাহাত্ম্য বলিয়াছেন,—শ্রীগীতার বিচার যেখানে শেষ হইয়াছে, ভাগবতের বিচার সেখানে আরম্ভ হইয়াছে।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তুমি আমাতে আত্মসমর্পণ কর। এই আত্ম-সমর্পণে গীতার ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত সেই আত্মসমর্পণ কিভাবে—কতপ্রকারে অনুষ্ঠিত হয় তাহাই জানাইয়াছেন। অর্থাৎ সাধক-সাধিকা তাহাদের স্ব-স্ব-অধিকারানুসারে শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য ও মধুর রতিতে গোলোকবৃন্দাবনে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, পরমভজনীয় শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ সেবার অধিকার লাভ করে।

শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

গত ১০ই পৌষ, ১৩৯২, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৮৫ বৃহস্পতিবার শ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীপাদ গোপীকান্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীসত্যানন্দ ব্রহ্মচারীকে লইয়া Indian Air Lines-এর "বায়ুদূত"-নামক বিমানে যাত্রা করিয়া বেলা ২-৩০ মিনিটে কোচবিহার-শহরস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচারকেন্দ্র শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। তথা হইতে বারবিশা, মাথা-ভাঙ্গা-শহরস্থ সমিতির প্রচারকেন্দ্র শ্রীমদনমোহন গৌড়ীয় মঠ, আসাম প্রদেশস্থ শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে প্রচারকার্য্য সমাপন করিয়া ১৯শে পৌষ ধুবড়ী-নিবাসী ভক্তপ্রবর শ্রীযুত কিশোরীমোহন পালচৌধুরী মহাশয়ের গৃহে শুভাগমন করেন।

গত ২০শে পৌষ (৫ই জানুয়ারী) রবিবার কৃষ্ণানবমী তিথিতে অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** শুভাবির্ভাব উপলক্ষে তাঁহার গৃহে শ্রীগুরু-পূজার বিশেষ আয়োজন করেন।

১৯শে পৌষ হইতে তাঁহার গৃহ পুষ্প-পতাকা, পূর্ণকুম্ভসহ কদলীবৃক্ষ এবং বৈদ্যুতিক আলোর দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। বিভিন্ন স্থান হইতে সমিতির অনুগত ভক্তগণ, স্থানীয় গণ্যমান্য ও সুশিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ আসিয়া এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। শ্রীসমিতির আসাম-প্রদেশস্থ প্রচারকেন্দ্র শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ এবং উত্তরবঙ্গীয় প্রচারকেন্দ্র শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীশ্যাম-সুন্দর গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ, তথা পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

২০শে পৌষ রবিবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিকের পর সন্ন্যাসী, ব্রহ্ম-চারীবৃন্দ এবং উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিপূর্ব্বক শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনান্তে নগর-পরিক্রমায় বহির্গত হন। নগর-পরিক্রমা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনান্তে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ বৈষ্ণব-স্মৃতির বিধানানুযায়ী "শ্রীব্যাসপূজা" বা গুরুপূজা সংস্থাপন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার শ্রীগুরুবর্গের অর্চ্চালেখ্যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও মাল্যার্পণ

করিবার পরে সমাগত দীক্ষিত, নামাশ্রিত ও শ্রদ্ধালু স্ত্রী-পুরুষ সকলে যথাক্রমে শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীমূর্ত্তির পূজা-অর্চ্চনান্তে ভোগ নিবেদন করা হয়। আরাত্রিকান্তে সমাগত আহূত, অনাহূত, রবাহূত প্রভৃতি সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় শ্রীগুরুপূজা উপলক্ষে ধুবড়ী পৌর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির মধ্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ ও শ্রীকানাইলাল ব্রহ্মচারীপ্রভু মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রীল গুরু-মহারাজ "শ্রীব্যাস-পূজা" ও "সনাতন হিন্দুধর্ম্ম" সম্বন্ধে ভাবগম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ কীর্ত্তনমুখে শ্রীব্যাসপূজার মহিমা-মাহাত্ম্য বর্ণন করেন। সভান্তে শ্রোতৃমণ্ডলী-কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হওয়ায় পরদিবস সন্ধ্যায় শ্রীযুত পালচৌধুরী মহাশয়ের গৃহে পুনঃ শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ, ৮০শ অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এই দিনও কীর্ত্তনান্তে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

বলা বাহুল্য, উক্ত শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব সমিতির প্রধানকেন্দ্র ও শাখামঠসমূহেও মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও ঊর্জ্জব্রত

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব মাত্রেরই চাতুর্ম্মাস্যব্রত একান্ত পালনীয়—শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং এই ব্রতের সম্মান করিয়া জগতে ইহাই শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। অবশ্যে চাতুর্ম্মাস্যের শেষ কার্ত্তিকমাস সর্ব্বসাধারণের বিশেষ আদরণীয়। কারণ এই কার্ত্তিকব্রত বা ঊর্জ্জব্রত পালনদ্বারা শ্রীরাধারাণীর অশেষ কৃপা লাভ হয়। গৃহে থাকিয়া এই ব্রত পালন করা কর্ত্তব্য নহে; কোন না কোন তীর্থে পালন করিবার জন্যই শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে। যথা,—

"ন গৃহে কার্ত্তিকে কুর্য্যাদ্বিশেষেণ তু কার্ত্তিকম্।
তীর্থে তু কার্ত্তিকীং কুর্য্যাৎ সর্ব্বযত্নেন ভাবিনি॥ (হঃ ভঃ বিঃ)

এই অনুসারে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি প্রতিবর্ষে এই ব্রত পালনকালে কোন না কোন তীর্থে বাস, শ্রীবিষ্ণুর পূজা শ্রীবিষ্ণুর মহিমা শ্রবণ, তন্মন্দির

ও তদ্ধামাদি পরিক্রমা করিয়া থাকেন এবং জগদ্বাসীরও এই পারমার্থিক মঙ্গল লাভের সহায়তা করিয়া পরম-বান্ধবের পরিচয় দিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ পরমারাধ্যতম মদীয় গুরুপাদপদ্ম পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীব্রজমণ্ডল, জয়পুর, গয়া, কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি পরিক্রমার বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব-প্রচারিত সংবাদানুসারে সমিতির সেবকবৃন্দ যাত্রীদিগকে লইয়া বিগত ১০ই কার্ত্তিক, ২৭শে অক্টোবর, রবিবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিয়া পরদিবস অপরাহ্ণে মথুরা ষ্টেশনে অবতরণ করেন। তথা হইতে বাসে করিয়া সমিতির প্রচারকেন্দ্র শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে সন্ধ্যা ৫-৩০ মিনিটে উপস্থিত হন। তৎপরে যাত্রিগণ ভক্তিভরে সন্ধ্যারতি দর্শন ও পাঠ-কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করেন। পাঠান্তে প্রসাদ লইয়া বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ বিগত ২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ (১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৫৪) সোমবার "শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ" স্থাপন এবং ১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৬২ (৩রা নভেম্বর, ১৯৫৬) শনিবার শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদ-বিহারীজীউ এবং শ্রীগিরিরাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ মঠরক্ষকরূপে উক্ত শ্রীবিগ্রহ-সেবা-পূজা ও শ্রীমঠ পরিচালনা বিশেষ দক্ষতার সহিত করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীল রূপ গোস্বামীপ্রভু ও শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ মথুরা মাহাত্ম্য ও শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে ভক্তি-লক্ষণ-ব্যাখ্যায় শ্রীমথুরা ধামের মহিমা বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীধাম-পরিক্রমা, ভগবন্মন্দির, মথুরাদি তীর্থস্থান গমনাদি-ক্রিয়া পাদসেবন ভক্ত্যঙ্গের অন্তর্গত। শ্রীগোবিন্দের বিগ্রহ, তন্মন্দির, তদ্ধাম, মাথুরী, গোষ্ঠবাটী দর্শনাদিও শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার অন্তর্ভুক্ত। সিদ্ধ-সাধকভেদে ভগবৎ ভক্তগণ সাধনভক্তির অনুষ্ঠান উদ্দেশ্যে শ্রীব্রজমণ্ডলাদি ধাম সাধুসঙ্গে দর্শন ও পরিক্রমা করিয়া থাকেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর জানাইয়াছেন,—"শ্রীগৌরমণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস॥" তিনি আরও লিখিয়াছেন,—"ভ্রমিব দ্বাদশ বনে, রসকেলি যে যে স্থানে, প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া। শুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসীগণ-স্থানে, নিবেদিব চরণে ধরিয়া॥" ইহারই

প্রতিধ্বনি করিয়া জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও গাহিয়াছেন,—"গৌর আমার, যে-সব স্থান করল ভ্রমণ-রঙ্গে। সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি ভকত-সঙ্গে॥" অতএব সাধু-সঙ্গে শ্রীগৌরমণ্ডলের অভিন্নজ্ঞানে শ্রীমথুরামণ্ডল বা শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার রীতি-শাস্ত্রাদিতে পরিদৃষ্ট হয়।

পরিক্রমার মধ্যে শ্রীমঠে ও বাহিরের দর্শনীয় স্থানে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ—শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীশিক্ষাষ্টক, শ্রীদামোদরাষ্টক প্রভৃতি পাঠ-ব্যাখ্যা এবং স্থান-মাহাত্ম্যাদি সম্বন্ধে ভাষণ দান করিতেন। ২৯।১০।৮৫ তাং হইতে শ্রীধাম পরিক্রমার শুভারম্ভ হয়।

পরিক্রমা-পঞ্জী

২৯।১০।৮৫—প্রাতে বিশ্রামঘাট দর্শন ও যমুনায় স্নানপূর্ব্বক শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার সঙ্কল্প গ্রহণ। তৎপরে পিপ্পলেশ্বর মহাদেব, কঙ্কালঘাট, রামেশ্বর মন্দির, পঞ্চতীর্থঘাট প্রভৃতি দর্শনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩০।১০।৮৫—মথুরার কঙ্কালীদেবী, বলভদ্র কুণ্ড, প্রাচীন কৃষ্ণ-বলরাম মন্দির, শ্রীনৃসিংহ-মন্দির, ভূতেশ্বর মহাদেব, পাতাল দেবী, পুত্রদা কুণ্ড, আদি কেশব, মহাবিদ্যাদেবী, গোকর্ণ শিব, অম্বরীষটীলা, চক্রেশ্বর মহাদেব, বসুদেবঘাট প্রভৃতি দর্শন করা হয়।

৩১।১০।৮৫ - সকাল ৬টায় যাত্রা করিয়া সূর্য্যঘাট, ধ্রুবঘাট, মুক্তিতীর্থ, সপ্তর্ষিটীলা, বলিটীলা, নারদটীলা, অক্রূর মন্দির, রঙ্গেশ্বর মহাদেব, কুব্জা-ভবন, কংসটীলা প্রভৃতি দর্শনপূর্ব্বক শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

১।১১।৮৫—প্রাতে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মস্থলী, কংসকারাগার, দীর্ঘবিষ্ণু, মথুরা-দেবী, অনন্ত পদ্মনাভ বিষ্ণু, শ্রীশত্রুঘ্ন, দ্বারকাধীশ দর্শন করা হয়।

৩।১১।৮৫—বাসযোগে বলভদ্র-কুণ্ড, তালবন, মধুবন, কুমুদবন, কৃষ্ণকুণ্ড, শ্রীদাউজী, ধ্রুবের তপস্যাস্থান দর্শন করিয়া মথুরাস্থ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৪।১১।৮৫—বাসযোগে ভাণ্ডীরবন, বেণুকূপ, বংশীবট, মাঠবন, মান সরোবর, শ্রীবলদেব দর্শনান্তে দাউজীতে যাত্রিগণকে প্রসাদ দেওয়া হয়। অদ্য মদীয় গুরুপাদপদ্ম ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ দাউজীতে "শ্রীদাউজী গৌড়ীয় মঠ" স্থাপন ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা করেন। অপরাহ্ণে ব্রহ্মাণ্ডঘাট, যমলার্জ্জুন-ভঞ্জনস্থলী, যোগমায়াদেবী, ৮৪ খাম্বা,

প্রাচীন মন্দালয়, রাওল, ভদ্রবন, লৌহবন প্রভৃতি দর্শনান্তে শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৫।১১।৮৫—শ্রীল গুরু মহারাজসহ বাসযোগে জয়পুর যাত্রা। তথায় গলতাগাদী, গোমুখী গঙ্গা, গালব ঋষির মন্দির, আরতিকালে শ্রীগোবিন্দ-দেব ও শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ দর্শন ও পরিক্রমা। রাত্রে আগরওয়াল ধর্ম্ম-শালাতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীল গুরু মহারাজ তিন দিন জয়পুরে অবস্থান করেন। তিনি একদিন করৌলীর শ্রীমদনমোহন মন্দিরে এবং স্থানীয় বাবাজী মহারাজের গৃহপ্রাঙ্গণে বক্তৃতা করেন।

৬।১১।৮৫—বেলা ১০টায় জয়পুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মথুরাস্থ শ্রীমঠে উপস্থিত হন।

৭।১১।৮৫—প্রাতঃ ৫টায় বাসযোগে বৃন্দাবন গমন ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও মীর্জ্জাপুর ধর্ম্মশালাতে অবস্থান। পরিক্রমাকালে শ্রীশ্রীরাধা-মদন-মোহন, শ্রীল সনাতন গোস্বামী-সমাধি, অদ্বৈতবট, অষ্টসখি-কুঞ্জ, নিকুঞ্জবন (সেবাকুঞ্জ), ললিতাকুণ্ড, রাসস্থলী, ইমলিতলা, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সমাধি, শ্রীল জীবগোস্বামীর সমাধি, শ্রীল রূপগোস্বামীর সমাধি ও ভজন-কুটির, শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামীর সমাধি, শ্রীরাধাদামোদর, শ্রীরাধা-শ্যামসুন্দর, চৌষট্টি মহান্তের সমাধি, রঙ্গনাথ জীউ, শ্রীশ্রীবিনোদবিহারী, ত্রিপতি বালাজী, বেণু গোপাল, কুবেশ্বরামী, জ্ঞান-গুদড়ী, লালাবাবুর মন্দির, গোপেশ্বর মহাদেব, বংশীবট ও শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ মন্দির দর্শনান্তে ধর্ম্মশালাতে প্রত্যাবর্ত্তন।

৮।১১।৮৫—প্রাতে পরিক্রমাকালে শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভজনকুটির, কালিয়দহ, নিধুবন, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীলোক-নাথ গোস্বামীর সমাধি, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সমাধি, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সমাধি দর্শনপূর্ব্বক কেশীঘাটে যমুনা অতিক্রম করিয়া বেলবন (শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মন্দির) দর্শন। অপরাহ্ণে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর সমাধি, শ্রীরাধারমণ মন্দির, শৃঙ্গারস্থলী, ঝাড়ুমণ্ডল ও শ্রীগোবিন্দদেব দর্শন করত ধর্ম্মশালায় পুনরাগমন।

৯।১১।৮৫—বৃন্দাবন পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা। পরিক্রমাকালে শ্রীঅটল বনবিহারী, ISCKON মঠ, কালীয়দহ কেশীঘাট দর্শন।

১০।১১।৮৫—প্রাতে বাসে করিয়া মথুরা প্রত্যাবর্ত্তন। পথে ভাতরোল ও অক্রূরঘাট দর্শন করা হয়।

১৩।১১।৮৫—শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট-উৎসব বিরাটভাবে সুসম্পন্ন হয়। বিবিধপ্রকার ভোগ-সামগ্রী শ্রীগিরিরাজকে নিবেদন করা হইয়াছিল। ভোগারাত্রিকের পর যাত্রিগণকে ও মথুরা-বাসী বহু ভক্তবৃন্দকে আকণ্ঠভাবে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অন্য ভজন-পিপাসু ব্যক্তি ও মহিলাগণ শ্রীল গুরু মহারাজের নিকট হইতে হরিনাম ও দীক্ষা গ্রহণ করেন।

১৫।১১।৮৫ - বেলা ২ ঘটিকায় বাসযোগে গোবর্দ্ধনে উপস্থিতি। পথে চতুর্ভূজ নারায়ণ, নারায়ণ সরোবর, চন্দ্রসরোবর, সুরকুটী ও বল্লভাচার্য্য বৈঠক দর্শন। রাত্রে দানঘাঁটি ধর্ম্মশালায় অবস্থান।

১৬।১১।৮৫—প্রাতঃ ৪ঘটিকায় দানঘাঁটী, গোবিন্দকুণ্ড, শ্রীনাথজীর প্রকট-স্থান, পুছরি, নলকুণ্ড, অপ্সরাকুণ্ড, সুরভীকুণ্ড, ঐরাবত কুণ্ড, চকলেশ্বর মহাদেব, গিরিগোবর্দ্ধন ধারণস্থান, মুখারবিন্দ, মানসীগঙ্গা, শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভজন কুটির, শ্রীহরিদেব, উদ্ধবকুণ্ড, শ্রীরাধাকুণ্ড ও তীরবর্ত্তী শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর সমাধি, শ্রীশ্যামকুণ্ড ও তীরবর্ত্তী বৃক্ষরূপী পঞ্চপাণ্ডব, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর ভজনস্থলী, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচনাস্থল, শ্রীকুঞ্জবিহারী মঠ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও সরস্বতী ঠাকুরের ভজনকুটির, ব্রজবানন্দ সুখদাকুঞ্জ, শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর ভজনকুটির, অষ্টসখিকুঞ্জ গৌরীকুণ্ড গো-কূপ, কুসুম সরোবর, নারদকুণ্ড প্রভৃতি দর্শন করিয়া দানঘাঁটী ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন ও গোবর্দ্ধন-পরিক্রমার সমাপ্তিকরণ।

১৭।১১।৮৫ – বাসযোগে কাম্যবন পরিক্রমা। পরিক্রমাকালে বিমলা-কুণ্ডে স্নান, শ্রীবৃন্দাবনদেবী, শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহনজীউ, চৌরাশী খম্বা, পিছল পাহাড়ী, ভোজনস্থলী, ব্যোমাসুরের গুহা, চরণ-পাহাড়ী, লুকলুকি কুণ্ড, কৃষ্ণকুণ্ড, কামেশ্বর শিব, প্রভৃতি দর্শন করিয়া বর্ষাণা ধর্ম্মশালায় উপস্থিত ও রাত্রিযাপন।

১৮।১১।৮৫—প্রাতে শ্রীশ্রীরাধারাণীর শ্রীমন্দির, শ্রীবৃষভানু রাজভবন ও শ্রীকুণ্ড, শাখরী খোর, ময়ূরকুটী, গহ্বরকুণ্ড, মোহিনী কুঞ্জ, দানগড়, শ্রীকুশলবিহারীজীউ ও অষ্টসখি মন্দির দর্শন ও পরিক্রমা। অপরাহ্ণে

সখিগিরি পর্ব্বত, আলতা পাহারী, দেহকুণ্ড, ললিতাদেবীর আবির্ভাবস্থলী (উঁচাগাঁও) ও দাউজী মন্দির দর্শান্তে ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন।

১৯।১১।৮৫ – পরিক্রমাকালে প্রেমসরোবর, যোগমায়া দেবী, সঙ্কেত, উদ্ধব-কেয়ারী শ্রীনন্দালয়, ভৈরবদম্ব, শ্রীল রূপগোস্বামীর ভজনস্থান, আশেশ্বর শিব, শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভজনকুটির ও পাবন সরোবর দর্শনান্তে নন্দগ্রামে Shri Krishna Chaitanya Inter College-এ উপস্থিতি ও রাত্রিযাপন।

২০।১১।৮৫—ভোরে শ্রীনন্দ মন্দিরে আরতি দর্শনপূর্ব্বক শ্রীপাবন-বিহারীজীউ, শ্রীরাধাকুণ্ড, কৃষ্ণকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, নন্দবৈঠক, যশোদা কুণ্ড, হাউ-বিলাউকীলাস্থলী, চরণচিহ্ন প্রভৃতি দর্শন হয়।

২১।১১।৮৫—বাসযোগে কোকিলা-বন পরিক্রমাকালে যাবট (শ্রীমতী রাধারাণীর শ্বশুরালয়), চরণপাহারী, বিহারবন ও শ্রীবিহারীজীউ, চির-ঘাট ও রামঘাট দর্শনপূর্ব্বক বিকালে মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাগমন করা হয়।

২৪।১১।৮৫—বেলা ১০ ঘটিকায় শ্রীপাদ কমলাপতি প্রভু বাসযোগে প্রায় অর্দ্ধেকাংশ যাত্রী লইয়া গয়া, কাশী, প্রয়াগ যাত্রা করেন।

২৬।১১।৮৫—বেলা ৭-৩০ মিনিটে যমুনা অতিক্রম করিয়া দুর্ব্বাসা-টীলা দর্শন করত যমুনায় স্নানপূর্ব্বক শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

২৭।১১।৮৫ – মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে শ্রীদামোদরব্রত, নিয়ম-সেবা বা ঊর্জ্জব্রত এবং চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত সমাপ্তির উৎসব বিশেষ সমারোহে পালিত হয়।

২৮।১১।৮৫—শিলিগুড়ী, আসাম, মেঘালয় ও উত্তরবঙ্গীয় যাত্রিগণ দিল্লী হইতে তিনসুকিয়া মেইল-এ নিউ-জলপাইগুড়ি রওনা হন। কলিকাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী এলাকার যাত্রিগণ আগ্রা ছাউনি স্টেশন হইতে তুফান এক্সপ্রেসে স্ব-স্ব রিজার্ভ আসন গ্রহণ করত হাওড়া অভিমুখে যাত্রা করেন।

যাত্রাকালে সকলে এই একমাস সাধুসঙ্গে পরমার্থানুশীলনের নিজ নিজ সৌভাগ্যের শতমুখে প্রশংসা করিতে করিতে শ্রীধাম হইতে সজলনয়নে বিদায় গ্রহণ করেন। নিষ্ঠুর যান্ত্রিক-যান তাঁহাদের অপরিতৃপ্ত আশাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে করিতে উদ্দামগতিতে পথাতিক্রম করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া পুনরায় মায়ার রাজ্যে প্রবেশ করিল। ট্রেন হইতে অবতরণ করত যাত্রিগণ নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনের সহিত মিলিত হইলেন।　　—শ্রীসত্যরাজ ব্রহ্মচারী

শ্রীগুরুপাদপদ্মের তিরোভাব-তিথিবাসরে

প্রার্থনা-কুসুমাঞ্জলি

হে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুদেব !

আপনার পদনখালোকে আমাদের হৃদয় উদ্ভাসিত করিতে প্রার্থনা। আপনার একান্ত সিদ্ধান্ত-পদাঙ্কানুসরণকারী পূজ্যপাদ মহারাজগণের চরিত্রেও আপনি আদর্শ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধাত্ব প্রতিষ্ঠিত করুন্।

হে রূপানুগ-সিদ্ধান্তশিক্ষা-শিরোমণি !

প্রকৃত রূপানুগগণ শাস্ত্রবিহিত সুনির্ম্মল কুসুমরূপেই আপনার শ্রীপাদ-পদ্মরেণুতে অভিষেক বাঞ্ছা করেন। তবে যে আপনার শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীর উদ্যানে পলাশপুষ্পেরও স্থান দেখিতে পাওয়া যায় ; তাহা কেবল চন্দন-তরুর সঙ্গগুণে অন্য বৃক্ষকেও সারবান্ করিবার মঙ্গলেচ্ছায় আপনার মহাবদান্যের আদর্শ।

হে সর্ব্বজন আরাধ্য ! আপনার শ্রীমুখে অনেকবার শ্রবণ করিয়াছি যে, যখন আপনি আপনার প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করিলেন এবং প্রচার-অঙ্গ বৃহৎমৃদঙ্গ মুদ্রাযন্ত্রাদি স্থাপন করিলেন, তখন ভক্তিবিনোদানুগাভিমানী কেহ কেহ আপনার যৎপরোনাস্তি বিরুদ্ধাচার। করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্যকেশরীরূপে আপনি কেবলমাত্র পূর্ব্ব গুরুবর্গের সেবা, ভক্তিবিরুদ্ধ কুসিদ্ধান্ত নিরাস ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মর্য্যাদা স্থাপনের জন্য ঐরূপ গঞ্জনা সহ্য করিয়াছেন। কারণ আপনার স্বমুখোক্তি,—"বার্ষভানবীদেবী লোকগঞ্জনার ভয়ে কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করেন না।"

আজ তব বিরহ-তিথি-বাসরে।
অমার্জ্জনীয় সব অপরাধ ক্ষমোহ মোরে ॥
জয় জয় গুরুদেব অগতির গতি।
ও-রাতুল চরণে থাকে যেন মতি ॥

প্রণতা

কৃপা প্রার্থিনী—

—শ্রীমতী গিরিবালা দাসী

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;
জেলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির** নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী **আবির্ভাব-তিথিপূজা** (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮-শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** শুভাশীর্ব্বাদে উপরি-উক্ত ঠিকানায় আগামী ৭ই চৈত্র, ১৩৯২ (ইং ২১।৩।৮৬) শুক্রবার হইতে ১৩ই চৈত্র (ইং ২৭।৩।৮৬) বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত একসপ্তাহ ব্যাপী বিরাট **মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, **মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি** বিবিধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষে **শ্রীনবদ্বীপধামের** অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন, তত্তৎস্থান-মহাত্ম্যকীর্ত্তন ও নগরসঙ্কীর্ত্তন-মুখে **ষোলক্রোশ শ্রীধাম-পরিক্রমা** হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং **শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমাপঞ্জী** পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

ইতি—২রামাঘ, '৯২।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে **"সাধারণ সম্পাদক"**-এর নামে উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

শ্রীপরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ৭ই চৈত্র (ইং ২১।৩।৮৬), শুক্রবার ;—(১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গাস্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর-উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহপল্লী ;** এবং (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ৮ই চৈত্র (ইং ২২।৩।৮৬), শনিবার ;—(৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)- গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলের দহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি ; এবং (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর।

৩। ৯ই চৈত্র (ইং ২৩।৩।৮৬), রবিবার ;—(৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) ; এবং (৬) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—**মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ১০ই চৈত্র (ইং ২৪।৩।৮৬), সোমবার ;—(৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা ; এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চড়, বেলপুকুর ; অতঃপর শহর নবদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা (প্রৌঢ়া মায়া-স্থান)।

৫। ১১ই চৈত্র (ইং ২৫।৩।৮৬), মঙ্গলবার ;—(৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্মনিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন), জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীধর-অঙ্গন ও শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৬। ১২ই চৈত্র (ইং ২৬।৩।৮৬), বুধবার ;—**শ্রীগৌর-জন্মোৎসব**।

৭। ১৩ই চৈত্রে (ইং ২৭।৩।৮৬), বৃহস্পতিবার—**সাধারণ-মহোৎসব (মহাপ্রসাদ বিতরণ)**।

জ্ঞাতব্য :—যাত্রিগণ হাল্কা থালা ও ঘটি এবং যাঁহারা মঠে রাত্রিবাসে ইচ্ছুক তাঁহারা মশারীসহ বিছানা অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন এবং ৬ই চৈত্র (ইং ২০।৩।৮৬) বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শ্রীমঠে উপস্থিত হইবেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত দিবসের পূর্ব্বেই কেহ আসিলে মঠে থাকার ও প্রসাদাদির ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। পরিক্রমা ৭ই চৈত্র (ইং ২১।৩।৮৬) শুক্রবার প্রাতঃ ৫টার সময় হইতে আরম্ভ হইবে।

—গ্রন্থ-বার্ত্তা—

শ্রীবৈষ্ণব-জগতে যুগান্তর আনয়নকারী

সিদ্ধান্তরত্নম্

ও

গোবিন্দভাষ্যপীঠকম্

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য-ভাস্কর

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু-

কর্ত্তৃক

বিরচিত স্বটীকাসমন্বিত ভাষ্যপীঠকম্

পাঠকবর্গের অবগতির জন্য শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভুর নিজেরই উক্তি এই স্থানে উদ্ধৃত হইল,—

"শ্রীব্রহ্মসূত্রের স্বরচিত গোবিন্দভাষ্য ও ষট্‌সন্দর্ভাদি গৌড়ীয় দার্শনিক গ্রন্থরাজির সারস্বরূপ এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে সর্ব্বদর্শন সিদ্ধান্তের ব্যুৎপত্তি লাভ হয়।"

এই ভাষ্যপীঠ-প্রকাশনে প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, মূল সূত্রগুলি স্থূলাক্ষরে এবং বঙ্গানুবাদ সুন্দর হরফে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় সমৃদ্ধ রহিয়াছে। এরূপ মনোজ্ঞ অনুবাদ ও টীকা-সমন্বিত প্রকাশন দুর্ল্লভ। বর্ত্তমানে উক্ত গ্রন্থ টীকা-মূলানুবাদসহ একান্ত দুষ্প্রাপ্য। অতএব প্রত্যেক ভক্ত্যনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির ইহা অবশ্যই সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

সেবাসচিব,
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-কার্য্যালয়
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

১। **"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"** প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হন।

২। গ্রাহকগণের পক্ষে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ১৫'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৮'০০ টাকা। ভারত ও বাংলাদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রায় ভিক্ষা অগ্রিম দেয়। ভি. পি-তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।

৩। যে-কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হয়।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। **সর্ব্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড বাঞ্ছনীয়।**

৫। **শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।**

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সৎ-আলোচনা সর্ব্বদা আদরণীয়া।

৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে **'কার্য্যাধ্যক্ষ'** অথবা **'প্রকাশক' শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়,** তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)—ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী—

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২। সিদ্ধান্তরত্নম্ (ভাষ্য-পীঠকম্), ৩। শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক, ৪। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ, ৫। সাংখ্য-বাণী, ৬। মায়াবাদের জীবনী, ৭। প্রেম-প্রদীপ, ৮। প্রবন্ধাবলী, ৯। শরণাগতি, ১০। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ, ১১। শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা, ১২। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম (প্রমাণখণ্ড), ১৩। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম, ১৪। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, ১৫। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, ১৬। জৈবধর্ম্ম (বাংলা), ১৭। ঐ (হিন্দী), ১৮। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী, ১৯। শ্রীগৌর-কথামালা, ২০। শ্রীদামোদরাষ্টকম, ২১। অর্চ্চন-দীপিকা, ২২। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ২৩। শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলা ও শিক্ষা, ২৪। শ্রীগৌরাঙ্গ, ২৫। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা, ২৬। শ্রীএকাদশী-ব্রতকথা, ২৭। শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, ২৮। শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকম্, ২৯। উদ্ধারের পথ, ৩০। Shri Chaitanya Mahaprabhu.

Central Regd, No. R, N. 5111/57
Postal Regd. No. W. B/NDA-13

SHRI GOUDIYA-PATRIKA

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত

শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কেন্দ্রসমূহ

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)।
৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, মথুরা পোঃ, (মথুরা), ইউ, পি।
৪। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ—গৌরবাটসাহি, পুরী পোঃ, (পুরী), উড়িষ্যা।
৫। শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ২৮ নং হালদার বাগান লেন, কলিঃ-৪
৬। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ—গোলকগঞ্জ পোঃ, (ধুবড়ী), আসাম
৭। শ্রীপিহলদা গৌড়ীয় মঠ ও পাদপীঠ—আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)
৮। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৯। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয়প্রচারকেন্দ্র, রান্দিয়াহাট পোঃ, (বালেশ্বর) উড়িষ্যা
১০। শ্রীকেশবগোস্বামী গৌড়ীয়মঠ—শক্তিগড়, শিলিগুড়ি পোঃ, (দার্জ্জিলিং)।
১১। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—বাসুগাঁও পোঃ, (কোকড়াঝাড়), আসাম।
১২। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ,—তুরা পোঃ, (পশ্চিমগারোপাহাড়) মেঘালয়।
১৩। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
১৪। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম—গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
১৫। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—দেয়ারাপাড়া রোড্, নবদ্বীপ(নদীয়া)

BOOK-POST

Sl. No.

To

From—

Shri Goudiya-Patrika Office,
SHRI DEVANANDA GOUDIYA MATH
P.O. Nabadwip (Nadia), W. Bengal.
Pin-741302; Phone : NVD-247